বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৮ আগস্ট - ২০২৫

Workers unload bricks from a vessel in Khulna. They have to work fast to take advantage of the low tide and this leaves them vulnerable to the risk of accidents. Working from morning till afternoon, each person can earn anywhere from Tk 600 to Tk 700. The photo was taken at No 1 Custom Ghat at the end of last month.

PHOTO: HABIBUR RAHMAN

The Daily Star THE FINANCIAL EXPRESS সংবাদ

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৩৮
শ্রম বাজার	৩৯ - ৭২
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৩ - ৮৬
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৮৭ - ৯৮
আন্দোলন ও ধর্মঘট	৯৯ - ১০৮
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১০৯ -১১৪

যুগান্তর | শুক্রবার ১ আগস্ট ২০২৫
১৭ শ্রাবণ ১৪৩২

দেশের সার্বিক অর্থনীতির হালচাল

কর্মসংস্থান বিনিয়োগে মন্দা

যুগান্তর প্রতিবেদন

দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে টানা সাড়ে তিন বছর চলছে মন্দা। গত এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপেও তা এখনো কাটেনি। বেসরকারি খাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি, এখনো বিরাজ করছে অস্থিরতা। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বিনিয়োগ। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে না, বরং আগের চেয়ে কমেছে। চলতি বছরে অর্থনীতিকে তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এগুলো হচ্ছে—উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈশ্বিক চাপ এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় লুটপাটের লুকানো তথ্য বেরিয়ে আসায়-ব্যাংক খাতের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে। দেশের অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক-খাত ঋণের জোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এদিকে বৈশ্বিক খাতে গত এক বছরে সরকারের নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপের ফলে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। ডলারের প্রবাহ বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অব্যাহত পতন রোধ করা গেছে। এতে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে রিজার্ভ। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করে এ খাতে ঝুঁকি কমানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, গত এক বছরে আর্থিক খাতে সরকারের নেওয়া নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম চলমান। এর সুফল এখনো দেখা যাচ্ছে না। তবে চলতি অর্থবছর থেকে তা সামনে আসতে পারে। গত এক বছরে মূল্যস্ফীতির হারকে নিম্নমুখী করা, দেশ থেকে টাকা পাচার রোধ, নতুন করে ব্যাংক দখল ও লুট বন্ধ, ডলার বাজারে স্থিতিশীলতা আনা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে ঊর্ধ্বমুখী করা, বৈদেশিক ঋণের চাপ কমানোর প্রভাব এ বছর দৃশ্যমান হতে পারে।

জুলাই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বেকারত্ব কমানো এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোর পদক্ষেপগুলো এখনো দৃশ্যমান নয়। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি, শিল্প খাতে মন্দা এখনো প্রকট। তবে গড়ে শিল্প উৎপাদন বাড়তে শুরু করেছে। ঋণপ্রবাহ যথেষ্ট কম। মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বাড়ানোর সঙ্গে এগুলো সম্পর্কিত। সরকার আশা করছে, চলতি অর্থবছরে এসব খাতে গতি বাড়বে।

ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে দলটি টানা সাড়ে ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। ওই সময় রাষ্ট্রীয় প্রভাবে ব্যাংক দখল ও লুটপাট করা হয়েছে। লুটের টাকা পাচার হয়েছে বিদেশে। এর মধ্যে করোনা ও বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে ফোকলা অর্থনীতির বিষফোড়াগুলো বেরিয়ে আসতে থাকে। সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা ছাপিয়ে ব্যয়নির্বাহ করতে থাকে। এতে মূল্যস্ফীতির পারদ ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ওই বছরের আগস্টে তা সাড়ে ৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এরপর তা বাড়তে থাকে। আড়াই বছর এ হার টানা বেড়ে গত বছরের জুলাইয়ে সর্বোচ্চ ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশে ওঠে। গত বছরের ৮ আগস্ট বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মূল্যস্ফীতির হার কমানো, ডলারের বাজার স্থিতিশীল করাসহ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার নানামুখী পদক্ষেপ নেয়। প্রথম চার মাস এর কোনো সুফল আসেনি। পরবর্তী সময়ে সুফল আসতে শুরু করে। পণ্যমূল্য হ্রাসে মূল্যস্ফীতির হার কমতে থাকে। গত জুনে এ হার কমে ৮ দশমিক ৪৮ শতাংশে নেমেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি অর্থবছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৬ শতাংশের মধ্যে নেমে আসবে। পাশাপাশি জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারও বেড়ে সাড়ে ৫ শতাংশ হতে পারে। যেটি এখন ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশে রয়েছে।

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতিকে ৫ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনতে পারলে তা হবে স্বাভাবিক। কিন্তু চলতি অর্থবছরের মধ্যে এ হার সাড়ে ৬ শতাংশের মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে নামলেও মূল্যস্ফীতির হার চড়া বা অস্বাভাবিক থাকছে। চলতি অর্থবছরেও মূল্যস্ফীতি নামক একধরনের কর ভোক্তাকে দিতে হবে। বৈশ্বিক চাপ কিছুটা কমে এসেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে পালটা শুল্ক আরোপ করায় এ চাপ আবার বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এখন পর্যন্ত মার্কিন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ পালটা শুল্ক দেওয়ার কথা রয়েছে। এ হার হয়তো কিছুটা কমবে। তারপরও বাড়তি শুল্ক দিতেই হবে। বর্তমানে দিতে হচ্ছে ১৫ শতাংশ। এ হার আরও বাড়লে দেশের পণ্য রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যার নেতিবাচক প্রভাব কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে ডলারের বাজারেও পড়বে। এ চাপ মোকাবিলা করতে সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে। আর্থিক খাতের দুর্বলতা এখন অর্থনীতির জন্য অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সরকারের লুটপাটের চিত্র দৃশ্যমান হওয়ায় সেগুলো খেলাপি হচ্ছে। এতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। এটি অচিরেই ৫ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যত স্বাভাবিক হচ্ছে, তত বেশি ঋণের চাহিদা বাড়বে। চাহিদা অনুযায়ী ঋণের জোগান দেওয়া বর্তমানে আর্থিক খাতের নেই। ফলে অর্থায়ন জটিলতায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি সীমার মধ্যে থমকে থাকবে বলে সম্প্রতি আইএমএফ এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছে।

আইএমএফ অপর এক প্রতিবেদনে বলেছে, ডলারের প্রবাহ এখন বেশি হলেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বাড়লে আমদানিও বাড়বে। তখন ডলারের ওপরও চাপ বাড়বে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হচ্ছে রাজস্ব আয়। নানা জটিলতায় বিদায়ি অর্থবছরে রাজস্ব আয় কম হয়েছে। এ কারণে সরকারকে কৃচ্ছ্র সাধন করেও চলতি ব্যয় মেটাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আয় বাড়ানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি না বাড়ানো গেলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন যেমন বাধাগ্রস্ত হবে, তেমনই কর্মসংস্থানের গতিও প্রত্যাশিত হারে বাড়বে না।

বর্তমান সরকারের এক বছরে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে লক্ষ্যগুলো অর্জিত না হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর অর্থবছরের শুরুতে বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি প্রধান ক্ষেত্র—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। যখন নতুন সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করে, তখন ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অনেক জেলায় বেশ কয়েকবার বন্যার কারণে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও সরকার আর্থিক সংকটের কারণে কর্যক্রম চালাতে পারছিল না। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ফোকলা অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে সহজ কোনো পথ ছিল না। আওয়ামী সরকার পতনের আগে অর্থনৈতিক মূল শক্তিগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে ওইসব শক্তি উধাও হয়ে যায়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা আরও প্রকট হয়।

বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের গতি আরও বাড়ার প্রাথমিক যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তাতে ছেদ পড়ে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনার কারণে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর বিস্তৃত শুল্ক আরোপের পর। নতুন মার্কিন বাণিজ্য নীতি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশে অনিশ্চয়তা আবার ফিরিয়ে এনেছে। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ বাড়ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশেও পড়তে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বিদায়ি অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছিল ৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ। এর আগের অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বেড়েছিল ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে ঋণপ্রবাহও বাড়বে। তবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এখনো কাটেনি। এর নেতিবাচক প্রভাব এখনো বেসরকারি খাতে বিদ্যমান।

শিল্পোৎপাদনে খরা কাটতে শুরু করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের একই সময়ে তা ৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

বিগত সরকারের সময়ে ডলারের দাম যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছিল, সেটি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এখন ডলারের দাম নিম্নমুখী করা সম্ভব। কিন্তু অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনায় তা করছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে ডলারের দাম স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বাড়ার কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়ছে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ফলে এ খাতে চাপ কমেছে।

কালের কণ্ঠ । শুক্রবার । ১ আগস্ট ২০২৫ ।

দারিদ্র্য ৩৬% থেকে কমিয়ে ২৪%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দারিদ্র্যের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা পরিবর্তন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)। দেশের বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে কোনো সংবাদ সম্মেলন না করেই। সংবাদমাধ্যমে শুধু একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দায়িত্ব সারা হয়েছে। ঘুরেফিরে একই প্রতিবেদনে আগের ৩৬ শতাংশ দারিদ্র্যকে কমিয়ে দেখানো হয়েছে ২৪.০৫ শতাংশ, তা আবার ২০১৯ সালের পুরনো তথ্য ঘেঁটে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জিইডি এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে বর্তমানে তিন কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজার মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। অথচ আগের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল ছয় কোটির বেশি। গ্রামাঞ্চলে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য শহরের তুলনায় দ্বিগুণ। শহরে এর হার ১৩.৪৮ শতাংশ হলেও গ্রামে তা ২৬.৯৬ শতাংশ।

শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। শূন্য থেকে ১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ২৮.৭০ শতাংশ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের হার ২১.৪৪ শতাংশ। বিশেষ করে সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙামাটি, সুনামগঞ্জ ও ভোলার মতো জেলায় দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশের

ঘুরেফিরে জিইডির একই প্রতিবেদন

- ২০১৯ সালের পুরনো তথ্যে ২০২৫ সালের প্রতিবেদন
- দেশে এখনো ৩ কোটি ৯৭ লাখ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে
- শিশুদের দারিদ্র্যের হার বেশি, ২৮.৭০%
- গ্রামে দারিদ্র্য শহরের দ্বিগুণ

বেশি। ২০২১ সালে একই বিষয়ের ওপর একটি প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল দেশের প্রায় ছয় কোটি ৫১ লাখ মানুষ, অর্থাৎ ৩৬.১ শতাংশ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সে বছর প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়নি। পরে সেটিকেই কাটছাঁট করে, 'সফলতা'র রূপ দিয়ে ২০২৫ সালে প্রকাশ করা হলো ২৪ শতাংশ দেখিয়ে।

জিইডির ভাষ্য, ২০১৩ সালে দেশে এমপিআই দরিদ্র ছিল ৪২.৬৫ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি ৫৫ লাখ মানুষ। তাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালের মধ্যে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় তিন কোটি ৯৮ লাখে। তবে এই হিসাব দাঁড় করানো হয়েছে ২০১৯ সালের এমআইসিএস (মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে) জরিপের ভিত্তিতে, যা সাত বছর আগের তথ্য।

সাম্প্রতিক খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ। অথচ জিইডি বলছে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ২৪ শতাংশ। পরস্পরবিরোধী এই দুই সরকারি পরিসংখ্যান নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, 'এই রিপোর্টে দারিদ্র্য নয়, সত্যটাই গায়েব।'

এমপিআই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দরিদ্র মানুষ শুধু আয়হীন নয়, তারা বাসস্থান, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, রান্নার জ্বালানি, শিক্ষাসহ অন্তত ১০টি সূচকে বঞ্চনার শিকার। এমন ১০টি সূচকের মধ্যে এবার নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে 'ইন্টারনেট অ্যাক্সেস'।

এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য পরিমাপের কাজটি করেছে জিইডি, বিবিএস, ইউনিসেফ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপিএইচআই এবং অন্যান্য অংশীদার মিলে। অথচ এত বড় কাজের ফলাফলই সংবাদমাধ্যমকে দূরে রেখে প্রকাশ করা হলো।

বিশ্লেষকরা বলছেন, করোনা মহামারির ধাক্কায় অন্তত তিন কোটি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'পুরনো জরিপ' দিয়ে বর্তমানের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা উদ্বেগজনক। দেশের প্রকৃত দারিদ্র্য যদি কমেই থাকে, তাহলে তা দেখাতে ভয় কিসের? জনগণের চোখে ধুলা দিয়ে কোনো উন্নয়নই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১ আগস্ট ২০২৫,

কর্মক্ষেত্রে বুলিং : শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

ভালো থাকুন

ডা. নাজমুল হক মুন্না
সহকারী অধ্যাপক (নিউরোলজি)

কর্মক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির প্রতি অন্য সহকর্মী দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে ও নিয়মিতভাবে খারাপ আচরণ করাকে কর্মক্ষেত্রে বুলিং অথবা উৎপীড়ন বলে। এটি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে, কর্মীর কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়; কর্মীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

প্রকারভেদ

কর্মক্ষেত্রে বুলিং বিভিন্ন রকম হয়—

- মৌখিক বুলিং : গালিগালাজ, অপমানজনক মন্তব্য, সবার সামনে ছোট করা, বিদ্রূপ করা।
- শারীরিক বুলিং : মারামারি, ধাক্কা দেওয়া অথবা শারীরিকভাবে আঘাত করা।
- সাইবার বুলিং : অনলাইনে বা সামাজিক মাধ্যমে অপমানজনক বার্তা পাঠানো, মোবাইলে ফোন করে খারাপ ব্যবহার করা।

কেন করা হয়?

এই উৎপীড়নের পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে—

- কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা জাহির করা।
- সহকর্মীর প্রতি ঈর্ষা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা।
- কর্মীর পারিবারিক অথবা মানসিক সমস্যা; যা কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়।

কর্মীর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

বুলিং কর্মীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এর কারণে অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি চাকরি ছেড়ে দেওয়া, অনেক সময় আত্মহত্যাও করতে পারেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

- ডিপ্রেশন বা হতাশা
- অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা
- ইনসমনিয়া বা ঘুম কম হওয়া
- আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া
- আত্মহত্যার প্রবণতা

শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

- কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া
- ওজন বেড়ে যাওয়া
- হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া
- মানসিক চাপ ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগকে অনিয়ন্ত্রিত করে দেয়।

প্রতিরোধের উপায়

- উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার কাছে পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

» আগামীকাল পড়ুন : শিশুর মানসিক বিকাশে ওমেগা-থ্রির গুরুত্ব

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৪ আগস্ট ২০২৫

পোশাক খাতে সম্ভাবনা

সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার কাম্য

বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করায়, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত অথই পাথারে পড়েছিল। পোশাকশিল্প চরম অনিশ্চয়তার মুখে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছিল। লাখ লাখ শ্রমিক-কর্মচারীর পেশাচ্যুতির শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো অশেষ দুর্ভোগের শিকার হওয়ার দিন গুনছিল। অনেক চড়াই-উতরাই, দীর্ঘ আলোচনা, দরকষাকষি, জটিল প্রক্রিয়ার পথ পাড়ি দিয়ে, অবশেষে পাল্টা শুল্ক ২০ শতাংশ করে নিতে পারায়, মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগী অবস্থান বজায় রইল। দেশের পোশাকশিল্পের বিশ্ববাজার হারানোর যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা-ও আপাতত দূর হলো। কারণ তৈরি পোশাকপণ্যে বাংলাদেশের নিকট প্রতিযোগী ভিয়েতনামের ওপরও ২০ শতাংশ শুল্ক নির্ধারিত হয়েছে। তবে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ। চীনের ওপর ৩০ এবং মিয়ানমারের ওপর ৪০ শতাংশ। এসব দেশ বিস্তর কার্যাদেশ হারাবে। তার একটা বড় অংশ স্থানান্তরিত হতে পারে বাংলাদেশে। এমন অনুকূল পরিস্থিতিতে স্বস্তি ফিরেছে দেশের পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে। তাদের মতে, বাংলাদেশের ওপর শুল্ক ২০ শতাংশ নির্ধারিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে প্রতিযোগিতার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া রপ্তানি করা তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যে ন্যূনতম ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহার হলে, পাল্টা শুল্ক প্রযোজ্যই হবে না। তাতে আমাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা আরও বাড়বে। এটাও একটা বিশেষ সুযোগ। এসব সম্ভাবনা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের। সুষ্ঠু শ্রম পরিবেশ রক্ষা, কাজের মনোন্নয়ন, যথাসময়ে সরবরাহ ইত্যাদি বাণিজ্যিক শর্ত পালনে সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে। বিস্তৃত বিশ্ববাজারেও ব্যবসা সম্প্রসারণে সচেষ্ট হওয়া চাই। এ প্রক্রিয়ায় শিল্প বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে পোশাক খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান গতিশীলভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। অর্জন করতে হবে প্রবৃদ্ধি। বহু কায়ক্লেশে অর্জিত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার দেখতে চায় জাতি।

THE BUSINESS STANDARD

FRIDAY 01.08.2025

Women platform workers struggling without basic protections, rights: Experts

RIGHTS - BANGLADESH

TBS REPORT

Despite Bangladesh being the world's second-largest supplier of online labour, accounting for 16% of the global online workforce, women workers in the country's platform economy continue to face systemic neglect, lack of legal protections, and frequent violations of basic workers' rights.

Experts noted that although women are increasingly joining the platform-based informal economy, providing services like domestic help, childcare, and beauty care, their safety, dignity, and rights are often ignored by platform operators and policy frameworks.

These concerns were brought to light yesterday evening at a seminar titled "Precarity of Women Platform Workers: Bangladesh Scenario and Agenda," organised by DataSense – iSocial.

Platform workers are individuals who offer services via online platforms, typically on a freelance or

Women platform workers struggling

CONTINUED FROM PAGE 3

contract basis.

According to the experts, most platforms offer only elementary safety training, placing the burden of security squarely on the workers. While a formal grievance channel exists, women workers often hesitate to report harassment or abuse for fear of retaliation. The lack of a clear legal framework further hinders any meaningful redress, they added.

In a presentation, Sadman Rahman, research fellow of iSocial, said deep-seated social biases follow women into their platform jobs.

"Salma, a babysitter, was asked to scrub doormats. Rabeya, a professional beautician, was publicly scolded for using a client's bathroom. Such incidents reflect the subtle, yet persistent, indignities informal women workers endure," he said.

"Though many women work full-time hours through these platforms, they receive none of the basic protections guaranteed to formal employees – such as paid sick leave, maternity leave, or access to healthcare," he added.

Mehedi Shoron, co-founder of HelloTask, said, "When we started eight years ago, there were around 4,000 domestic workers. Now the number has grown to 24,000. However, the market is still not ready...We need more platforms in this space."

In a video message, AHM Shafiquzzaman, secretary of the Ministry of Labour and Employment, acknowledged the urgent need to protect platform workers and ensure their rights.

He called for formal recognition of platform workers to provide benefits such as maternity leave, service benefits, and paid leave.

To ensure justice and equity, rights groups and experts urged the government and private sector to take the following steps – reclassify platform workers as employees to grant them access to legal protections and benefits; tackle structural discrimination by expanding employment opportunities beyond traditional "women's work"; implement a robust policy framework to guarantee fair wages, dignified conditions, and social security.

THE BUSINESS STANDARD

MONDAY 04.08.2025

BGMEA urges RMG factory closure on 5 Aug to mark 'July Uprising Day'

UPRISING - BANGLADESH

TBS REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has called upon all garment factory owners to observe a general holiday on 5 August in observance of "July Uprising Day".

In a statement issued by the association yesterday, BGMEA said the request was made to honour the martyrs of the July Uprising and to express solidarity with the government's decision to observe the day as a national holiday.

"Since the government's declaration came mid-year, the newly declared 5 August holiday was not part of the original list of festival holidays for garment factories; therefore, under labour law, factories are not legally obligated to remain closed on 5 August," the statement added.

সোমবার, আগস্ট ৪, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ২০, ১৪৩২ বণিক বার্তা

নাটোর চিনিকলে নিরাপত্তা কর্মীদের বেঁধে যন্ত্রাংশ লুট

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নাটোর

- ৯০ লাখ টাকা ক্ষতির দাবি
- দুজনকে অব্যাহতি
- ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি

নিরাপত্তাকর্মীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে রেখে নাটোর সুগার মিলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় লুট করা হয়েছে মিলের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশসহ বিপুল পরিমাণ মালপত্র। শনিবার দিবাগত গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষের দাবি এতে ৯০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে অপরাধীদের শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ। এছাড়া তদন্তের স্বার্থে চিনিকলের নিরাপত্তা ইনচার্জসহ বেশ কয়েকজন ও নিরাপত্তাকর্মীকে নেয়া হয়েছে পুলিশ হেফাজতে। পাশাপাশি নিরাপত্তাকর্মী বদর উদ্দিন ও সাব্বির হোসেন নামে দুজনকে অব্যাহতি দিয়েছে সুগার মিল কর্তৃপক্ষ। এদিকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) ফেরদৌস উল আলমকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখলাছুর রহমান। আগামী দুদিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

চিনিকলের নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, গত শনিবার রাত ২টার দিকে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে পিকআপ ভ্যানে করে ২০-২৫ জনের একটি দল নাটোর সুগার মিলে আসে। এ সময় মিলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১০-১২ জন কর্মীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বেঁধে রাখে। পরে মিলের তিনটি সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ তামার কয়েল 'রোলার বিয়ারিং'সহ কিছু পিতলের তৈরি সরঞ্জাম লুট করে নিয়ে যায়। পরে ভোর ৫টার দিকে মিলের সাইরেন ও মসজিদের মাইকে ডাকাতির ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর সকালের শিফটের নিরাপত্তাকর্মী ও অন্য কর্মচারীরা তাদের উদ্ধার করেন।

মিলের কর্মচারীরা জানান, আগামী নভেম্বরেই আখ মাড়াই করার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছিল নাটোর সুগার মিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মিল চালুর তিন মাস আগে রাষ্ট্রীয় এ কারখানায় ডাকাতির ঘটনায় তারা বিস্মিত।

তবে নির্দিষ্ট সময়ে মিল দ্রুত আবার চালু হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়ে কর্মচারীরা। তবে ডাকাতরা মিলের গুরুত্বপূর্ণ মালপত্র নিয়ে যাওয়ায় মিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

নাটোর সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখলাছুর রহমান বলেন, 'ভোর ৫টার দিকে মিলের সাইরেন ও মসজিদের মাইকে ডাকাতির ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর মিলে এসে নিরাপত্তাকর্মীদের উদ্ধার করা হয়। লুট হওয়া মালামালের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এতে ৯০ লাখ ৪ হাজার টাকার মালপত্র লুট হয়েছে। এরই মধ্যে দুজনকে অব্যাহতি ও পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল সকাল ১০টায় নাটোর সুগার মিল পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ সময় পুলিশ সুপার বলেন, 'সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণসহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে তদন্তের স্বার্থে নিরাপত্তার ইনচার্জসহ বেশ কয়েকজনকে পুলিশি হেফাজতে নেয়া হয়েছে। ডাকাত দলকে আটক ও মালপত্র উদ্ধারে বেশ কয়েকটি টিম কাজ করছে।'

THE FINANCIAL EXPRESS Monday • August 4, 2025

TRADEOFF FOR CUT-DOWN RECIPROCAL AMERICAN TARIFF

BD millers to redouble US cotton import

JASIM UDDIN

To reciprocate the steep US reciprocal tariff being cut down to 20 per cent, Bangladeshi textile and spinning millers target to augment American cotton imports under tradeoffs to make the country's apparel trade competitive in the United States.

The US Presidential Actions issued on April 02 this year set a condition that export goods to the USA should use at least 20 per cent of the customs value of the subject article of US-origin content, which is likely to get a certain amount of duty exemptions under the US customs and border protection (CBP) provisions.

A customs expert explains that "US content" means the portion of a product's value that comes from parts or materials that are made, sourced, or significantly changed in the United States, according to US customs rules.

Simply put, it's the part of the product that is truly America-originated.

"To receive a duty exemption, at least 20 percent of the product's total value must come from US sources. Only that US portion is eligible for the exemption - the rest of the product, made from non-US materials, is still subject to import duties," he says.

Speaking to The Financial Express, the country's textile makers said the new conditions would push them to increase US cotton imports, and by the end of this year, the volume could be double the current usage.

Exporters have cited a practical example of a Calvin Klein denim pants with an FOB (Free On Board) value around $8, where the fabric component is approximately $4.125. Of that, the cotton content accounts for about 33.25 per cent.

However, they also note that if the denim pants are produced for a lower-value brand such as Kontoor, the cotton component may be slightly lower - but would still meet the 20-percent threshold.

Envoy Textile founder-chairman Kutubuddin Ahmed told the FE that the company has capacity to produce around 54 million yards of denim fabrics annually, 60 per cent of which go to the US market.

The company imports 24,000 tonnes of cotton annually and currently only 15 per cent of the cotton is sourced from the United States. Now the company plans to ramp up its imports of US cotton, with the potential to raise the share by nearly 60 per cent.

> To receive duty exemption, at least **20%** of the product's total value must come from US sources

> Envoy Group to raise current **15%** US cotton to nearly **60%**

Kutubuddin Ahmed said, "We are already in talks with a US supplier to import 250 tonnes of cotton, considering the tariff issue."

The conditions requiring local value addition and the use of US raw materials will help attract investment in Bangladesh's spinning and textile mills, which will create more employment opportunities in the country, hopes Kutubuddin Ahmed, a former president of BGMEA.

Similarly, Mohammad Abdullah Zaber, current managing director of Zaber and Zubair Fabrics Limited, says, "US cotton is expensive than other cotton...we are using that as per buyers' requirements for the American market."

He adds: "Now every brand and retailer will ask to produce their goods with US cotton to get duty benefits as per the US government requirements."

The company currently uses nearly 30-percent US cotton while the factory's annual consumption is nearly 2,500 tonnes.

Zaber hopes by this yearend the US cotton consumption will be about half of total cotton uses as the company's 50-percent exports go for the US market, while its annual export is about $170 million.

According the company officials its major US buyers are Target America, Ralph Lauren, Calvin Klein, American Eagle, and Tom Hilfiger and Gap.

BTMA President Showkat Aziz Russel says the sector needs government support to increase US cotton imports.

Textile-industry leaders are urging the government to lower the EDF loan interest rate to 2.0 per cent for US cotton imports.

He has also requested 3-4 cent-per-pound cash incentives, noting that US cotton is 3.0-4.0-percent more expensive than cotton from other sources.

Additionally, textile millers are seeking a waiver of the 1.0-percent Advance Income Tax (AIT) on export earnings.

Despite a recent decline in US cotton's market share in Bangladesh, local millers are preparing to double imports from the USA within a year-responding to rising global demand and shifting trade dynamics.

According to the US Department of Agriculture (USDA), Bangladesh is projected to retain its position as world's largest cotton importer in marketing year (MY) 2025-26, with imports expected to reach 8.5 million bales.

The USDA report also projects a modest rebound in global cotton consumption, which is set to hit a five-year high of 118.1 million bales, driven by steady economic activity in major textile-exporting countries, like Bangladesh and Vietnam.

Global cotton trade is forecast to increase by 2.3 million bales to 44.8 million bales in MY26-signalling a broader recovery in demand across textile-producing economies.

In contrast, China's imports are expected to shrink significantly, falling from 15 million bales in MY24 to just 7 million bales by MY26. This sharp decline is paving the way for countries like Bangladesh to climb in global rankings, marking a notable structural shift in cotton-trade flows.

To support this momentum, the Bangladesh government is finalizing a dedicated bonded warehouse to ensure duty-free access for US cotton. Chief Adviser Muhammad Yunus recently wrote to the US President pledging a substantial rise in US farm imports-particularly cotton-as part of broader trade diplomacy to reduce bilateral imbalances.

Bangladesh is also formulating a roadmap to double US cotton imports by 2028, aiming to source 25 per cent of its total cotton from American growers. Based on 2024 projections, US cotton imports are expected to rise from 1.0 million bales in 2025 to 2.1 million bales by 2028.

The share of US cotton in total imports will grow from 12 per cent to 25 per cent and import value is projected to nearly double, from $473.8 million to $987.04 million.

This pivot comes as Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports surged 13.79per cent year on year, reaching $7.55 billion in FY2024-25, according to EPB data.

The USDA notes that "since mid-January 2025, international brands have resumed placing orders following months of political uncertainty," which has fuelled a sharp rise in demand for raw materials, including cotton.

newsmanjasi@gmail.com

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 02.08.2025

Why workers don't want to leave Rising Group, even if it offers little beyond labour law

INDUSTRY – BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Rising Group, one of the country's leading garment exporters, stands as a notable example of how simply ensuring timely payment of wages, respectful treatment, and a suitable work environment – without offering any significant benefits beyond what labour law mandates – can still keep workers satisfied, reduce unrest, and retain staff.

NARGIS AKTER

Starting nearly three decades ago in Dhaka's Mirpur with just 120 machines, Rising Fashions Limited has now become a top-tier group of companies in Bangladesh's readymade garments and textile sector, comprising 14 companies and employing nearly 15,000 people.

According to the company, some workers and staff from the founding days are still employed at the group's factories. In the garment sector, worker turnover – known as the dropout rate – averages around 5%, meaning five out of every 100 workers typically leave each month. But in Rising's factories, the average dropout rate is below 2%, considered a major achievement for any factory.

The lower the dropout and absenteeism rates, the higher the factory's productivity. Notably, despite being located in Dhaka's Mirpur – a region often affected by labour unrest – Rising Group's multiple

Why workers don't want to leave Rising Group

CONTINUED FROM PAGE 3

factories have seen no significant labour disputes.

Conversations with factory management reveal that workers are not offered much in the way of extra financial benefits beyond what the law mandates. So why don't workers want to leave, and why is there so little discontent?

Asma Akhter, a worker at Rising Fashions Limited who has been employed there for over eight years, told The Business Standard, "The work environment is good. We receive our previous month's salary between the 4th and 6th of each month."

She added, "Production managers or supervisors don't put extra pressure on us or scold us; we can work peacefully. I've worked in other factories before, but none were as good as this one."

"I want to continue working in this factory as long as I work in garments," she said.

Asam, a senior operator earning between Tk 20,000 and Tk 22,000 a month, added, "Here, workers get access to daycare facilities for their children, leave when sick, occasional financial aid, and timely Eid bonuses."

"Workers here generally don't want to move to other factories," she said, adding, "If they do leave, they usually return to their villages or switch to other professions."

Rabeya Akhter, another worker who has been working at the same factory in Mirpur for over eight years, told TBS, "I get my salary on time every month. The PIMs and line managers here behave well. If a supervisor misbehaves, the
owne he good work environment
tory. ' it pleasant to work here."
make on't want to leave this fac-
"I long as I'm in the garment
tory a " she added.
secto ording to the Rising Group
Ac e, all of their factories main-
websi ild care facilities with light
tain c r the child. "We make sure
food and child are always taken
moth under our watch," it says.
care c group also runs a health
Th nme called Her Health,
progr focuses entirely on the
which ing of female employees
well-b ing health counselling and
by off ing various health-relat-
organ kshops. "We keep our em-
ed wo safe by taking care of their
ploye needs 24/7 – all in house,"
medic site states.
its we is Akter, Chairperson of Ris-
Na up, told TBS, "We do not of-
ing Gr pecial benefits beyond what
fer any ated by labour law. But we
is mar compliance is maintained in
ensure ories, and that salaries are
the fa time every month."
paid o a result, workers see the
"As

factory as their family," she added. Referring to the company's 15,000-strong workforce, she said, "There has never been a case of labour unrest in this factory. In fact, when unrest or vandalism occurs in neighbouring factories, our workers remain alert to protect our

Factory authorities said that even some workers and staff who joined the company back in 1997 are still working here.

The company was founded by Mahmud Hasan Khan Babu, who is currently the president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Besides garments, the group has also expanded its business into textiles, washing, packaging, and accessories. Its current turnover is close to $200 million.

Workers at the group's factories are also represented by trade unions. Aklima, president of one such union, told TBS, "Since 2016, I've been serving as president of a factory trade union. During this time, I've never seen any labour unrest."

"The employer proactively informs workers about the legally mandated benefits; we don't even need to negotiate for them."

"Any minor issues are resolved through discussion with the management," she added.

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার
২ আগস্ট ২০২৫

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ফান্ড বাড়ানো হবে

--------- শ্রম উপদেষ্টা

■ শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ফান্ড বৃদ্ধি করে অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা সহায়তা ও শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ আরো বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন।

গতকাল শুক্রবার বিকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন, ফ্যাক্টরি মালিকরা খুবই সামান্য এতে কন্ট্রিবিউট করে, তারপর সবাই যদি দেয় তাহলে এটা আরো আগাবে। আমি চেষ্টা করছি আরো কীভাবে এর পরিধি বাড়ানো যায়।

অনুষ্ঠানে ১৫ জনকে শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তার চেক তুলে দেন উপদেষ্টা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক আব্দুস সামাদসহ অন্যরা। এর আগে দুপুরে উপদেষ্টা চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে বন্দরের গতিশীলতা আরো বৃদ্ধির কথা জানান।

শোভন কাজ

Dhaka : Saturday 2 August 2025
সংবাদ

দেশের চারজনের একজন বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার: গবেষণার ফলাফল

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশের প্রতি চারজনের একজন মানুষ এখনো বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) বিষয়ক এক সেমিনারে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিকল্পনা কমিশনে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশের জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান চৌধুরী। এতে সভাপতিত্ব করেন জিইডির সদস্য (সচিব) মনজুর হোসেন। আলোচক ছিলেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক এ কে এনামুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব আলেয়া আখতার এবং বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য হলো দারিদ্র্য পরিমাপের একটি বিস্তৃত পদ্ধতি, যা শুধু আয় বা ভোগের মতো একক মাত্রার বাইরে গিয়ে দারিদ্র্যকে তার বিভিন্ন দিক থেকে বুঝতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের এ সূচকে তিনটি মাত্রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাতে জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বিবিএসের ২০১৯ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভের (এমআইসিএস) তথ্য ব্যবহার করে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (এমপিআই) নিরূপণ করা হয়েছে। বহুমাত্রিক দারিদ্র্য হলো দারিদ্র্য পরিমাপের একটি বিস্তৃত পদ্ধতি, যা শুধু আয় বা ভোগের মতো একক মাত্রার বাইরে গিয়ে দারিদ্র্যকে তার বিভিন্ন দিক থেকে বুঝতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের এ সূচকে তিনটি মাত্রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাতে জীবনযাত্রার মান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই মাত্রাগুলোকে ১১টি আলাদা সূচকে ভাগ করা হয়েছে। যেমন জীবনযাত্রার মানের মধ্যে রয়েছে- বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন, খাওয়ার পানি, বাসস্থান, রান্নার জ্বালানি, সম্পদ এবং ইন্টারনেট সংযোগ।

এমপিআই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে ২৪ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে রয়েছে যা সংখ্যায় প্রায় ৩ কোটি ৯৮ লাখ। গ্রামীণ এলাকায় এই হার ২৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ, আর শহরে ১৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ। সিলেট বিভাগে এই দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ, ৩৭ দশমিক ৭০ শতাংশ। আর পাঁচটি জেলায় ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের শিকার। জেলাগুলো হলো-বান্দরবান, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি ও ভোলা। শিশুদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ হার ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

প্রধান অতিথি আনিসুজ্জামান চৌধুরী তার বক্তব্যে এমপিআই-কে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি নতুন ও উদ্ভাবনী কৌশল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, 'এই পদ্ধতি সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।'

তিনি এ সূচককে নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ ছাড়া কিছু জেলায় দারিদ্র্যের হার বেশি হওয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধানে আরও গবেষণা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'এমপিআই ব্যবস্থাটি আয়ভিত্তিক দারিদ্র্য মাপকাঠিকে সম্পূরকভাবে সহায়তা করবে এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেবে।' সভাপতির বক্তব্যে মনজুর হোসেন জানান, জিইডি ভবিষ্যতেও নিয়মিত এই সূচক প্রকাশ করবে এবং নীতিনির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হবে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 2 August 2025

সংসদে অবশ্যই শ্রমিক প্রতিনিধি থাকতে হবে: নাসীরুদ্দীন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতীয় সংসদে শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধি থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, 'সংসদে বেশির ভাগ হয়ে গেছেন আইনজীবী ও ব্যবসায়ী, সেখানে শ্রমিকদের কেউ নেই। তাহলে সেখানে শ্রমিক কেউ না থাকলে শ্রমিকের পক্ষ হয়ে কথা বলবে কে। সংসদে যিনি সংসদ সদস্য থাকেন, তিনি বড় ব্যবসায়ী হওয়ায় শ্রমিকদের না হয়ে ব্যবসায়ীর পক্ষ হয়ে সংসদে কথা বলেন। তাই জাতীয় সংসদে শ্রমিক প্রতিনিধি রাখতে হবে।'

গতকাল রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক উইংয়ের যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নাসিরুদ্দীন পাটোয়ারী।

শ্রমিকের ঘামে যে অর্থ আয় হয়, তার বড় একটি অংশ মালিকদের পকেটে চলে যায় মন্তব্য করেন নাসিরুদ্দীন পাটোয়ারী।

তিনি বলেন, 'কিছু নেতাকে আমরা মাঠে দেখেছি তারা শ্রমিকদের পক্ষে লড়াই করে যাচ্ছেন। কিন্তু তারা মাঠে গেলে বলেন, শ্রমিকের লোক, ভেতরে গেলে বলেন, মালিকের লোক। এদের মোকাবিলা করতে হবে, এদের মোকাবিলা করতে না পারলে বাংলাদেশের শ্রমিকদের রাজনীতি নতুন করে দাঁড়াবে না। গণ-অভ্যুত্থানের পর যে দলটির সৃষ্টি হয়েছে, সে নাগরিক পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন। আপনাদের দায়িত্ব হলো জাতীয় নাগরিক পার্টিকে একটি শ্রমিকবান্ধব পার্টি হিসেবে গড়ে তোলা।'

নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী আরও বলেন, 'আমরা দেখেছি, চেয়ারের বদল হলেও শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। শ্রমিকের রক্তের ওপরে দাঁড়িয়ে আবার পুরনো ব্যবস্থার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে একটি দল।' তিনি বলেন, 'পুলিশ সংস্কার কমিশন থেকে শুরু করে সবকিছু সংস্কারের জন্য আলোচনা করা হলেও শ্রমিকদের জন্য সংস্কারের কোনো বিষয় নিয়ে কোনো দল আলোচনাই তোলেনি। অথচই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হওয়াদের বড় একটি অংশই শ্রমিক।'

জাতীয় নাগরিক পার্টির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'নতুন যে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে শ্রমিকদের ন্যায্য হিসাব বুঝিয়ে না দিলে, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট ২০২৫,

সর্বোচ্চ পরিবেশবান্ধব কারখানার দেশে চামড়ায় দীনতা

আন্তর্জাতিক এলডব্লিউসি সনদ

পরিবেশবান্ধব কারখানা করতে ৮-১০ কোটি টাকা লাগে, আর ইটিপিতে ব্যয় হয় ২-৫ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে পোশাক খাতের তুলনায় চামড়া পিছিয়ে আছে।

ইয়াহইয়া নকিব, *ঢাকা*

পোশাক খাতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিবেশবান্ধব কারখানা এখন বাংলাদেশে। এমনকি বিশ্বে এই খাতের শ্রেষ্ঠ ২০টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ১৮টিই এ দেশের। আর দেশে এই খাতে মোট পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা ২৩০। এসব কারখানা জ্বালানি ও পানিসাশ্রয়ী। এ রকম কারখানায় দূষণের মাত্রাও কম। সফলতাও বড়। যেমন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ, যার বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। অন্যদিকে দেশের চামড়াশিল্পে ঠিক পোশাকের বিপরীত চিত্র দেখা যায়।

চামড়ার আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ থাকতে হয়। কিন্তু দেশে এলডব্লিউজির সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ৮, যা প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। ফলে ইউরোপের বাজার ধরতে না পেরে চীনের কাছে খুব সস্তায় চামড়া বিক্রি করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। আর চামড়া পণ্য রপ্তানির জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে আমদানি করা চামড়ার ওপর।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দেশের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত। তা সত্ত্বেও গত এক দশকে এ খাতের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। দেশের মোট বার্ষিক পোশাক রপ্তানি আয় প্রায় ৪০ বিলিয়ন (১ বিলিয়নে ১০০ কোটি) মার্কিন ডলারে পৌঁছালেও চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি ১ থেকে দেড় বিলিয়ন ডলারেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এলডব্লিউজি সনদ প্রাপ্তিতে পিছিয়ে থাকায় বাংলাদেশ ইউরোপের বাজার ধরতে পারছেন না বলে জানান খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. আবু ইউসুফ *প্রথম আলোকে* বলেন, কেন্দ্রীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সিইটিপি) সুবিধা কার্যকরের উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্য পরিশোধন বা ইটিপির অনুমোদন দিতে হবে। সাভারের চামড়াশিল্প নগরের সিইটিপির সক্ষমতা ২৫ হাজার ঘনমিটার বলা হলেও কার্যকারিতা ১৫ হাজার ঘনমিটারের। তাই সাভার চামড়াশিল্প নগরে নতুন কয়েকটি ইটিপি স্থাপন করতে হবে।

এলডব্লিউজির তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আড়াই হাজারের বেশি চামড়াশিল্প প্রতিষ্ঠান এই সনদ পেয়েছে। এর মধ্যে ইতালির ৯৬০টি, ভারতের ৩০১টি, চীনের ২৭৩টি, পাকিস্তানের ৬২টি, ভিয়েতনামের ২৭টি, তাইওয়ানের ২৪টি ও থাইল্যান্ডের ২২টি প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজি সনদ পেয়েছে।

এলডব্লিউজি সনদ পেতে ১৭টি বিভাগে মোট ১ হাজার ৭১০ নম্বর পেতে হয়। যার মধ্যে ৩০০ নম্বর পেতে হয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়। মোট নম্বরের ৫০ শতাংশ পেলেই একটি প্রতিষ্ঠানটিকে 'নিরীক্ষিত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশ কেন পিছিয়ে

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এলডব্লিউজি এক নোটিশে জানায়, সিইটিপিতে সমস্যা থাকায় সাভারের কোনো ট্যানারি অডিটের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে কোনো ট্যানারি যদি সাভারের সিইটিপির সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহলে আলাদা বিষয়। তবে তাদের অবশ্যই নিজস্ব ইটিপি থাকতে হবে। হেমায়েতপুর সিইটিপির তরল বর্জ্য পরিশোধনের সক্ষমতা দৈনিক ২৫ হাজার ঘনমিটার। তবে ট্যানারিগুলো পুরোদমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করলে ৪০ হাজার ঘনমিটার ছাড়িয়ে যায়। ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে রাখা যায় না। সে জন্যই এলডব্লিউজি কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কার্যকর সিইটিপি ও এলডব্লিউজি সনদ ছাড়া এ শিল্পের টিকে থাকা সম্ভব নয়। যেমন সনদটি না থাকায় 'সদর ট্যানারি'র ব্যবসা কমেছে প্রায় ৮০ শতাংশ। ইউরোপের ৭-৮টি ক্রেতা তাদের ছেড়ে চলে গেছে। এতে ব্যবসা বন্ধের উপক্রম দেখে প্রতিষ্ঠানটি এখন হেমায়েতপুরে নিজেরাই ইটিপি স্থাপন করছে।

প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রতি ঘণ্টায় ৫ ঘনমিটার সক্ষমতার ইটিপি স্থাপন করছি আমরা। এতে ২ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের অবশিষ্ট বিদেশি ক্রেতা জানিয়ে দিয়েছে ২০২৬ সালের মধ্যে ইটিপি না হলে তারাও চলে যাবে। তা ছাড়া শুধু চীননির্ভর একক বাজার দিয়ে ব্যবসা করা যায় না।'

সনদ পেলে লাভ কী

দেশে চামড়া খাতের ৮টি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এলডব্লিউজি সনদ পেয়েছে। সেগুলো হচ্ছে এপেক্স ফুটওয়্যার, রিফ লেদার, এবিসি লেদার, সুপারেক্স লেদার, সাফ লেদার, সিমোনা ট্যানিং, সংশিন লেদার বিডি ও অস্টান লিমিটেড। এর মধ্যে চামড়াশিল্প নগরের একমাত্র প্রতিষ্ঠান সিমোনা ট্যানিং।

চট্টগ্রামভিত্তিক রীফ লেদার ২০১৫ সালে নিজস্ব ইটিপি স্থাপন করে ২০১৯ সালে এলডব্লিউজি সনদ পায়। এটি স্থাপনে তারা বিনিয়োগ করেছে সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

রীফ লেদারের পরিচালক মোখলেসুর রহমান বলেন, 'আমাদের নিয়মিত অর্ডার আছে। আমরা দর-কষাকষি করতে পারছি, যা ঢাকার ট্যানারিগুলো পারছে না। যে চামড়া আমরা দেড় ডলারে প্রতি বর্গফুট বিক্রি করছি, সেটি তারা চীনে ৫০-৭০ সেন্টে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।'

কেমন বিনিয়োগ লাগে

চামড়া কারখানা পরিবেশবান্ধব করতে ২ থেকে ৫ কোটি টাকায় নিজস্ব ইটিপি স্থাপন করতে হয়। অন্যদিকে পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব করতে বিনিয়োগের দরকার হয় ৮-১০ কোটি টাকা।

ট্যানারির মালিকেরা বলছেন, পদ্ধতিগত জটিলতা, আর্থিক সক্ষমতা ও জায়গার সংকটে নিজস্ব ইটিপি স্থাপন করা সবার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সাখাওয়াত উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, শিল্পনগরে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের জায়গা ও আর্থিক সক্ষমতা সবার নেই। তাই সরকার বিদ্যমান সিইটিপির সক্ষমতা বাড়ালে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। কারণ, এটা বাধ্যতামূলক। আর সনদ ছাড়া এ শিল্পের দুরবস্থা দূর হবে না।'

এদিকে পোশাক খাতে পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি পেতে অতিরিক্ত ২০-২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে বলে জানান খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর প্লাটিনাম মানের হতে গেলে বাড়তি পরিবেশবান্ধব খালি জায়গা রাখতে হয়। এতে ব্যয় ৪০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। ফতুল্লা অ্যাপারেলস ২০২২ সালে পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলে শামীম এহসান *প্রথম আলোকে* বলেন, ৫০ কোটি টাকায় একটি কারখানা স্থাপন করতে গেলে ৮-১০ কোটি টাকা ব্যয় হয় কারখানা পরিবেশবান্ধব করতে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিকের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ৬টি প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ইটিপি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলাম। আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হবে। এতে প্রায় ১২ হাজার ঘনমিটার বর্জ্য শোধনের চাপ কমবে।'

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • August 7, 2025

Productivity increase key to weathering tariff storm

If Bangladesh can act decisively to produce high-end products and bridge technological gaps to boost productivity and lower production costs, there is hope that the economy can not only withstand the impact of higher US tariffs but also emerge stronger

writes

Atiqul Kabir Tuhin

The recent reduction of the US reciprocal tariff on products imported from Bangladesh - from a previously declared 35 per cent to 20 per cent - has come as a much-needed relief for stakeholders in the Ready-Made Garment (RMG) industry. This development follows a flurry of diplomatic negotiations and concessions by Bangladesh, including increased imports from the US and a broad reduction in tariffs on US goods entering the country.

This tariff relief places Bangladesh's RMG sector, responsible for approximately 84 per cent of the country's export earnings and for which the US is the single largest export destination, on a more level playing field with key competitors like Vietnam and Sri Lanka, which are subject to the same 20 per cent rate. In contrast, larger economies like India and China face tariffs of 25 per cent or more. Although some countries, such as Cambodia and Pakistan, have negotiated a slightly lower tariff of 19 per cent, Bangladesh's strong production capacity and well-established supply chains are expected to help offset this marginal difference.

In this context, RMG entrepreneurs can be cautiously optimistic about sustaining export growth to the US and capitalising on opportunities arising from supply chain shifts away from China. However, optimism must be tempered with realism, as several challenges persist, both international and domestic.

One of the most immediate concerns is cost burden. While US importers are officially expected to bear the increased tariffs and pass them on to consumers, inflationary pressures in the US may reduce demand for imported garments. Reports suggest that American buyers are already requesting Bangladeshi manufacturers to absorb a portion of the cost. This is a significant concern, given that many local manufacturers already operate with razor-thin profit margins. Further pressure on those margins could ultimately affect the industry's most vulnerable segment - the low-paid garment workers.

Adding to these pressures are two recent domestic policy decisions that threaten to inflate logistical costs. The interim government's decision to increase charges at Chattogram Port by 40 per cent, along with a hike in fees at private inland container depots (ICDs) ranging from 30 to 100 per cent, risks further eroding the sector's competitiveness. At a time when global apparel markets are undergoing rapid transformation, such decisions could place Bangladesh at a disadvantage relative to regional competitors.

Another structural weakness is the RMG sector's heavy dependence on imported raw materials. Bangladesh's limited import substitution capacity leaves it vulnerable to the Rules of Origin (RoO) clause in the US tariff regime. This clause rewards manufacturers using US-origin inputs, but penalises those sourcing raw materials - such as fabrics and yarns - from third countries like China. The solution lies in long-term investments in backward linkage industries to reduce reliance on imports and develop domestic input sources.

The benefits from reduced tariffs will ultimately depend on how efficiently Bangladesh's industries can respond. While the country enjoys the advantage of low-cost labour, many factories' competitiveness is compromised by low hourly productivity and insufficient production capacity. However, there are signs of progress. Some factories have already increased output significantly by adopting modern Italian and Taiwanese machinery, leading not only to higher efficiency but also better pricing on select products. If this trend continues, and more units adopt smart technologies, production costs may fall and profit margins could rise.

To ensure sustainable growth, experts think that the RMG sector must focus on five key areas: strengthening backward integration; manufacturing more value-added products, particularly those based on man-made fibres (MMF); improving workforce skills and productivity; adopting advanced technologies in line with Industry 4.0; and enhancing sustainability to improve ESG scores. Bangladesh's globally recognised green factories and LEED-certified units offer a strong foundation in this regard.

Despite remarkable progress over the last few decades, the industry is still largely dependent on exporting some basic cotton items. In recent years, the global fashion landscape has undergone a dramatic shift, with the reign of cotton fading and MMF taking center stage. While cotton initially fuelled the surge of the Bangladesh apparel market, that seems now to have reached its peak and its growth potential appears limited. This echoes the global trend in fibre demand, where the cotton-to-MMF ratio has shifted from 75:25 thirty years ago to a stark 25:75 today.

This strategic change underscores the growing significance of apparel made from artificial fabrics in the global market. In spite of the seismic shift in fibre demand, with non-cotton fibre accounting for 75 per cent of garments manufactured globally, Bangladesh still relies on cotton fibers to make 71 per cent of the country's export-oriented products.

A recent study conducted by Wazir Advisors Pvt Ltd. suggests that the expansion of non-cotton garment exports holds immense potential for the country's economy. According to the study, conducted under the patronage of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh has the potential to increase its non-cotton garment exports from the current $15.6 billion to an impressive $46 billion annually by 2032, if entrepreneurs were to invest $18 billion to enhance manufacturing capacity and a fully integrated value chain.

If Bangladesh can act decisively to produce high-end products and bridge technological gaps to boost productivity and lower production costs, there is hope that the economy can not only withstand the impact of higher US tariffs but also emerge stronger.

aktuhin.fexpress@gmail.com

DHAKA THURSDAY AUGUST 7, 2025
SRABAN 23, 1432 BS
The Daily Star

Why is child labour still rampant?

No minors should be employed in hazardous work

It is deeply frustrating that children continue to be employed in work that is not meant for them, many of which are hazardous. According to a recent report on child labour, children as young as eight years old are working at the Secondary Transfer Stations (STS)—where solid waste is temporarily stored before being moved to landfills—of both Dhaka South and North City Corporations. Many of these children have migrated from outside Dhaka, while others have been residing in the city's slums for years. These children have been driven to these waste management sites by poverty and lack of family and government support.

For instance, 18-year-old Raza began working at an STS in Ward 10 of DSCC when he was just eight years old, following his father's death. He never attended school. Thirteen-year-old Shadhin, driven by poverty, came from Sherpur to work at another STS. Instead of learning and playing, these children toil in rubbish fields, risking their health and sacrificing their futures. This is unacceptable. Engaging children in waste management is not just a breach of their rights, it also poses serious health risks. These children frequently suffer cuts from sharp, contaminated objects, exposing them to diseases like hepatitis B, HIV/AIDS, and chronic infections. Many endure malnutrition, respiratory problems, and skin diseases. The question is, why does child labour continue to persist? Why are 1.776 million children in the country still trapped in this?

We have laws like the Labour Act 2006 and the National Child Labour Elimination Policy 2010, but they often remain unenforced. Some provisions of these policies are vague, and inadvertently enable child labour. For example, while the Labour Act sets the minimum employment age at 14, it allows children aged 12-14 to engage in "light work", if that does not affect their education and development. Moreover, the government has declared 38 sectors hazardous for children, banning employment of anyone under 18 in these fields. Yet, 1.068 million children are still working in these sectors, including welding, transportation, auto workshops, tobacco factories, battery recharging. Many more go uncounted, especially in informal sectors like waste management.

If we are truly committed to eradicating child labour, we must address the legal loopholes that allow it to persist and make its elimination a national priority. This means not only enforcing existing laws but also investing in children's education and empowering vulnerable families through robust social safety nets and livelihood support. No child should be forced to choose work over education.

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 3 August 2025

প্রবাসীদের রেমিটেন্সে অর্থনীতির চাকা সচল হচ্ছেঃ রেমিটেন্সযোদ্ধাদের সম্মাননা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মরণে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের যৌথ উদ্যোগে 'রেমিটেন্সযোদ্ধা দিবস-২০২৫' উপলক্ষে আলোচনা সভা ও রেমিটেন্সযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান গতকাল সকালে নগরীর আগ্রাবাদস্থ জেলা কর্মসংস্থান অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক মহেন্দ্র চাকমার সভাপতিত্বে ও হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন- চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (আরএম ও এনজিও সেল শাখা) জাকিয়া মুমতাহিনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন- বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিকেটিটিসি) অধ্যক্ষ প্রকৌশলী পলাশ কুমার বড়ুয়া, মহিলা টিটিসির অধ্যক্ষ প্রকৌশলী আশরিফা তানজীম, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক হাসান মোহাম্মদ শাহরিয়ার ও জেলা প্রবাসী সহায়তা কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মো. এনায়েত উল্লাহ। অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা' সংযুক্ত আরব-আমিরাত প্রবাসী মো. নাজিম উদ্দিন ও অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী নাবিলা মাদানীকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিরা। সম্মাননাপ্রাপ্ত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা তাদের নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি বন্ধসহ প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনেচ্ছুদের ভিসা ও টিকেটের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ সময় বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশী নামক এনজিও প্রতিনিধি বশির আহমদ। সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা ও রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া মুমতাহিনা বলেন, সারাদেশে প্রথমবারের মতো দিবসটি পালিত হচ্ছে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত হয়ে বৈধ পথে বিদেশ গেলে কোনো ধরনের কষ্ট পেতে হবে না, এতে অর্থ ও সম্মান দুইই মিলে। উন্নয়নের জন্য দক্ষতার প্রয়োজন আর দক্ষতার উন্নয়ন হলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং আমাদের দেশ আরও উন্নত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তারা বলেন, সব অর্থনীতির মেরুদণ্ড রেমিটেন্স। প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত রেমিটেন্স দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম পন্থা। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সব সেক্টরে আমাদের লোক প্রয়োজন। স্বাবলম্বী হতে হলে দক্ষতা অর্জন অবশ্যই জরুরি।

বিপদে পড়ে যাতে কেউ বিদেশ না যায় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে হবে। দেশে ও বিদেশে কোনো প্রবাসী যাতে কোনো রকম হয়রানির শিকার না হন, কিভাবে তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে আমাদেরকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারী গোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় সম্পৃক্ত করতে পারলে আমরা পিছিয়ে থাকবো না। আগামীতে কাঙ্ক্ষিত ও কারিগরিভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, দালালদের খপ্পরে না পড়ে যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক তারা ভালোভাবে বুঝেশুনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হয়ে সেই দেশের ভাষা শিখে আইন-কানুন মেনে বিদেশ গেলে মর্যাদা ও অধিক বেতন আদায় করতে পারে। প্রবাসীদের নানা সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় এবং দেশের জিডিপিতে রেমিটেন্সযোদ্ধাদের ভূমিকার সম্ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করেন বক্তারা।

Bangladesh hosts first national conference on occupational safety research

WORKPLACE SAFETY - BANGLADESH

TBS REPORT

The conference sought to bridge research and practice for safer, more sustainable workplace nationwide

Bangladesh marked a milestone in labour and workplace safety as the country's first Occupational Safety and Health (OSH) Research Conference was held at the National Occupational Safety and Health Training and Research Institute (Noshtri) in Rajshahi yesterday.

The day-long event was organised by the Department of Inspection for Factories and Establishments (Dife), with technical and financial support from the International Labour Organisation (ILO) under its Advancing Decent Work in Bangladesh project, funded by the Team Europe Initiative.

Held under the theme "Safe Work, Sustainable Future: Bridging Research & Practice in OSH," the conference aimed to strengthen the link between research and practice in promoting safer, more sustainable workplaces across the country.

Inaugurating the event as the chief guest, Labour and Employment Adviser Brig Gen (retd) M Sakhawat Hossain said, "We must work with the cooperation of all stakeholders for the development of the labour sector."

"Every worker has the right to work in a decent environment and to return home safely and in good health at the end of the day. We must ensure that. The government is working on research-based policymaking in line with international standards," he added.

Ministry of Labour and Employment Secretary AHM Shafiquzzaman, attending as a special guest, noted, "At present, eight of the world's top 10 green factories are located in Bangladesh. This is a remarkable achievement.

"Noshtri will carry out research on the challenges and opportunities in the labour sector, and policies and action plans will be designed based on these findings. The institute will not only support Bangladesh's labour sector but can also become a regional centre for labour research in Asia," he said.

Dife Inspector General Omar Md Imrul Mohsin, who chaired the event, said, "We are at a time where research can be the guiding light for effective policies and implementation. Noshtri's scientific research and targeted training will help reduce occupational risks across sectors, including garments, tanneries, shipbreaking, and construction."

ILO's Technical Specialist for Labour Inspection and OSH, Ron Johnson, stressed the importance of building a preventive OSH culture.

"Bangladesh's industrial growth makes it essential to strengthen its occupational safety and health systems. The ILO is committed to supporting institutions like Noshtri to build national capacity, promote compliance, and support sustainable development," he said.

Over 200 participants, including researchers, academicians, labour leaders, factory owners, government officials, and development partners, took part in the conference.

Eleven peer-reviewed papers were presented, followed by panel discussions that addressed key challenges and explored solutions for improving OSH standards.

RMG net exports fall 15% in Apr-Jun over US tariff concerns, NBR strike

- US tariff announcement in April shook buyer confidence, order delays
- India's restrictions on Bangladeshi RMG imports via land ports

EXPORTS - BANGLADESH

SAKHAWAT PRINCE

Bangladesh's readymade garment (RMG) sector saw a 15% drop in net exports in the April–June quarter of FY25, driven by the US tariff announcement in April, disruptions from the NBR strike, India's curbs on land-port RMG imports, and slowing global demand.

Exporters say the US tariff issue initially caused heightened uncertainty among buyers and order deferrals. However, the sector is now optimistic as the reciprocal tariff on Bangladeshi goods was lowered from 37% to 20%, while a higher 50% tariff was imposed on Indian goods.

According to a Bangladesh Bank report, the country's RMG net exports — calculated by subtracting the value of imported raw materials from export earnings — fell to $5.17 billion (56.78% of gross RMG exports) in the Apr–Jun quarter, from $6.09 billion (58.90%) in the Jan–Mar quarter of FY25.

Total RMG export earnings stood at $9.12 billion in April–June, reflecting an 11.92% decline from $10.35 billion in the previous quarter. Despite this quarter-on-quarter fall, earnings were still 3.15% higher than the same period a year ago.

Bangladesh's key RMG markets during the quarter included the United States, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada, and Belgium. Exports to these nine countries generated $6.55 billion, accounting for 71.89% of total RMG earnings.

According to the report, during the Apr-Jun quarter, the broader global economic headwinds, combined with domestic ongoing issues related to rising production costs, limited diversification of export markets, contributed to a volatile export trend.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২, ৮ আগস্ট ২০২৫

এক বছরে অর্থনীতির চিত্র

বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ নতুন কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে

সংস্কারের উদ্যোগ রয়েছে, তবে এর ফল অনেক সময়সাপেক্ষ : ড. মোস্তাফিজুর রহমান

অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয় : এ কে আজাদ

■ আলাউদ্দিন চৌধুরী

অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হলো। গত বছর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণে করার পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী। সে সময় প্রত্যাশা ছিল নতুন অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করবে, অর্থনীতিকে গতিশীল করবে। কিন্তু সরকারের শুরুটা মসৃণ ছিল না। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল বিভিন্ন খাতে সংস্কার উদ্যোগ।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নানা অনিয়ম চিহ্নিত করে শ্বেতপত্র প্রকাশ ছিল আলোচিত ঘটনা। দুর্বল ব্যাংক পুনর্গঠন আর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) আন্দোলনের চিত্র ছিল গণমাধ্যমের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া মার্কিন পালটা শুল্ক নিয়ে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ, শিল্পে গ্যাস-সংকট, শ্রমিক অসন্তোষও ছিল আলোচনায়। এক বছর অর্থনীতি কেমন কাটল সে প্রশ্ন ছিল অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের কাছে।

এ প্রসঙ্গে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, একটি বড় প্রত্যাশা নিয়ে জুলাই আন্দোলন হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার যখন দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভের অবনমন, ঋণখেলাপি বেড়ে যাওয়া, টাকার মূল্যমান হ্রাস, নতুন কর্মসংস্থানের অভাবসহ নানা সমস্যা ছিল। তাছাড়া মূল্যস্ফীতির চাপে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া, আয়-বৈষম্য বেড়ে যাওয়র মতো চ্যালেঞ্জও ছিল। এই এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু ইতিবাচক সাফল্য দেখিয়েছে। ঋণখেলাপির প্রকৃত তথ্য উঠে এসেছে। দুর্বল ব্যাংকগুলোর বোর্ড পুনর্বিন্যাস করা, খেলাপি ঋণ আদায়ে শেয়ার জব্দ, সম্পদ জব্দের মতো উদ্যোগ নিয়েছে। কিছু কিছু সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এগুলো অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয়। মুদ্রার মান ও রিজার্ভের পতন ঠেকাতে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। এর সুফলও পাওয়া গেছে। তবে ঋণের সুদ হার বৃদ্ধির ফলে বেসরকারি ঋণ প্রবাহ কমে গেছে। তিনি বলেন, এবারের বাজেট হয়েছে গতানুগতি। যে পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল সেটি হয়নি। নতুন কর্মসংস্থান তৈরি, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলোতে বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নতি করতে হলে ব্যাবসায়িক পরিবেশ উন্নত করতে হবে। আগামীতে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করব সে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাছাড়া নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রাম্পের শুল্ক।

তিনি আরো বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন ছিল সেটি হয়নি। জুলাই আন্দোলন যে বৈষম্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল সেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। তবে নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণায় কিছুটা স্বস্তি ফিরবে। আগামীতে নির্বাচিত সরকার এসব সমস্যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যে অবস্থায় গিয়েছিলাম সেখান থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। রিজার্ভও কমে গিয়েছিল। সেখান থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতির হার কমানোর জন্য সরকার ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়িয়েছে। এতে বেসরকারি খাতের ওপর চাপ বেড়েছে। বেসরকারি খাত ব্যাংক থেকে চাহিদামতো ঋণ নিতে পারছে না। যে কারণে বেসরকারি খাতের জন্য মোট ঋণের ১০ শতাংশ বরাদ্দ করা হলেও সেটি ৬ শতাংশে অতিক্রম করেনি। মূলধনি যন্ত্রাংশের আমদানি ৪০ শতাংশ কমেছে। কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ হয়নি। ঘুষ চাঁদাবাজি এখনো বিদ্যমান আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব দেখা যাচ্ছে। আগামী নির্বাচনের বিষয়ে এ কে আজাদ বলেন, সরকার জাতীয় নির্বাচনের জন্য একটি সময়সীমা ঘোষণা করেছে। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও সুন্দর নির্বাচন করতে হলে সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে। বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর জোর দিতে হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাইতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল প্রায় ১৩ শতাংশ, বিনিয়োগে ছিল স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছিল। ফলে আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। টাকার বিনিময় হার খুব দ্রুত অবনমন হচ্ছিল। সে জন্য ঋণ পরিশোধের দায়ভার ও আমদানি দায় ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। এমন পরিস্থিতিতে অনেক মানুষ উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছিল। বৈষম্য বৃদ্ধি আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির অভাব ছাত্র-জনতার ক্ষোভের একটি বড় কারণ ছিল। এছাড়া সুশাসনের অভাব ও দুর্নীতিও ক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিল। এ রকম একটি অবস্থায় ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ঐ ঘটনার পর এরই মধ্যে এক বছর পেরিয়ে গেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার নানা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। অনেক ক্ষেত্রে সফলতা এসেছে।

প্রথম আলো • রোববার, ৩ আগস্ট ২০২৫, ১

রাজশাহী টেক্সটাইলে ৬ মাসে ২ হাজার কর্মসংস্থান

দীর্ঘ ২২ বছর পর আবার চালু হওয়া রাজশাহী টেক্সটাইল মিলসে মাত্র ছয় মাসেই ২ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। 'দুই হাজার কর্মসংস্থান উদ্‌যাপন; লক্ষ্য ১২ হাজার' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। গতকাল শনিবার রাজশাহীর সপুরায় বরেন্দ্র রাজশাহী টেক্সটাইল লিমিটেড নামের কারখানায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'এই উদ্যোগ শুধু একটি শিল্পকারখানা নয়, বরং একটি অঞ্চলের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সূচনা।' অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আহসান খান চৌধুরী, রাজশাহীর পুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম, বিটিএমসির ম্যানেজার নুরুল আলম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ৯ আগস্ট ২০২৫।

সাইফুল হকের আহ্বান

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে দ্রুত উদ্যোগ নিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। তিনি বলেছেন, গণ-অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণি সবচেয়ে বেশি জীবন দিলেও তাদের উপযুক্ত মজুরি ও অধিকার নিশ্চিত হয়নি। আগের সরকারের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও মালিকদের তুষ্ট করতেই ব্যস্ত রয়েছে। অনতিবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকসহ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা ও মহার্ঘ ব্যবস্থা চালুর দাবি জানান তিনি।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় সংহতি মিলনায়তনে বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি আয়োজিত 'অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর : শ্রমিক মেহনতিদের অধিকারের প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন তিনি। বিপ্লবী শ্রমিক সংহতির সভাপতি মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাকের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আনছার আলী দুলাল, সংগঠনের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 08.08.2025

Bangladesh RMG sector eyes major gains as US slaps high tariffs on India

RMG - BANGLADESH

ABUL KASHEM

To capitalise on this opportunity, they called for urgent govt steps to resolve the gas crisis in the industrial sector

- US imposes a 50% reciprocal tariff on Indian goods
- Tariffs on Chinese imports at 30%, Trump hinted at further hike
- US buyers could save up to 30% by sourcing from Bangladesh
- Bangladesh eyes rising investment from China and India
- Steady industrial gas supply key to attracting investment
- Vietnam also set to gain from US orders with lower 20% tariff

Bangladesh's apparel exporters view the 50% US tariff on Indian goods as an opportunity for the country to increase its garment exports, while also attracting investments from India and China.

To capitalise on this opportunity, they are calling for urgent steps to resolve the gas crisis in the industrial sector. They also emphasised the importance of political stability, improved port operations, a more favourable investment climate, and reforms in the banking sector.

The US imposed a 25% reciprocal tariff on Indian goods last week and plans to impose another 25% if India continues its energy imports from Russia. The additional tariff is set to take effect on 27 August

Bangladesh RMG sector eyes major gains as US

CONTINUED FROM PAGE 1

and is expected to impact India's $87 billion worth of exports to the US.

The US tariff on Chinese products now stands at 30%, while negotiations between the two countries are underway. On Wednesday, Trump said he might increase the tariff further.

According to exporters, this shift is likely to divert more orders to Bangladesh and Vietnam, while also opening the door for increased investment from China and India.

China remains the top exporter of ready-made garments to the US and global markets, followed by Bangladesh, Vietnam, and India.

The US has already imposed a 20% reciprocal tariff on apparel imports from both Bangladesh and Vietnam. As a result, even if other costs remain unchanged, US buyers could cut costs by nearly 30% simply by sourcing the same garments from Bangladesh instead of China or India.

Besides Bangladesh and Vietnam, countries like Pakistan, Indonesia, and Turkey also export garments at similar tariff rates.

However, exporters say these countries lack the production capacity to ramp up exports significantly. This is why they expect US buyers to increasingly turn to Bangladesh and Vietnam to fill the gap.

Mahmudul Hasan Babu, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told TBS that if the existing additional US tariffs on India and China remain in place, there is a significant opportunity for Bangladesh to receive increased export orders and investment from these countries.

However, due to the ongoing gas crisis, the country's backward linkage textile sector is unable to fully utilise its production capacity, he said.

"To take advantage of the export and investment opportunities now emerging, gas supply to the textile sector must be increased immediately to enable production at full capacity," the BGMEA president said.

"We must also strengthen our backward linkage and supply chain. Relying heavily on imported fabric and yarn will not allow for substantial export growth," Hasan Babu added.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), echoed Babu.

He explained that the higher tariffs will reduce apparel exports from China and India, creating a supply gap in the US market that only Bangladesh and Vietnam can fill.

"This presents a major export opportunity for us, but how well we can capitalise on it depends on certain government decisions," Hatem said.

To fully seize this opportunity for export and investment, he said Bangladesh must resolve the gas crisis, speed up operations at ports, and address the ongoing financing issues in the banking sector.

Former BGMEA president and current President of the Bangladesh Chamber of Industries, Anwar-Ul-Alam Chowdhury Parvez, told TBS that India primarily exports T-shirts, as well as fancy and highly designed women's apparel. Their exports are mainly in the mid- to high-price segments.

He said that Indian T-shirts often feature embossed designs and decorative beads, while the types of women's garments India produces are not typically made in Bangladesh. "We mostly export high volumes of low-priced garments, whereas India exports smaller volumes of higher-end products," he said.

Parvez said, "Since buyers will be less inclined to import from India and China due to the higher duties on their products, there's now an opportunity for investment to shift from those countries to Bangladesh."

To bank on this opportunity, Parvez said Bangladesh must act swiftly. "The extent to which we can attract foreign investment will depend on what kind of support the government offers to investors, the structure of tariffs and taxes, and how much bureaucratic complexity can be reduced in the investment process."

Commenting on the broader implications of the US-imposed tariffs, Parvez said these moves are creating a new geopolitical dynamic.

He believes countries like India, China, Russia, and other BRICS members may begin to align against the United States. Given this context, he suggested the Bangladesh government should start studying how global trade patterns might shift in the coming days.

Pran-RFL's Barendra Rajshahi Textile creates 2,000 jobs in just 6 months, aims for 12,000

ALL ABOUT BARENDRA RAJSHAHI TEXTILE

Factory established on 26 acres at Naodapara, Rajshahi | Owned by PRAN-RFL Group | Built on long-defunct Rajshahi Textile Mill site | Initiative a public-private partnership with BTMC

HOW IT'S FARING

- **2,000** jobs created in six months
- **90%** of employees women
- Produces 6 lakh pairs of shoes, bags monthly
- Exports to Europe, US, other global markets
- Sales of **Tk20-25cr** per month

FUTURE GOALS

- Invest **Tk350cr** within two years
- Create **12,000** jobs
- Expand into RMG production
- Build state-of-the-art call centre for telemarketing
- Become a sustainable green industrial park
- 100% export-oriented production

TBS Insights by IPDC

EMPLOYMENT - RAJSHAHI

BULBUL HABIB

The group revived a state-owned factory that had been closed for 22 years

In just six months since launching operations, Barendra Rajshahi Textile Ltd, a new industrial venture by Pran-RFL Group, has created employment for 2,000 people, 90% of whom are women.

Located on 26 acres in Rajshahi's Naodapara area, the factory is currently producing around six lakh pairs of shoes and bags per month, with most of the products being exported to Europe, America, and other global markets.

Monthly sales from the factory are already reaching Tk20–25 crore, and the company has recently unveiled plans for major expansion.

According to company officials, the factory currently manufactures various types of shoes, luggage, and storage bags, with plans to expand into ready-made garments. The group, one of Bangladesh's largest conglomerates, also intends to establish a world-class call centre and a training facility within the premises.

Speaking to The Business Standard, Kamruzzaman Kamal, director (marketing) of Pran-RFL Group, said, "We have plans to invest Tk350 crore in this factory over the next two years. This will open up employment opportunities for around 12,000 people in the region."

The site, formerly home to the long-defunct Rajshahi Textile Mill, had remained idle for 22 years before Pran-RFL took over the land from Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) under a public-private partnership.

Pran-RFL revived the site in December last year and began operations after renovating the factory's only remaining shed.

"We had to scrap most of the old machinery, which had become unusable over time," Kamruzzaman said. "Since the facility was originally set up for textile production, we had to install entirely new equipment suitable for manufacturing shoes and bags."

Kamruzzaman added that products from the factory range from affordable Tk100 sandals to premium shoes priced at Tk5,000. "Raw materials are sourced both locally and internationally, and the manufacturing is done in phases to meet the needs of both domestic and global customers."

Looking ahead, the company plans to start garment production and set up a modern telemarketing centre at the site, which will offer additional employment, especially for women.

Kamruzzaman said in addition to Barendra Rajshahi Textile Ltd.

a one-hour lunch break."

Naheda Akhter Nitu, a training executive at the factory, joined four and a half months ago. "I used to work in Dhaka, but my family wanted me to stay in Rajshahi. When this factory opened, I didn't hesitate to join."

To mark the milestone of 2,000 jobs created, PRAN-RFL Group held a celebration on Saturday titled "Celebrating 2,000 Jobs; Targeting 12,000" at the factory premises. Brig Gen (retd) Dr M Sakhawat Hossain, adviser to the Ministry of Labour and Employment, attended the event as chief guest.

Also present were Labour Secretary AHM Shafiquzzaman, Pran-

for work are coming to an end.

"Instead, in the future, we aim to go to remote areas, set up industries, and offer people jobs right where they live. We are investing in labour-intensive industries in Rajshahi and are successfully creating a large number of employment opportunities."

He further noted that the facility will be developed into a fully sustainable green industrial park, with all products aimed at export markets.

"We are working on creating more employment opportunities for women through ventures like telemarketing centres," he said.

Dhaka • Tuesday • August 12, 2025

Vol XXXII No. 264 • Regd No. DA 1589 • Sraban 28, 1432 BS • Safar 17, 1447 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpr

EXIT ROUTE ALLOWS US TARIFF DEDUCTION

Apparel exporters eye 'first sale' rule to boost competitiveness

Rule allows importer to pay 15-20pc lowered landed duty on product value

JASIM UDDIN

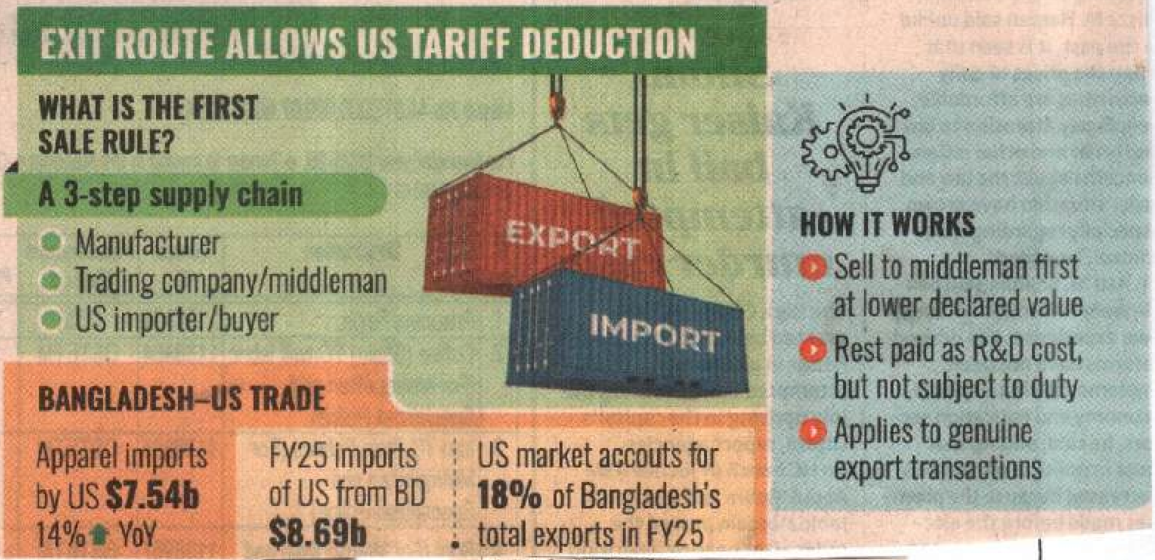

Bangladeshi apparel exporters are exploring the 'First Sale' window of opportunity in the United States to help their buyers and retailers secure lower tariffs and thus enhance their export competitiveness on the high-duty US market.

In the American customs law, the first-sale rule allows an importer to pay 15-to 20-percent lowered landed duty through declared lowered value of goods based on the manufacturer's price through a multi-tiered transaction -- such as manufacturer to middleman to US importer -- rather than the final price paid by the US buyer.

Garment exporters in the know say this rule helps them avoid high tariffs. The rest of the price is paid as a research and development cost to the manufacturers, but this requires the involvement of another entity.

In a letter to the Ministry of Commerce, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has noted that the first-sale method is becoming increasingly popular among US buyers. The letter also mentions that a recent survey found major retail groups, such as PVH, VF, Kontoor Brands, AEO, Kohl's, and JCPenney, source a significant portion of their total purchases through this duty-deduction conduit.

All top American retailers are using this first-sale marketing programme, according to a source. "It includes all of the retailers like Calvin Klein, GAP, Levi's, C&A, American Eagle, Ann Taylor, and so on. Walmart, Costco, and a few others also use it."

Industry leaders mention that among the high-value-product exporters to the US market, Sparrow Group, Hameem Group, Viyellatex Group and Standard Group are doing business under these rules.

Industry-insiders say this approach can significantly reduce the declared customs value, which in turn cuts import duties and landed costs for US buyers.

For example, if a manufacturer sells goods to a trading company at $10 per unit, and those goods are sent through another entity of the manufacturer, the US government allows them to reduce duties under the first-sale rule, which would be calculated on $8 instead of $10.

The remaining $2 would be calculated and paid as a research and development cost. They note that the resulting duty savings can make US retail prices more competitive, improve importers' profit margins, and free up working capital.

However, they also caution that the first-sale option comes with strict requirements under US Customs and Border Protection (CBP) regulations.

The first sale must be a genuine transaction for export to the United States, and the buyer and the seller must be independent or demonstrate that the price reflects market value.

Goods must remain essentially the same after the first sale, aside from minor handling or repackaging, and exporters must maintain a clear documentation trail, including contracts, invoices, payment records, and shipping documents, to prove eligibility.

The strings binding the duty benefit also provide that first-sale value must also be declared at the time of import, with supporting papers available for CBP review.

Exporters believe with proper documentation and transaction structuring, Bangladeshi manufacturers can leverage the first-sale rule to strengthen partnerships with US buyers and potentially secure more orders on the price-sensitive American retail market.

Talking to the Financial Express, Shovon Islam, Managing Director of the Sparrow Group, said, "We have been doing business for the last 12 years under First Sale rules. This helps our buyers to be more competitive as it allows them to pay a lower rate of landed duty."

Islam adds that all of their large and reputable buyers are doing business under First Sale rules. "However, the product should be a high-value item," he explains. "For example, the FOB price should be above $8."

He notes that companies with multinational operations can do this easily, with the rest of the value being paid as an R&D cost.

"Lowering the product landed duty depends on the product category and its value. Generally, 10 per cent to 15 per cent is standard, and 20 per cent is the absolute maximum slab," he mentions.

"It's being audited by USA customs and top 3rd-party Accounting Firms regularly," says Shovon Islam, a former director of BGMEA.

BGMEA raises concern over cash incentives for 'first-sale' exports

The BGMEA letter to the trade body carries concern over cash incentives for exports under the First-Sale method. It states that the main condition binding this process is that the factory receiving the purchase order must produce the goods in another factory before exporting.

President of BKMEA Mohammad Hatem told the FE that one of their largest exporters faced difficulties getting cash incentives after exporting under First-Sale rules, even though those goods were produced in another unit of

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ আগস্ট ২০২৫,

অভ্যুত্থানে শ্রমিকেরা বড় মূল্য দিলেও অবস্থা বদল হয়নি

আলোচনায় বক্তারা

'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১ বছর : শ্রমিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্বাধীনতাসংগ্রাম থেকে শুরু করে চব্বিশের অভ্যুত্থানে শ্রমিকেরা বড় মূল্য দিলেও তাঁদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রতিবারই দাবি আদায়ে তাঁদের মাঠে নামতে হয়। শ্রমিকদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও শ্রমিকদের তুলনায় মালিকদের উন্নয়নেই বেশি কাজ হয়।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। এতে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ১ বছর : শ্রমিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি' নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় মূল বক্তব্য দেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশন সদস্য তাসলিমা আখতার। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ উৎখাতে শ্রমজীবীদের বড় মূল্য দিতে হয়েছে। অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর অংশীদার মালিকদের পালিয়ে যাওয়া, কারখানা বন্ধ রাখা, গ্রেপ্তারের মতো ঘটনার সঙ্গে অভ্যুত্থানের অর্জন নষ্ট করতে এ খাতে নানা তৎপরতাও ছিল। পাশাপাশি শ্রমিকেরাও নিজেদের দাবি আদায়ে মাঠে নামেন। সংঘর্ষ, গুলিতে নিহতের ঘটনাও ছিল।

এ সময় তাসলিমা আখতার কিছু দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো—শহীদদের তালিকা ও বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; অন্যায্য চাকরিচ্যুতি ও কালোতালিকাভুক্তি বন্ধ করা; যৌন হয়রানি ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করা; মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারে ও মামলার ক্ষেত্রে সতর্কতা, শ্রম আদালত-পরিদর্শক বৃদ্ধি ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা স্বচ্ছ করা।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিআইএলএস) নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যে আবেগ ও শক্তি ছিল, তাতে অনেক পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দীনা সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ, চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, নাট্যকর্মী ঋতু সাত্তার ও নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব প্রমুখ।

যুগান্তর | শুক্রবার ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২

গ্যাস সংকটে শিল্প খাত

অর্থনীতির স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ কাম্য

দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান সৃষ্টি থেকে শুরু করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন—সর্বত্রই এ খাতের অবদান স্পষ্ট। সাম্প্রতিক সময়ে এই শিল্প গ্যাস সংকটের কারণে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ দূরে থাক, প্রয়োজনমাফিক গ্যাসের চাপও থাকে না। গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সম্প্রতি জ্বালানি সচিবের কাছে পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সুরক্ষিত রাখতে এসব প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম।

পোশাকশিল্পে গ্যাসের নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান একটি যৌক্তিক দাবি। নতুন কারখানা স্থাপনের পাশাপাশি বিদ্যমান কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও এটি অপরিহার্য। গ্যাস সংযোগের অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা উৎপাদন শুরু করতে বিলম্ব ঘটায়, যা বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাই কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করাও প্রয়োজন। একই সঙ্গে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ দিলে তারা দ্রুত উৎপাদনে যেতে পারবে, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির গতিকে ত্বরান্বিত করবে। বিজিএমইএর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হলো, ধামরাই ও মানিকগঞ্জের মতো গ্যাস পাইপলাইনের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ (প্রেসার) নিশ্চিত করা। অনেক কারখানা পর্যাপ্ত চাপ না পাওয়ায় তাদের পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না, যা রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ সমস্যাগুলো সমাধানে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের সচিবের আশ্বাস নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পর আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পোশাক শিল্পের সক্ষমতা ধরে রাখা জরুরি। গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে এ শিল্প তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে না। ভুলে গেলে চলবে না, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাহিদামাফিক উৎপাদিত পণ্য সময়মতো সরবরাহ করতে না পারলে কিংবা পণ্যের গুণগত মান ঠিক না থাকলে বিদেশি ক্রেতারা অর্ডার কমিয়ে দেওয়া শুধু নয়, বাতিলও করতে পারেন, যা অর্থনীতির জন্য মঙ্গলজনক হবে না। সরকার পোশাকশিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে এবং এ খাতের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। তাই বিজিএমইএর প্রস্তাবগুলো দ্রুত কার্যকর করা হলে তা শুধু পোশাকশিল্প নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে। সরকার এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটাই প্রত্যাশা।

প্রথম আলো • শনিবার, ৯ আগস্ট ২০২৫,

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো

বিলম্বে হলেও সুযোগ কাজে লাগাতে হবে

গত বছরের মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে যেতে না পারা কর্মীদের নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালয়েশিয়া। খবরটি বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে আনন্দের; বিশেষ করে যেসব কর্মী জনশক্তি এজেন্সিকে লাখ লাখ টাকা দিয়েও ভিসা জটিলতার কারণে যেতে পারেননি।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বছরের ৩১ মের মধ্যে যাঁরা মালয়েশিয়ায় আসতে পারেননি, তাঁদের মধ্য থেকে বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের জন্য মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে। মালয়েশিয়া সরকার নির্মাণ (কনস্ট্রাকশন) ও পর্যটন (ট্যুরিজম) খাতে এসব কর্মীকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। যেমন পর্যটন খাতের কর্মীদের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার চাহিদাপত্র (ডিমান্ড লেটার) সত্যায়নের জন্য সংযুক্ত চেকলিস্ট অনুযায়ী সব তথ্য দেশটির ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফডব্লিউসিএমএস) অনলাইন পোর্টালে দাখিল করতে হবে। আর নির্মাণ খাতের কর্মীদের সব আবেদন দেশটির কনস্ট্রাকশন লেবার এক্সচেঞ্জ সেন্টার বেরহাদের (সিএলএবি) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য এফডব্লিউসিএমএসের পোর্টালে দাখিল করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত বছর সব প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ছাড়পত্র নিয়েও মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি ১৬ হাজার ৯৭০ কর্মী। তাঁদের একাংশ উড়োজাহাজের টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি। আরেকটি অংশ মালয়েশিয়া থেকে নিয়োগকর্তার চূড়ান্ত সম্মতি পাননি।

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে এ ঘটনা ঘটে। এর দুই মাস পরই গণ-অভ্যুত্থানে এই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে। গত বছরের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের পাঠানোর জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশ সফরকালে সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে তিনি তাঁর দেশে কাজের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। সম্প্রতি প্রবাসীকল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল মালয়েশিয়া সফরকালেও বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিষয়ে সফল আলোচনা হয়।

বিলম্বে হলেও 'আটকে পড়া' বাংলাদেশি শ্রমিকদের মালয়েশিয়ায় পাঠানো নিয়ে যে অচলাবস্থা চলছিল, তার অবসান হলো। কিন্তু এই সুসংবাদের সঙ্গে মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ মিশন একটি সতর্কবার্তাও দিয়েছে। তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের প্রতারণার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে কর্মী পাঠানোর কথা বলে বাংলাদেশিদের কাছ থেকে পাসপোর্ট ও নগদ টাকা সংগ্রহ করছে এই চক্র। অথচ বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার সাবাহ প্রদেশে কর্মী নেওয়ার জন্য বর্তমানে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কোনো চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক নেই। এ বিষয়ে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক যাতে এসব অসাধু চক্রের ফাঁদে না পড়েন, সে বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে মিশনটি।

মালয়েশিয়ায় ৯ লাখের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করেন, যা সেখানকার একক বিদেশি শ্রমিকদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে সেখানে যেসব শ্রমিক যান, তাঁদের একাংশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি পান না, অনেকে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। বিষয়টি জাতিসংঘেরও নজরে এসেছে। ভবিষ্যতে এ রকম পরিস্থিতি যাতে না হয়, সে জন্য দুই দেশকেই একযোগে কাজ করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে একটি বড় সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে তৎকালীন মন্ত্রী-সংসদ সদস্যরাও জড়িত ছিলেন। সরকার বদলের পর নতুন কোনো সিন্ডিকেট যাতে গড়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়েও সরকার তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগ সর্বোচ্চ সজাগ থাকবে আশা করি।

THE FINANCIAL EXPRESS

August 13, 2025

Should incentives continue for RMG sector?

It cannot be denied that the country's highest hard currency earner through export, the Readymade Garment (RMG) sector, has, of late, come up against certain unforeseen headwinds. The recent tariff war launched by the US President Donald Trump is definitely one. However, after negotiations with the number one global economic and military power, the government's trade delegation could bring down, to some extent, the high tariff the US first imposed on its imports from Bangladesh. Even the reduced rate of tariff will still be way higher than what was before the imposition of this new US tariff regime. Needless to say, it is the apparel products that are to endure the impact of such tariff hike from a major export destination of the country's exports. But it is not only the US tariffs, the uncertainties due to the wars in the Middle East and in Ukraine in Europe, which is the largest destination of Bangladesh's apparel as well as other products, have added to the challenges. Various tariff and non-tariff barriers recently raised by the neighbouring India on Bangladesh's external trade have also been playing their part in putting Bangladesh's chief exportable items through their paces. Also, the post-2024 cuts on general export incentives of 1.0 per cent, local yarn incentive of 3 per cent and the cash incentives of 0.5 per cent to 20 per cent of export value provided to different sectors including the RMG, together militated against the competitiveness of the RMG products in the global market.

Now, what challenges the post-graduation realities would pose to the exports are raising new concerns. That is because, the preferences Bangladesh had so far been enjoying as one of the least developed countries (LDCs) from the Western importers may not apply when the country joins the developing nations' club after graduation. The good news is, recognising the domestic and external challenges that the RMG sector is currently facing, the interim government has decided to maintain the existing export incentives and cash assistance programme for 43 sectors from July to December of the current fiscal year (FY 2025-26). However, a central bank's circular issued on July 10 to this effect specified that the rates for export incentives and cash support provided to products in question shipped between July 1 and December 31 would vary from 0.30 per cent to 10 per cent depending on product category. Of course, this is lower than the maximum rate of 20 per cent that the same category of products had been enjoying pre-2024. Even so, the question remains whether these export incentives including cash assistance would continue during the second half of FY 26, that is from January 1 to June 30 of the next calendar year.

It is time the apparel sector came of age and stayed competitive in the global market on its on strength. Meanwhile, the government should also extend necessary policy as well as financial support to other prospective export sectors, if only to diversify the country's export basket

It is against this backdrop that the leaders of the RMG sector recently met with the finance ministry officials to reiterate their demands for restoring pre-2024 cash support, local yarn incentive and general export incentive until 2029 in accordance with the World Trade Organization (WTO) provisions. Being the premier export sector of the country, the apparel industry leaders' demands have definitely their merits. And the successive governments have also been extending various incentives and assistances so they can remain competitive in the international market. While being sensitive to their cause, it is also important to understand the limitations of any government to continue propping up a particular business sector indefinitely.

It is time the apparel sector came of age and stayed competitive in the global market on its on strength. Meanwhile, the government should also extend necessary policy as well as financial support to other prospective export sectors, if only to diversify the country's export basket.

বণিক বার্তা

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২১, ২০২৫ ■ ভাদ্র ৬, ১৪৩২

গ্যাসের নতুন সংযোগ

পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়াসহ ৫ প্রস্তাব বিজিএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চাপ না পাওয়ার কারণে তৈরি পোশাক শিল্পের অনেক কারখানা তাদের পূর্ণ উৎপাদন সক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না। এ সংকট মোকাবেলায় নতুন সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে শ্রমঘন পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়াসহ পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। সংগঠনটি গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তৈরি পোশাক শিল্পে চলমান গ্যাস সংকট নিরসন ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গতকাল বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সঙ্গে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বিজিএমইএর পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম ও পরিচালক এবিএম সামছুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে বিজিএমইএ সভাপতি তৈরি পোশাক শিল্পের নানাবিধ সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি সংকট মোকাবেলায় পাঁচটি জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। এর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের অগ্রাধিকার। এ বিষয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সুরক্ষার জন্য গ্যাসের নতুন সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে শ্রমঘন পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া দ্রুত করার কথা উল্লেখ করে তিতাস গ্যাসের নতুন সংযোগ অনুমোদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাছাই কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার আহ্বান জানান বিজিএমইএ সভাপতি।

আবেদনের তালিকা পৃথককরণ শীর্ষক তৃতীয় প্রস্তাবে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, 'লোড বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই, শুধু সরঞ্জাম পরিবর্তন, পরিমার্জন বা স্থানান্তরের জন্য আবেদনকারীদের একটি আলাদা তালিকা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

চতুর্থ প্রস্তাবে কম লোড বৃদ্ধির আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ দেয়ার কথা বলা হয়, যা ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলোকে দ্রুত উৎপাদনে যেতে সাহায্য করবে।

সর্বশেষ প্রস্তাবে বলা হয়, ধামরাই ও মানিকগঞ্জের মতো এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কারখানাগুলোয় চাপ কমে যায়, সেখানে অন্তত ৩-৪ পিএসআই চাপ নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়।

বিজিএমইএ জানিয়েছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিজিএমইএ সভাপতির প্রস্তাবগুলো মনোযোগ সহকারে শোনেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫,

শ্রম আইন সংস্কারে তাগিদ মার্কিন দূতাবাসের

বিজিএমইএর সঙ্গে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের শ্রম আইন সংস্কারে তাগিদ দিল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে বৈঠকে দূতাবাসের একটি প্রতিনিধিদল বলেছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ (ইইউ) সবার চাওয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশের শ্রম আইন সংস্কার করা হবে।

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএর কার্যালয়ে গতকাল বুধবার সংগঠনটির সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের সঙ্গে বৈঠক করে শ্রম আইন সংস্কারে এই তাগিদ দেয় মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিদল। শ্রম অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশের আইনি সংস্কারের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন বিজিএমইএর সভাপতি। মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধিদলে ছিলেন লেবার অ্যাটাশে লীনা খান, ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অ্যাটাশে পল জি ফ্রস্ট ও ফরেন অ্যাগ্রিকালচারাল সার্ভিস অ্যাটাশে এরিন কোভার্ট।

বৈঠকে বিজিএমইএর সভাপতি ছাড়াও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, মিজানুর রহমান, ভিদিয়া অমৃত খান, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ উপস্থিত ছিলেন। বিজিএমইএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, তৈরি পোশাক খাতের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা বিজিএমইএর অন্যতম অগ্রাধিকার। তাঁর নেতৃত্বে পর্ষদ দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ৮১টি শ্রমিক ফেডারেশনের সঙ্গে সংলাপ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন পাল্টা শুল্কের নির্বাহী আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা তৈরি পোশাকে যদি কমপক্ষে ২০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তবে সেই পণ্যের ওপর নতুন আরোপ শুল্ক থেকে আনুপাতিকভাবে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিজিএমইএ নেতারা মার্কিন প্রতিনিধিদলের কাছে জানতে চান, রপ্তানি পণ্যে কী ফর্মুলায় বা প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল ব্যবহারের মূল্যায়ন এবং স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি নির্ণয় করা হবে। এ ব্যাপারে দূতাবাসের সহযোগিতা কামনা করেন তাঁরা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বাড়াতে চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে একটি গুদাম স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। তাঁরা বলেন এটি বাংলাদেশি উদ্যোগ বা মার্কিন উদ্যোগ বা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই গুদাম তৈরি পোশাক রপ্তানিতে লিড টাইম কমাতে ভূমিকা রাখবে।

বিজিএমইএ নেতারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানির পাশাপাশি পলিয়েস্টার, নাইলনের মতো ম্যান মেইড ফাইবার আমদানি করতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে তাঁরা মার্কিন দূতাবাসের সহযোগিতা কামনা করেন। বিষয়টি নিয়ে ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অ্যাটাশে পল জি ফ্রস্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা বিস্তারিত জানাবেন।

NEW AGE

WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025,

US TARIFF ON INDIA

RMG exporters for focusing on increase competitiveness

Saddam Hossain

THE readymade garment exporters of the country said that they should focus on increasing competitiveness, building capability and removing non-tariff barriers, rather than overthinking the United States' tariffs on India, China and other rivals.

They also stated that tariff hikes on India and unresolved trade tensions with China might divert some orders to Bangladesh, but this would be a short-lived issue.

Initially, the US imposed a 37 per cent reciprocal tariff on Bangladesh on April 2, which was then lowered to 35 per cent on July 8 and finally reduced to 20 per cent on July 31 following a series of negotiations.

Meanwhile, the US recently extended its trade truce with China by another 90 days, leaving key tariff disputes unsettled.

Moreover, India is bearing the brunt of steep US tariffs, now totalling 50 per cent, aimed at penalising the country for its continued imports of Russian oil.

This shift has created some opportunities for Bangladesh's RMG industry, as buyers might reconsider their sourcing strategies.

'However, we export roughly 20 per cent of our total products to the US and India is still behind us in that market. I don't think an order shift from India would be as rejoicing as people think,' said Mohiuddin Rubel, additional managing director of Denim Expert Limited.

He also said that they have already received the orders shifting from China for the past several months.

According to the OTEXA data, Bangladesh exported RMG items to the US worth $7.34 billion, while China and India exported $16.5 billion and $4.6 billion, respectively.

Sparrow Group manufactures more than 50 per cent of its $300 million worth of annual export goods for almost 14 major iconic US brands, including Gap, Levi's, American Eagle, Talbots, Loft, and Kohl's.

Shovon Islam, managing director of the Sparrow Group, told New Age that he didn't see any reason to become happy with higher tariffs on rivals.

don't think the orders from India and China will shift to Bangladesh overnight.

'They would evaluate the feasibility and capacity of the factories and then they might put in purchase orders,' he added.

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that they have orders lined up until December.

'Recently, representatives of two US buyers visited our company for preliminary talks, but we couldn't take their orders due to lack of available space,' he added.

Khan, also managing director of Ananta Garments Limited, stated that buyers from China have been searching for factories for several months and have also rented closed factories.

'Buyers have limited options as Vietnam and Cambodia face capacity constraints, making it tough for them to expand production,' he added.

However, Professor Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue, told New Age that some orders might shift to Bangladesh.

'But we should focus on productivity, diversity, cost of doing business, efficiency and capacity building,' he added.

DHAKA WEDNESDAY AUGUST 13, 2025
SRABAN 29, 1432 BS
The Daily Star

Fisherwomen's rights must be honoured

Mindset change, effective policymaking needed for due recognition

A recent study on the fishing communities has brought to light a painful reality: that fisherwomen still face deep-rooted bias and discrimination. The study has found that 90 percent of fisherwomen in Bangladesh are victims of gendered bias as their work is often disregarded as "less important" compared to men's. Experts have pointed to the patriarchal mindset that still prevails in society, including within our policymaking mechanisms, as the root cause of this situation. As such, giving all their due recognition requires a reset in the prevailing attitude.

Of the fisherwomen surveyed, as many as 83 percent have not yet received their National Fisherfolk ID cards, which are essential to access government aid programmes. Without the ID, they are excluded from social safety nets, cooperative membership, and leases on state-owned water bodies, thus limiting their chances of gaining economic independence. Also, unregistered fisherwomen cannot access low-interest loans through cooperatives, which means when they need funds, they must turn to informal lenders who charge exorbitant rates of interest, placing these women under a huge debt burden.

As experts have pointed out, there is an inherent bias against female participation in fishing labour that keeps women invisible while unjustifiably favouring male fisherfolk, even though they often perform the same work. Rather than being acknowledged as fully fledged fishers, they are labelled as mere "assistants." Lack of formal recognition also means fisherwomen's needs remain ignored in policymaking. The study has also highlighted health-related challenges that fisherwomen face due to exposure to saline water, which is worsened by the impact of climate change. Lack of proper access to clean water and hygiene products is also a cause for concern. What's worse, local clinics often dismiss women's symptoms when they try to access healthcare services.

This state of affairs must change. Giving fisherwomen their due recognition is of utmost importance if we want to see the country's fishing community rise above poverty. For that, we need a gender-sensitive social outlook as well as policymaking, where fisherwomen's labour, economic independence, health, and well-being are considered equally valuable as those of fishermen. As a first step in that direction, an easy, transparent registration process must be put in place so that fisherwomen can obtain their IDs without hassle. This should be followed by access to healthcare services and affordable credit, so they don't have to turn to informal lenders for funds. Above all, we must do away with the mindset that women's labour is less valuable than men's.

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৪, ২০২৫

বিজিএমইএতে মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দল

শ্রম আইনের সংস্কার হতে হবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে শ্রম আইনের সংস্কার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সঙ্গে এক বৈঠকে এ প্রত্যাশার কথা তুলে ধরে।

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান। বিজিএমইএর পক্ষে আলোচনায় আরো অংশ নেন সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান এবং পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, ফয়সাল সামাদ ও শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ।

মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন লেবার অ্যাটাশে লীনা খান ও ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অ্যাটাশে পল জি ফ্রস্ট। বৈঠকে উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে দুই দেশের অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরো জোরদারের ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন।

বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'পোশাক খাতে স্থিতিশীল শ্রম পরিস্থিতি বিজিএমইএর অন্যতম অগ্রাধিকার।' তিনি জানান, সংগঠনের নতুন বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ৮১টি শ্রমিক ফেডারেশনের সঙ্গে সংলাপ করেছে। তিনি শ্রম অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের আইনি সংস্কারের অগ্রগতি সম্পর্কেও মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দলটিকে অবহিত করেন।

মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, এটি আন্তর্জাতিক প্রত্যাশা যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশে শ্রম আইন সংস্কার করা হবে, যা আইএলও ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ সবার চাওয়া।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত শর্ত, বাংলাদেশ থেকে রফতানীকৃত পোশাকে যদি কমপক্ষে ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তবে সেই পণ্যের ওপর নতুন আরোপিত অতিরিক্ত ২০ শতাংশ শুল্ক থেকে আনুপাতিকভাবে অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এ সুবিধাকে কাজে লাগাতে একান্তভাবে আগ্রহী।'

বিজিএমইএ নেতারা মার্কিন প্রতিনিধি দলের কাছে রফতানি পণ্যে কোন প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল ব্যবহারের মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা ও ট্রেসেবিলিটি নির্ধারণ করা হবে জানতে চান।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি ত্বরান্বিত করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে একটি ওয়্যারহাউজ স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়েও আলোচনা করা হয়। বলা হয়, এটি বাংলাদেশী কিংবা মার্কিন উদ্যোগ অথবা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

বিজিএমইএ নেতারা জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলার পাশাপাশি তারা পলিয়েস্টার ও নাইলনের মতো ম্যান-মেইড ফাইবার আমদানি করতে চান। এর জবাবে ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অ্যাটাশে পল জি ফ্রস্ট জানান, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবেন।

সংবাদ বুধবার ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
Wednesday 13 August 2025

গার্মেন্টস শ্রমিকের মানবিক অধিকার নিশ্চিতকরণ জরুরি

গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি প্রধান চালিকাশক্তি। এই শিল্প থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে, কিন্তু এই সাফল্যের পেছনে যে শ্রমিকেরা রাতদিন পরিশ্রম করছেন, তাদের অবস্থার খবর তেমন সুখকর নয়। নিজের ঘাম ও পরিশ্রমে বিলিয়ন ডলারের পণ্য তৈরি হলেও শ্রমিকরা আজও মাস শেষে মাত্র কয়েক হাজার টাকা হাতে পান, যা দিয়ে জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানোও কঠিন। তাঁদের থাকার জায়গা হয় ঝুপড়ি, শিক্ষা-চিকিৎসা ও নিরাপদ আবাসনের স্বপ্ন বেমালুম অদূর ভবিষ্যতের গল্প।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গার্মেন্ট শ্রমিকদের ৭২ শতাংশই মাসিক মজুরি দিয়ে বেঁচে থাকা মুশকিল মনে করেন। অধিকাংশ শ্রমিক প্রতিদিন ১০ ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করেন, তবু তাঁদের হাতে আসে মাত্র ১২,৫০০ থেকে ১৪,০০০ টাকার মধ্যে। ঢাকার মতো শহরে এই মজুরি শুধু অপ্রতুল নয়, বরং অমানবিক। এই অবস্থা তৈরি হয়েছে মালিকপক্ষের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, শ্রম আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ না থাকার কারণে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা আরও বেশি বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ বুজে থাকা সমাধান নয়। ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, শ্রমিক ইউনিয়নের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো, ফ্যাক্টরিতে নিয়মিত তদারকি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা–এসব ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করাও সময়ের দাবি।

গার্মেন্টস শিল্প দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ড টেকসই রাখতে হলে শ্রমিকদের মানবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করাই হবে মূল চাবিকাঠি। তারা বিলিয়ন ডলারের পণ্য তৈরি করে, তাদের পাওনা সম্মান ও অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো এখন সময়ের সবচেয়ে জরুরি কাজ।

ফারিহা জামান নাবিলা

THE FINANCIAL EXPRESS Sunday • August 17, 2025

Green shipbuilding could drive BD's next industry growth frontier: Experts

Call for policy reforms, financing to unlock sector's potential

- Green shipbuilding could create jobs, diversify exports
- Industries adviser urges collaboration among stakeholders

Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) Chairman Zaidi Sattar speaking at a seminar titled "Green Shipbuilding: A New Frontier for Industrialisation", organised by the International Business Forum of Bangladesh (IBFB) at a city hotel on Saturday.

FE REPORT

Bangladesh's emerging shipbuilding industry, already earning global recognition, could transform into a new engine of growth if the country embraces green shipbuilding, industry experts have said.

They cautioned, however, that the sector continues to face deep-rooted challenges such as lack of long-term financing, high production costs, and policy capture favouring other industries.

Speaking at a seminar titled "Green Shipbuilding: A New Frontier for Industrialisation", organised by the International Business Forum of Bangladesh (IBFB) at a city hotel on Saturday, they emphasised that eco-friendly, low-emission vessels are quickly becoming the global standard.

With proper reforms and institutional support, Bangladesh could seize the opportunity to create thousands of jobs, diversify exports, and position itself as a global hub for sustainable shipbuilding, they said.

Industries Adviser Adilur Rahman Khan, attending as chief guest, said Bangladesh has already proven its ability to meet international standards in shipbuilding.

"The world no longer wants only ships; it wants green ships," he said, urging IBFB to bring all stakeholders together to accelerate action.

He noted that the International Maritime Organization (IMO) has set ambitious targets to cut carbon emissions by 40 per cent by 2030 and 70 per cent by 2050, which is rapidly raising global demand for greener, fuel-efficient vessels.

"If Bangladesh takes this chance, we can become a global hub for sustainable shipbuilding," the adviser said, adding that the industries ministry would expand facilities and pursue international partnerships to develop the sector.

In his keynote paper, Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) Chairman Zaidi Sattar highlighted signs of revival in the sector, noting that ship export activity resumed modestly in 2024, with Bangladeshi shipbuilding firms such as Western Marine securing fresh orders.

He said Bangladesh had earned US$43 million from ship exports over the last 12 years, but with stronger support, each export-oriented shipyard could raise exports to $100 million within two years, potentially doubling employment in the sector to 0.1 million.

Mr Sattar projected strong prospects for the global shipbuilding market, valued at $155 billion in 2024 and expected to grow to nearly $193 billion by 2030.

Key growth drivers, he said, include rising international trade, naval modernisation, demand for energy-efficient vessels, and adoption of green technology.

Special guest Anisuzzaman Chowdhury, special assistant to the chief adviser on financial affairs, warned that policy capture by vested groups has left Bangladesh overly dependent on readymade garments, which now account for 85-88 per cent of exports.

He stressed that shipbuilding could serve as a critical labour-intensive industry but required institutional support, including insurance and counter-refund guarantees, to address uncertainty.

"Risk can be calculated, but uncertainty cannot," Mr Anisuzzaman said, pointing to shocks such as the 2008 global financial crisis and the Covid-19 pandemic.

He emphasised that government-business dialogue was essential to reduce uncertainty and promote industrialisation, adding: "An economy cannot gain dynamism through remittances alone. Dynamism comes through industrialisation because it brings new technology."

Mr Anisuzzaman also called for reforms to cut bureaucratic inertia, reduce reliance on foreign aid, and prioritise strategic sectors such as shipbuilding, ICT, and pharmaceuticals.

Citing South Korea's rapid rise from poverty to an industrial power, he said Bangladesh needed strategic policy independence.

He further highlighted the importance of cyber security, warning: "If your data is not secured properly, you are done. Cyber security is the new frontier, and Bangladesh must develop local solutions."

Earlier, IBFB President Lutfunnisa Saudia Khan delivered the welcome address, while Director Engr Md Sakhawat Hossain and immediate past president Humayun Rashid also spoke.

bdsmile@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS August 20, 2025

Reforms and diversification key to boosting RMG

Reforms must focus on upgrading the industry to produce more high-value products supported by stronger backward linkages in MMF and other inputs. Diversification must go beyond products to include new markets

For decades, policy circles and industry stakeholders have repeatedly stressed the need for reforms and diversification to rejuvenate the country's readymade garment (RMG) exports. Reforms essentially imply structural changes in production and operations, with a strategic shift from low-end, mass-volume products to high-end or semi-high-end categories that effect higher value addition. Diversification, on the other hand, refers not only to broadening the range of apparel products but also to extending export reach beyond the conventional markets of North America and the European Union. Although some progress has been made on both fronts, the pace has been far slower than the required. In today's rapidly changing global trade dynamics -- especially involving apparel exports -- the challenges are more complex than they were a decade ago, forcing Bangladesh at a crossroads.

Despite the difficulties, optimism persists that Bangladesh can still make a transitional leap in apparel exports. A recent diagnostic report prepared jointly by the World Bank, the International Finance Corporation, and the Multilateral Investment Guarantee Agency highlights this potential. According to the report, Bangladesh's RMG sector could generate as much as US$94 billion in annual export earnings by 2029, provided that the industry actively expands into non-traditional markets and embraces manmade fibre (MMF) production in a big way. Achieving this ambitious target would require sustaining an average annual growth rate of 15 per cent -- a formidable challenge that demands wide-ranging, coordinated reforms across trade policy, industrial operations, and financial systems.

The report also identified four sectors in Bangladesh with the highest growth potential where private investment could play a transformative role. These include the RMG, middle-income housing, domestic production of textile dyes and paints, and digital financial services. The findings also shed light on broader concerns such as foreign direct investment (FDI) trends, the overall business climate, and cross-cutting regulatory bottlenecks that hinder private sector growth. The clear message is that while Bangladesh's growth prospects remain bright, achieving them will require regulatory clarity, accelerated digital transformation, and establishment of a more inclusive and investment-friendly climate.

The United States, Bangladesh's single largest apparel export destination, is likely to play a particularly pivotal role in this anticipated prospect. Recent tariff actions by the US, targeting multiple countries including some of Bangladesh's competitors, carry important implications for Bangladesh's RMG exports. The US tariffs are largely aimed at curbing Chinese exports. Consequently, many American apparel brands and retailers are now adopting a strategy of geographical diversification in sourcing to reduce over-dependence on China. Rising tariff rates on Chinese apparel and the intensifying strategic rivalry between Washington and Beijing have prompted several leading US fashion companies to scale down their sourcing from China -- some planning to reduce it to single-digit percentages, and others even considering moving out of China altogether.

This geopolitical and trade reorientation presents Bangladesh with a unique window of opportunity. With China's declining market share in the US and the search for alternative sourcing bases, Bangladesh could secure a larger slice of the American apparel market. The numbers tell the story: China's share of the US apparel import market dropped from 37.7 per cent in 2013 to 21.3 per cent in 2023. During the same period, Bangladesh's share rose from 6.0 per cent to 9.0 per cent. Vietnam has also been a major beneficiary, expanding its share from 10 per cent to 17.8 per cent. India, Cambodia and Pakistan, too, recorded modest gains. Clearly, the global sourcing map is shifting and Bangladesh stands to benefit if it can position itself strategically.

The critical question, however, is whether Bangladesh is ready to seize this opportunity. Industry insiders point out that despite clear signals of shifting demand, fresh investment to expand production capacity -- especially in MMF-based and other high-value apparel items -- has been limited. The country still depends heavily on imported raw materials for producing value-added garments, particularly MMF-based products. Without building domestic capacity in this area, Bangladesh risks missing out on lucrative future orders. Moreover, structural challenges such as energy shortages, rising utility costs, and persistent logistics bottlenecks continue to undermine the country's competitive edge.

Local exporters, however, remain cautiously optimistic. They argue that with its existing scale and experience, Bangladesh already has the capability to absorb some of the work orders likely to be diverted from China. The competitive edge lies in cost efficiency, skilled workforce, and a strong reputation as a reliable supplier. But for this to translate into long-term market resilience, the country must urgently address its internal weaknesses. Expansion of investment in MMF production, reliable energy supply, upgrading of port and transport infrastructure and removal of bureaucratic bottlenecks are the key imperatives.

Another important trend is the pricing strategy of US fashion companies. Even amid rising costs from tariffs and supply chain adjustments, these companies have largely avoided widespread retail price hikes. Instead, they have absorbed some of the cost pressures internally while maintaining their sourcing diversification strategy. This signals that buyers are looking for competitive suppliers who can ensure flexibility, speed and quality without significantly raising end prices. Bangladesh's ability to align with this evolving buyer preference will be decisive in slicing greater market shares.

Industry leaders repeatedly emphasise that a strategic shift from low-end to high-value apparel is no longer optional but essential. Bangladesh must move beyond being predominantly a producer of basic garments to one that specialises in design-driven, technologically advanced, and higher-margin items. At the same time, exploring new and emerging markets outside the US and EU is crucial. Countries in East Asia, Latin America, and Africa represent untapped potential that could further diversify Bangladesh's export portfolio and reduce dependence on a few large markets.

The pathway to revamping Bangladesh's RMG sector lies in a dual strategy of reforms and diversification. Reforms must focus on upgrading the industry to produce more high-value products supported by stronger backward linkages in MMF and other inputs. Diversification must go beyond products to include new markets. The opportunities created by the shifting global trade dynamics are real, but seizing them will require vision, investment and matching strategic policy.

wasiahmed.bd@gmail.com

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২১, ২০২৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন : খেলাপি ঋণের ৫০ শতাংশই উৎপাদনমুখী শিল্পে

উৎপাদনমুখী শিল্পের সংকট কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ জরুরি

উৎপাদনমুখী শিল্প খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এ খাত অভ্যন্তরীণ ভোগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রফতানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের মোট কর্মসংস্থানের একটি বড় অংশই সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে। কিন্তু খাতটি এখন খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত। খেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চামড়া, তৈরি পোশাক, বস্ত্র, জাহাজ নির্মাণ ও ভাঙার মতো উৎপাদনমুখী শিল্প। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংক খাতের মোট ঋণের ৪৯ দশমিক ২৮ শতাংশই এ খাতে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের হারও সবচেয়ে বেশি। মোট খেলাপি ঋণের ৪৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ এখন উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে। এ খাতের বহু প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে রুগ্‌ণ দশায় রয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থান, ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

বর্তমানে দেশের ব্যাংক খাতের অন্যতম সমস্যা খেলাপি ঋণ, যা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, গত জুন শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ২৭ শতাংশেরও বেশি এখন খেলাপির খাতায় চলে গেছে। যেখানে ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বিগত সরকারের দেড় দশকে ব্যাংক দখল করে নজিরবিহীন লুটপাট করা হয়েছে। ঋণের মাধ্যমে লুটপাটের টাকার একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ফলে ওইসব ঋণ এখন আদায় হচ্ছে না। আদায় না হওয়ায় ব্যাংক সেগুলোকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করছে। ফলে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাচ্ছে।

ব্যাংক খাত অর্থনীতিতে 'হৃৎপিণ্ডের মতো' কাজ করে। এ খাতের বড় অংকের টাকা ব্যবস্থাপনার বাইরে চলে যাওয়ায় গোটা অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। খেলাপি ঋণ থাকা মানে ব্যাংক ওই বিনিয়োগ থেকে কোনো লভ্যাংশ পায় না, ব্যাংকের মুনাফা কমে যায়। খেলাপি ঋণ ব্যাংকে তারল্য সংকটের সৃষ্টি করছে। ফলে ব্যাংকের নতুন করে ঋণ দেয়ার ক্ষমতা কমে গেছে। ব্যাংক তখন নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। শিল্প ও এসএমই খাতে ঋণের প্রবাহ সীমিত হয়ে পড়ে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরেই বিনিয়োগ স্থবিরতা বিরাজ করায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। বেকারত্ব বাড়ছে। বিষয়টি এখন দৃশ্যমান। সরকারি হিসাবে দেশে ২৭ লাখের বেশি বেকার রয়েছেন। যদিও বেকারের সংখ্যা আরো বেশি।

শিল্প উৎপাদনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে জ্বালানি। পেট্রোবাংলার তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশে গ্যাসের চাহিদা গড়ে ৩৮০ কোটি ঘনফুট। এর বিপরীতে সরবরাহ হচ্ছে গড়ে ২৮৩-২৮৪ কোটি ঘনফুট। অর্থাৎ গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যবধান বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটি ঘনফুট। জ্বালানি খাতের এ সংকট দীর্ঘদিনের। এতে উৎপাদন ও আবাসন খাতের নানা কার্যক্রম প্রতিনিয়তই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গ্যাস বা এলএনজি আমদানি করেও মোট চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এ ধারা অব্যাহত ও দীর্ঘায়িত হলে জ্বালানিনির্ভর উৎপাদনশীল খাতগুলোর ওপর সামনে আরো বিরূপ প্রভাব পড়বে। জ্বালানি সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে অনেক কারখানা গ্যাসের অভাবে বন্ধ আছে, অনেক কারখানায় সক্ষমতার চেয়ে কম উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া দেশে দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান। এর প্রভাব পড়েছে মানুষের ক্রয়ক্ষমতায়। বিক্রি কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীল অনেক প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঋণখেলাপি হয়েছে। গত কয়েক বছরে ডলার সংকটে পর্যাপ্ত কাঁচামাল আমদানি করা যায়নি। এর প্রভাবেও অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সব মিলিয়ে বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ৩০-৫০ শতাংশ উৎপাদনে ছিল। নানামুখী এসব সংকটের প্রভাবে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে।

খেলাপি ঋণ বাড়ায় অনেকে শিল্প বন্ধ কিংবা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়েছে। অনেক কারখানা আংশিকভাবে চালু থাকলেও শ্রমিক ছাঁটাই বেড়েছে, বেতন-ভাতা প্রদানেও অনিয়ম দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণের কারণে তারল্য সংকটে পড়েছে, ফলে নতুন বিনিয়োগে অর্থায়ন ব্যাহত হচ্ছে। এতে উদ্যোক্তাদের আস্থা কমে যাচ্ছে ও শিল্প সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি রফতানি আয় হ্রাস, প্রযুক্তি উন্নয়নে স্থবিরতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা হারানোর ঝুঁকিও বাড়ছে। সব মিলিয়ে খেলাপি ঋণ উৎপাদনশীল খাতকে দুর্বল করে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই নড়িয়ে দিচ্ছে।

তবে উৎপাদনমুখী শিল্প খাতের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে কিছু কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। যেসব ব্যবসায়ী প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য পুনঃতফসিল ও বিশেষ প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। তবে ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে কাঁচামাল আমদানি ও জ্বালানির প্রাপ্যতা স্থিতিশীল করতে পারলে উৎপাদন খাত কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিশ্লেষণ, প্রকল্প যাচাই ও জামানতের যথাযথ মূল্যায়নে আরো সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ব্যাংকিং পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ঋণ বণ্টনে যোগ্যতা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়।

উৎপাদন অব্যাহত রাখতে শিল্পে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। শিল্প খাতে প্রযুক্তি উন্নয়ন, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা ও রফতানি প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধান করে উৎপাদনমুখী শিল্পকে গতিশীল করা দরকার।

উৎপাদন খাতে খেলাপি ঋণ কেবল ব্যাংক বা শিল্প মালিকদের সমস্যা নয়; এটি পুরো দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। টেকসই শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে হলে এখনই খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। প্রকৃত উদ্যোক্তারা যাতে টিকে থাকতে পারেন এবং শিল্প খাত আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

সমকাল মঙ্গলবার ১৯ আগস্ট ২০২৫

বছরে সাড়ে ১১ হাজার শ্রমিকের কোটা পূরণে ব্যর্থ বাংলাদেশ

■ কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ঢাকা-সিউল চতুর্থ এফওসি ২৬ আগস্ট

৩০০ কোটি ডলারের ইডিএফসির প্রতিশ্রুতি দক্ষিণ কোরিয়ার

বাংলাদেশ থেকে মৌসুমি কাজের জন্য শ্রমিক নিতে আগ্রহী দক্ষিণ কোরিয়া। এ জন্য বছরে সাড়ে ১১ হাজারের কোটাও দিয়ে রেখেছে দেশটি। দেশটির চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক সরবরাহ করতে পারেনি বাংলাদেশ। কীভাবে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ বাড়ানো যায় তা নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা করবে দুই দেশ।

আগামী ২৬ আগস্ট সিউলে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশন্স (এফওসি) অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রথম উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্ক ইউনজু নেতৃত্ব দেবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, দুই দেশের এ বৈঠকটিতে সম্পর্কের সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়ার সাড়ে ১১ হাজারের কোটা থাকলেও গড়ে আড়াই থেকে ৩ হাজার শ্রমিক বছরে পাঠানো গেছে। একবার হয়তো এ সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার পর্যন্ত গিয়েছিল। তবে তাদের ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রমিক রপ্তানিতে বেগ পেতে হচ্ছে। কীভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে অভিবাসন সহজ করা যায়, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

সহজ শর্তে ৩০০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হচ্ছে অবকাঠামো উন্নয়ন। এ জন্য দেশটি প্রতি বছর বাংলাদেশে 'ইনফ্রা রোড শো' করে থাকে। সম্পর্ক স্থাপনের পর প্রায় ১১১টির বেশি কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ২১০টির ওপর অবকাঠামোগত প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে তারা ঢাকায় মেট্রোরেলের একটি লাইনের প্রকল্প পেতে আগ্রহী। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রকল্পে সহজ শর্তে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা তহবিলের (ইডিসিএফ) থেকে ঋণ দিতেও আগ্রহী দেশটি। এখন পর্যন্ত শূন্য দশমিক ০১ থেকে শূন্য দশমিক ০৪ শতাংশে ৪০ বছরের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ২৭ প্রকল্পে দেড়শ কোটি ডলারের মতো ঋণ দিয়েছে দেশটি। এখন নতুন করে বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমানে ৩০০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ইডিসিএফের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট সহায়তাও (ওডিএ) পেতে চায় ঢাকা। আসন্ন বৈঠকে বিষয়গুলো আলোচনায় আসবে।

আরও একাধিক বিষয়ে আলোচনা হবে

বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও সহযোগিতায় সম্পর্ক আরও গভীর করতে চায় দক্ষিণ কোরিয়া। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বানাতে চায় দেশটি। কোরিয়া পরমাণু শক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (কেএইআরআই) এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (বিএইসি) ২০২২ সালের ২৫ মে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ও সহযোগিতার জন্য চুক্তিও সই করেছে।

একই সঙ্গে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেরাই উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সামরিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করছে দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে তারা আরও কিছু সরঞ্জাম বিক্রি করতে চায়। এজন্য প্রস্তাবও দিয়েছে।

এছাড়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এগিয়ে নিতে সেপা চুক্তি এ বছরের মধ্যে সই করতে চায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২৪ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দলের সেপা নিয়ে আলোচনা করতে দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার কথা রয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেক কর্মকর্তা বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে অর্থনীতিকে গুরুত্ব দেয় ঢাকা। আসন্ন বৈঠকে খাতভিত্তিক সহযোগিতা, বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এআই, জ্বালানি, জাহাজ নির্মাণ, কৃষি, মৎস্য এবং বায়োটেকনোলজি খাতে সহযোগিতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বাড়াতে চায় বাংলাদেশ।

NEW AGE MONDAY, AUGUST 18, 2025,

Import of RMG raw materials rises by 9.9pc

Staff Correspondent

THE country's imports of raw materials for the ready-made garment sector witnessed a growth of 9.9 per cent in the financial year 2024-25, according to Bangladesh Bank data.

According to the data, the country imported raw materials for the RMG sector, including raw cotton, yarn, staple, and other accessories, worth $18.44 billion. The amount was $16.78 billion in FY24.

File photo shows workers are at duty at a garment factory in the city. — New Age photo

The central bank published the commodity-wise annual import data through the customs records.

In FY25, Bangladesh earned $39.35 billion by exporting RMG products, the highest export-earning sector. This was an 8.84 per cent increase from $36.15 billion in FY24.

The RMG sector accounted for more than 80 per cent of the country's $48.28 billion worth of export earnings in FY25, said Export Promotion Bureau data.

The net exports from the RMG sector totaled $20.91 billion in FY25, according to central bank data.

Among the primary raw materials, raw cotton imports experienced a decline of 4.3 per cent to $3.46 billion, down from $ 3.60 billion in FY25.

Bangladesh imported yarn worth $3.61 billion in FY25, 12.3 per cent higher than $3.22 billion in FY24.

Textile and other related articles imports experienced a 16 per cent growth to $8.69 billion in FY25, up from $7.72 billion in FY24, according to the central bank data.

Staple fibre imports stood at $1.53 billion, representing a 10 per cent increase from $1.39 billion in FY24.

In FY25, the country imported dyeing and tanning materials worth $877 million, a 5.2 per cent increase from $833.7 million in FY24, according to Bangladesh Bank data.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association senior vice president Inamul Haq Khan told New Age that the values of exports, imports, and net exports demonstrated the stable situation of the country's RMG sector.

'The FY25 was an excellent year for us and we are hopeful that the current FY26 will also be a positive year,' he added.

The United States has recently revised the reciprocal

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ আগস্ট ২০২৫

সংলাপে বক্তারা

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করুন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিশুশ্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা বলেছেন, বিদ্যমান আইনিকাঠামোর দুর্বলতা এবং নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় গৃহকর্মী শিশুরা মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষায় নীতিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি দ্রুত নতুন আইন প্রণয়নের দাবি জানান তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে 'গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সংলাপে এসব কথা বলেন তারা। চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি), এডুকো-বাংলাদেশ ও শাপলা নীড় আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিমের সভাপতিত্বে সংলাপে বক্তৃতা করেন আইন কমিশনের গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ মনিরা সুলতানা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোছা. সালমা আক্তার, শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক সুস্মিতা পাইক, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউমি ইয়াগিশিতা মাসুদা, এডুকোর কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল হামিদ, এএসডির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইউকেএম ফারহানা সুলতানা প্রমুখ।

এডুকো বাংলাদেশের ম্যানেজার আফজাল কবীর খানের সঞ্চালনায় সংলাপে মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমুজ্জামান ভূঁইয়া। তিনি বলেন, দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন, শিশু আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পেনাল কোডসহ অন্যান্য বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের আইনগত সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। শিশুশ্রম নিরসনে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায়ও গৃহকর্মীর কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতির আলোকে গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সরকার দ্রুত এ বিষয়ে উদ্যোগ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, 'গৃহকাজে নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়টি আমাদের সমাজিক ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে তাদের সুরক্ষার জন্য এখনই আইন প্রণয়ন করতে হবে। আমরা গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষায় মনিটরিং কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। শিশুশ্রমকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনতে হবে। আমরা এই সেক্টরে কর্মরত সব সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করার উদ্যোগ নিয়েছি।'

সভাপতির বক্তব্যে এম এ করিম বলেন, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সরকারের এই প্রতিশ্রুতি ও ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু গৃহকর্মীর অধিকার ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি আইন প্রণয়নের আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২, ১১ আগস্ট ২০২৫

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের মতবিনিময়

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে রাজধানীর কর্নেল তাহের মিলনায়তনে গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিতসভা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শামীম আরার সভাপতিত্বে সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজিবুর রহমান বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সভায় একটি স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ ও কশিমনের সুপারিশ বাস্তবায়নে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন, কমিশনের সুপারিশ সহজ ভাষায় সারা দেশের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য লিফলেট, পোস্টারসহ বিভিন্ন প্রচার উপকরণ তৈরি ও ব্যাপক প্রচারণার আহ্বান জানানো হয়। একটি জাতীয় শ্রম কনভেনশন আয়োজন এবং রাজনৈতিক দলগুলো যেন তাদের ইশতেহারে কমিশনের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে সে বিষয়ে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানানো হয়। —প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রোববার। ১৭ আগস্ট ২০২৫। ২ ভাদ্র ১৪৩২ সময়ের আলো

আইবিএফবির সেমিনার

এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে জাহাজশিল্পে

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ববাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে হলে বাংলাদেশের জাহাজশিল্পকে পরিবেশবান্ধব ও সঠিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া এ শিল্পে নগদ সহায়তা, শুল্কমুক্ত কাঁচামাল আমদানি সুবিধা, স্বল্প সুদে ঋণ, মূলধন জোগান, পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা গেলে ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে জাহাজ রফতানি শিল্প এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানি খাতে পরিণত হবে। একই সঙ্গে এ সময়ের মধ্যে এই খাতে ১ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

ব্যবসায়ী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অব বাংলাদেশ (আইবিএফবি) আয়োজিত 'গ্রিন শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি : শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে এ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন অর্থনীতিবিদ জাইদি সাত্তার। শনিবার সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (অর্থ মন্ত্রণালয়) আনিসুজ্জামান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইবিএফবির সভাপতি লুতফুন্নিসা সাউদিয়া খান।

শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, গ্রিন শিপবিল্ডিং খাত বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। এ জন্য জ্বালানি সাশ্রয়ী ডিজাইন এবং এলএনজি, হাইব্রিড ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার সম্পন্ন জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প কার্বন নিঃসরণ জাহাজের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও) ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে। যে দেশগুলো পরিবেশবান্ধব, স্বল্প-নিঃসরণ জাহাজ তৈরি ও রফতানি করতে পারবে, তারাই আগামী দিনের সামুদ্রিক অর্থনীতির নেতৃত্ব দেবে। শিপইয়ার্ডগুলোর জন্য বৈশ্বিক গ্রিন সার্টিফিকেশন, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য কাস্টমাইজড পরিবেশবান্ধব জাহাজ তৈরির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করবে বলেও উল্লেখ করেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধের উপস্থাপক গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জাইদি সাত্তার বলেন, বড় জাহাজ তৈরির বাজারে বাংলাদেশ কম প্রতিযোগিতামূলক। বৈশ্বিক এই বাজার চীন, কোরিয়া ও জাপানের দখলে। তবে ছোট ও মাঝারি জাহাজের বাজারে বাংলাদেশের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS Dhaka • Tuesday • August 19, 2025
Vol XXXII No. 271 • Regd No. DA 1589 • Bhadra 4, 1432 BS • Safar 24, 1447 Hijri • 16 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

২৬

SILVER LINING NOW SHINES ON APPAREL HORIZONS

Narrow product range risks RMG sector's sustainability

MONIRA MUNNI

Bangladesh long banks on few items for apparel-export earnings, risking the sector's sustainability, although diversification with high-value products suiting growing global-market trends holds great potential, trade experts say.

Five traditional items from the country's main export sector- trousers, T-shirt, shirt, sweater, and underwear - contributed about 80.82 per cent of the total readymade garment (RMG)-export earnings in the past financial year (FY25), according to Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) data.

The country exports more than 30 types of garment products, according to industry people.

Knit-and woven-apparel exports together fetched $39.34 billion in FY25. Of the earnings, the five items contributed $31.80 billion.

Back in FY16, the aforesaid items of common use brought in $24.49 billion, while total RMG export earnings were $28.09 billion, data showed.

During the last decade, underwear exports more than doubled while trousers fetched the highest earnings. On the other hand, shirt earnings remained almost static.

Of the $31.80 billion earnings in the just-past fiscal year, $12.98 billion came from trousers, $8.54 billion from T-shirt, $5.05 billion from sweater, $3.04 billion from shirt and blouse, and $2.17 billion from underwear.

The country's total export earnings stood at $48.28 billion during the last fiscal year, with apparel accounting for an overwhelming 81.49 per cent, data showed.

Exporters and experts opine that Bangladesh largely produces basic items mostly based on cotton. "Though the global market is switching to man-made fibre (MMF)-based garments from the natural fibre of cotton, the situation of Bangladesh looks opposite," they note by one voice, stressing the need for the RMG sector's diversification.

They have, however, said diversification is happening gradually, especially in denim, dyeing, and washing segments.

Besides, the critics blame the absence of effective steps for product diversification according to market demands and exploration, poor infrastructure, and entrepreneurs' unwillingness to take risks.

"Such dependency on a single sector and a few items might put the overall export earnings at risk," says one trade expert, recommending effective measures and government policy support to increase the competitiveness of local products, including non-apparel items, and exploring the untapped markets across the world.

Fazlee Shamim Ehsan, executive president of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), told The Financial Express that diversification is taking place gradually and items on the top-five list also changed during the last decade, with underwear/lingerie entering the basket.

He explains that there are three types of value addition - country base, inside products, and profit.

"The first two are rising as they source local raw materials mostly for knit items and necessary accessories, though value addition in terms of profit has declined," he notes.

Explaining the risk of confining to a few items, Mr Ehsan added that as most of them produce basic items, it has developed higher capacity compared to the global demand, which resulted in price pressure.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Narrow product range risks

| FROM PAGE 1 COL 6

Inamul Haq Khan, senior vice-president of the BGMEA, says 70 per cent of the global demand is for MMF-based garments, while Bangladesh produces 70-75 per cent of its exportable based on cotton, which runs counter to the global trend of the day.

To raise export earnings from RMG products, he says, exporters need to go for MMF-based garments to sustain in the competition and get better prices like Vietnam.

His factory's export earnings are growing, though the number of factories or their capacity has not increased, says the leading exporter, adding that it is because they produce high-value-added items.

Bangladesh mostly makes items for which the free on board (FOB) is $6-8 per piece on average, while it gets $12-15 for cut and make (CM) - which means stitching for a garment - and there are products that bring CM of $30 per piece.

Both leaders have said the country needs investment in the backward-linkage textile sector to produce raw materials needed for MMF-based garments as Bangladesh has to meet the requirements for such materials imported from China and India.

Textile millers also stressed diversification in the textile sector to manufacture blended, as well as MMF- and non-cotton-based, yarns and fabrics to sustain business in the long run and face the emerging challenges stemming from tariffs and post-graduation market access.

According to industry-insiders, Bangladesh's synthetic yarn industry is small and cannot meet the domestic demand for MMF yarns. That is why the country imports most of the manmade yarns and fibres used in apparel exports, they said. Till 2023, Bangladesh had 19 synthetic spinning mills, including eight acrylic ones, they added.

A new diagnostic report by the World Bank, the International Finance Corporation (IFC), and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) says Bangladesh's RMG sector could be on the cusp of a transformative leap, with the potential to earn up to $94 billion in annual export earnings by 2029 if it expands into non-traditional markets and embraces MMF-based garment production.

This ambitious earning amount is expected to be achieved at an average annual growth rate of 15 per cent, which would require coordinated reforms across trade, industry, and finance, it adds.

Munni_fe@yahoo.com

ইত্তেফাক
সোমবার
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২, ১১ আগস্ট ২০২৫

কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমেছে

প্রযুক্তি ব্যবহার ও পরিসংখ্যানগত কারণে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে : জাহিদ হোসেন

কর্মজীবী নারী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব : ডা. ফওজিয়া

■ রাবেয়া বেবী

বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে কমছে, যা দেশের অর্থনীতি ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বড় ধাক্কা। ইউএন উইমেনের সহযোগিতায় ২০২৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত 'জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রায় ২১ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় ১৮ লাখই নারী, যা মোট চাকরি হারানো মানুষের ৮৫ শতাংশ। বর্তমানে মাত্র ১৯ শতাংশ নারী শ্রমবাজারে সক্রিয়, যা কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

নারী অধিকার ও মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর পূর্ণ হলেও নারী সমাজের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন হলেও তার প্রতিবেদন সমালোচনার মুখে পড়ে, কমিশনের প্রধান ও সদস্যদের অসম্মান করা হয় এবং সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। তাদের মতে, কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমার পাশাপাশি নারী নির্যাতন ও বিচারহীনতা পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করেছে।

কমেছে কর্মজীবী নারী : জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোর তথ্যে দেখা যায়, ২০২৫ সালের প্রথম পাঁচ মাসে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, লেবানন ও জর্ডানে প্রেরিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় কোথাও অর্ধেকে, কোথাও এক-চতুর্থাংশে নেমে এসেছে। বিদেশি শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ কমার পাশাপাশি তৈরি পোশাক খাতেও নারীর উপস্থিতি হ্রাস পাচ্ছে। একসময় গার্মেন্টস খাতে মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশের বেশি ছিলেন নারী, বর্তমানে তা অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, ২০২৩ সালে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪৫ লাখ ১০ হাজার, যা ২০২৪ সালে কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ২৮ লাখ ৮০ হাজারে। একই সময়ে শ্রমশক্তির বাইরে থাকা নারীর সংখ্যা বেড়েছে ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৪০ হাজার থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ ১০ হাজারে। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৬ লাখ ৩০ হাজার।

বিশ্বব্যাংক ঢাকার কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, নারীর অংশগ্রহণ কমার দুটি প্রধান কারণ রয়েছে- পরিসংখ্যানগত সংজ্ঞার পরিবর্তন এবং প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি। আগে কৃষি বা গৃহপালিত পশু পালন করা নারীদেরও শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত ধরা হতো। আর এখন কেবল অর্থের বিনিময়ে কাজ করা নারীদের গণনা করা হয়। গার্মেন্টস সেক্টরে প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে শ্রমিক পর্যায়ে কাজ কমেছে, যেখানে নারী শ্রমিকই বেশি ছিলেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব, নারী নির্যাতনের বৃদ্ধি এবং দুর্বল আইনি কাঠামো কর্মজীবী নারীর সংখ্যা কমার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। তার অভিযোগ, সরকারের এজেন্ডায় নারীর অবস্থান স্পষ্ট নয় এবং যৌন নির্যাতনের বিচার না হওয়ায় নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

নারী নির্যাতন : আসক-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত দেশে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১,৬২৫ জন, যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। ধর্ষণ, হত্যা, পারিবারিক সহিংসতা বেড়েছে ১০-১৫ শতাংশ। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনা ছিল ৫১৬টি, আর চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই হয়েছে ৪৮১টি। দলবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, যৌতুকজনিত হত্যা, যৌন নিপীড়ন- সব ধরনের সহিংসতাই বেড়েছে।

মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, অর্ন্তবর্তী সরকারের উচিত ছিল ধর্ষণের দ্রুত বিচার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিচারপ্রক্রিয়ায় সমন্বয় নিশ্চিত করা। কিন্তু দক্ষ সরকারি আইনজীবীর ঘাটতি, পুলিশের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার দুর্বলতা নারীদের অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। তিনি মনে করেন, দীর্ঘদিনের নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি এখন পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ধর্ষণের মামলা ছিল ৩৯২টি, জুনে বেড়ে হয় ৪৯২টি। অপহরণের মামলাও বেড়েছে- প্রথম ছয় মাসেই ৫১৭টি, যা আগের বছরের পুরো সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফওজিয়া মোসলেমের মতে, রাজনৈতিক, সামাজিক বা প্রাকৃতিক অস্থিরতার সময় নারী ও শিশুর প্রতি যৌন সহিংসতা বেড়ে যায়, তাই বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল।

প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বি : নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান শিরীন পারভিন হক বলেন, গত বছর এই সময়টায় আমাদের আকাশচুম্বি প্রত্যাশা ছিল। আমরা মনে করেছি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিলুপ্তি ঘটবে এবং নারীর জন্য সহিংসতা মুক্ত জীবন নিশ্চিত হবে। আমরা জানি মৌলিক পরিবর্তন রাতারাতি হবে না। সংস্কার কমিশনগুলো প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। কিন্তু সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপই দৃশ্যমান না। আমরা সংবিধান কমিশন ছাড়া সকল কমিশনের সাথে কথা বলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুপারিশ করেছি। কিছু পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকারের জন্য। দীর্ঘ দিনের নারী আন্দোলনের চাওয়াগুলোও উল্লেখ করেছি। আমরা সংসদে আসন বাড়ানোর কথা বলেছি, কারণ এখন জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। মোট ৬০০ আসন, এর মধ্যে নারীর জন্য সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সংরক্ষিত ৩০০ আসনের কথা বলেন শিরীন হক। তিনি বলেন, বিকেন্দ্রীকরণে আমরা জোর দিয়েছি। বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়েই তৃণমূলের নারীর কথাগুলো আমরা শুনতে পাবো। শিরীন হক দুঃখ করে বলেন, ঐক্যমত কমিশনে আমাদের অংশগ্রহণ ছিল না। এ বিষয় আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাইনি।

কালের কণ্ঠ । সোমবার । ১১ আগস্ট ২০২৫ ।

বেকারত্বেও বাড়ছে অপরাধ

গাজীপুর

ওমর ফারুক ▷

শিল্পনগরী গাজীপুরে নতুন আতঙ্ক বেকার হওয়া শ্রমিক। তাঁদের অনেকে চুরি ছিনতাই ও প্রতারণার মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। গত ছয় মাসে শুধু গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে এক হাজার ৬০০ ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে আট শতাধিক হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টি ও অন্যান্য কারখানার বেকার শ্রমিক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেকার সমস্যার সমাধান, যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, সামাজিক সচেতনতা বাড়ানো ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা হলে এই অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। একটি সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমেই গাজীপুরসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তাতে জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার সম্ভাবনা

বেকারত্বেও বাড়ছে অপরাধ

আবার তৈরি হবে।

গাজীপুর মহানগর পুলিশ-জিএমপির তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি গাজীপুরে অপরাধ বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ বেকারত্ব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। গাজীপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এলাকাটিকে অস্থিতিশীল করার জন্য পেছন থেকে নৈরাজ্য সৃষ্টির ইন্ধন দেওয়ার তথ্য পাচ্ছে পুলিশ। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু গাজীপুরেই গত এক বছরে ৭২টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব কারখানা বন্ধ করায় ৭৩ হাজারের মতো শ্রমিক বেকার হয়েছেন। বেকারত্বের ফলে অনেকেই অপরাধের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। কল-কারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে গত ২৯ জুলাই পর্যন্ত গাজীপুরের ৭২টি কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে নিজ নিজ কারখানা কর্তৃপক্ষ। গত ছয় মাসেই বন্ধ হয়েছে ২৯টি। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকোর ১৩টিসহ মাহমুদ জিন্স, ডার্ড কম্পোজিট, পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, ক্লাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলসসহ বিজিএমইএভুক্ত বড় ২০টি প্রতিষ্ঠানও। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, কারখানা বন্ধ হওয়ায় জেলায় বেকার হয়েছেন প্রায় ৭৩ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। তাঁদের অনেকে কাজ না পেয়ে পেশা পরিবর্তন করেছেন, আবার অনেকে জড়াচ্ছেন অপরাধে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে গাজীপুর মহানগর পুলিশ (জিএমপি) কমিশনার নাজমুল করিম খান গতকাল সন্ধ্যায় কালের কণ্ঠকে জানান, বেকার শ্রমিকদের বিভিন্ন অপরাধে জড়ানোর তথ্য পাওয়া গেছে। গত ছয় মাসে গাজীপুর মহানগর এলাকা থেকে এক হাজার ৬০০ ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশই বেকার হওয়া লোকজন রয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু পুলিশের একার পক্ষে অপরাধ নির্মূল করা কঠিন। জনগণের সহায়তা লাগবে।'

এ ছাড়া গাজীপুর মহানগর পুলিশে লোকবল স্বল্পতার কথাও জানায় পুলিশ। তা অপরাধ দমনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পর্যাপ্ত লোকবল এবং সরঞ্জামের অভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে সব জায়গায় কার্যকরভাবে নজরদারি করা এবং অপরাধ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও গাজীপুরের পুলিশ কর্মকর্তারা জানান।

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ উমর ফারুক বলেন, 'এসব অপরাধ কমাতে হলে বেকারদের আয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। তা না হলে অপরাধ দিন দিন আরো বাড়বে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গাজীপুর এলাকাটিতে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় অনেকে মাদক কারবারেও ঝুঁকছে।

গাজীপুর মহানগরের বাসিন্দা মো. আলাউদ্দিন গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, মাদকাসক্ত টোকাই গ্রুপের কারণে চলাচল করাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এদের ৫০০ টাকা দিয়েই এলাকায় 'প্যাঞ্জাম' লাগানো যাচ্ছে। আর তাদের ব্যবহার করছেন স্থানীয় রাজনীতিকরা। গাজীপুরের অনেক বাসিন্দা নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি চিন্তা করে ঢাকায় বসবাস করছেন। তাঁর কথার সত্যতা মেলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগীতশিল্পীর কথায়। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার বাড়ি গাজীপুরে। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না থাকায় ঢাকায় বসবাস শুরু করেছি। নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে ঢাকায় এসেছি।' তিনি জানান, গাজীপুরে শুধু যে এবারই একজন সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা নয়। এর আগেও প্রকাশ্যে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। ওই সব ঘটনায় আসামি গ্রেপ্তার হলেও পরবর্তী সময়ে মুক্তি পেয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়েছে। ফলে এলাকার মানুষ চোখের সামনে অপরাধের ঘটনা ঘটলেও প্রতিবাদের সাহস করে না। তিনি জানান, ২০১৯ সালে লিয়াকত হোসেন নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। জড়িতদের শাস্তি হয়েছে এমন খবর পাইনি।

গাজীপুর শিল্প এলাকা হওয়ায় এখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বিপুলসংখ্যক ভাসমান মানুষ বসবাস করে। জনসংখ্যার তুলনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অপ্রতুলতা এবং মহানগর ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায়, বিশেষ করে বস্তি এলাকাগুলোয় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সহজে বিস্তার হচ্ছে। সেই তথ্যের সত্যতাও পাওয়া যায়। দেখা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত ছয়জনের বাড়ি পাঁচটি জেলায়। গ্রেপ্তারকৃত মিজান ওরফে কেটু মিজানের বাড়ি জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার মাহমুদপুর গ্রামে। আলামিনের বাড়ি খুলনার সোনাডাঙ্গার ময়লাপোতা গ্রামে। পাবনার ফরিদপুরের সোনাহারা গ্রামে মো. স্বাধীনের বাড়ি, কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর গ্রামে বাড়ি মো. শাহজালালের, ফয়সাল হাসানের বাড়ি পাবনার চাটমোহরে ও সুমন ওরফে সাব্বিরের বাড়ি শেরপুরের নকলার চিতলিয়া গ্রামে।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে গাজীপুর জেলা ও মহানগরে ১০৩টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে গাজীপুর মহানগরে ৪১টি এবং জেলার পাঁচটি থানায় ৬০টি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

বিশেষজ্ঞ মুহাম্মদ উমর ফারুক বলেন, গাজীপুরে অপরাধ বৃদ্ধির কারণগুলোর একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা জটিল সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন। শুধু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তৎপরতা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমাজের সংশ্লিষ্ট সবাইকে মানবিক সমাজ গঠনের জন্য আরো সোচ্চার হতে হবে।

অভিমত

অপরাধ কমাতে বেকারত্ব দূর করতে হবে

মুহাম্মদ উমর ফারুক

মুহাম্মদ উমর ফারুক

গার্মেন্টিসসহ বিভিন্ন কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এই বেকারত্বের দায় কার? কাজ হারানোর পর স্বাভাবিকভাবেই বেকার শ্রমিকদের মনে হতাশা তৈরি হয়েছে। সংসার চালানোর জন্য কেউ কেউ যে অপরাধে জড়াবে না, তা নয়। সরকারের উচিত ছিল

অপরাধ কমাতে বেকারত্ব

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কলকারখানা যেন বন্ধ না হয়, সেদিকে নজর দেওয়া। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে অনেক কারখানার মালিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাও ছিলেন। তাঁদের অনেকে পলাতক, কেউ কেউ জেলে। রাজনৈতিক কারণে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষতি যেমন হচ্ছে, তেমনি সমাজে অপরাধপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব শুধু দেশে নয়, বিদেশেও ভাবমূর্তি সংকটে পড়বে। অর্থনীতির সঙ্গে অপরাধের সংযোগ রয়েছে। মানুষ অর্থের জন্যই অপরাধ করে। কেউ যখন বেকার হয়ে পড়ে তখন কিভাবে তিনি অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাবেন সেদিকেই বেশি মনোযোগী হন। ফলে অনেকের অতীতের অপরাধের রেকর্ড না থাকলেও অপরাধে জড়িয়ে যান। এ অবস্থা থেকে এখনই উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। গাজীপুর, সাভারের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকাগুলোতে সরকারের বাড়তি নজর দেওয়া উচিত। যে কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো চালু করে অথবা সরকার আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ দিয়ে বেকারত্ব দূর করতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, অপরাধ ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ডাকাতি রোধে নৈশ পাহারা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাকাতরা হানা দিয়ে ঘরবাড়িতে লুটপাট চালাচ্ছে। এমনকি বিদ্যুৎকেন্দ্রেও দলবল নিয়ে লুটপাট কিংবা শিশুকে জিম্মি করে রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে লুটপাটের ঘটনা ঘটাচ্ছে। ডাকাতদের ঠেকাতে বিভিন্ন জেলায় গ্রামবাসী রাতে পাহারাও দিচ্ছে। দিনের বেলা তালাবদ্ধ ঘরে ঢুকেও হানা দিচ্ছে ডাকাতরা। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ডাকাতিসংক্রান্ত এসব তথ্য জানা গেছে। তবে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিভিন্ন স্থানে পুলিশের তৎপরতা কম থাকায় এবং চাকরি হারানোর কারণে বেকারদের একটি অংশ এসব অপরাধে যুক্ত হওয়ায় ডাকাতির মতো ঘটনা বাড়ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার
৮ ভাদ্র ১৪৩২, ২৩ আগস্ট ২০২৫

বিবিএসের প্রতিবেদন

শ্রমবাজারের বাইরে দেশের ৮৮ শতাংশ কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষ

■ হামিদুর রহমান

দেশে ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সি প্রতিবন্ধী মানুষের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৩২ দশমিক ২২ শতাংশ এবং নারীদের ১১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। প্রতিবন্ধীদের বেশির ভাগই নিয়োজিত কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'ডিজঅ্যাবিলিটি ইনসাইটস ফ্রম লেবার ফোর্স সার্ভে-২০২২ (ডিআইএলএফএস)-এর প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপে আরো দেখা গেছে, পুরুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ দশমিক ৭১ শতাংশ মানুষ হাঁটা বা ওঠা-নামায় অসুবিধা অনুভব করছে, দৃষ্টি সমস্যায় ভোগছেন ৩৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং শ্রবণ সমস্যায় ভোগছেন ১৯ দশমিক ৩৬ শতাংশ। নারীদের মধ্যে হাঁটা বা ওঠা-নামায় অসুবিধা বা স্বাভাবিক চলাচলে অনুপযোগী ৩৬ দশমিক ১৮ শতাংশ, দৃষ্টি সমস্যায় ভোগছেন ২৯ দশমিক ৫০ শতাংশ এবং শ্রবণ সমস্যায় ভোগছেন ২৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত এসব প্রতিবন্ধীদের মাসিক আয় উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। সেখানে যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক গড় আয় জাতীয় পর্যায়ে ১০ হাজার ৪৭০ টাকা। শহরে এই আয় ১১ হাজার ৫৫২ টাকা এবং গ্রামে ৯ হাজার ৪১৭ টাকা। পুরুষদের আয় নারীদের তুলনায় বেশি। এখানে গড় সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা, জাতীয় পর্যায়ে ৩৮ ঘণ্টা; শহরে ৪০ ঘণ্টা এবং গ্রামে ৩৬ ঘণ্টা ধরে সমীক্ষা চালানো হয়েছে।

প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কারিগরি সহায়তায় তৈরি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কর্মস্থানে তাদের অংশগ্রহণ তলানিতে, বেশির ভাগ প্রতিবন্ধীরা পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা না গেলে এই জনগোষ্ঠী সব সময় বঞ্চিত থেকে যাবে।

জানতে চাইলে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক অধিকারকর্মী ও গবেষক ডা. নাফিসুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন, 'প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্র যা করেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বরং দেখা হয়েছে কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের কল্যাণের দৃষ্টিতে না দেখে বরং কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত করতে নানামুখী প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা জোর দেওয়া জরুরি। তারা যেন দেশের বা সমাজের বোঝা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।'

সাইটসেভার্স বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর অমৃতা রেজিনা রোজারিও ইত্তেফাককে বলেন, আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে—তথা আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা তাদের প্রবেশগম্যতার অভাব। এই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যাতায়াত ব্যবস্থা, এমনকি বিভিন্ন দৈনন্দিন সেবাখাতসমূহে তাদের প্রবেশগম্যতা আজ অবধি আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-এর সঠিক বাস্তবায়ন হলেই এক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি। সাইটসেভার্স দীর্ঘদিন যাবৎ এটি নিয়ে কাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, আসন্ন নির্বাচনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধিত্বকরণ বিবেচ্য বিষয়। না হলে, নীতিনির্ধারণে তাদের অংশগ্রহণ উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং যাবে।

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 15 August 2025

খাদ্য নিরাপত্তাহীন উত্তরজনপদের দশ লক্ষাধিক কর্মহীন মানুষ

আফতাব হোসেন, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উজালডাংগা চরের কুদ্দুস মিয়া। ছয় সদস্যের সংসারের ব্যয়ভারের দায়িত্ব তার উপর এর এই ব্যয় পরিচালনা করে কৃষিশ্রম বিক্রি করে। কিন্তু বন্যাকালীন গত মে মাস থেকে প্রায় পাঁচ মাস ধরে কোন ধরণের কাজকর্ম না থাকায় বেকার ও অলস বসে সময় পার করছেন কুদ্দুস মিয়ার মতো আফজাল সরকার, হাকিমুদ্দুন, নুরইসলাম, খালেক মিয়াসহ লাখো শ্রমজীবীরা।

বিবিএস এর তথ্য অনুযায়ী রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার ১৮টি উপজেলার ৪১৬টি চরে প্রায় ২২লাখ মানুষ বসবাস করে। এদের মধ্যে তিস্তা,ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ও চরের অন্ততপক্ষে ১০ লাখ শ্রমজীবী মানুষ রয়েছে এবং শ্রমজীবীর ৭০শতাংশ মানুষ কৃষিশ্রমের সাথে যুক্ত। বন্যা কবলিত চরাঞ্চলে এই সময়ে কোন ধরণের আয় উপার্জনমুখী কাজ ও অর্থ যোগানের উপায় না থাকায় প্রয়োজনীয় খাদ্য সন্ধান করতে পারছেন না এসব পরিবারের সদস্যরা। এতে করে চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নারী পুরুষ ও শিশুরা। এদিকে চলতি মৌসুমে বন্যার গতিপ্রকৃতিও বুঝে উঠে পারছেন না চরাঞ্চলের মানুষ। একারণে কৃষি চাষবাদের জন্য মাঠেও কাজ নেই।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাপাসিয়া ইউনিয়নের ভাটিকাপাসিয়া গ্রামের রাজা মিয়া জানান, এবছর তিস্তা নদীর পানি ওঠানামা করছে। বৃষ্টিপাত বেশি হচ্ছে না। এতে করে লোকজন কৃষি চাষাবাদও ঠিকমতো করতে পারছে না।

চরের মানুষজন কৃষি কাজের সাথে জড়িত থেকে আয় উপার্জন করে। কিন্তু কোন ধরণের কাজকর্ম না থাকায় সবাই এখন বেকার সময় পার করছে।

সাঘাটা উপজেলার কালুরপাড়া চরের আব্দুল আজিজ মিয়া জানান, চার-মাস ধরে কাজকর্ম নেই, ধারদেনা করে সংসার চালাচ্ছি। মাঝেমধ্যে অনাহারেও থাকতে হচ্ছে। এভাবে কতদিন এর সঠিক হিসেব নেই তার কাছে।

এই গ্রামের ছকিনা বেগম জানান, স্বামী আব্দুল হাকিম মোল্লা গাইবান্ধা শহরের একটি ইটভাটায় কাজ করতো। কিন্তু এখন বৃষ্টির কারণে ভাটার কাজ বন্ধ। পরিবারের ৩টি শিশু সন্তান। হাতে কোন টাকা পয়সা নেই, তিনবেলা খাবার নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়। সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

ফুলছড়ি চরের নুরুজ্জামান জানান সবখাদ্য দ্রব্যের মূল্য এখন বেশি, কিন্তু হাতে টাকা নেই। এজন্য অশান্তিতে সময় যাচ্ছে। এদিকে এবছর সরকারের বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচিও নেই বলে তিনি জানান।

উত্তরাঞ্চলভিত্তিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গণউন্নয়ন কেন্দ্র এর প্রধান নির্বাহী প্রধান এম.আবদুস সালাম জানান মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের মানুষজনের বিশেষ করে চরাঞ্চলে কাজ থাকে না। এই দীর্ঘসময় কাজকর্ম না থাকায় জমানো অর্থ শেষ হয়ে যায়। এরপর ধারদেনা ও চরাসুদে ঋণগ্রহণ করে চলতে হয়। আর এই ধারদেনা পরিশোধ করা নিয়ে পরবর্তীতে চরম মুশকিলে পড়তে হয়।

তিনি জানান এইসময়ে চরাঞ্চলের মানুষজনের জন্য কাজ ও অর্থের যোগানের জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রয়োজন, কেননা শুধুমাত্র ত্রাণ নির্ভর কর্মসূচি না নিয়ে জীবনজীবিকার উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

গাইবান্ধার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এ.কেএম হেদায়েতুল ইসলাম জানান, চরাঞ্চলের প্রেক্ষাপট মেইনল্যান্ড থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।

এখানে প্রায় ছয় মাস কোন কাজ থাকেন না। এজন্য এই বেকার মানুষজনকে কাজে লাগাতে হবে এবং কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে। এজন্য কারিগারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের কোন সদস্যকে সারা বছর কাজের সাথে যুক্ত রাখার বিকল্প নেই বলে তিনি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৮ ভাদ্র ১৪৩২, ২৩ আগস্ট ২০২৫

দিনমজুরি করে টিকে আছেন কোচ নারীরা

অনেকেই পান না ন্যায্য মজুরি

'বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সংগঠন' মধুপুর উপজেলা শাখার সভাপতি গৌরাঙ্গ বর্মন জানান, কোচরা ভূমিহীন, দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। এদের প্রধান পেশা দিনমজুরি। তবে কাঠমিস্ত্রি, সেলুন কর্মচারী, বাঁশ-বেতের কাজ করেন

■ জয়নাল আবেদীন, ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

কাকডাকা ভোরে পান্তা খেয়ে খেতখামারে রওনা দেন ওরা। হাতে দুপুরের খাবারের ঘটিবাটি। সেদ্ধ শাকপাতা, ভাটাভাজি আর ডাল-ভাত। তিন চার কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা হেঁটে গৃহস্থের খেতখামারে যেতে হয়। কেউ আনারসবাগানে কেউ কলাবাগানে আবার কেউ সবজিখেত বা রোপা আমনের জমিতে দিনমজুরি করেন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটেন। দুপুরে খেতের আইলে বসেই সামান্য শাকপাতা আর ডাল-ভাতে পেট ভরেন ওরা।

বলছিলাম মধুপুর বনাঞ্চলের হতদরিদ্র দিনমজুর কোচ নারীদের কথা। জন্মের পর থেকেই যারা অভাব, দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন। এদের একজন হলেন পীরগাছা গ্রামের সুনীতি বর্মন। স্বামী প্রদীপ বর্মন বহু আগেই মারা গেছেন। সম্পত্তি বলতে দেড় শতাংশের ভিটা। তাতে টিনের ছাউনি আর মাটির দেওয়াল। বাড়ির সীমানা নিয়ে বন বিভাগের সঙ্গে বিবাদ অনেক পুরোনো। সংসারে চার সন্তান। ছেলেরা ঢাকায় থাকে। তেমন খোঁজ নেয় না।

১২ পেরোতেই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতে বেশ ধারদেনা হয়। যৌতুকের টাকা এখনো বাকি। সেই জন্য হরদম চাপ। দিন শেষে একমাত্র সম্বল মজুরির ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। খেতখামারে কাজ থাকে বছরে ৯ মাস। বাকি তিন মাস জমানো টাকায় চলে পেট। ফলে ধারদেনা আর যৌতুকের দায় সহজে এড়াতে পারছেন না।

সুনীতির সঙ্গে কাজ করেন হাগড়াকুড়ির ছায়ারাণী বর্মন, ভেদুরিয়ার মীনা রানী বর্মন, ভুটিয়ার কমলা বর্মনসহ অনেকেই। এদের সবার জীবনের গল্প প্রায় একই ধরনের। এ দিনমজুর নারীরা সবাই মধুপুর বনাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোচ সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্মীয়ভাবে হিন্দু। মাতৃভাষা কোচ বহু আগেই হারিয়ে গেছে। এখন ভাষা উদ্ভ্রান্ত। বাংলায় কথা বলেন। তবুও প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কৃতি আকড়ে আছেন।

বেসরকারি সংস্থা সেড কর্তৃক প্রকাশিত, 'কোচ অব মধুপুর' গ্রন্থে বলা হয়, মধুপুর বনাঞ্চলে গারোদের পাশাপাশি সাড়ে ৩ হাজার কোচ বাস করে। এরা পীরগাছা, হাগড়াকুড়ি, ভুটিয়া, ভেদুরিয়া, থানারবাইদ, জলছত্র, গাছাবাড়ী, পঁচিশমাইল, আমলিতলা, বেড়িবাইদ, মাগন্তিনগরসহ ৩০ গ্রামে বাস করে। এরা শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে। হার ৪৮.৫৫ শতাংশ। ৮৫ শতাংশ আবার প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত।

'বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সংগঠন' মধুপুর উপজেলা শাখার সভাপতি গৌরাঙ্গ বর্মন জানান, কোচরা ভূমিহীন, দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানুষ। এদের প্রধান পেশা দিনমজুরি। তবে কাঠমিস্ত্রি, সেলুন কর্মচারী, বাঁশ-বেতের কাজ করেন। দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় বাল্য বিবাহ ও যৌতুকপ্রথা বিদ্যমান। গৌরাঙ্গ অভিযোগ করেন, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকা কোচরা সরকারের সামাজিক বনায়নের সুফল থেকে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে।

নব্বয়ের দশকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে যে সামাজিক বনায়ন হয়, এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল হতদরিদ্র বনবাসীদের পুনর্বাসন। কিন্তু বন বিভাগের অস্বচ্ছ কার্যক্রমে কোচরা বনায়নের প্লট পায়নি। প্রভাবশালীরাই এর সুযোগ নিয়েছে বলে তার অভিযোগ।

বেড়িবাইদ গ্রামের কোচ নারী শীতলা বর্মন জানান, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যাপ্তি আরো বাড়ানো হলে কোচরা আরো উপকৃত হতো। বাংলাদেশ কোচ আদিবাসী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা রমেশ কুমার কোচ জানান, সারা দেশে কোচ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৭ লাখ। ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলের শালবন বেল্টে এদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। মধুপুর বনাঞ্চল বাদে শিক্ষার হার ৩০ শতাংশ। এদের অধিকাংশেরই আবাদি জমি নেই। অনেকের নিজস্ব ভিটে নেই। খাস বা বন বিভাগের জমিতে বাস করে। এরা জাল দলিল, মিথ্যা মামলা এবং সামাজিক অবিচারের দরুন ক্রমাগত ভূমিহীন ও বাস্তুহীনে পরিনত হচ্ছেন। দারিদ্র্যের নাগপাশে থাকায় কোচ নারীদের বড় অংশ দিনমজুরি করে পেট চালান। অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি পান না। নজরানা না দিতে পারায় শালবন বেল্টে সামাজিক বনায়নের প্লট বরাদ্দ থেকেও বঞ্চিত তারা। তিনি সরকারের শালবন পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে নতুন ধরনের বনায়নে প্লট বরাদ্দে অবহেলিত কোচ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানান।

বণিক বার্তা শুক্রবার, আগস্ট ১৫, ২০২৫

ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব

মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের মতো সুবিধা পাবেন বাংলাদেশীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মালয়েশিয়ায় শ্রমিকরা যেসব সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পান, বাংলাদেশী শ্রমিকরা এখন থেকে একই সুবিধা সে দেশ থেকে পাবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়ায় যারা যান, তাদের ইংরেজি ভাষায় দুর্বলতা আছে বা অনেকে মালয় ভাষা খুব সহজে রপ্ত করতে পারেন না। তাদের জন্য বাংলা ভাষায় অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রাপ্তির কথা মিটিংয়ে বলা হয়েছে।'

গতকাল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান প্রেস সচিব।

বুধবার রাতে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল এ সফর নিয়ে ব্রিফিংয়ে শফিকুল আলম বলেন, 'মালয়েশিয়ায় খুবই ফলপ্রসূ সফর ছিল। আমরা বলব, এটা একটা ল্যান্ডমার্ক ট্যুর ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার যে সুসম্পর্ক ছিল সেটি আরো শক্তিশালী হয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রমিক কল্যাণ নিয়ে কথা হয়েছে। এটা নিয়ে আমাদের কিছু অগ্রগতি ছিল। মালয়েশিয়ায় যারা অবৈধ বা কাগজপত্রবিহীন শ্রমিক আছেন, তাদের বৈধ করার বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা বৈঠকে জানিয়েছেন। এছাড়া আমাদের পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ায় নিরাপত্তারক্ষী ও কেয়ার গিভার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এ বিষয়ে সামনে অগ্রগতি দেখব। একই সঙ্গে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ দিতে "গ্র্যাজুয়েট প্লাস" প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছে। তারা বলেছেন এটা নিয়ে কাজ করবেন।'

প্রেস সচিব বলেন, 'আমরা খুব দ্রুত মালয়েশিয়ার সঙ্গে ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট করব। মালয়েশিয়া থেকে আমরা ৩ বিলিয়ন ডলারের মতো খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করি। আমাদের মধ্যে যাতে বাণিজ্য আরো ত্বরান্বিত হয়, এফটিএ নিয়ে আলোচনা খুব দ্রুত করব। এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে জাপান, সিঙ্গাপুরের সঙ্গে এফটিএ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।'

NEW AGE

SATURDAY, AUGUST 16, 2025,

Govt remains negligent about workplace safety

THE death of three workers at an abandoned building in Netrakona is yet another reminder that the government needs to take urgent steps to protect labour rights in the informal sector. The deceased were involved in the demolition work of the Agricultural Development Corporation's irrigation office. They died as the roof fell on them. As it has always been the case, the police visited the site only to recover the bodies and administration officials offered financial assistance for the funerals. No investigation committee has been set up. No case has been filed. Related laws and regulations such as the National Building Code and the Building Construction Act outline how demolition work should be conducted. The regulations require that such work should be completed under the supervision of a technical expert and adjoining properties, the public and workers should be protected during the demolition. The death and injury of workers in Netrakona suggest that the demolition work was not conducted keeping to the due process that the government should investigate and bring perpetrators to book.

Despite calls for reforms, workplace safety, particularly for labour in the informal sector, continues to remain ignored. The construction sector is considered among the worst, with 91 worker death in 2024. The Bangladesh Workplace Death Reports from the Safety and Rights Society highlight that from 2017 to 2021, more than 700 construction workers died in workplace accidents such as falls, electrocution, and suffocation, which were largely preventable. Household service worker or child workers' rights are also rampantly violated as their rights are not legally protected. According to a Bangladesh Institute of Labour Studies report says that more than a half of the live-in domestic workers have encountered some form of harassment at work. The study further reports that 67 per cent of women household services workers face mental torture and verbal abuse. The International Labour Organisation and UNICEF often report on how children work in exploitative working conditions, especially when they work as household or industrial labour. Workplace death and injury among child labourers is also commonplace.

It is high time that the government took steps to implement the recommendations of the labour reforms commission, which has sought comprehensive legal reforms to end the longstanding exclusion of informal, agricultural, and domestic workers from statutory protection and the formation of a national minimum wage board, among other things. While workplace safety is a universal concern and it should be ensured for all sectors, the labour ministry should pay special attention to the safety of construction workers as they carries added risk.

সময়ের আলো

শনিবার। ২৩ আগস্ট ২০২৫

জনশক্তি রফতানি স্থবির

দক্ষ জনশক্তি তৈরি জরুরি

জনশক্তি রফতানি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও বর্তমানে দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ায় নতুন কর্মী পাঠানো বন্ধ রয়েছে। যা দেশের অভিবাসন খাতে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতি দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মহলের সচেতনতা ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

দৈনিক সময়ের আলোয় এ বিষয়ে গতকাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে-সৌদি আরব যেখানে বাংলাদেশের জনশক্তির দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য, সেখানে গত কুরবানির ঈদের পর থেকে দক্ষ জনশক্তি পাঠানো বন্ধ রয়েছে। এর মূল কারণ হলো, দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও বাস্তবমুখী উদ্যোগের অভাব। সৌদি সরকার ২০২২ সালে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করলেও দক্ষতা যাচাই ও প্রশিক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ না নেওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী কর্মী পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এখন নতুন করে সরকারের সঙ্গে চুক্তি হচ্ছে, যা সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যায়। এই চুক্তির ফলে আবারও বাংলাদেশ থেকে কর্মী রফতানি শুরু হবে বলে প্রত্যাশা।

অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি পরিস্থিতি অনিশ্চিত। যেখানে আগে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে শ্রমিকের খরচ বাড়িয়ে নিয়োগ দেওয়া হতো, সেখানে এখন নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়নি। মালয়েশিয়ায় নির্ধারিত এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এর বাস্তবায়ন এখনও ঝুলে রয়েছে। গত ১১ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়া সফর থেকে আশা করা হয়েছিল, সিন্ডিকেট প্রথা বন্ধ হবে, কিন্তু এখনও সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন বাজার খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন গন্তব্য খুঁজে বের করতে হবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি ফলোআপ, বেতন-ভাতা সমস্যা ও অবৈধপথে যাত্রার ঘটনা এড়াতে নজরদারি ও নিয়ম-কানুন কঠোর করতে হবে।

ইউরোপীয় দেশগুলোতে বাংলাদেশি কর্মীদের চাহিদা থাকলেও অদক্ষতার কারণে নেতিবাচক প্রতিযোগিতা ও দুর্নাম সৃষ্টি হয়েছে। জাল ওয়ার্ক পারমিট, ভুয়া নথিপত্রের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশের ঘটনা বেড়েছে, যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এ জন্য অভিবাসন নীতিকে আরও জোরদার করে সঠিক তথ্য ও নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় বাংলাদেশে অভিবাসনবিষয়ক ডেটা ও নীতিমালা উন্নত করার দিকে নজর দেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি খাতে একদিকে পরিস্থিতি কঠিন সময় পার করছে। অন্যদিকে নতুন বাজার ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব। প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, কার্যকর উদ্যোগ ও আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা। তা হলেই দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের উন্নতি হবে, আর বাংলাদেশের শ্রমবাজার আবারও সচল হবে। এ জন্য চাই সংশ্লিষ্টদের কার্যকর উদ্যোগ। সে ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার অভাব নেই। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইতিমধ্যে কাতার ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন। তাদের সঙ্গে জনশক্তি রফতানি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। পরপরই তারা ঘোষণা দিয়েছেন, চলতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনশক্তি তাদের দেশে কর্মের সুযোগ পাবে। কাতারও সেই পথে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ফলবান ভূমিকা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও কুয়েত সরকার বাংলাদেশি কর্মী নেওয়া কমিয়ে দিয়েছে।

সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা হওয়া উচিত, বিশ্বে অন্যান্য জনশক্তি রফতানিকারী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা। বিগত সরকারের আমলে জনশক্তি রফতানি নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বর্তমানের এ স্থবিরতা শিগগিরই কেটে যাবে-এটাই প্রত্যাশা।

সমকাল ■ মঙ্গলবার । ২৬ আগস্ট ২০২৫

নারীর কর্মসংস্থানে বড় বাধা গৃহস্থালির দায়িত্ব

■ সমকাল প্রতিবেদক

গৃহস্থালি, পরিবারের সদস্যদের যত্ন-আত্তি, অর্থাৎ গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অধিকাংশ নারী আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে যুক্ত হতে পারেন না। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মায়েরা এ সমস্যায় বেশি পড়েন। এমন তথ্য উঠে এসেছে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও সাজেদা ফাউন্ডেশনের যৌথ গবেষণায়।

গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিআইডিএস মিলনায়তনে 'যত্নের দায়িত্ব ও নারীর কর্মসংস্থান' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ গবেষণা উপদেষ্টা ড. সাজেদা আমিন। বিআইডিএসের মহাপরিচালক অধ্যাপক একে এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতিসংঘ নারী বিভাগের উপপ্রতিনিধি নবনীতা সিনহা।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৮১ শতাংশ নারী মনে করেন, ঘরের কাজই তাদের চাকরি বা বাইরে কাজের প্রধান অন্তরায়। ১৯৯১ সালে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ১৪ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। তবে এর বড় অংশ ঘরে বসে কাজ করায় সীমাবদ্ধ। পুরুষের ক্ষেত্রে শ্রমবাজারে না থাকার প্রধান কারণ শিক্ষা-সংক্রান্ত হলেও নারীরা মূলত ঘরকন্না, রান্না ও শিশুর দেখাশোনার দায়িত্বে আটকে যাচ্ছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যৌথ পরিবার নারীর কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পরিবারের অন্য সদস্যরা শিশুর যত্ন ও গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করায় নারীরা বাইরে কাজের জন্য তুলনামূলক বেশি সময় পান। ভারতের মতো নেতিবাচক প্রভাব না রেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করছে।

তথ্য অনুযায়ী, বাড়িতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু থাকলে নারীরা উৎপাদনশীল কাজে কম সময় দেন এবং গৃহস্থালি কাজে বেশি সময় ব্যয় করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পার্থক্য স্পষ্ট– প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষায় বড় ফারাক না থাকলেও উচ্চশিক্ষা পাওয়া নারীরা বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে বেশি সুযোগ পান।

বিআইডিএসের গবেষণা

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, নারীরা পুরুষের চেয়ে চার গুণ গৃহস্থালি কাজ করেন। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণীরা সপ্তাহে গড়ে ২০ ঘণ্টা ঘরের কাজে ব্যয় করেন, যেখানে একই বয়সী পুরুষরা মাত্র ৫ ঘণ্টা সময় দেন। তবে যৌথ পরিবারে বসবাসকারী নারীরা তুলনামূলক কম চাপের মুখে থাকেন এবং উৎপাদনশীল কাজে বেশি সময় দিতে পারেন।

ড. সাজেদা আমিন বলেন, যৌথ পরিবারে নারীরা গড়ে দুই ঘণ্টা বেশি সময় উৎপাদনশীল কাজে দিতে পারেন এবং গৃহস্থালি কাজে তিন ঘণ্টা কম সময় ব্যয় করেন। ফলে তারা বাইরে গিয়ে কাজের সুযোগ বেশি পান।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক একে এনামুল হক বলেন, পোশাকশিল্পে কর্মরত অনেক নারী দূরের পথ পাড়ি দিয়ে কর্মস্থলে যান। সন্তানকে সঙ্গে নিতে না পারায় শিল্পকারখানায় স্থাপিত অনেক দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবহার করা যায় না। তিনি মনে করেন, কর্মস্থল বাসার কাছাকাছি হলে এসব কেন্দ্র কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যেত।

বিআইডিএসের সাবেক গবেষণা পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান বলেন, নারীর কাজের চাহিদা তৈরি করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষরা সেই সুযোগ নিয়ে নিচ্ছেন। প্রযুক্তি ও আধুনিক খাতে নারীর জন্য নতুন কর্মসংস্থান করা জরুরি।

গবেষকরা মনে করেন, নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ শুধু চাকরির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করছে না। বরং ঘরের ভেতরের দায়িত্ব বণ্টন কতটা সমানভাবে হচ্ছে, সেটিই বড় নির্ধারক। যৌথ পরিবার কিছুটা সহায়তা দিলেও দীর্ঘ মেয়াদে যত্ন কাজকে নীতি পর্যায়ে স্বীকৃতি ও সহায়তা দেওয়া ছাড়া সমাধান আসবে না।

যুগান্তর | রোববার ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২

কর্মসংস্থান তৈরিতে ভাটা

বেসরকারি খাতকে চাঙা করার পদক্ষেপ নিন

দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গত কয়েক বছর ধরে মন্দা চলছে। আওয়ামী লীগ সরকার টানা সাড়ে ১৫ বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকলেও দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় জোরালো কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বেসরকারি খাতে এখনো বিরাজ করছে অস্থিরতা। জানা যায়, দেশের সামগ্রিক বা অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধির হার রেকর্ড পরিমাণে কমেছে। বিদায়ি অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ, যা স্মরণকালের সর্বনিম্ন। এছাড়া বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের হার রেকর্ড পরিমাণে কমায় সামগ্রিক ঋণ প্রবাহে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এমনকি বেসরকারি খাতসহ সামগ্রিক খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির হার করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময়ের চেয়েও কম। মূলত বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ মাত্রাতিরিক্ত হারে কমার কারণে এমনটি হয়েছে। দেশের মোট ঋণ প্রবাহের মধ্যে বেসরকারি খাতই নিচ্ছে সিংহভাগ। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৈরি হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি প্রতিবেদনে ঋণ প্রবাহ কমার জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য উত্তেজনা, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, গত বছরের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং আন্দোলন-পরবর্তী সৃষ্ট অস্থিরতা, ডলার সংকট ও দাম বৃদ্ধি, ঋণের সুদের ঊর্ধ্বমুখী হার—এসবকে দায়ী করা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে ঋণ প্রবাহ কমলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক উৎপাদন খাতে ঋণের জোগান অব্যাহত রেখেছে।

এদিকে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) এক প্রতিবেদনে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণে কমাকে উদ্বেগজনক হিসাবে উল্লেখ করেছে। বস্তুত সামগ্রিক ঋণ প্রবাহ কমায় কর্মসংস্থান বাড়ছে না। সরকারি-বেসরকারি দুই খাতেই একই চিত্র। ঋণ প্রবাহ কমায় নতুন শিল্প স্থাপনের গতি কমে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বেসরকারি খাত। এ খাতে অব্যাহতভাবে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগজনক। কিন্তু বছরজুড়ে তা কমতে থাকার মানে হচ্ছে বেসরকারি খাত সমস্যাকবলিত। বর্তমানে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে সর্বনিম্নে নেমে যাওয়ার নেতিবাচক প্রভাব শিল্প-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানে পড়ছে। বস্তুত বেসরকারি খাতকে চাঙা করা ছাড়া অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। এদিকে সরকারি খাতেও বিনিয়োগ কম। সরকার যেসব ঋণ নিচ্ছে, তার বড় অংশই খরচ করছে দৈনন্দিন কাজে। ফলে সরকারি খাতেও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মসংস্থান হচ্ছে না। দেশের কর্মসংস্থানের সিংহভাগ তৈরি হয় বেসরকারি খাতে। কাজেই এ খাতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে জরুরিভিত্তিতে। যেহেতু বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে স্থবিরতা বিরাজ করছে, সেহেতু দেশের সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে বেসরকারি খাতকে চাঙা করার পদক্ষেপ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার।

বস্তুত দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর চূড়ান্ত মাপকাঠি হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান। তারা ভালো না থাকলে দেশের কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে না। শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে দেশে নানামুখী সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য সেসব সংকটের পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫,

দেশে পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানা বেড়ে ২৬৩টি

আরও দুটি পেল সনদ

বাংলাদেশের যে ২৬৩ কারখানা এখন পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি পেয়েছে, এর মধ্যে ১১১টি কারখানা প্লাটিনাম ও ১৩৩টি গোল্ড সনদ রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নতুন করে আরও দুটি তৈরি পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে। এতে দেশে পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩। পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়া নতুন কারখানাগুলো হলো ঢাকার টঙ্গী শিল্প এলাকার এ জি ড্রেসেস লিমিটেড ও গাজীপুরের বোর্ডবাজারের ফিন বাংলা অ্যাপারেলস লিমিটেড। নতুন সনদ পাওয়া দুটি কারখানাই লিড প্লাটিনাম পেয়েছে। এর মধ্যে এ জি ড্রেসের প্রাপ্ত নম্বর ১০৬ আর ফিন বাংলা অ্যাপারেলসের নম্বর ১০৪।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি) থেকে এ পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে পাঁচটি কারখানা। এ সনদ পাওয়ার জন্য কিছু শর্ত পরিপালন করতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ শর্তের কিছু পরিবর্তনও হয়। পাশাপাশি সনদের আলাদা সংস্করণও থাকে। মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে 'লিড প্লাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' ও ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়।

সম্প্রতি আরও তিনটি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পায়। সেগুলো হলো হবিগঞ্জের ফয়সাল স্পিনিং মিলস ইউনিট-১, ২ ও ৩। তিনটি কারখানাই লিড সিলভার সনদ পেয়েছে। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৫৮।

বিশ্বের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পরিবেশবান্ধব স্থাপনার সনদ দিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (ইউএসজিবিসি)। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএসজিবিসি যে সনদ দেয়, তার নাম 'লিড'। লিডের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন। এ সনদ পেতে প্রতিটি প্রকল্পকে ইউএসজিবিসির তত্ত্বাবধানে স্থাপনা নির্মাণের কাজ থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মান রক্ষা করতে হয়।

শীর্ষ ১০-এ বাংলাদেশের প্রাধান্য

বিশ্বের শীর্ষ ১০ পরিবেশবান্ধব কারখানার তালিকায় স্থান পেয়েছে ১২টি প্রতিষ্ঠান। কারণ একই নম্বর পেয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১১টি। বাংলাদেশের যে ২৬৩ কারখানা এখন পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব কারখানার স্বীকৃতি পেয়েছে, এর মধ্যে ১১১টি কারখানা প্লাটিনাম ও ১৩৩টি গোল্ড সনদ রয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশের কারখানাগুলো সর্বোচ্চ মানের পরিবেশবান্ধব কারখানার শর্ত পূরণ করতে পারছে। বাকি ১৯টি কারখানার মধ্যে সিলভার সনদপ্রাপ্ত কারখানা ১৫টি ও সার্টিফায়েড সনদপ্রাপ্ত কারখানা ৪টি।

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫,

পোশাক খাতের বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের বড় চ্যালেঞ্জ বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট। সেই সঙ্গে অবকাঠামো, পশ্চাৎসংযোগ শিল্পের দুর্বলতা, নীতি সমন্বয়ে ঘাটতি, উৎপাদনশীলতায় দুর্বলতা ও উচ্চ উৎপাদন ব্যয় এই খাতের সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে এই খাতে পণ্য বৈচিত্র্য, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও নতুন বাজার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরাটন হোটেলে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচেম) আয়োজিত 'তৈরি পোশাক খাতের অগ্রযাত্রার পথ' শীর্ষক এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা তুলে ধরেন। সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মো. মাহমুদ হাসান খান। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর পরিচালক ফয়সাল সামাদ।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'বিদ্যুৎ ও গ্যাস-সংকট তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে গ্যাসনির্ভর শিল্পে। দেশে বর্তমানে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল চালু রয়েছে। এই অবকাঠামো উন্নয়নে আমাদের আরও গুরুত্ব দিতে হবে। উৎপাদন কমায় মধ্যম ও ছোট অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিজিএমইএর প্রায় ৭ হাজার ১০০ সদস্যের মধ্যে বর্তমানে ৩ হাজারেরও কম সদস্য রপ্তানিতে সক্রিয় রয়েছেন।'

সংলাপের উদ্বোধনী বক্তব্যে অ্যামচেম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ বলেন, 'বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রেক্ষাপট পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।' এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের তথ্য তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধি আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে।'

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান বলেন, পোশাক খাতে নিম্নমূল্য থেকে উচ্চমূল্যের পণ্যের দিকে যেতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ ও যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এই খাতের উৎপাদনশীলতা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারের ফলে নতুন রপ্তানি সুযোগ তৈরি হয়েছে। রপ্তানির সহায়তায় আরএমজি এক্সপোর্ট সেল গঠন করা হচ্ছে।

সংলাপে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) মহাপরিচালক গাজী এ কে এম ফজলুল হক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব মো. নাজিউর রহমান মিয়াও বক্তব্য দেন। উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর পল ফ্রস্ট, লেবার অ্যাটাশে লিনা খান, অ্যামচেমের ট্রেজারার আল-মামুন এম রাসেলসহ অ্যামচেমের সদস্য, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা।

THE FINANCIAL EXPRESS August 27, 2025

Min 20 workers of a factory can form TU

Not more than five TUs you'd be allowed: TCC meeting decides

MONIRA MUNNI

At least 20 workers can form a trade union (TU) while as many as five such unions would be allowed in a factory in order to make formation of TUs easier for workers.

However, representation from the majority of workers in a factory will be required for collective bargaining for the labour rights issues.

The decisions were taken at the Tripartite Consultative Committee (TCC) meeting, headed by labour and employment adviser M Sakhawat Hussain in a city hotel Tuesday.

Each of 20 representatives from government, owners and workers sat to fine-tuning the proposals for amending the labour law in line with international standards.

The decisions came amid growing calls for making required amendments to the labour law, including making the TU formation easier and time-befitting.

Special Envoy to the Chief Adviser Lutfey Siddiqi, Bangladesh Employers' Federation (BEF) President Fazlee Shamim Ehsan, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) President Kamran T Rahman, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem, Bangladesh Jatiyatabadi Sramik Dal President Anwar Hossain, Bangladesh Trade Unin Kendro Joint Secretary Abul Kalam Azad and labour leaders Razekuzzaman Ratan, Nazma Akter and Babul Akhter, among other, attended the meeting.

When asked, Labour Secretary A H M Shafiquzzaman told the FE that "20 workers of a factory can form a trade union, for which at least 20 per cent of a factory's total workforce are now required."

Five unions instead of the present provision of three would be allowed in a factory, he said, adding that required amendments to this effect would be incorporated in the labour law.

Talking to the FE, Mr Ehsan said they have raised their concerns over the TU formation process as the decision to form TU has been taken on the basis of the number of workers instead of the previous provision of their percentage of total workforce.

The proposed number is very low, taking the overall labour situation of Bangladesh into consideration, he said, adding that they were 'forced' to accept the decision.

An owner representative alleged that the government failed to bring required reforms in curbing corruption, ease of doing business and reducing operations costs in the labour sector.

Welcoming the decision, Nazma Akter, President of Sammility Garment Sramik Federation, said although such a decision would ease the formation process of TUs, the proposed requirement of majority workforce's representation in respect of collective bargaining would be 'difficul' for workers.

According to the meeting sources, the TCC meeting also agreed to increase the maternity leave to 120 days from existing 112 days while it was decided to impose Tk 50,000 as penalty in case of violations of the provisions related to maternity leave and other related benefits.

The meeting also discussed some other issues including the definition of workers, allowing association for mid-level management staff, sexual harassment, violence against the workers, they added.

Earlier, on August 24, Michael Miller, Ambassador and Head of the Delegation of the European Union to Bangladesh, in a meeting with the labour secretary called for bringing required amendments to the labour law to sustain existing duty free benefits to the EU market.

"The required amendments are very important for the EU to consider safeguard clauses of the GSP plus scheme," he said.

After LDC graduation, Bangladesh can apply for GSP-plus benefits but ready-made garments will not get the duty-free market access due to the safeguard clauses, industry people said.

Munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, আগস্ট ২৬, ২০২৫

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সিংহভাগ আসন থাকছে ফাঁকা

দেশীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে

দেশে কারিগরি শিক্ষার অবকাঠামো সম্প্রসারণ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিশ্চিত করা যায়নি। যুগোপযোগী পাঠ্যক্রমের অভাব, শিক্ষক সংকট, দুর্বল ব্যবস্থাপনাসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজগুলোয় (টিএসসি) শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসনের অর্ধেকের বেশিই প্রতি বছর ফাঁকা থাকছে। এমনকি এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাজীবন শেষে উপযুক্ত কর্মসংস্থানেরও অভাবে রয়েছে। ফলে বেকার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। যদিও বেকারত্ব নিরসনে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকার কারিগরি শিক্ষায় জোর দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এতে কেবল অর্থের অপচয় হচ্ছে, সুফল মিলছে না। সরকারের উচিত কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে মনোনিবেশ করা। যথোপযুক্ত পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, যাতে এর মান নিশ্চিত করা যায়। এতে সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছে এ শিক্ষা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে; শিক্ষার্থী সংকট দূর হবে।

বিগত সরকারের সময় শিক্ষার অবকাঠামো নির্মাণের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় কারিগরি শিক্ষা খাতেও বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্প নেয়া হয়, যার মধ্যে অন্যতম ৪২৯টি উপজেলায় ৪২৯টি টিএসসি নির্মাণের দুটি প্রকল্প। এর মধ্যে একটি প্রকল্পে ১০০টি এবং আরেকটি প্রকল্পের অধীন নির্মাণ হচ্ছে ৩২৯টি প্রতিষ্ঠান। চলতি বছর পর্যন্ত এগুলোর মধ্যে ৯১টি টিএসসিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বণিক বার্তার প্রতিবেদন জানাচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য। প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ শিক্ষক ও প্রচারণার অভাবসহ বিভিন্ন কারণে এ প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর পর এখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষাবর্ষেই আসন সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার্থী পায়নি। কারিগরি বোর্ডের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল এমন ১৪৯টি টিএসসির প্রায় ৬২ শতাংশ আসনই ছিল ফাঁকা। ১৪৯টি প্রতিষ্ঠানে মোট আসন ছিল দেড় লাখের বেশি। নির্মাণাধীন ৩৩৮টি প্রতিষ্ঠান চালু হলে আসন বাড়বে প্রায় ২ লাখ ৮৩ হাজার ৯২০টি। শিক্ষার মান না বাড়িয়ে অবকাঠামো নির্মাণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু এরই মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় চলমান প্রকল্পগুলোর আওতায় অনেক কাজ সম্পন্ন হওয়ায় তা বন্ধ করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এমন বাস্তবতায় এটা সহজেই অনুমেয় যে মানসম্মত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারলে এসব অবকাঠামো কোনো কাজেই আসবে না। তাই সরকারকে এ শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। নয়তো আগামীতেও শিক্ষার্থী সংকট থেকেই যাবে।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন। বিদ্যমান পাঠ্যক্রম শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন টেকনোলজিসহ আধুনিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু দেশের কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম রয়ে গেছে এখনো সেকেলে। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন এডুকেশন ওয়াচ-২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশের বেশি শিক্ষক মনে করেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের বেশির ভাগ কোর্স বর্তমান বাজারের চাহিদার তুলনায় সেকেলে। অর্থাৎ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে নিয়মিত আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয় না। যারা পাঠ্যক্রম নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরিতে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন আবশ্যক।

ওই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রায় ৬৫ দশমিক ৯ শতাংশ শিক্ষক উন্নত কারিগরি যন্ত্রাংশের অভাবকে কারিগরি পাঠদানের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করেন। এছাড়া ৪৮ শতাংশ শিক্ষক মনে করেন এক্ষেত্রে আরেকটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষক সংকট। সুতরাং পাঠ্যক্রম আধুনিকায়নের পাশাপাশি উন্নত যন্ত্রাংশ এবং শিক্ষক সংকট দূর করতেও উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

কারিগরি শিক্ষার মূল লক্ষ্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি। এজন্য শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের বিকল্প নেই। প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিদ্যমান সংকট তাই দূর করতে হবে। বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে পারছে না প্রতিষ্ঠানগুলো। এগুলো কেবল ডিগ্রি দিচ্ছে। শিল্পের চাহিদা উপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করতে পারছে না। ফলে শিক্ষাজীবনের নানা সংকটের প্রভাব পড়ছে কর্মজীবনে। ডিগ্রিধারীরা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। ফলে অনেকেই বেকার জীবনযাপন করছেন। অন্যদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বিদেশী কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এ অবস্থা উদ্বেগজনক। এ থেকে উত্তরণে কারিগরি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ অপরিহার্য। পৃথিবীর উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যেমন চীন, জাপান, জার্মানি এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারত কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করতে পেরেছে। আমাদের দেশেও প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরির মানোন্নয়নে জোর দেয়ার সময় এসেছে। সে ধারাবাহিকতায় যেসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে, সেগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে অন্যতম আরেকটি সমস্যা হলো প্রচারের অভাব। এটিও আমলে নেয়া প্রয়োজন। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষই এ শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নন। তারা মনে করেন এটি কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য। অভিভাবকরা এখনো মেধাবী সন্তানকে কারিগরি প্রতিষ্ঠানে পড়াতে চান না। এছাড়া সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও চায় না তাদের শিক্ষার্থীরা কারিগরিতে আসুক। নানাভাবে তারা শিক্ষার্থীদের বাধাগ্রস্ত করে। এসব কারণেই কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন ফাঁকা থাকে। তাই প্রচারণা বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা এ শিক্ষায় আসতে আগ্রহী হয়।

চতুর্দশ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা
বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৮, ২০২৫ ■ ভাদ্র ১৩, ১৪৩২

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে চাই টেকসই বিনিয়োগ

ড. সায়মা হক বিদিশা

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে গত কয়েক দশকে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও একটি দেশের উন্নয়ন তখনই সর্বজনীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই হবে, যখন পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারী জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত হবেন। মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী হলেও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণের হার এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছোয়নি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ৪২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের কাছাকাছি। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নারীর অংশগ্রহণে কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও তা স্থিতিশীল নয় এবং কাঠামোগত কিছু সীমাবদ্ধতা এ অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে।

দেশের বৃহৎ একটি অংশের নারী শ্রমিক এখনো কৃষি খাতে নিয়োজিত। তবে এ খাতের বড় একটি অংশই অনানুষ্ঠানিক এবং অনেক ক্ষেত্রে অবৈতনিক হিসেবে বিবেচিত। মূলধারার শ্রমবাজারের পাশাপাশি গৃহস্থালি শ্রম অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় তা জাতীয় উৎপাদনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। অন্যদিকে পোশাক শিল্প, যেখানে একসময় নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৮০ শতাংশের মতো, সেটি বর্তমানে অনেক কমে এসেছে। খাতটির প্রযুক্তিনির্ভরতা, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা এবং কর্মপরিবেশ-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ এর পেছনে ভূমিকা রাখছে।

শিল্প ও সেবা খাতে বিশেষ করে উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার মতো ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এখনো কম। অথচ এসব খাতেই অধিক দক্ষতা, উচ্চ মজুরি ও পেশাগত বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এ খাতে নারীদের প্রবেশে দক্ষতার ঘাটতি, প্রশিক্ষণের অভাব, সামাজিক কাঠামো জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অভাব এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে শুধু অংশগ্রহণের হার নয়, বরং কাজের ধরন ও গুণগত মানও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। অধিকাংশ নারী এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। তাদের অনেকে দিনমজুর, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা পারিবারিক সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করেন। এদের অধিকাংশই ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে এ বিশাল নারী শ্রমশক্তি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও শ্রম অধিকারের বিবেচনায় পিছিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ মজুরির, উচ্চ দক্ষতার ও নীতিনির্ধারণী কাজ যেমন ব্যবস্থাপকের কাজে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো অনেক কম।

অন্যদিকে গৃহস্থালি শ্রম বাংলাদেশের প্রায় সব নারী কোনো না কোনো পর্যায়ে করে থাকেন তাও অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ এ শ্রম ছাড়া কোনো পরিবারের দৈনন্দিন কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। এ কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি না দিলে নারীর শ্রমশক্তির প্রকৃত অবদান পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের দিক থেকে নারীদের জন্য আরো বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) ভিত্তিক শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, আবাসন, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নয়, শ্রমবাজার-উপযোগী কারিগরি ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণে অন্যতম চ্যালেঞ্জ পরিবার ও কর্মজীবনের ভারসাম্য রক্ষা। এ পরিপ্রেক্ষিতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে ডে-কেয়ার কেন্দ্র, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ অপরিহার্য। জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতে ব্যক্তি খাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি জেন্ডার বাজেটের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনীতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এক্ষেত্রে নারীদের আরো বেশি সম্পৃক্ত করতে হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সহজ শর্তে ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজারসংযোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। অনেক নারী উদ্যোক্তা মূলধন, বাজার ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এগোতে পারেন না। এসব বাধা দূর করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাপ্লাই চেইনে অন্তর্ভুক্ত করা ও ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন ধাপ সহজ করা হতে পারে কার্যকর পদক্ষেপ। পাশাপাশি জনমিতির যে সুবিধাজনক অবস্থানে বাংলাদেশ এখনো রয়েছে সেটিকে কাজে লাগাতে হলে নারীদের প্রযুক্তি নির্ভর শ্রমবাজারের জন্য তৈরি করতে হবে এবং এজন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এবং সহায়তা দিতে হবে সঠিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবল নারী উন্নয়ন নয়, বরং দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য হ্রাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বাড়লে একটি দেশের জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটও এর ব্যতিক্রম নয়।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও এর গুণগত পরিবর্তন কোনো একক খাত বা নীতিসংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। এটি একটি সমন্বিত রূপান্তর প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, দক্ষতা, ন্যায্য মজুরি, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির ইতিবাচক পরিবর্তন। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি খাতের যৌথ প্রয়াসেই এ রূপান্তর সম্ভব। (অনুলিখিত)

ড. সায়মা হক বিদিশা : উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বনিকবার্তা
২৮ আগস্ট ২০২৫

নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে করণীয়

শাহীন আনাম

বাংলাদেশে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা আজও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে। ঘরে-বাইরে সর্বত্রই তারা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের জরিপ অনুযায়ী, ৭৫ শতাংশ নারী জীবনে অন্তত একবার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শুধু পারিবারিক সহিংসতায়ই প্রতি মাসে গড়ে ১৯ জন নারী জীবন হারাচ্ছেন।

নারী ও কিশোরীদের জন্য জনসমাগমস্থলও নিরাপদ নয়। কর্মক্ষেত্র, গণপরিবহন কিংবা বাজার—সবখানেই তারা যৌন হয়রানি, হামলা, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হচ্ছেন। অনেক গোষ্ঠী যেন স্বঘোষিত মোরাল পুলিশ হয়ে নারীদের চলাফেরায় বাধা দিচ্ছে। খেলাধুলা, সাইক্লিং বা সাধারণ বিনোদন থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

এ সহিংসতা নারীদের মৌলিক অধিকার ও সংবিধানস্বীকৃত সুরক্ষা লঙ্ঘন করছে, যা আন্তর্জাতিক সনদ যেমন সিডওর প্রতিশ্রুতিরও পরিপন্থী। অথচ গার্মেন্টস শিল্পসহ অর্থনীতির বহু খাতে নারীদের অবদান অপরিহার্য এবং মানব উন্নয়নের সিংহভাগ সাফল্য তাদের শ্রম ও অংশগ্রহণের ফল। তবু পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা এখনো অবমূল্যায়িত।

নারীর প্রতি সহিংসতার একটি কারণ হলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য হিসেবে না দেখা। পরিবারের ও সমাজের মধ্যে নারীদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা এখনো স্বীকৃত নয়, বরং প্রায়ই তা উপেক্ষিত থাকে। অথচ গার্মেন্টস শিল্পে আমাদের সাফল্যের জন্য তাদের শ্রম অপরিহার্য। নারীরা পরিবার ও সমাজের যত্ন, দেখাশোনা ও সমন্বয়মূলক কাজ করছে; মানব উন্নয়ন সূচকের অধিকাংশ উন্নতি নারীদের অবদান ও তাদের অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত। কিন্তু এসব বিষয়ের কোনো প্রভাব বা মূল্য নেই।

নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা ও অধিকার লঙ্ঘনের বিস্তারের পেছনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে আছে পারিবারিক সহিংসতা সাধারণভাবে মেনে নেয়া; অপরাধী বা দুষ্কৃতকারীকে দায়ী না করা; নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং নারীদের ন্যায়বিচার দিতে বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা।

পুলিশ, স্বাস্থ্যসেবা ও বিচার ব্যবস্থার মতো পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতার অভাবে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না। ধর্ষণ মামলার মাত্র ২-৩ শতাংশ দোষী সাব্যস্ত হয়। তাই ৯৭ শতাংশ অপরাধী মনে করে, তারা ধর্ষণের জন্য বিচার বা শাস্তি থেকে সহজে রক্ষা পাবে।

নারী ও কিশোরীদের অধিকার লঙ্ঘনের অন্য কারণগুলোর মধ্যে আছে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা। এখনো বিশ্বাস করা হয় যে নারীরা পুরুষদের অধীন এবং জেন্ডার সমতা একটি পশ্চিমা ধারণা। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যাও নারীদের মর্যাদাকে হেয় করতে ভূমিকা রাখে।

সহিংসতার বিস্তারের মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবারে সহিংসতা সহনীয় মনে করা, অপরাধীর দায়মুক্তি, বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা ও সামাজিক রীতিনীতি। ফলে অপরাধীরা শাস্তির ভয় পায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীদের প্রতি নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাধানের পথ :

১. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবদান তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালু করা।
২. বৈষম্যমূলক রীতি-প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
৩. জেলা-উপজেলা পর্যায়ের ভিএডব্লিউজি ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিকে কার্যকর করা।
৪. পুলিশ, স্বাস্থ্য ও বিচার বিভাগকে সংবেদনশীল ও জবাবদিহিমূলক করা
৫. নিম্ন আয়ের নারীদের জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করা।
৬. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রতিটি কার্যালয়ে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং চালু করা।
৭. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা।

নারীর প্রতি সহিংসতার একটি কারণ হলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ বা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য হিসেবে না দেখা। পরিবারের ও সমাজের মধ্যে নারীদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা এখনো স্বীকৃত নয়, বরং প্রায়ই তা উপেক্ষিত থাকে। অথচ গার্মেন্টস শিল্পে আমাদের সাফল্যের জন্য তাদের শ্রম অপরিহার্য। নারীরা পরিবার ও সমাজের যত্ন, দেখাশোনা ও সমন্বয়মূলক কাজ করছে; মানব উন্নয়ন সূচকের অধিকাংশ উন্নতি নারীদের অবদান ও তাদের অংশগ্রহণের ফলে অর্জিত। কিন্তু এসব বিষয়ের কোনো প্রভাব বা মূল্য নেই

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব করে তোলা, যাতে নারীরা ভয়মুক্ত জীবনযাপন করতে পারেন। কারণ সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ কেবল নারীর জীবন নয়, আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করছে।

শাহীন আনাম : নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৬ ভদ্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 31 August 2025

বাস্তবতা উপেক্ষা করে নতুন শ্রম আইন চাপিয়ে দেয়ার অভিযোগ ব্যবসায়ীদের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সামাজিক সংলাপ ছাড়া শ্রম আইন সংশোধন টেকসই হবে না বরং নতুন আইন শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ হতে পারে। শিল্প খাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দেশের বাস্তবতা ও সক্ষমতা উপেক্ষা করে নতুন আইন চাপিয়ে দেয়া হলে শ্রমবাজার ও বিনিয়োগ- উভয় ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। গতকাল রাজধানীর গুলশানের মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) কার্যালয়ে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) এক সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- বিইএফের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি কামরান টি রহমান, নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ-এর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও বিজিএমইএ-এর শ্রমবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এ এন এম সাইফুদ্দিন প্রমুখ।

বিইএফের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'পাঁচ হাজার শ্রমিকের কারখানায় যদি মাত্র ২০ জন মিলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে, তবে তা পুরো শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করবে না। আবার সর্বোচ্চ পাঁচটি ইউনিয়ন করার সুযোগ থাকলে পাঁচ হাজার শ্রমিকের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১৫০ সদস্য মিলেও পাঁচটি ইউনিয়ন হয়ে যাবে। শ্রম আইন সংশোধনের কিছু প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে শিল্পে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে। আইন সংশোধনের কারণে যদি অস্থিরতা তৈরি হয়, তাহলে সময়মতো ক্রয়াদেশ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। ফলে বৈশ্বিক বাজারে দেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

ফজলে শামীম এহসান আরও বলেন, 'নানা কারণে বারবার শ্রম বিরোধ দেখা দেবে, তবে বিনিয়োগকারীরা বিকল্প গন্তব্য বেছে নেবেন। অতীতে এমন অস্থিতিশীলতার কারণে কম্বোডিয়ায় বিনিয়োগ কমেছিল, ভিয়েতনাম সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।'

বিকেএমইএ-এর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'শ্রমিক ও মালিক উভয়পক্ষ যখন এ ধরনের প্রস্তাবের বিপক্ষে, তখন কার স্বার্থে এমন পরিবর্তন আনা হচ্ছে? প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনাম ও ভারতে এ ধরনের চাপ নেই। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভিয়েতনামে মাত্র একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এমনকি সেখানকার শিল্পকারখানার জিএম নিজেই ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি। তবুও শ্রমিকদের অধিকার অক্ষুণ্ন আছে। প্রস্তাবিত আইনে বলা হচ্ছে, ১০০ শ্রমিক থাকলেই ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করতে হবে। এ ধরনের প্রস্তাবনা কতটা যৌক্তিক, তা আবার ভাবা উচিত।'

- নতুন আইন শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় ব্যর্থ হতে পারে
- ভিয়েতনামে মাত্র একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে তাও কোনো সমস্যা হয় না
- শ্রম আইন মূলত আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সীমাবদ্ধ
- শ্রম আইন সংশোধন নিয়ে সামাজিক সংলাপের অভাব ছিল

এমসিসিআইয়ের সভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, 'বর্তমানে দেশের শ্রমবাজারে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ রয়েছেন। এরমধ্যে মাত্র ১ কোটি থেকে ১ কোটি ২০ লাখ শ্রমিক আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন।

অন্যরা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। অথচ বিদ্যমান শ্রম আইন মূলত আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সীমাবদ্ধ।'

বিইএফের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, 'শ্রম আইন সংশোধন নিয়ে সামাজিক সংলাপের অভাব ছিল। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে একাধিক দুর্বল সংগঠন তৈরি করার চেয়ে একটি বা দুটি কার্যকর শ্রমিক সংগঠন বাস্তবসম্মত।'

প্রথম আলো • রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫,

বরমচালের চা-শ্রমিক

অনুদানের অর্থ বেহাত হয় কীভাবে

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রান্তিক ও নাজুক জনগোষ্ঠীর একটি চা-শ্রমিক, যাঁরা বংশপরম্পরায় চূড়ান্ত রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছেন। চুক্তিভিত্তিক শ্রমের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় চা-বাগানের সঙ্গে তাঁদের বাঁধা পড়ার ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক অর্থনীতিতে 'আধা দাসতন্ত্র' বলা যায়।

বহু বছরের আন্দোলনের ফসল হিসেবে একজন চা-শ্রমিক বর্তমানে দৈনিক ১৭০ থেকে ১৮০ টাকা মজুরি পান। কিন্তু বাংলাদেশের যেকোনো খাতের তুলনায় এটা সর্বনিম্ন মজুরি। এ বাস্তবতায় অর্থনীতিবিদেরা এই জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

সীমাহীন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে থাকা চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করা সরকারি অনুদান যখন বেহাত হয়ে যায়, তার চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হতে পারে। *প্রথম আলোর* খবর জানাচ্ছে, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল চা-বাগানে ২৪৯ শ্রমিককে এককালীন সরকারি অনুদান ৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও বিতরণের তালিকায় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য, শ্রমিক পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ও তাঁদের পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি কয়েকজন চা-শ্রমিক অনুদান বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ দেন বরমচাল ইউপি চেয়ারম্যানের কাছে। ইউনিয়ন পরিষদের গঠিত তদন্ত কমিটি এর সত্যতা পায়। তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তালিকায় নাম তুলতে শ্রমিকদের কাছ থেকে উৎকোচ নেওয়া হয়েছে। আবার কারও নাম তালিকায় থাকলেও তাঁরা টাকা পাননি; অন্যদিকে তালিকায় নাম না থাকা একাধিক ব্যক্তি এ অনুদান পেয়েছেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা, যেমন ওডিশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড চা-বাগানে কাজ করানোর জন্য এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠীর প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ পরিবার নিয়ে বিভিন্ন চা-বাগানে বাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশেরই জমি নেই, থাকেন কোম্পানির শ্রমিক কলোনিতে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপদ পানির মতো সেবা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

এটা বলতেই হয় যে অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার চা-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকার যে অনুদান দেয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সেই সামান্য হক থেকেও তাঁরা কেন বঞ্চিত হবেন?

আমরা আশা করি, বরমচাল চা-বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ ও ইউনিয়ন পরিষদের তদন্ত প্রতিবেদন আমলে নিয়ে উপজেলা প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অর্থ যাতে প্রকৃত ভুক্তভোগীদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায়, সরকারকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান বাজার ও জীবনযাত্রার ব্যয় অনুযায়ী ন্যায্য মজুরিই টেকসই সমাধান।

সমকাল ■ রোববার | ৩১ আগস্ট ২০২৫ |

২০ শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়নে আপত্তি

■ সমকাল প্রতিবেদক

কোনো কারখানায় মাত্র ২০ জন শ্রমিকের সম্মতি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের সুযোগ দেওয়া হলে তা শ্রম খাতকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধ ও বিভাজন বাড়তে পারে। অন্যায্য চর্চা এবং সুযোগসন্ধানী কার্যকলাপ উৎসাহিত হতে পারে। এতে শেষ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে এবং রপ্তানি সক্ষমতা কমবে।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক নেটওয়ার্কিং সভায় এমন মত দিয়েছেন ফেডারেশনের নেতারা। শনিবার রাজধানীর গুলশানে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়। বিইএফ নেতারা মনে করেন, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত থাকতে হবে। একই সঙ্গে শিল্পকারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন পরিবেশ এবং শিল্পের স্থিতিশীলতাও সমানভাবে জরুরি। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রমিকের অনুপাত হার নিয়ে সরকারের কাছে বিকল্প একটি প্রস্তাব দেবেন বলে জানান তারা ।

বিইএফের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, এমসিসিসিআইর সভাপতি কামরান টি রহমান, বিজিএমইএর শ্রমবিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এ এন এম সাইফুদ্দিন, বিইএফের প্রধান নির্বাহী ফারুক আহমেদ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দেশের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রম খাতের অন্যান্য সংস্কারের সঙ্গে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সহজ করাসহ বেশ কিছু পরিবর্তন এনে শ্রম আইন সংশোধন করছে সরকার। এ প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদের (টিসিসি) এক বৈঠক হয়। সভায় প্রস্তাবিত ২০ শতাংশ শ্রমিকের পরিবর্তে মাত্র ২০ জন শ্রমিকের স্বাক্ষরে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন দেওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য হয়। এ ছাড়া সর্বোচ্চ পাঁচটি ইউনিয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের আলোচনা

বিইএফের সভাপতি বলেন, সব কারখানার শ্রমিকের সংখ্যা সমান নয়। কোনো কোনো কারখানায় ৭৫ হাজার শ্রমিকও আছে। সেখানে যদি মাত্র ২০ জন মিলে ট্রেড ইউনিয়ন কারখানার সব শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় না। আবার মাত্র ১০০ জনের সম্মতি নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। শ্রম আইন সংশোধনের এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে শিল্প খাতে নানা পর্যায়ে বিপর্যয়ের আশঙ্কা তুলে ধরেন তিনি। অতীতে এমন অস্থিতিশীলতার কারণে কম্বোডিয়ায় বিনিয়োগ কমেছিল, ভিয়েতনাম সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

বিকেএমইএ সভাপতি বলেন, কার স্বার্থে এমন পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ভিয়েতনাম ও ভারতে এ ধরনের চাপ নেই। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভিয়েতনামে মাত্র একটি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে।

এমসিসিআইর সভাপতি বলেন, বিদ্যমান শ্রম আইন আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ শ্রমবাজারের সাড়ে ছয় কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র এক কোটি থেকে এক কোটি ২০ লাখ আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। বাকিরা অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক।

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ আগস্ট ২০২৫

জুলাই মাসে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৯ শতাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা ২৪৭ কোটি ডলার বা ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে চলতি অর্থবছর ভালোভাবে শুরু হলো। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৯ শতাংশ। গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা ২৪৭ কোটি ডলার বা ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছেন। গত বছরের জুলাই মাসে আয় এসেছিল ১৯১ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে উচ্চ হারের প্রবৃদ্ধি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে মুদ্রাবাজারে ডলারের ওপর চাপ কমেছে। অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে উৎসাহিত করতে নানা প্রণোদনা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেন, গত কয়েক মাসে বিদেশি সব বকেয়া দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় ডলারের ওপর চাপ কেটে গেছে। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরে এসেছে, যা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে এনে দিয়েছে।

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার অর্থ পাঠান প্রবাসীরা। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় যা প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন বা ২৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন তাঁরা।

ঘাটতি কেটে এখন উদ্বৃত্ত

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ডলার-সংকট কেটে গেছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বেড়েছে। পাশাপাশি দেশের লেনদেন ভারসাম্য চলতি হিসাবের চিত্রও বদলে গেছে। চার বছর পর সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে বড় উদ্বৃত্ত হয়েছে। গত অর্থবছর শেষে যার পরিমাণ ৩২৯ কোটি ডলার। বৈদেশিক বাণিজ্যঘাটতি থেকে উদ্বৃত্ততে পৌঁছেছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে চলতি হিসাবে আগের অর্থবছরের ৬৫১ কোটি ডলারের ঘাটতি থেকে গত অর্থবছরে ৯৮ কোটি ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। আর্থিক হিসাবেও বড় উদ্বৃত্ত হয়েছে। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে। এতে বৈদেশিক বাণিজ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ ছাড়া ডলারের বাজার স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা স্বস্তি এসেছে।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তথা ব্যাংকগুলোতে ডলার এখন ১২৩ টাকার মধ্যে লেনদেন হচ্ছে। আমদানিতেও ডলারের একই দাম পড়ে বলে জানা গেছে।

কারা বেশি রেমিট্যান্স এনেছে

বাংলাদেশ ব্যাংক তথ্যে দেখা গেছে, যেসব ব্যাংক প্রতিযোগিতা করে প্রবাসী আয়ের ডলার কিনত, তাদের আয় কমে গেছে। অপর দিকে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক থাকা ব্যাংকগুলোর প্রবাসী আয় বেড়েছে। জুলাই মাসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে আয় আসে ৫৩ কোটি ডলার। এরপর অগ্রণী ব্যাংক আনে ২৪ কোটি ডলার, কৃষি ব্যাংক ২৩ কোটি ডলার, ব্র্যাক ব্যাংক ১৭ কোটি ডলার, জনতা ব্যাংক ১৩ কোটি ডলার, ট্রাস্ট ব্যাংক ১২ কোটি ডলার ও ঢাকা ব্যাংক ১০ কোটি ডলার।

গত অর্থবছরে রেকর্ড প্রবাসী আয়

২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো অর্থবছরে এত প্রবাসী আয় আসেনি। এই আয় আগের অর্থবছরের ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের বাজার স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ ছাড়ের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ ২৯ দশমিক বিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছে। আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ মান অনুযায়ী, রিজার্ভ অবশ্য ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্যঘাটতি কমে ২ হাজার ৪৫ কোটি ডলারে নেমেছে। আগের অর্থবছরে বাণিজ্যঘাটতি ছিল ২ হাজার ২৪৩ কোটি ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ২ হাজার ৭৩৮ কোটি ডলার। আমদানির তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্যঘাটতি কমেছে।

সংবাদ
শনিবার ১৮ শ্রাবণ ১৪৩২
Saturday 2 August 2025

বাংলাদেশি শ্রমিকদের ফেরত পাঠাচ্ছে কুয়েত

বেতনের দাবিতে ধর্মঘট

২০২৪ সালে এ সংক্রান্ত সমস্যা দূতাবাসের হস্তক্ষেপে সমাধান হয়েছিল। এবার শ্রমিকরা আগেভাগে কিছু না জানানোয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি

সংবাদ ডেস্ক

কুয়েতে পরিচ্ছন্নতা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'ক্যাপ টেক'-এ কর্মরত ১৩০ জন বাংলাদেশি শ্রমিক চলতি বছরের মার্চ মাস থেকে টানা চার মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় গত ২১ জুলাই থেকে কর্মবিরতি পালন শুরু করেন। পরদিন তারা ফাক্তাস থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয় প্রশাসন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কুয়েতের শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রম আইনে ধর্মঘট নিষিদ্ধ হওয়ায় তাদের কর্মবিরতিকে আইন লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বাংলাদেশিসহ অন্য দেশের শ্রমিকদের আটক করে প্রত্যাবাসন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কোম্পানিটি ইতোমধ্যে কিছু শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে এবং বাকি শ্রমিকদের বিষয়ে কুয়েত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে দূতাবাস নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করছে।

এদিকে, 'ক্যাপ টেক' কোম্পানির মালিক দাবি করেন, তার এক ব্যবসায়িক অংশীদার শ্রমিকদের বেতনের অর্থ নিয়ে আত্মগোপন করেছেন। তিনি শ্রমিকদের এক মাসের বেতন পরিশোধ করে বাকি তিন মাসের বেতন কিস্তিতে দেয়ার প্রস্তাব দিলেও শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, ২০২৪ সালের নভেম্বরে একই কোম্পানির সঙ্গে বেতন সংক্রান্ত একটি সমস্যা দূতাবাসের হস্তক্ষেপে সমাধান হয়েছিল। কিন্তু এবার শ্রমিকরা আগেভাগে দূতাবাসকে কিছু না জানানোয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে এসব শ্রমিকের জোরপূর্বক দেশে ফেরত পাঠানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েতের পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও জনশক্তি কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করেছে, তবে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সাড়া পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার । ২৭ আগস্ট ২০২৫

মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশ বাংলাদেশি

প্রতিদিন ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশি এবং জুন পর্যন্ত ৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি কাজের অনুমতি পেয়েছে। সোমবার মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে প্রশ্নের লিখিত জবাবে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মালয়েশিয়ার গণমাধ্যম দ্য স্টারের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। পার্লামেন্টে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ ৮ লাখ ৩ হাজার ৩৩২ জন সক্রিয় বাংলাদেশিকে তালিকাভুক্ত করেছে। তাদের সবারই অনুমতিপত্র রয়েছে। এ সংখ্যা মালয়েশিয়ায় বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশ।

মালয়েশিয়ায় বিদেশি

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে কম দক্ষ শ্রমিকের সর্ববৃহৎ উৎস হিসেবে বাংলাদেশকে অবস্থান দিয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, ২০২২ সালে কভিড-১৯ মহামারির পর দেশটির সীমান্ত পুনরায় খুলে দিলে ৪৯ হাজার ৩৫৩ জন বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করে। ২০২৩ সালে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও সহজ করার জন্য যখন ফরেন ওয়ার্কার রিক্রুটমেন্ট রিল্যাক্সেশন প্লান চালু করা হয়, তখন ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৮ জন নতুন বাংলাদেশি শ্রমিক এ পরিকল্পনার মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় আসেন।

পাশাপাশি ২০২২ সালে ২০ হাজার ৩৩১ এবং ২০২৩ সালে ২৩ হাজার ৬৫ জন অস্থায়ী কাজের অনুমতিপত্র পাওয়া বাংলাদেশি শ্রমিককে তাদের নিয়োগকর্তারা দেশে ফেরত পাঠিয়েছেন। এ ছাড়া ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে ৭৯০ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। এর আগে দেশটির পার্লামেন্টে ২০২২ ও ২০২৩ সালে মালয়েশিয়ায় আসা বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা, বৈধ কাজের অনুমতিপত্রধারীর সংখ্যা, অবৈধ এবং দেশে ফেরত পাঠানো শ্রমিকের বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল।

কালের কণ্ঠ
৪ আগস্ট ২০২৫ । ২০ শ্রাবণ ১৪৩২

গাজীপুরে এক বছরে ৭২ কারখানা বন্ধ

শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ▷

- কর্মহীন ৭৩ হাজার শ্রমিক কর্মচারী
- অসংখ্য শ্রমিক ফিরছেন গ্রামে
- গাজীপুরের শ্রমিক পল্লীতে হাহাকার

গাজীপুর মহানগরে টঙ্গীর খাঁ পাড়া সড়কে সিজন ড্রেসেস কারখানায় কাজ করতেন এক হাজার ২৬০ শ্রমিক-কর্মচারী। ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি থেকে তিন কোটি ৩৭ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করা হয়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের জেরে প্রতিষ্ঠানে প্রথম মন্দার ধাক্কা লাগে ২০২৩ সালে। ওই বছরের অক্টোবর থেকে পরের বছরের মার্চ পর্যন্ত কারখানায় তেমন কাজই ছিল না। শ্রমিকদের ছাঁটাই না করে কর্তৃপক্ষ সাব-কন্ট্রাক্টে কিছু কাজ করে এটি চালু রাখে। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানে বিপর্যয় শুরু হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে অসংখ্য কার্যাদেশ আসতে থাকলেও অসহযোগিতা শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ৮ শতাংশের পরিবর্তে ঋণের কিস্তি দ্বিগুণ হারে কেটে নেওয়া শুরু করে ব্যাংকগুলো। মালিকপক্ষের কোনো আবেদনেই সাড়া দেয়নি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। এতে শ্রমিক মজুরি, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিলসহ কারখানা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহে তীব্র সংকটে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। বকেয়া ও দেনা বাড়তে থাকলে কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভও দেখা দেয়। শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ৪০ কোটি টাকার কার্যাদেশ বাতিল করে দেয় বিদেশি ক্রেতা। বাধ্য হয়ে কারখানার কাপড় ও যন্ত্রাংশ বিক্রি করে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ কারখানা কর্তৃপক্ষ। ৭০ কোটি টাকা বকেয়া ঋণের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের নামে মামলা করে ব্যাংক। বাধ্য হয়ে গত জুলাইয়ে বন্ধ ঘোষণা করা হয় 'সিজন ড্রেসেস'। তাতে কর্মহীন হয়ে পড়েন কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা।

সিজন ড্রেসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাহাউদ্দিন চৌধুরী বাকের কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সফল ব্যবসায়ী ছিলাম। ব্যাংক আগের নিয়মে টাকা নিলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিত না। অর্ডার বাতিল হতো না। কারখানাও বন্ধ করতে হতো না। ঋণও বাড়ত না। শুধু ব্যাংকের অসহযোগিতায় তিলে তিলে গড়ে তোলা ২৮ বছরের পরিশ্রমের ফসল সিজন ড্রেসেস স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।'

কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুধু এই প্রতিষ্ঠান নয়, গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে গত ২৯ জুলাই পর্যন্ত গাজীপুরের ৭২টি কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছে নিজ নিজ কারখানা কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে ছয় মাসেই বন্ধ হয়েছে ২৯টি। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকোর ১৩টিসহ মাহমুদ জিন্স, ডার্ড কম্পোজিট, পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, ক্লাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলসসহ বিজিএমইএভুক্ত বড় ২০ প্রতিষ্ঠানও। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, কারখানা বন্ধ হওয়ায় জেলায় বেকার হয়েছেন প্রায় ৭৩ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। তাঁদের অনেকে কাজ না পেয়ে পেশা পরিবর্তন করেছেন।

জানা গেছে, গত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে বন্ধ হয়ে গেছে গাজীপুর মহানগরীর গাছার আরকেএম অ্যাপারেলস কারখানা। চাকরি হারিয়ে বেকার হন কারখানার ২৬০ শ্রমিক। কারখানার অপারেটর রংপুরের পীরগাছার শেফালী বেগমের (৪৮) গাছা সড়কের ভাড়া বাসায় গেলে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঘরে স্বামী অসুস্থ। তিন সন্তানের সবাই লেখাপড়া করে। আমার আয়েই আগে সংসার চলত। এখন ঘরভাড়াসহ সংসার খরচ কোথা থেকে জোগাড় করব?' তিনি জানান, কাজের জন্য ভোর থেকে এক কারখানা থেকে আরেক কারখানায় ছুটছেন। কোথাও লোক নিচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে বাসাবাড়ির ঝিয়ের কাজ খুঁজছেন।

বন্ধ হয়ে যাওয়া স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকের ফোরম্যান সিরাজগঞ্জের চৌহালীর আসকর হোসেন বলেন, যে প্রতিষ্ঠান ছিল একসময় গর্বের, তা

গাজীপুরে এক বছরে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এখন দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছয় মাস ঘুরে কোথাও চাকরি খুঁজে পাইনি। বাধ্য হয়ে সংসার চালাতে ভাড়ায় ইজি বাইক চালাচ্ছি। ইজি বাইকের জমার টাকা বাদ দিয়ে যা আয় হয় তাতেও সংসার চলছে না।

গত ফেব্রুয়ারিতে অর্থাভাবে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয় রপ্তানিমুখী বেক্সিমকো গ্রুপের ১৩টি পোশাক কারখানা। বেকার হন এসব কারখানার ২৮ হাজার ৫১৩ জন শ্রমিক। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভও করেছেন শ্রমিকরা। গাজীপুর মহানগরের চক্রবর্তী এলাকায় ভাড়া থেকে ১৫ বছরের বেশি সময় বেক্সিমকোতে চাকরি করেছেন চুয়াডাঙ্গার মো. বিল্লাল হোসেন। তিনি বলেন, কারখানা চালু থাকায় সুখের সংসার ছিল। চাকরি হারিয়ে কষ্টে দিন পার করছি। ছয় মাস ধরে চেষ্টা করেও কোনো কারখানায় কাজ পাইনি। বাধ্য হয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চক্রবর্তী এলাকার বাসিন্দা ফয়েজ আহমেদ বলেন, এলাকার ৯০ শতাংশ স্থানীয় বাসিন্দার মূল আয় ছিল বাড়িভাড়া। বেক্সিমকোর ২৮ হাজার শ্রমিক এসব বাসাবাড়িতে ভাড়া থেকে চাকরি করতেন। শ্রমিকদের কারণে স্থানীয় হাটবাজার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ সবই ছিল জমজমাট। এখন সবই স্থবির হয়ে পড়েছে। ব্যাংকঋণ নিয়ে তৈরি হাজার ঘরবাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। দোকান খুলে বসে থাকলেও ক্রেতা মিলছে না। অনেক শ্রমিক দোকান ও বাড়িভাড়া বাকি রেখেই চলে গেছেন গ্রামে।

জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, চাকরি হারানো শ্রমিকদের খুব কমই অন্য কারখানায় চাকরি পেয়েছেন। প্রায় সব কারখানায় কার্যাদেশ কমে গেছে। নতুন নিয়োগ নেই বললেই চলে। তা ছাড়া প্রতিনিয়তই নতুন করে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। বেকার পোশাক শ্রমিকরা চাকরি ছেড়ে অটোরিকশা চালনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাসহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছেন। নারী পোশাক শ্রমিকদের মধ্যেও অনেকে অন্যত্র গিয়ে পোশাক কারখানায় চাকরি নিয়েছেন। অনেকে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। আবার অনেকে গাজীপুরে থেকে টেইলারিং, কাপড়ের দোকানসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে গাজীপুরে শ্রমিকপল্লীতে চলছে হাহাকার।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরে ৪৩টি কারখানা বন্ধ হয় গত জানুয়ারিতে। বেক্সিমকোর ১৩টিসহ বাকি ২৯টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে গত ছয় মাসে। সব মিলিয়ে বেকার হয়েছেন ৭৩ হাজার ১০৩ জন শ্রমিক। বন্ধ কারখানাগুলোর বেশির ভাগই কাজ না থাকা, কার্যাদেশ বাতিল এবং আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়েছে।

এই অধিদপ্তরের গাজীপুরের সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) মো. রবিউল ইসলাম বাঁধন কালের কণ্ঠকে জানান, দেশের পোশাক কারখানাগুলো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। অধিদপ্তর কারখানা বন্ধের সঠিক কারণ নির্ণয় ও কারখানা চালু করতে করণীয় বিষয়ে কাজ করছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার আল মামুন শিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, মালিকানা পরিবর্তন, ব্যাংকঋণ রিশিডিউল না করা, কাজ না থাকা ইত্যাদি কারণে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণেই বন্ধ হচ্ছে বেশির ভাগ কারখানা।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। বুধবার। ২০ আগস্ট ২০২৫

মালয়েশিয়ায় ২৪ লাখ ৬৭ হাজার কলিং ভিসা

আবেদন করা যাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিদেশি শ্রমিক নিয়োগে সর্বোচ্চ ২৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫৬টি ভিসার অনুমোদন দিয়েছে মালয়েশিয়া, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদেশি শ্রমিকদের জন্য এই ভিসার আবেদন উন্মুক্ত থাকবে।

গতকাল মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসিউশন ইসমাইল তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এসব তথ্য জানান।

তিনি লেখেন, 'আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমাদের দেশে-বিদেশি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এখন থেকে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের কোটার অনুমোদন কেবল কেস-টু-কেস ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে দেওয়া হবে। এটি তিনটি খাত ও ১০টি উপখাতের জন্য প্রযোজ্য হবে।'

মন্ত্রী জানান, ২০২৫ সালের জন্য বিদেশি শ্রমিকের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫৬ জন, যা মালয়েশিয়ার মোট শ্রমশক্তির ১৫ শতাংশ। এই সীমা ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তবে ২০২৬ সাল থেকে দেশটির ত্রয়োদশ মালয়েশিয়া পরিকল্পনা (আরএমকে-১৩) অনুযায়ী শ্রমিক নিয়োগ সীমা কমিয়ে মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।

এবারের কলিং ভিসা বা বিদেশি শ্রমিক নিয়োগে আবেদন করতে পারবে শুধু খাতভিত্তিক অফিশিয়াল এজেন্সিগুলো। আগের মতো কোনো ব্যক্তিগত এজেন্ট বা সরাসরি নিয়োগকর্তা স্বাধীনভাবে আবেদন করতে পারবে না। যাচাই-বাছাই শেষে আবেদন অনুমোদন করবে ফরেন ওয়ার্কার্স টেকনিক্যাল কমিটি এবং যৌথ কমিটি।

বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বিদেশি শ্রমিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পাস (পিএলকেএস) অপব্যবহারকারী নিয়োগকর্তা ও বিদেশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর অংশ হিসেবে নির্মাণ খাতে কর্মরত এক লাখ ৬৪৬ জন বিদেশি শ্রমিকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, যাঁরা বৈধ নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বছরে দুই লাখ গ্র্যাজুয়েট বের হলেও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মে নেই বেশির ভাগই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে প্রতি বছর কওমি ও আলিয়া ধারার মাদ্রাসা থেকে প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তবে আধুনিক কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ একেবারেই সীমিত। কেবল একটি ধারায় শিক্ষা নেয়া এসব গ্র্যাজুয়েটের সিংহভাগই থাকছেন বেকার, কিংবা বাধ্য হচ্ছেন অনানুষ্ঠানিক পেশায় যুক্ত হতে। অনেকে আবার নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেই যুক্ত হচ্ছেন যৎসামান্য বেতনে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আধুনিক কারিকুলামের অভাব, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দক্ষতা নিয়ে নেতিবাচক ধারণা, কওমি ধারার সব স্তরের স্বীকৃতি না থাকাসহ বিভিন্ন কারণে তারা দেশের আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে পারছেন না। তাই কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় না ঘটলে এসব শিক্ষার্থী আরো বেশি সংখ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান থেকে ছিটকে পড়বেন। হতাশা বাড়বে বিশাল এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার বাসিন্দা মো. আল-আমিন। ফাজিল (স্নাতক সমমান) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০২২ সালে। এরপর প্রায় তিন বছর চেষ্টা করেও আশানুরূপ চাকরি পাননি। বর্তমানে তিনি কৃষিপণ্যের ব্যবসা করছেন। মো. আল-আমিন বলেন, 'সরকারি চাকরি অনেক সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগদানের চেষ্টা করেছিলাম। বেশ কয়েকটিতে ভাইভাও দিয়েছি। কিন্তু কোথাও সুযোগ পাইনি। মাঝে আট মাস স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছি। তবে সেখানে বেতন অনেক কম ও অনিয়মিত ছিল। এসব কারণে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছি।'

মো. আল-আমিন আরো বলেন, 'আমাদের সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা এখনো মূল স্রোতে চলতে পারছে না। আমি যেসব জায়গায় ভাইভা দিয়েছি, সেখানে নিয়োগকর্তাদের প্রশ্নের ধরন এবং কথাবার্তায় মনে হয়েছিল তারা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বিষয়ে আস্থার ঘাটতিতে রয়েছেন। তাদের হয়তো ধারণা ছিল আমার স্নাতক সমমানের ডিগ্রি থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষার্থী হওয়ায় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।'

শুধু আল-আমিন নন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতামত এবং গবেষণায়ও উঠে এসেছে, মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একটি বড় অংশ তাদের একাডেমিক যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। বিগত কয়েক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার্থী বাড়লেও সে তুলনায় কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ বাড়েনি। বর্তমানে দেশে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রধান দুটি ধারা রয়েছে। একটি আলিয়া এবং অন্যটি কওমি। দুই ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর প্রায় দুই লাখ শিক্ষার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমমানের ডিগ্রি সম্পন্ন করছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, কয়েক বছর ধরেই দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। প্রতিষ্ঠানটির শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩ অনুসারে, দেশে

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সাধারণ ধারার তুলনায় শ্রমবাজারে অধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন মূলত উচ্চশিক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে কেবল ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক চাকরিতে রয়েছেন বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। মাদ্রাসা থেকে বের হওয়া শিক্ষার্থীর বড় অংশই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত দেশের বৃহত্তম কওমি মাদ্রাসা আল-জামিয়াতুল আহলিয়াহ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বণিক বার্তা শনিবার, আগস্ট ২, ২০২৫

বছরে দুই লাখ গ্র্যাজুয়েট

উচ্চশিক্ষিত বেকার অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর সম্পন্নকারী বেকারের সংখ্যা ৯ লাখ ৬ হাজার। এর আগে ২০২২ সালে ছিল ৭ লাখ ৯৯ হাজার। অর্থাৎ এক বছরে উচ্চশিক্ষিত বেকার বেড়েছে প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার জন। সাধারণ ধারার তুলনায় শ্রমবাজারে অধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন মূলত উচ্চশিক্ষিত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা।

কক্সবাজার জেলায় 'এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এক্সপেকটেশনস অব ফরমার মাদ্রাসা স্টুডেন্টস ইন কক্সবাজার: আ ক্রস-সেকশনাল এক্সপ্লোরেশন' শীর্ষক এক গবেষণা পরিচালনা করে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যা অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)। তাতে দেখা গেছে, বিভিন্ন সরকা -বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক চাকরি করেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাত্র ৪ শমিক ৩৮ শতাংশ। তাদের মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যেই চাকরির হার বেশি, ৪ দশমিক ৭৪ শতাংশ। বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৭৮২ কওমি ও আলিয় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। এস শিক্ষার্থীর বড় অংশই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত। এ ই চিত্র উঠে এসেছে অন্যান্য জেলার মাদ্রাসা গ্র্যাজুয়েটদের বক্তব্যেও।

সিলেটের অন্যতম কওমি মাদ্রাসা কাজির বাজারের জামেয় মাদানিয়া ইসলামিয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স সমমান) সম্পন্ন করে ন মো. আবদুল্লাহ। বর্তমানে তিনি প্রিন্টিং ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবদুল্লাহ জ নান, গত বছর কওমি মাদ্রাসা থেকে মাস্টার্স পাস করেছেন। প্রথমে একটি মাদ্র সায় পড়াতেন। তবে আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিতে কিছুদিন থেকে তিনি প্রিন্টিং ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বর্তমানে নগরীর লালদীঘির পারে মার্কেটে প্রিন্টি প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। তার মতো আরো অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীই জীবিকার জ এ ধরনের ব্যবসা বেছে নিয়েছেন বলেও জানান মো. আবদুল্লাহ।

এদিকে বিভিন্ন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলছেন, যুগোপযোগী কারিকুলামের অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। বিডিজবস ডটকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাহিম মাশরুর বণিক বার্তাকে বলেন, 'আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে এখনো মাদ্রাসা গ্র্যাজুয়েটদের উপস্থিতি কম। তারা সাধারণ গ্র্যাজুয়েটদের তুলনায় কম মেধাবী বিষয়টি এমন নয়। তবে যোগাযোগ দক্ষতা, প্রযুক্তিগত দক্ষতায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকেন আর এ কারণে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে যান। মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম আধুনিকায়ন ও শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হলে শিক্ষার্থীদের এ সংকট কেটে যাবে।'

দেশে মাদ্রাসার দুই ধারার মধ্যে আলিয়া পরিচালিত হয় সরকারি নীতিমালার অধীনে। এ ধারায় স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি ফাজিল এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি কামিল নামে পরিচিত। এদের মধ্যে তিন বছর মেয়াদি পাস কোর্স এবং চার বছর মেয়াদি স্নাতক দুই ধরনের ফাজিল ডিগ্রি রয়েছে। সাধারণত প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীই তিন বছর মেয়াদি ফাজিল সম্পন্ন করেন। সর্বশেষ প্রকাশিত শিক্ষা পরিসংখ্যান—'বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৩'-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে প্রতি বছর ফাজিল ও কামিল সম্পন্ন করেন প্রায় দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী।

পরিসংখ্যানের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে ৭৮ হাজার ৭৪২ জন ফাজিল ও ২৩ হাজার ৬০৭ জন কামিল, ২০২০ সালে ১ লাখ ১৭ হাজার ২৩১ জন ফাজিল ও ৬২ হাজার ৬৯৭ জন কামিল, ২০২১ সালে ১ লাখ ৮ হাজার ৯২০ জন ফাজিল ও ৪০ হাজার ৪৯৮ জন কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তবে করোনাকালীন সেশনজট, শিক্ষার্থী ঝরে পড়াসহ বিভিন্ন কারণে ২০২২ সালে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম ছিল। ওই বছর ৩০ হাজার ৬৫৮ জন ফাজিল পরীক্ষায় ও ৬১ হাজার ৯৯৪ জন উত্তীর্ণ হন কামিলে।

ব্র্যাকের গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ফাজিল-কামিল সম্পন্নকারীদের মাত্র ৩২ শতাংশ জানিয়েছেন কর্মক্ষেত্রে তারা তাদের একাডেমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছেন। ৪২ শতাংশ জানিয়েছেন তাদের একাডেমিক শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে কিছুটা কাজে লেগেছে আর ২৬ শতাংশ জানিয়েছেন তাদের কর্মক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষা কাজে লাগেনি। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না এবং এ কারণেই শিক্ষার্থীদের বড় অংশই অনানুষ্ঠানিক কর্ম খাতকে বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সাবেক শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম বলেন, 'যারা মাদ্রাসা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে সাধারণ ধারায় স্নাতক-স্নাতকোত্তর করেছেন, তারা সাধারণত কর্মক্ষেত্রে অধিক সফল হন। আমরা যারা মাদ্রাসা থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শেষ করেছি, তারা চাকরি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন উপেক্ষার শিকার হচ্ছি। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও সে অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছি না। অনেকেই মনে করেন আমরা ইংরেজি, কম্পিউটার শিক্ষা বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে দুর্বল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টা এমন নয়। আমাদের সিলেবাস দেখলে আপনারা বুঝবেন সেখানে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি এসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে চাকরিদাতারা এসব বিবেচনা না করেই একটি বদ্ধমূল ধারণা থেকে আমাদের বিবেচনা করেন এবং আমরা চাকরিবঞ্চিত হই। ফলে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই ব্যবসা বা স্বল্প বেতনের চাকরিতে যোগদানে বাধ্য হন।'

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থীদের বড় অংশই শিক্ষকতায় নিয়োজিত। কিন্তু সাধারণ স্কুলগুলোর তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা কম। এছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় বেতন-ভাতা অনিয়মিত।'

বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ফাজিল এবং কামিল পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়টির কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলী উল্যাহ বণিক বার্তাকে বলেন, 'গত কয়েক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষায় অনেক আধুনিকায়ন হচ্ছে। অনেক শিক্ষার্থী কর্মক্ষেত্রে ভালোও করছেন। তবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। এখনো অনেকেই মনে করেন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এ ধারণা থেকে অনেক চাকরিদাতা তাদের উপেক্ষা করেন। এ ধরনের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। একজন কোন ধারা থেকে পড়েছেন সেটি বিবেচনা না করে তার দক্ষতাকে বিবেচনায় নেয়া উচিত। এমনটি করা হলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা চাকরির ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাবে।'

আলিয়া মাদ্রাসার মতো শিক্ষার্থী বাড়ছে কওমি মাদ্রাসাগুলোয়ও। কওমি ধারায় স্নাতক পর্যায়কে ফযীলত বলা হয়। আর এ ধারায় সর্বোচ্চ পরীক্ষা 'দাওরায়ে হাদিস'। এ স্তরকে সরকার মাস্টারস সমতুল্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে ফযীলতসহ এর আগের স্তরগুলোর কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। কওমি মাদ্রাসাগুলো এখনো সরকারি নীতিমালার আওতাভুক্ত হয়নি। দেশে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে ছয়টি বৃহৎসহ অল্প কিছু ছোট বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বোর্ড ধরা হয় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশকে (বেফাক)। এ বোর্ডের অধীন ২০২০ সালে ১৩ হাজার ১৯৬ জন, ২০২১ সালে ১৬ হাজার ৩৪১, ২০২২ সালে ১৬ হাজার ৫৭৬, ২০২৩ সালে ১৯ হাজার ৮৭৬ এবং ২০২৪ সালে ২৪ হাজার ৯৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সরকার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমতুল্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়া গওহরডাঙ্গা, আযাদ দ্বীনী এদারায়ে তা'লীম, তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া, আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস ও বেফাকুল মাদারিসিদ্দীনিয়্যা বাংলাদেশ—এ ছয়টি বোর্ড নিয়ে আল-হাইআতুল উলইয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া বাংলাদেশ নামে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষা এ বোর্ডের অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৫ সালে এ পরীক্ষায় ২৭ হাজার ৯৬৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর আগে ২০২৪ সালে ২৮ হাজার ২৭৯ জন ও ২০২৩ সালে ২২ হাজার ৫৩৯ জন উত্তীর্ণ হন।

কওমি ধারার শিক্ষার্থীরাও কর্মক্ষেত্রে একই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছেন। এ ধারার শিক্ষার্থীদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ দাওরায়ে হাদিস ছাড়া বাকি স্তরগুলোর সরকারি স্বীকৃতি না থাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার সাবেক শিক্ষার্থী মো. রিয়াদ বলেন, 'বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে আছি এবং একটি মসজিদে ইমামতি করছি। আমাদের মাদ্রাসা বাংলাদেশের মধ্যে বেশ স্বনামধন্য হওয়ায় আমাদের শিক্ষার্থীরা সাধারণত বেকার থাকে না। তবে সরকারি চাকরি বা সমাজে যেসব চাকরিকে গুরুত্ব দেয়া হয় সেসব জায়গায় আমাদের অংশগ্রহণ কম। এর কারণ এটা নয় যে আমাদের দক্ষতা নেই, এর কারণ সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি। কওমি ধারায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছে। তারা আরবি ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ। এছাড়া এখন বেশির ভাগ মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষাও দেয়া হয়। সরকার চাইলে বিদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন জায়গায় তাদের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু সেটি করা হয় না।'

মো. রিয়াদ আরো বলেন, 'সরকার দাওরায়ে হাদিসকে স্বীকৃতি দিলেও সেটি কাজে লাগানোর সুযোগ খুবই কম। যেমন সরকারি চাকরির জন্য অনলাইনে আবেদন পদ্ধতিতে সিজিপিএ চাওয়া হয় কিন্তু আমাদের ফলাফল সিজিপিএ-ভিত্তিক না। আমাদের জন্য সেখানে কোনো অপশনই নেই।'

বিআইজিডির গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাত্র ২ দশমিক ১৭ শতাংশ সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে নিযুক্ত। তাদের প্রায় ৪৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ মসজিদসহ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতিব বা শিক্ষকতায় নিযুক্ত এবং বাকিরা অন্যান্য পেশায়।

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার সহকারী পরিচালক মুফতি জসিম উদ্দীন বণিক বার্তাকে বলেন, 'অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি কিংবা খতিবের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। কেউ কেউ ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র, দাওয়াতি কাজ বা সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজের উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্যেও নামেন—বিশেষ করে ইসলামিক বই প্রকাশনা বা ইসলামী শিক্ষাসংশ্লিষ্ট পেশায়। সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ কম হলেও এসব ক্ষেত্র তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। এছাড়া দাওরায়ে হাদিস শেষে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করে বিশেষ করে কোরআন, হাদিস, ফিকহ বা ইসলামী দর্শনের মতো বিষয়ে এমফিল বা পিএইচডি করে। তাদের কেউ দেশে থেকে গবেষণা করে, আবার কেউ কেউ বিদেশে—বিশেষ করে মালয়েশিয়া, মিসর, সৌদি আরব বা কাতার ইত্যাদি দেশে গমন করে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য। তবে বিদেশে গিয়ে পিএইচডি বা গবেষণায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা এখনো তুলনামূলকভাবে কম, যদিও ধীরে ধীরে তা বাড়ছে।'

চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ ও বিশেষায়িত পেশায়ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে আছে। ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) প্রেসিডেন্ট এবং বিশুকন কনসালটেন্সিস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহতাব উদ্দিন আহমেদ *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠান সব ধারার শিক্ষার্থীদের জন্যই উন্মুক্ত। কিন্তু আমাদের এখানে যারা আছেন তারা বেশির ভাগই সাধারণ শিক্ষাধারার এবং মাদ্রাসা গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা খুব কম। এমন নয় যে আমাদের পরীক্ষাগুলো খুব কঠিন। শেখার আগ্রহ থাকলে এবং মনোযোগী হলে সহজেই দক্ষতা অর্জন সম্ভব। কিন্তু তবুও এখানে মাদ্রাসা গ্র্যাজুয়েটেরা আসেন না বললেই চলে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২, ৭ আগস্ট ২০২৫

তৈরি পোশাক ও চামড়ার পর আর কোনো খাত পার হয়নি ১০ কোটি ডলারের গণ্ডি

রপ্তানির আয়ের ৮৩ শতাংশ আসছে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে মোট রপ্তানির মধ্যে তৈরি পোশাকের হিস্যা ৮৩ শতাংশ। এই সময়ে রপ্তানি হয়েছে ৩৯৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি খাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব অনুযায়ী জুলাইয়ে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ২৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি। গত জুলাইয়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি ৯ কোটি ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক ৮৬ শতাংশ বেশি। বিদায়ি অর্থবছরে ৯৯ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৬ কোটি ৮১ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। বিদায়ি অর্থবছরে ৮৭ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। এছাড়া গত জুলাইয়ে ৫ কোটি ৫৪ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে ৫ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৪ শতাংশ বেশি। বিদায়ি অর্থবছরে ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছিল। এছাড়া গত মাসে ৫ কোটি ৮২ লাখ ডলারের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭৪ শতাংশে বেশি। গত জুলাইয়ে ৪ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ৪২ দশমিক ৭১ শতাংশ বেশি।

তৈরি পোশাক ও চামড়ার পর আর কোনো খাতের রপ্তানি আয় পার হয়নি ১০ কোটি ডলারের গণ্ডি। ৬ কোটি ৮১ লাখ ডলার নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে হোম টেক্সটাইল। ৫ কোটি ৮২ লাখ ডলার রফতানি আয় ঘরে তুলেছে চতুর্থ অবস্থানে থাকা প্রকৌশল পণ্য। ৫ কোটি ৫৪ লাখ ডলার নিয়ে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে পাটশিল্প। জুলাইয়ের রপ্তানি আয়ের হিসেবে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে চামড়ার জুতা-স্যান্ডেল বাদে অন্যান্য পাদুকা শিল্প। তুলা ও তুলার সুতা-কাপড় রপ্তানি থেকে এসেছে সপ্তম শীর্ষ রপ্তানি আয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি পণ্যে কোনো মাসে রপ্তানি আয় হঠাৎ অনেক বেড়ে যাচ্ছে, আবার কোনো মাসে অনেক কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাজারটা ধরে রাখা যাচ্ছে না। প্রায় ৭০০ কোটি ডলারের বিশ্ববাজারে গত জুলাই মাসে মাত্র ৪০ লাখ ডলার রপ্তানি আয় করেছে আসবাবপত্র। উদ্যোক্তারা বলছেন, রপ্তানি সহায়ক, কাঁচামাল আমদানি নীতি না থাকায় বাজার ধরা সম্ভব হচ্ছে না। সম্ভাবনাময় ওষুধ শিল্পের রপ্তানি আয় বছর ব্যবধানে ৬১.৮৫ শতাংশ বেড়ে জুলাইয়ে ১ কোটি ৯০ লাখ ডলার হলেও নেই শীর্ষ দশে। শীর্ষ দশের বাইরে থাকা বাইসাইকেলের রপ্তানি আয় ১ কোটি ২১ লাখ ডলার।

NEW AGE
THURSDAY, AUGUST 7, 2025,

RMG exports to US see 25pc growth in Jan-Jun

Staff Correspondent

THE readymade garment exports to the United States from Bangladesh witnessed a robust growth of 25.13 per cent to $4.25 billion in the first half of 2025, from January to June.

According to the latest data published by the US Office of Textiles and Apparel, Bangladeshi exporters exported RMG items worth $3.4 billion in the same period of 2024.

During the first half of 2025, Bangladesh outpaced almost all its major competitors in terms of export growth rates in the US — the country›s single largest export destination.

Exporters stated that the announcement of the revised US reciprocal tariff of 20 per cent was a positive signal for export earnings from the US.

They also stated that the shift of orders from China to Bangladesh, due to the trade war with the US, has accelerated exports.

In single month of June 2025, US imported RMG items worth $722.54 million from Bangladesh, a 45 per cent higher from $496.64 million in June of 2024.

According to the Otexa data, the North American country's RMG imports from its global suppliers also witnessed a positive growth of 6.76 per cent to $38.15 billion in January-June of 2025, higher from $35.74 billion in the same period of 2024.

In terms of volume, Bangladeshi RMG exports to the US also experienced positive growth of 23.81 per cent to 1.37 billion square metres in H1 of 2025, up from 1.12 billion square metres in the same period in 2024.

As the third-largest supplier to the US, Bangladesh's market share in the North American country stood at 10.03 per cent as of May 2025.

Amid the ongoing trade war between the US and China, Vietnam remained the top exporter for the past several months, surpassing China.

In January-June, Vietnam›s apparel exports grew by 17.97 per cent, reaching $7.76 billion, surpassing the $6.58 billion recorded in the first half of 2025. Vietnam held a market share of 19.79 per cent.

As the second-largest exporter, China exported apparel items worth $5.73 billion during H1 of 2025, representing a 16.14 per cent decline from $6.83 billion in the same period of 2024, and capturing a market share of 18.88 per cent.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG exports to US see 25pc growth

Followed by Bangladesh, India secured the fourth position in the US market by exporting RMG items worth $2.84 billion in January-June of 2025, registering a positive growth of 16.26 per cent compared with that of $2.44 billion in the same period of 2024, with a market share of 6.23 per cent in the US market.

RMG exports from Indonesia and Cambodia were $2.25 billion and $1.99 billion in the first half of 2025, with a market share of 5.63 per cent and 5.11 per cent, respectively, making them the fifth and sixth largest RMG suppliers.

On July 31, the Trump administration revised the reciprocal tariff on Bangladeshi goods to 20 per cent, following a series of discussions.

Earlier, on July 8, it was declared 35 per cent, following the 37 per cent announced on April 2.

Talking to New Age, Inamul Haq Khan, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that the exports to US increased due to the shifting of orders from China.

'China's share and export at US market gradually declining due to trade war and tariff issues, and the orders are shifting to other manufacturing countries,' he added.

He also said that as Bangladesh can manufacture shifting orders along with buyers' confidence, exports are increasing.

Echoing a similar sentiment, former BGMEA director Mohiuddin Rubel said that US buyers have always trusted Bangladeshi products.

'As Trump administration announced new tariff, we have opportunity to do more well in the coming years,' he added.

If a similar situation persists for China, one day, Bangladesh could outpace them in market share in the US market, he added, urging adequate policy support from the government and manufacturers to focus on diversified and high-value products.

According to the OTEXA data, Bangladesh's apparel exports to the US in 2024 were $7.34 billion, and in 2023, they were $7.29 billion.

সমকাল

শুক্রবার | ৮ আগস্ট ২০২৫ | ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২

ভারতের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক

বাড়তে পারে পোশাকের রপ্তানি আদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় পণ্যে নতুন করে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি আদেশ বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে তুলনামূলক কম শুল্কের সুযোগ নিতে ভারত ও চীন থেকে বাংলাদেশে বাড়তি বিনিয়োগ আসার সুযোগ দেখা দিয়েছে বলে মনে করছেন রপ্তানিকারকরা। তবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে শিল্পে গ্যাস সংকট দূর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন রপ্তানিকারকরা।

রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল আমদানির কারণে ভারতের ওপর বুধবার অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্য দিয়ে ভারতের ওপর মোট ৫০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপ করল দেশটি। এ ছাড়া চীনের ওপর ইতোমধ্যে বাংলাদেশের চেয়ে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন প্রশাসন। রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের মতো চীনের ওপর আরও শুল্ক যোগ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। ফলে চীন ও ভারত থেকে বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্ববাজারে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চীন। তার পরের অবস্থানেই রয়েছে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ও ভারত। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে অন্য সব খরচ অপরিবর্তিত থাকলেও শুধু শুল্কের কারণে চীন ও ভারতের বদলে বাংলাদেশ থেকে একই পণ্য আমদানি করলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের খরচ কমবে ৩০ শতাংশের মতো। বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্ক গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হয়েছে।

> রপ্তানি বাড়ানোর বড় ধরনের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষমতা বাড়াতে হবে
>
> **মোহাম্মদ হাতেম**
> সভাপতি, বিকেএমইএ

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের বাইরে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এসব দেশের শুল্কহারও বাংলাদেশের প্রায় সমান। তবে দেশগুলোর রপ্তানি বাড়ানোর সক্ষমতা তেমন নেই বলে মনে করেন রপ্তানিকারকরা। তাই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের দিকে ঝুঁকবে বলে মনে করেন তারা।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, ভারতের জন্য ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের পর থেকে বাংলাদেশের জন্য সুযোগ তৈরি হয়। এখন এটি আরও ২৫ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যা কার্যকর হলে আরও বেশি সুযোগ তৈরি হবে। কারণ বাড়তি ৫০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে ভারত থেকে ক্রেতারা পণ্য কিনবে না। একই সঙ্গে বাড়তি শুল্ক ও অন্যান্য কারণে চীন থেকেও রপ্তানি কমে যাবে।

তিনি আরও বলেন, দুই বড় দেশের রপ্তানি কমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সরবরাহের ঘাটতি পূরণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম ছাড়া আর কারও নেই। ফলে বাংলাদেশের সামনে রপ্তানি বাড়ানোর বড় ধরনের সুযোগ আছে। তবে সেই সুযোগ নিতে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ দরকার। কিন্তু বেশ কিছু দিন থেকে জ্বালানি পরিস্থিতি ভালো নয়। একই সঙ্গে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতের নানা সমস্যা, কাস্টমসের বহুমুখী হয়রানি বন্ধ না হলে এ সুযোগ নেওয়া সম্ভব হবে না। এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি অর্ডার ও বিনিয়োগ আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সহসভাপতি এনামুল হক বাবলু সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতীয় পণ্যে নতুন করে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ বাংলাদেশকে অবশ্যই বাড়তি সুবিধা দেবে। কারণ তাদের মোট শুল্কহার দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৬৬ শতাংশ। এ হারে শুল্কের কারণে কঠিন প্রতিযোগিতায় পড়বে ভারত। ইতোমধ্যে ভারতে রপ্তানি আদেশ দেওয়া অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বিজিএমইএর সদস্য বিভিন্ন কারখানায় খোঁজখবর নিচ্ছে।

বণিকবার্তা
রোববার, আগস্ট ৩, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ১৯, ১৪৩২

হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানিতে এখনো শুল্ক দিতে হবে ৩৬.৫%

পোশাক রফতানি (জানুয়ারি-মে)
কোটি ডলার

২০২৪	২০২৫	প্রবৃদ্ধি
২৯০.৩০	৩৫৩.০৫	২১.৬১%

বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে আগে গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতেন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা। এখন এর সঙ্গে ২০ শতাংশ যোগ হয়ে শুল্ক পরিশোধ করতে হবে ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ

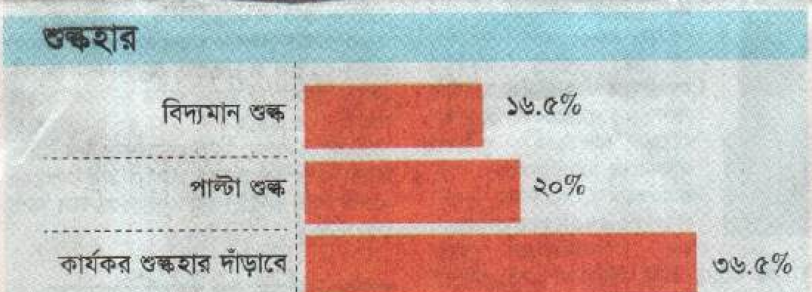

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বশেষ ঘোষণায় বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের আরোপিত হার ২০ শতাংশ। দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক। নতুন ঘোষণায় এ পণ্যে প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর আরোপিত শুল্কহার কাছাকাছি হওয়ায় দেশের পোশাক শিল্প মালিকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এ স্বস্তি ধরে রাখা সম্ভব হবে না বলেও মনে করছেন তারা। কারণ বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানিতে আগে গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতেন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা। এখন এর সঙ্গে ২০ শতাংশ যোগ হয়ে মোট শুল্ক পরিশোধ করতে হবে সাড়ে ৩৬ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্রেতারা নতুন এ শুল্ক সমন্বয়ে রফতানিকারককে চাপ দিলে দেশের উৎপাদকরা আরো বেশি অটোমেশনে ঝুঁকতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে কাজ হারাতে পারেন তৈরি পোশাক খাতের অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিকরা।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রফতানিতে আগে যে শুল্ক ধার্য ছিল বা এখন যেটা ধার্য হয়েছে সেটা মূলত পরিশোধ করেন আমদানিকারক। বাংলাদেশ থেকে বেশি রফতানি হয় কটন বা তুলাজাত সুতা-কাপড়ের তৈরি পোশাক। কোনো পোশাকে কটনের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি থাকলে শুল্ক পরিশোধ করতে হতো সাড়ে ১৫ থেকে সাড়ে ১৬ শতাংশ। আর ৫০ শতাংশের বেশি সিনথেটিক বা কৃত্রিম আঁশজাত সুতা-কাপড়ের তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে পরিশোধ করতে হতো ২১ থেকে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত। বাংলাদেশে ইপিজেডের আওতায় থাকা কারখানা থেকে সিনথেটিক সুতা-কাপড়ের পোশাক বেশি রফতানি হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া পোশাক মূলত কটনভিত্তিক।

দেশের পোশাক রফতানিকারকরা জানিয়েছেন, আমদানিকারক আগে গড়ে সাড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতেন বলে পণ্যের মূল্য কমাতে তাদের পক্ষ থেকে চাপ দেয়ার প্রবণতা ছিল। এরপর নতুন নীতি বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ট্রাম্প ঘোষণা করেন ৩৭ শতাংশ পাল্টা শুল্কহার। ঘোষণাটিতে ৯০ দিনের স্থগিতাদেশ থাকা অবস্থায় পরিশোধযোগ্য অতিরিক্ত শুল্কহার ছিল ১০ শতাংশ। সেই অতিরিক্ত শুল্কভার ক্রেতাদের সঙ্গে রফতানিকারককে বহন করতে হচ্ছিল। সর্বশেষ ঘোষণা অনুযায়ী এখন যে ২০ শতাংশ পরিশোধ করবেন ক্রেতারা, সেখানেও ভার বহনের বোঝা অবধারিতভাবেই থাকবে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্রে

১ম পৃষ্ঠার পর

পোশাক রফতানিকারকদের ওপর। রফতানিকারকদের এ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায় গত মঙ্গলবার প্রকাশিত ২০২৫ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্কিং স্টাডি শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদনে। ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ারের ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শেং লুর তত্ত্বাবধানে জরিপটি পরিচালিত হয়। সহযোগিতায় ছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংগঠন ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (ইউএসএফআইএ)। জরিপে শীর্ষস্থানীয় ৩০টি মার্কিন ফ্যাশন ব্র্যান্ড, খুচরা বিক্রেতা, আমদানিকারক ও পাইকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের মতামত নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের নতুন নীতির প্রভাবে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন কোম্পানিগুলো ব্যাপক চাপে রয়েছে। জরিপে অংশ নেয়া ৭০ শতাংশেরও বেশি উত্তরদাতা জানিয়েছেন, সামগ্রিকভাবে বাড়তি শুল্ক তাদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। সোর্সিং খরচ বেড়েছে, মুনাফার পরিমাণ কমেছে, ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের দাম বেড়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বিক্রি হ্রাসের কথা জানিয়েছে। ২২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে কর্মী ছাঁটাই করেছে। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিষ্ঠান অর্ডার স্থগিত বা বাতিল করেছে। অনেকে শুল্কের খরচ সরবরাহকারীদের ভাগ করে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে, যা অনেক ছোট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার ঝুঁকিতে ফেলেছে।

শিল্প মালিকরা বলছেন, অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা ক্রয়াদেশ ধরতে রফতানিকারকদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ক্রেতারা বরাবরই অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা রফতানিকারকের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। আর কারখানা সচল রাখা, শ্রমিক ধরে রাখাসহ উৎপাদন সচল রাখতে ক্রেতাদের চাপ মেনে নিতেন কারখানা মালিকরা। বেশির ভাগ সময় ক্রয়াদেশ ধরতে অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফলস্বরূপ ক্রেতাদের অনৈতিক চাপকে স্বাগত জানাতেন তারা। নতুন শুল্কহার মোকাবেলায় সেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে নিজেরা সতর্ক না হলে ক্রেতারা সেই পুরনো ধারাতেই থাকবেন। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে গোটা শিল্প।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, সমস্যা হলো আমাদের রফতানিকারকরা যখন অসুস্থ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ওইটাই আমাদের বড় সমস্যা। নিজেদের আগে ঠিক হতে হবে। পোশাক রফতানিকারকদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আগামী ছয় মাস পর থেকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ ক্রয়াদেশ আসবে। সেই ক্রয়াদেশ ধরার বিষয়ে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। কোনোভাবেই ক্রেতার অনৈতিক চাপ হজম করা যাবে না।

মোহাম্মদ হাতেম আরো বলেন, ৯০ দিন বা তিন মাস স্থগিতাদেশের সময় ১০ শতাংশ শুল্ক দিতে হতো আমদানিকারককে। এর ৫ শতাংশ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন সেই চাপটা নেয়া যাবে না। কারণ যেকোনো দেশের ট্যারিফ যখন বাড়ে, তা আদতে বর্তায় গিয়ে চূড়ান্ত গ্রাহক বা ভোক্তার ওপর। ক্রেতারা যে দামে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রে পণ্য বিক্রি করেন, সেই দাম বিবেচনায় আমদানিকারক নিজেই নতুন শুল্কের বোঝা বহন করতে পারার কথা। কিন্তু নিজেরা সেই ভার বহন না করে তারা সেটা রফতানিকারকের ওপর চাপিয়ে দেন। কোনোভাবেই নতুন শুল্কের ভার নেয়া যাবে না, এ অবস্থানে কঠোর থাকতে হবে। কারণ ক্রেতার কাছে বাংলাদেশের বিকল্প উৎস নেই। আবার চীন থেকে সরে আসা ক্রয়াদেশের গন্তব্যও বাংলাদেশের পাশাপাশি খুব বেশি নেই। কাজেই আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। দরকষাকষিতে আমাদের এখন অবশ্যই কঠোর অবস্থান ধরে রাখতে হবে।

পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, বর্তমানে সবাই না হলেও অনেক ক্রেতা অতিরিক্ত শুল্কহার রফতানিকারককে ভাগ করে নিতে বলছেন। এর পেছনে অজুহাত হিসেবে তারা নতুন কর ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। এ সময়টায় তারা রফতানিকারকদের সহায়তার দাবি জানাচ্ছেন। রাতারাতি তারা শুল্কহার সমন্বয় করবেন না। কারণ এতে চূড়ান্ত গ্রাহক বা ভোক্তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ক্রয় কমিয়ে দিতে পারেন। এর প্রভাবে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার উপক্রম হতে পারে। এ কারণে তারা হঠাৎ করে চূড়ান্ত গ্রাহকের ওপর শুল্কভার চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ পোশাক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান হা-মীম গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে আজাদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'বর্তমানে কাস্টমার অতিরিক্ত শুল্কভারের বোঝা রফতানিকারকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছেন। এ পরিস্থিতিকে একটা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে যেতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে বলে ধারণা করছি। আমরা কাস্টমারের ওপর নির্ভরশীল, আমাদের নিজেদের কিছু করার নেই। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাস্টমারের বোঝা বহনে আমাদের অংশ নিতে হচ্ছে। কতদিন হবে এটা কাস্টমার বা ক্রেতারা নিজেরাও জানেন না। আমাদের চাপ সামলানোর জন্য সরকারের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার অবস্থাও নেই। সরকারের থেকে কিছু আশা করাটা এখন দুরাশা। কারণ সরকার এমনিতেই সংকটের মধ্যে আছে। আমাদের প্রাপ্য নগদ সহায়তা অনেক বাকি পড়ে আছে। যেটা সরকারের দেয়ার কথা, দিতে পারছে না। তাৎক্ষণিকভাবে বর্তমান চাপ সামলাতে আমাদের যে উৎসে কর দিতে হয়, সেটা বন্ধ করতে পারলে উপকার হতো।

পাল্টা শুল্ক হ্রাসের ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া জানাতে গতকাল সংবাদ সম্মেলন করেছে তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রফতানিতে গড়ে ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। এর মধ্যে নতুন করে আরোপিত ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক এবং আগে থেকেই থাকা সাড়ে ১৬ শতাংশ শুল্ক হার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশী পোশাক পণ্যের ওপর যে অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছিল, তা কমিয়ে ২০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও যুক্ত হয়েছে। যদি কোনো রফতানি পোশাকে অন্তত ২০ শতাংশ মার্কিন কাঁচামাল যেমন আমেরিকান তুলা ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপিত হবে না।'

তিনি জানান, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে রফতানি হওয়া পোশাকের প্রায় ৭৫ শতাংশই তুলার তৈরি। তবে এসব পোশাকে ব্যবহৃত তুলার বড় অংশই আমদানীকৃত হলেও তা অনেক সময় মার্কিন উৎস থেকে আসে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক অব্যাহতির সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ জরুরি।

তিনি বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমাদের প্রধান প্রতিযোগীদের মধ্যে চীনের ওপর ৩০ শতাংশ এবং ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর আছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন মোটামুটি প্রতিযোগিতামূলক।

মাহমুদ হাসান খান উল্লেখ করেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী আদেশ বিশ্লেষণ করে দেখেছি, যদি অন্তত ২০ শতাংশ আমেরিকান কাঁচামাল, বিশেষ করে তুলা ব্যবহার করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত পাল্টা শুল্ক পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে না।' তিনি জানান, বিষয়টি নিশ্চিত করতে ইউএস প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। যাতে যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস বিভাগও এ ছাড় বাস্তবায়ন করে। এ ধরনের শুল্কছাড় কার্যকর হলে বাংলাদেশের রফতানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন খরচ কিছুটা হ্রাস পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের তুলার দামও কমে আসবে বলে মনে করছেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর অন্য নেতারা এবং রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতির সুযোগ কাজে লাগাতে হলে পোশাক কারখানাগুলোকে দ্রুত কাঁচামালের উৎস বিন্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বিজিএমইএর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রফতানির অর্থমূল্য ছিল ২৫ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে পোশাক রফতানির অর্থমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯ বিলিয়ন ডলারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদিও এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়েনি। বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে শ্রম উৎপাদনশীলতা এখনো ভিয়েতনাম, চীন ও তুরস্কের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তার পরও রফতানি বাড়ার হওয়ার কারণ মূলত কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত সংযোজন ও উন্নয়ন।

২০২৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং শ্রমিকদের ওপর এর প্রভাব শীর্ষক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৈরি পোশাক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা অটোমেশন আশীর্বাদ হয়ে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। বিশ্ববাজারে রফতানি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়িয়েছে অটোমেশন। এ কারণে কারখানা পর্যায়ে গড়ে ৩০ দশমিক ৫৮ শতাংশ শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। যাদের বড় একটা অংশই হেলপার পদে কাজ করতেন। নারী, কিছুটা বয়স্ক, অদক্ষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে অটোমেশন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাল্টা শুল্কের প্রভাবে ক্রেতারা যখন মূল্য কমানোর অব্যাহত চাপ আরো বাড়িয়ে দেবেন তখন বাধ্য হয়ে মালিকরা উৎপাদন কৌশল ধীরে হলেও বদলাবেন। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদনে শ্রমিকের ব্যবহার আরো কমিয়ে আনতে চাইবেন তারা, যা বাংলাদেশের শ্রমঘন উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের জন্য নেতিবাচক হতে পারে। এরই মধ্যে পোশাক খাতের শ্রমিকের ব্যবহার কমে এসেছে। একসময় পোশাক খাতে ৫০ লাখের বেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান হলেও বর্তমানে সরকারি হিসেবে এ সংখ্যাটা অনেক কমে এসেছে। খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সরকারি হিসাবে পোশাক শ্রমিকের সংখ্যা এখন ২৮ থেকে ৩২ লাখের মধ্যে রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বৈশ্বিক চাপ মোকাবেলায় শ্রমিকের সংখ্যা আরো কমে আসবে ভবিষ্যতে।

The Daily Star SUNDAY AUGUST 10, 2025

Garment exports drop 12% in Q4

US trade measures and the NBR strike weighed on shipments

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's garment exports fell 11.92 percent from the previous quarter to $9.11 billion in the April–June period of the current fiscal year, according to the latest quarterly data from the central bank.

Still, the figure was 3.15 percent higher than a year earlier. Bangladesh Bank said the readymade garment sector faced multiple headwinds during the quarter.

The most significant was the United States' announcement of a 35 percent countervailing duty on Bangladeshi apparel.

Though not yet in effect, the measure created uncertainty and prompted some buyers to defer orders.

Indian restrictions on garment imports from Bangladesh via land routes also disrupted logistics, limiting access to a key regional market, the regulator noted.

Meanwhile, a two-month agitation beginning May 14 by officials of the National Board of Revenue slowed customs clearance, delayed shipments, and hampered timely deliveries.

Broader global economic headwinds, coupled with rising domestic production costs and limited diversification of export markets, added to the volatility in export trends, the report said.

The United States, Germany, the United Kingdom, Spain, France, the Netherlands, Italy, Canada, and Belgium remained the top destinations for Bangladeshi garments during the quarter, accounting for $6.55 billion, or 71.89 percent, of total earnings.

In net terms—after subtracting raw material import costs from export earnings—the sector brought in $5.18 billion, or 56.78 percent of gross garment exports, in the April–June quarter.

Despite the quarterly dip, the industry maintained its position as the backbone of Bangladesh's economy.

Total garment exports in FY25 reached $39.35 billion, up 8.9 percent from the previous fiscal year, driven by growth in both knitwear and woven shipments, the central bank said.

সমকাল
মঙ্গলবার । ১২ আগস্ট ২০২৫

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলার আগেই সিন্ডিকেটের আনাগোনা

আগের সিন্ডিকেটের মামলা তুলে নিতে চাপ

সমকাল প্রতিবেদক

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য খোলার আগেই 'সিন্ডিকেটের' আনাগোনা শুরু হয়েছে। কর্মী নিয়োগের বিনিময়ে আগেরবারের অনিয়মের মামলা তুলে নিতে চাপ দিচ্ছে মালয়েশিয়া। আওয়ামী লীগ আমলের সিন্ডিকেটের হোতারা এবারও নেতৃত্বে রয়েছেন। তবে আওয়ামী লীগ নেতাদের বাদ দিয়ে এবার বিএনপি নেতাদের রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেটে ঢুকতে যাচ্ছে।

জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সূত্র সমকালকে এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ আবার উন্মুক্ত হতে পারে– এমন সম্ভাবনায় সিন্ডিকেট আলোচনায় জোর পেয়েছে। সিন্ডিকেটের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মানব পাচারের প্রমাণ মেলেনি– ঢাকার আদালতে সিআইডির এমন প্রতিবেদনে গুঞ্জন উঠেছে, অন্তর্বর্তী সরকারও মালয়েশিয়ার চাপে নতি স্বীকার করে সিন্ডিকেটের সুযোগ দিচ্ছে।

২০১৫ সালে ১০টি বাংলাদেশি এজেন্সির মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করে মালয়েশিয়া। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সইয়ের পর ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর কাজ দেয় মালয় সরকার। পরে আরও ৭৬টি এজেন্সিকে কাজ দেয়। দেশটির বাছাই করা এসব এজেন্সিই সিন্ডিকেট নামে পরিচিত।

২০২১ সালের এমওইউতে মালয়েশিয়াকে রিক্রুটিং এজেন্সি বাছাইয়ের ক্ষমতা দেওয়ার শর্ত মেনে নিয়েছিল বাংলাদেশ। গত বছরের ৩১ মে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো বন্ধ হলেও সমঝোতা স্মারক বহাল রয়েছে। এ স্মারক অনুযায়ী, বাংলাদেশ সব বৈধ এজেন্সির তালিকা মালয়েশিয়াকে দেবে। সেখান থেকে দেশটির সরকার এজেন্সি বাছাই করবে। বাংলাদেশ ছাড়াও অন্য যে ১৩ দেশ থেকে মালয়েশিয়া কর্মী নিয়োগ করে, তাদের জন্য এ শর্ত নেই। সিন্ডিকেটবিরোধী ব্যবসায়ীদের দাবি, এমওইউ বদল করে সব এজেন্সিকে কর্মী পাঠানোর সুযোগ দিতে হবে, যাতে সিন্ডিকেট না হয়।

প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফরের প্রাক্কালে তাঁর প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, বাংলাদেশ গুরুত্ব দিচ্ছে শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার বিষয়ে।

জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম সমকালকে বলেন, আগেরবার সিন্ডিকেটে ঢুকতে এজেন্সিপ্রতি পাঁচ কোটি টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে। এবার ১৫ কোটি টাকা দাবি করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়া কোন মানদণ্ডে এসব এজেন্সি বাছাই করেছে, তা কখনও জানায়নি। অনুসন্ধানে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম– এমডব্লিউসিএমএসের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বেস্টিনেটের আমিনুল ইসলাম ছিলেন এর হোতা। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই মালয় ব্যবসায়ীর বাংলাদেশ অংশে সহযোগী ছিলেন ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের এমডি রুহুল আমিন স্বপন। ৫ আগস্টের পর বিদেশ পালিয়ে যান তিনি।

জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সূত্র জানিয়েছে, এবারও আমিন নূর এবং স্বপন সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রধান উপদেষ্টাকে দেওয়া অভিযোগ অনুযায়ী, আগেরবারের সিন্ডিকেটের বাংলাদেশ অংশে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বোন শেখ রেহানা ও উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

ব্যবসায়ী নেতারা জানান, রুহুল আমিন স্বপন এখনও মালয়েশিয়ায় রয়েছেন। সমকাল তা নিশ্চিত হয়েছে। সূত্রগুলো জানায়, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমানসহ কয়েকজনকে সিন্ডিকেটে ভেড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছে। বাড্ডা এলাকার একজন সাবেক কাউন্সিলর এবং বিএনপি নেতা, যিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় ছিলেন, তিনি মূল নিয়ন্ত্রক বলে গুঞ্জন রয়েছে। ঢাকায় হোটেল ব্যবসা করা একজন জনশক্তি ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক অংশীদার হওয়ায় বিএনপির এক জ্যেষ্ঠ নেতাও সিন্ডিকেটকে সমর্থন দিচ্ছেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫

পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশি ঋণ দিতে চায় ব্যাংকগুলো

বিআইবিএমের কর্মশালা

গবেষণা তথ্যে বলা হয়, ২০২৪ সালে মোট ঋণের মধ্যে ইচ্ছাকৃত খেলাপির হার ছিল ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে ব্যাংকগুলো সবচেয়ে বেশি ঋণ দিতে আগ্রহী। রপ্তানি সম্ভাবনা, বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন ও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় ব্যাংকগুলো এই দুটি খাতে বেশি আগ্রহ দেখায়। ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোর কম আগ্রহ উৎপাদন বা শিল্প ও নির্মাণ খাতে।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত 'ব্যাংক খাতের ঋণ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এক কর্মশালায় এসব কথা বলা হয়েছে। কর্মশালায় একটি গবেষণার তথ্য তুলে ধরা হয়। বিআইবিএমের চার শিক্ষক মোট ৩৭টি ব্যাংকে প্রশ্ন-উত্তরের তথ্য নিয়ে গবেষণাপত্রটি তৈরি করেন। গবেষণার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের শিক্ষক প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জী। অনলাইনে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার। আরও উপস্থিত ছিলেন বিআইবিএমের এ কে গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ার ফারুক এম আহমেদ, সুপারনিউমারারি অধ্যাপক মো. আলী হোসেন প্রধানিয়া, রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ, বিআইবিএমের মহাপরিচালক এস এম আবদুল হাকিম প্রমুখ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২০২৪ সালে মোট ঋণের মধ্যে ইচ্ছাকৃত খেলাপির হার ছিল ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ। আর মোট খেলাপি ঋণের মধ্যে ইচ্ছাকৃত খেলাপির পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ৮১ শতাংশ। গবেষণার প্রশ্নে ২৯ দশমিক ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানান, ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে ঋণখেলাপি হয়।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জী বলেন, বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরসের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বেসরকারি খাতে ব্যাংকগুলোর দেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপির ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ। এ অনুপাত কোনোভাবেই সন্তোষজনক নয়। এটি বাড়ানো না গেলে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে না।

কোন অঞ্চলে কত ঋণ

গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৪ সালে দেশে মোট ঋণের মধ্যে প্রায় ৮৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ দেওয়া হয় ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে। বাকি ১৩ দশমিক ৫১ শতাংশ ঋণ যায় অন্যান্য বিভাগে। বিদেশি ব্যাংকগুলো তাদের মোট ঋণের ৯৩ শতাংশ ঢাকায় বিতরণ করে। গবেষণায় নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে ঋণ বিতরণে বড় ধরনের পার্থক্য উঠে আসে। যেমন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ঋণের ৯১ দশমিক ৮৪ শতাংশ নগর অঞ্চলে প্রদান করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলে এই পরিমাণ মাত্র ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।

> ব্যাংকিং খাতে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে বন্ডের বাজারে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ হচ্ছে না। এর সঙ্গে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি ও সুশাসনের অভাব রয়েছে।
>
> **নুরুন নাহার**, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রশান্ত কুমার বলেন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আবাসন খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। দেশের প্রতিটি পরিবার থেকে অন্তত একজনকে ব্যাংকের সেবার আওতায় আনতে হবে। এ ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের আগে সেটির আর্থিক স্থিতিপত্রের ওপর নির্ভর না করে সম্পদ ও মূলধন অর্থায়নের মতো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার বলেন, 'ব্যাংকিং খাতে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনো ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে বন্ডের বাজারে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহ হচ্ছে না। এর সঙ্গে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি ও সুশাসনের অভাব রয়েছে।'

> বড় শিল্পঋণ অনুমোদন হয় ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে। তাই ঋণখেলাপি কমাতে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত যোগ্য ও সৎ ঋণগ্রহীতা নির্বাচন। পরিচালনা পর্ষদ যদি নিরপেক্ষভাবে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সুচিন্তিত নির্দেশনা দেয়, তাহলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানো সম্ভব।
>
> **কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম**, এমডি, রূপালী ব্যাংক

কোন খাতে কত ঋণ

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যাংকগুলো শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ দেয় ২২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আর শিল্পের চলতি মূলধন খাতে ঋণ দেয় ১৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ। কৃষি, মৎস্য ও বনসম্পদে ঋণের হার ৪ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এ ছাড়া পরিবহন ও নির্মাণ খাতে দেওয়া ঋণের হার হচ্ছে যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৬৭ ও ৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ। তবে এই দুটি খাতে ঋণের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কমেছে।

ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ মোহাম্মদ মারুফ বলেন, 'আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ সম্পর্কিত ধারণা; বিশেষ করে ঋণ বাছাই ও পর্যবেক্ষণের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয়ভাবে ঋণ পর্যবেক্ষণ ও বাছাইয়ের কাজ করে, তারা তুলনামূলকভাবে ভালো ফল পায়। ব্যাংকগুলোর এক মডেলে সব ধরনের ঋণ দিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব নয়।'

গবেষণায় বলা হয়, ২০২৪ সালে নেওয়া ১ থেকে ২০ কোটি টাকার ঋণ হচ্ছে মোট ঋণের ৩২ দশমিক ২৩ শতাংশ। ২০ কোটি টাকার বেশি এমন অঙ্কের ঋণ হচ্ছে মোট ঋণের ৪৩ দশমিক ৮১ শতাংশ। শতাংশের হিসাবে এই দুই শ্রেণির ঋণ নেওয়ার হার বেড়েছে।

২৮.৬১ ২৯.০০ সূত্র : এনসিসি ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস
কালের কণ্ঠ
business@kalerkantho.com
ঢাকা। মঙ্গলবার। ৫ আগস্ট ২০২৫। ২১ শ্রাবণ ১৪৩২। ১০ সফর ১৪৪৭

রেমিট্যান্স বয়কটে বাড়ে অর্থনৈতিক চাপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন শুধু দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝেও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানো এবং ইন্টারনেট শাটডাউনের ঘটনায় প্রবাসীরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। লন্ডন, নিউইয়র্ক, দোহা, রোম, টরন্টো ও জেদ্দা থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য ও মালদ্বীপের নানা শহরে প্রবাসীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে অংশ নেন। এক পর্যায়ে তাঁরা ঘোষণা দিয়ে সম্মিলিতভাবে রেমিট্যান্স পাঠানোও বন্ধ করে দেন। এতে অর্থনৈতিক সংকটে থাকা দেশের সংকট আরো বেড়ে যায়। রিজার্ভ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শেখ হাসিনা দেশ চালাতে হিমশিম খেতে থাকেন।

খাতসংশ্লিষ্টরা জানান, জুলাই আন্দোলনে প্রবাসীদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তাঁরা বাংলাদেশ দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ আয়োজন করেন। স্থানীয় মিডিয়া ও মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আন্দোলনের পক্ষে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তা করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় তথ্য প্রচার করে আন্তর্জাতিক মহলে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেন। আন্দোলনে অংশ নেওয়া কর্মীদের আইনি সহায়তা ও চিকিৎসা খরচের জন্য অর্থ পাঠানো ছাড়াও কিছু প্রবাসী সংগঠন পোস্টার, ব্যানার ও লিফলেট সরবরাহ করে।

রাজনৈতিকভাবে তাঁরা বসবাসরত দেশের সংসদ সদস্য, কূটনীতিক ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করে গণতান্ত্রিক দাবিগুলোর পক্ষে সমর্থন আদায় করেন। কয়েকটি দেশে হাসিনা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্যও লবিং করেন। অনলাইনে ভিডিও, লাইভ আলোচনা ও হ্যাশট্যাগ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আন্দোলনের খবর প্রচার এবং সরকারি প্রচারণা মোকাবেলায় ফ্যাক্টচেক ও বিকল্প তথ্য সরবরাহে সক্রিয় থাকেন প্রবাসীরা। এই দৃঢ় অবস্থান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দেশে থাকা আন্দোলনকারীদের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ থেকে ফ্যাসিবাদের বিদায় ঘটে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক, এক্স, ইউটিউবসহ নানা প্ল্যাটফর্মে প্রবাসীরা স্পষ্ট বার্তা দেন 'বুলেট নয়, সমাধান চাই।' দেশে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় প্রবাসীরা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এর প্রতিবাদে তারা রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দেন এবং অন্যদেরও একই পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান, যা সরকারের জন্য বড় অর্থনৈতিক চাপ হয়ে দাঁড়ায়।

সে সময়ে হাসিনা সরকারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় ৫৭ জন বাংলাদেশি কঠোর শাস্তির মুখে পড়েন, কেউ ১০ বছরের, কেউ আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশেষে অন্তর্বর্তী সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তাঁরা সবাই মুক্তি পান।

সৌদিপ্রবাসী আরিফ হাসান জুয়েল বলেন, 'দেশের অবস্থা দেখে আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম। বসে বসে ভাবছিলাম কিভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারি। দেশের ভাইদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই রেমিট্যান্স শাটডাউনের ডাক দিয়েছিলাম আমরা। প্রবাসীরা যদি রেমিট্যান্স শাটডাউনের ঘোষণা না দিত, শেখ হাসিনা এত দ্রুত দেশ ছাড়ত না। দেশকে স্বৈরশাসনের হাত থেকে রক্ষা করতেই ওই কর্মসূচি ছিল আমাদের। বিদেশে আসতে আমাদের পাঁচ-ছয় লাখ টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হয়, যা যেত হাসিনার নেতাকর্মীদের পেটে। আশাকরি পরবর্তী সরকার আমাদের এসব কষ্ট লাঘব করবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শুরু থেকেই মাসিক রেমিট্যান্স ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি ছিল। কিন্তু জুলাই মাসে তা নেমে আসে ১৯০ কোটি ৯০ লাখ ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.২ শতাংশ কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা ও টানা পাঁচ দিনের ইন্টারনেট শাটডাউনের কারণে রেমিট্যান্স পাঠানো ব্যাহত হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে প্রবাস আয় ছিল ১৯৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার।

সেন্টার ফর স্ট্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মিজানুর রহমান বলেন, 'জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রবাসীরা প্রথমবারের মতো তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতার জানান দিয়েছেন। আগের সরকারের আমলে তাঁরা মারাত্মকভাবে অতিষ্ঠ ছিলেন। রেমিট্যান্স বন্ধ হওয়ায় সরকারের টনক নড়ে এবং তার ফলেই আওয়ামী সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে।'

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, '২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ একটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গেছে। তখন দেশের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিরাও সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অনেকে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। তা ছাড়া প্রবাসীরা দেশটা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছিল না। তাই তারা পাঠায়নি। তবে এক বছর পর সেই চিত্র পুরোপুরি উল্টো। ২০২৪ সালে ২৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।'

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 5 August 2025

রেমিট্যান্সে ২৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে শুরু নতুন অর্থ বছর

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

গত অর্থ বছরের ধারাবাহিকতায় নতুন অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়েও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রবিবার রেমিটেন্স প্রবাহের মাসিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ (২.৪৮ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন।

এই অঙ্ক গত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ের চেয়ে ২৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৮ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। তবে ছয় মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিটেন্স এসেছে এই জুলাইয়ে। চলতি বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ (২.১৮ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছিল। এরপর সব মাসেই আড়াই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে। এক মাসে (মার্চ) এসেছে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি, ৩ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলার; দুই মাসে (মে ও জুন) প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার। এপ্রিলে এসেছিল পৌনে ৩ বিলিয়ন ডলার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, গত অর্থ বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ের শুরুতেও রেমিটেন্সে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে ধীরগতি দেখা যায়। শেষ দিকে গতি ফেরার মধ্য দিয়ে মাস শেষ হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম পাঁচ দিনে অর্থাৎ ১ থেকে ৫ জুলাই এসেছিল ৪১ কোটি ৭ লাখ ডলার। দ্বিতীয় সপ্তাহে (৬ থেকে ১২ জুলাই) এসেছিল ৬৬ কোটি ডলার। তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৯ জুলাই এসেছে ৪৫ কোটি ১৮ লাখ ডলার। ২০ থেকে ২৬ জুলাই সপ্তাহে এসেছে ৪১ কোটি ৩ লাখ ডলার।

শেষের পাঁচ দিনেই (২৭ থেকে ৩১ জুলাই) এসেছে ৫৪ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। রেমিটেন্সে প্রতি ডলারে এখন ১২২ টাকা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। সে হিসাবে টাকার অঙ্কে জুলাইয়ে ৩০ হাজার ২৩০ কোটি টাকা দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৭ কোটি ৯৯ ডলার; টাকার অঙ্কে যা ৯৭৫ কোটি।

বেশ কিছুদিন ডলারের দাম স্থিতিশীল ছিল। রেমিটেন্সে ১২৩ টাকা দিত ব্যাংকগুলো। অর্থাৎ প্রবাসীরা ১ ডলার পাঠালে যার নামে পাঠাতেন তিনি ১২৩ টাকা পেতেন। এমনকি টাকা-ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরও বাজার স্থিতিশীল ছিল।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে কমতে থাকে ডলারের দর। কমতে কমতে মুদ্রাবাজারে ডলারের দর ১২০ টাকায় নেমে আসে। দরপতন ঠেকাতে নিলামে ডলার কেনা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাতে পতন ঠেকেছে; প্রায় আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। ডলারের দর কমায় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে ধীরগতি দেখা দিয়েছিল বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপে ডলারের দর বাড়ায় প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোয় রেমিটেন্স প্রবাহ ফের বেড়েছে বলে জানান তারা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, 'ডলারের দাম কমায় রেমিটেন্সে কিছুটা প্রভাব পড়েছিল হয়ত। ডলারের দর বেড়ে ফের আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সে কারণে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স নিয়ে মাস শেষ হয়েছে। প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ২৯ শতাংশ। নতুন অর্থ বছরের প্রথম মাস বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছে বলে আমি মনে করি।'

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি (৪.৭ বিলিয়ন) ডলার ঋণের চতুর্থ ও পঞ্চম কিস্তির ১৩৪ কোটি (১.৩৪ বিলিয়ন) পেতে গত মে মাসে ডলারের বিনিময় মূল্য বাজারভিত্তিক করার ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ১৪ মে টাকা-ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। পরদিন ১৫ মে ছিল বৃহস্পতিবার; ওই দিন খোলা বাজারে ডলারের দর খানিকটা বাড়লেও ব্যাংকে তেমন হেরফের হয়নি।

> গত অর্থ বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রথম মাস জুলাইয়ের শুরুতেও রেমিট্যান্সে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে ধীরগতি দেখা যায়। শেষ দিকে গতি ফেরার মধ্য দিয়ে মাস শেষ হয়েছে

সাপ্তাহিক দুই দিন (১৬ ও ১৭ মে, শুক্র ও শনিবার) ছুটির পর ১৮ মে রবিবার মুদ্রাবাজারে ডলারের বিক্রয় মূল্য ছিল ১২২ টাকা ৭৮ পয়সা। এরপর গত ৭ জুলাই পর্যন্ত ১২২ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ১২২ টাকা ৮৫ পয়সার মধ্যে ডলার কেনাবেচা হয়। ৮ জুলাই থেকে কমতে থাকে ডলারের দর; শক্তিশালী হতে থাকে টাকা। ৮ জুলাই মুদ্রাবাজারে ডলারের বিক্রয় মূল্য ছিল ১২২ টাকা ৫৫ পয়সা। ৯ জুলাই তা কমে ১২২ টাকা ৩০ পয়সায় নেমে আসে। ১০ জুলাই তা আরও কমে ১২১ টাকা ৮৫ পয়সায় নেমে আসে। ১১ ও ১২ জুলাই (শুক্র ও শনিবার) ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। ১৩ জুলাই রবিবার ডলারের দর আরও কমে ১২১ টাকা ২০ পয়সায় নেমে আসে।

১৪ জুলাই ডলারের বিক্রয় মূল্য আরও কমে ১২০ টাকা ১০ পয়সায় নেমে আসে। এরই মধ্যে ডলারের পতন ঠেকাতে নিলামে ডলার কেনা শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে এ পর্যন্ত ৫০ কোটি ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

১৩ জুলাই প্রথমবার ১৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ১২১ টাকা ৫০ পয়সা দরে ১৭ কোটি ১০ লাখ ডলার কিনেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর ১৫ জুলাই দ্বিতীয় দফায় ১২১ টাকা ৫০ পয়সা দরে কেনে ৩১ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সবশেষ ২৪ জুলাই ১২১ টাকা ৯৫ পয়সা দরে ১ কোটি ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এতে ১৫ জুলাই একদিনেই ডলারের দর ১ টাকা ৪০ পয়সা বেড়ে ১২১ টাকা ৫০ পয়সায় ওঠে। গত কয়েক দিনে আরও আরও বেশি দামে কেনাবেচা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, দেশের মুদ্রাবাজারে গত রোববার ডলারের সর্বোচ্চ দাম ছিল ১২২ টাকা ৮৯ পয়সা এবং সর্বনিম্ন দাম ছিল ১২২ টাকা। গড় দাম ছিল ১২২ টাকা ৩০ পয়সা।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের দর ধরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। তারা বলছেন, ডলার কিনে মুদ্রাবাজার শান্ত রাখার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমান বাজারের বাস্তবতায় এটাই করা উচিৎ।

দেশের অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলোর মধ্যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়। বলা যায়, সঙ্কটে পড়া বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে রেমিটেন্স। অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৩ হাজার ৩২ কোটি ৭৫ লাখ (৩০.৩৩ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা আগের অর্থ বছরের (২০২৩-২৪) চেয়ে ২৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ বেশি। প্রতি মাসের গড় হিসাবে এসেছে ২৫১ কোটি ৯৮ লাখ (২.৫২ বিলিয়ন) ডলার।

রোজা ও ঈদ সামনে রেখে গত মার্চে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ (৩.২৯ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স আসে দেশে, যা ছিল গত বছরের মার্চ মাসের চেয়ে ৬৫ শতাংশ বেশি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯৬ কোটি ৯৬ লাখ (২.৯৭ বিলিয়ন) ডলার আসে গত মে মাসে। তৃতীয় সর্বোচ্চ আসে গত অর্থ বছরের শেষ মাস জুনে, ২৮২ কোটি ১২ লাখ (২.৮২ বিলিয়ন) ডলার। চতুর্থ সর্বোচ্চ আসে এপ্রিল মাসে, ২৭৫ কোটি ১৯ লাখ (২.৭৫ বিলিয়ন) ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থ বছর শুরু হয়েছিল গত বছরের জুলাই থেকে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে ওই মাস ছিল উত্তাল; দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক দিন ব্যাংক ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ ছিল। সে কারণে জুলাই মাসে রেমিটেন্স প্রবাহ কিছুটা কমেছিল; এসেছিল ১৯১ কোটি ৩৭ কোটি (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার। তার আগের তিন মাস অবশ্য ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি এসেছিল। আবার জুলাইয়ের পর থেকে প্রতি মাসেও ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে এসেছে। ২০২৫ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে ২১৮ কোটি ৫২ লাখ (২.১৮ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে এসেছিল ২৬৪ কোটি (২.৬৪ বিলিয়ন) ডলার। গত অর্থ বছরের দ্বিতীয় মাস আগস্টে এসেছিল ২২২ কোটি ৪১ লাখ (২.২২ বিলিয়ন) ডলার। তৃতীয় মাস সেপ্টেম্বরে এসেছিল ২৪০ কোটি ৪৮ লাখ (২.৪০ বিলিয়ন) ডলার।

চতুর্থ মাস অক্টোবরে আসে ২৩৯ কোটি ৫১ লাখ (২.৩৯ বিলিয়ন) ডলার। পঞ্চম মাস নভেম্বরে এসেছিল ২১৯ কোটি ৯৫ লাখ (২ বিলিয়ন) ডলার। অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১২ মাসের ১১ মাসেই (আগস্ট-জুন) ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স এসেছে। এক মাসে (মার্চ) আসে ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২ হাজার ৩৯১ কোটি ২২ লাখ (২৩.৯১ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

বনিকবার্তা
বুধবার, আগস্ট ১৩, ২০২৫

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

প্রতিরক্ষা সহায়তা, জ্বালানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের পুত্রজায়ায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন তাদের উপস্থিতিতে প্রতিরক্ষা সহায়তা, জ্বালানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই ও তিনটি নোট বিনিময় স্বাক্ষর হয়। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব তথ্য জানিয়েছে।

প্রথম নোট বিনিময়টি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত হয়। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাতো সেরি উতামা হাজি মোহাম্মদ বিন হাজি হাসান এবং বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল নিজ নিজ দেশের পক্ষে নোট বিনিময়ে স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় নোট বিনিময়টি কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য স্বাক্ষরিত হয়। এতে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাতো সেরি উতামা হাজি মোহাম্মদ বিন হাজি হাসান এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন স্বাক্ষর করেন। প্রথম এমওইউ হয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে। মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী দাতো সেরি মোহাম্মদ খালিদ বিন নরদিন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এতে স্বাক্ষর করেন।

দ্বিতীয় এমওইউ সই হয় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ, এলএনজি অবকাঠামো, পেট্রোলিয়াম পণ্য ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে। মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী দাতুক সেরি আমির হামজাহ বিন আজিজান এবং বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা এম ফাওজুল কবির খান এতে স্বাক্ষর করেন।

তৃতীয় নোট বিনিময়টি হালাল ইকোসিস্টেমে সহযোগিতা বিষয়ে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উপমন্ত্রী সিনেটর ড. জুলকিফলি বিন হাসান এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এতে স্বাক্ষর করেন।

তৃতীয় এমওইউটি মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে। আইএসআইএস মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান দাতুক প্রফেসর ড. মোহদ ফয়জ আবদুল্লাহ এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. শামীম আহসান এতে স্বাক্ষর করেন।

> সফরের দ্বিতীয় দিন গতকাল প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়। এ সময় তারা দুই দেশের সম্পর্ককে আরো গভীর এবং কৌশলগত ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারত্বে রূপান্তরের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রথমে দুই নেতা একান্ত বৈঠক করেন। এর আগে সীমিতসংখ্যক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

চতুর্থ এমওইউটি মালয়েশিয়ার মাইমস সার্ভিসেস এসডিএন বিএইচডি (এমএসএসবি) এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে। এমএসএসবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ ফওজি ইয়াহায়া এবং বিএমসিসিআইয়ের শাব্বির আহমেদ খান এতে স্বাক্ষর করেন।

পঞ্চম এমওইউটি মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআইএম) এবং বাংলাদেশের এফবিসিসিআইয়ের মধ্যে স্বাক্ষর হয়। এনসিসিআইএমের সভাপতি দাতো সেরি এন গোবালাকৃষ্ণান এবং এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান এতে স্বাক্ষর করেন।

গতকাল সফরের দ্বিতীয় দিন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সে দেশের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে পুত্রজায়ার পার্দানা পুত্রা ভবনে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। এ সময় তারা দুই দেশের সম্পর্ককে আরো গভীর এবং কৌশলগত ভবিষ্যৎমুখী অংশীদারত্বে রূপান্তরের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রথমে দুই নেতা একান্ত বৈঠক করেন। এর আগে সীমিতসংখ্যক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে তারা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনশক্তি ও জ্বালানি সহযোগিতা, সুনীল অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ বিস্তৃত পরিসরের দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়ে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা করেন।

প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনার শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের দুই দেশের মধ্যে ইতিহাস, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সহানুভূতির ভিত্তিতে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবসম্পদ, বাণিজ্য ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অনন্য অংশীদার।'

প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ড. ইউনূসকে 'মালয়েশিয়ার বন্ধু' হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি গত এক বছরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্বের জন্য তার প্রশংসা করেন। তিনি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ, শিক্ষা এবং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

একান্ত বৈঠকে ড. ইউনূস প্রটোকল জটিলতার আওতায় আটকে পড়া আট হাজার বাংলাদেশী শ্রমিককে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের সুযোগ প্রদান এবং মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালুর জন্য মালয়েশিয়াকে ধন্যবাদ জানান। ফলে শ্রমিকরা জরুরি প্রয়োজনে দেশে ফিরে গিয়েও চাকরি হারানোর ঝুঁকি এড়াতে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতিরক্ষা সহায়তা, জ্বালানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের

১ম পৃষ্ঠার পর

পারবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। দুই পক্ষই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন, যাতে খরচ কমে এবং শ্রমিকদের কল্যাণ সুরক্ষিত হয়।

প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় আইন, বিচার ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল মালয়েশিয়াকে সরকার-টু-সরকার কাঠামোর মাধ্যমে আরো বেশিসংখ্যক দক্ষ বাংলাদেশী পেশাজীবী, যেমন চিকিৎসক ও প্রকৌশলী নিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বোয়েসেল বর্তমানে মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোর জন্য শ্রমিক নিয়োগ পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশী নিরাপত্তারক্ষী ও সেবাকর্মীদের জন্য সুযোগ দেয়া এবং মালয়েশিয়ায় অনিয়মিত বা অনিবন্ধিত বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিয়মিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

মালয়েশিয়ার কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন বাংলাদেশী শ্রমিকরা এখন মালয়েশিয়ার শ্রমিকদের সমান সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পাবেন এবং বাংলা ভাষায় অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। বাংলাদেশ হাজারো শিক্ষার্থীর জন্য 'গ্র্যাজুয়েট পাস' ভিসা চালুর অনুরোধ জানায়, যারা মালয়েশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত।

ড. ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিম বাংলাদেশকে আসিয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা গভীর করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার মর্যাদা পাওয়ার প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে ড. ইউনূস আসিয়ানের চেয়ার হিসেবে মালয়েশিয়ার সমর্থন কামনা করেন।

ড. ইউনূস মালয়েশিয়াকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক রোহিঙ্গা সম্মেলনে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান। তিনি রোহিঙ্গা জনগণের প্রতি মালয়েশিয়ার একের পর এক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

অর্থনৈতিক বিষয়ে দুই পক্ষ বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনাকে ত্বরান্বিত করা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে বিনিয়োগ সহযোগিতা জোরদার করা এবং মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ যৌথ ব্যবসা পরিষদ সক্রিয় করার বিষয়ে একমত হন।

দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির কথা উল্লেখ করে ঢাকা বাংলাদেশের ওষুধ, ব্যাটারি, জুতা, সিরামিক ও পাটজাত পণ্যের জন্য মালয়েশিয়ার বাজারে আরো প্রবেশাধিকার চেয়েছে।

বাংলাদেশ সুনীল অর্থনীতি ও হালাল শিল্প উন্নয়নে মালয়েশিয়ার সহায়তা কামনা করে, যার মধ্যে ঢাকার বাইরে একটি হালাল অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে (আরসিইপি) যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করে।

দুই দেশই তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ ও জ্বালানি সহযোগিতার নতুন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকে স্বাগত জানায় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি অংশীদারত্ব অন্বেষণে সম্মত হয়। তারা প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি ও পর্যটন ক্ষেত্রেও সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখার প্রশংসা করেন এবং প্রখ্যাত এশীয় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব দেন। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধান উপদেষ্টার সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। এর আগে ড. ইউনূস পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছলে তাকে লালগালিচা সংবর্ধনা এবং গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক মতবিনিময়

গতকাল মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায়ও অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। সভায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার।' তিনি বলেন, 'আপনারা অর্থনীতিতে মস্ত বড় অবদান রাখছেন। আপনাদের এ অবদানের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে চেষ্টা করেছি প্রবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করতে, তাদের কথাগুলো শুনতে। আপনাদের অনেক অভিযোগ রয়েছে, যা ন্যায্য। আমরা এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি। জটিলতা কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

পাসপোর্টসংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সরকার খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সরকারি সব সেবা প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে নাগরিক সেবা বাংলাদেশ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এর পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ তৈরির কাজ চলছে, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত সব প্রবাসী বাংলাদেশী এক প্লাটফর্মে কানেক্টেড থাকতে পারেন, জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

বাংলাদেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'দেশের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বস্তির জায়গায় ফিরেছে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে আপনারা বড় অবদান রেখেছেন। আমরা এখন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত। আমি এরই মধ্যে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করেছি। এ নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। আশা করছি, এবার আপনাদের নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আপনারা সবাই ভোটার হবেন, ভোট দেবেন। নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

সভায় মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে দূতাবাসে জনবল বাড়ানো, বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের গ্র্যাজুয়েট প্লাস ভিসা, যারা অনিয়মিত হয়ে গেছেন তাদের নিয়মিতকরণ করা, বাণিজ্য-শিল্প ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানান। বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী, সংস্থা ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এ মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

যুগান্তর | বুধবার ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২

ড. ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিম বৈঠক

মালয়েশিয়ার সঙ্গে পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই

বাসস

বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) এবং তিনটি নোট বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের তিন দিনের মালয়েশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার কুয়ালালামপুরের পুত্রজায়ায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসে এমওইউ ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি জাতীয় নির্বাচন

মালয়েশিয়ায় আরও বাংলাদেশি কাজ করার সুযোগ পাবেন

বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে সমর্থন কামনা

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে প্রথম এমওইউ, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহ, এলএনজি অবকাঠামো, পেট্রোলিয়াম পণ্য ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ে দ্বিতীয় এমওইউ, মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে তৃতীয় এমওইউ দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া মালয়েশিয়ার মাইমস সার্ভিসেস এসডিএন বিএইচডি (এমএসএসবি) এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএমসিসিআই) মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ে চতুর্থ এমওইউ এবং মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআইএম) এবং বাংলাদেশের এফবিসিসিআইয়ের মধ্যে পঞ্চম এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে প্রথম নোট বিনিময়, কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য দ্বিতীয় নোট বিনিময় এবং হালাল ইকোসিস্টেমে সহযোগিতা বিষয়ে তৃতীয় নোট বিনিময় স্বাক্ষরিত হয়।

মালয়েশিয়ায় আরও বাংলাদেশি কাজ করার সুযোগ পাবেন : মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে আরও অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কাজ করার সুযোগ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এমওইউ এবং নোট বিনিময় স্বাক্ষরের পর যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন।

কুয়ালালামপুরের পুত্রজায়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় কাজ করছেন। তারা উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠান, যা তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাপন, সন্তানের লেখাপড়া এবং ভালো শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করছে।

গত বছরের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গত বছর ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমেছিল। আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক বিদায় নিয়েছে। এরপর নতুন সরকারের

মালয়েশিয়ার সঙ্গে পাঁচ সমঝোতা স্মারক সই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্ব নিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশে স্থিতিশীলতা ফেরাতে আমরা সহযোগিতা খুঁজছিলাম আর তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বন্ধুর মতো আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাদের শক্তি জুগিয়েছিলেন।

সঠিক পথ নিশ্চিত করতে দৃঢ় সংকল্পের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমরা দেশে শৃঙ্খলা ফেরাতে পেরেছি। অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করেছি। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবারও কার্যকর করা গেছে। এ কারণে এক বছরের মাথায় এসে আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে পারছি। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও জানান তিনি। রোহিঙ্গা সংকট নিরসন এবং আসিয়ানের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য মালয়েশিয়ার জোরালো সমর্থন কামনা করেন প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস।

সংবাদ সম্মেলনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার সম্পর্ক উভয় দেশের জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হবে।

মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার : মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দেশকে ব্যবসাবান্ধব করতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মঙ্গলবার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সুযোগ নিয়ে আয়োজিত এক ব্যবসায়িক ফোরামে তিনি এসব কথা বলেন। ড. ইউনূস আরও বলেন, অতীতে বাংলাদেশে ব্যবসা প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোয়নি। তবে নতুন বাংলাদেশে অনেক কিছুই নতুনভাবে গড়ে উঠছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্যবসার সম্ভাবনা। বাংলাদেশ সম্ভাব্য সব উপায়ে ব্যবসাবান্ধব হতে চেষ্টা করছে। আমি পরিবর্তিত বাংলাদেশে অসীম সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি। বিদেশে থাকা তরুণ বাংলাদেশিদের প্রসঙ্গ টেনে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস বলেন, তাদের মধ্যে সব সময় বাংলাদেশের জন্য কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠক : মালয়েশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সেদেশের প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে পুত্রজায়ার পার্দানা পুত্রা ভবনে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। এ সময় উভয়ে দুদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর এবং কৌশলগত ভবিষ্যতমুখী অংশীদারত্বে রূপান্তরের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রথমে দুই নেতা একান্ত বৈঠক করেন। এর আগে সীমিত সংখ্যক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে তারা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জনশক্তি ও জ্বালানি সহযোগিতা, নীল অর্থনীতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ বিস্তৃত পরিসরের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা করেন।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ১০ আগস্ট ২০২৫

রেকর্ড রেমিট্যান্সে অর্থনীতিতে গতি

মো. জয়নাল আবেদীন ▷

রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় দেশের অর্থনীতিতে অনন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। দেশের বাইরে কর্মরত লাখো প্রবাসীর পাঠানো এই অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সরাসরি অবদান রাখে, তা-ও কোনো পূর্ববিনিয়োগ ছাড়াই। এমনকি এটি অন্যান্য বৈদেশিক আয়ের উৎস, বিশেষ করে রপ্তানির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও লাভজনক বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রপ্তানি আয়ের জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন অবকাঠামো আমদানি করতে হয়, যার পেছনে থাকে বড় অঙ্কের মূলধনী ব্যয়। ফলে রপ্তানি থেকে যে আয় আসে, তার সঙ্গে আমদানির খরচ বাদ দিলে নিট আয় তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বিপরীতে একজন প্রবাসী শ্রমিক বিদেশে গিয়ে যে অর্থ পাঠান, তা পুরোপুরি নিট বৈদেশিক আয় হিসেবে গণ্য হয়।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্সপ্রবাহ ছাড়িয়েছে

বিনিয়োগ ছাড়াই আসছে বৈদেশিক মুদ্রা

৩০.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের ইতিহাসে নতুন মাইলফলক। রেমিট্যান্সপ্রবাহে এমন জোয়ারে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা স্থিতিশীলতা পাচ্ছে, যা সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা পরিচালক হেলাল আহমেদ জনি বলেন, 'রপ্তানির পেছনে ইনপুট কস্ট ও সাবসিডি ছাড়াও রয়েছে লজিস্টিকস ও মার্কেটিং ব্যয়। অথচ একজন প্রবাসী শ্রমিক শুধু নিজের শ্রম ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতি মাসে পরিবারকে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছেন, যা সরাসরি জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। রেমিট্যান্সের আরো বড় ইতিবাচক দিক হলো এটি গ্রামীণ অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে। কারণ বেশির ভাগ প্রবাসীর পরিবার থাকে গ্রামাঞ্চলে, যেখানে এই অর্থ খরচ হয় নির্মাণ, কৃষি ও ছোট ব্যবসায়। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে।'

তবে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, এই সম্ভাবনাকে টেকসই করতে হলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক বিদেশে পাঠাতে হবে। পাশাপাশি হুন্ডি বন্ধ করে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলেই রেমিট্যান্স নিশ্চিত করতে হবে। এতে আয় আরো বাড়বে এবং ভবিষ্যতে এটি ৫০ বিলিয়ন বা তারও বেশি হতে পারে।

রেমিট্যান্স শুধু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম নয়, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির এক পরোক্ষ চালিকাশক্তি। সঠিক নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শক্তিকে আরো কার্যকরভাবে কাজে লাগানো সম্ভব।

মুদ্রাবাজার ও বৈদেশিক মুদ্রার স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রবাসীদের আস্থা ফিরেছে। হুন্ডি চ্যানেলের পতন ও বিনিময় ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৈধ রেমিট্যান্সপ্রবাহকে এক শক্তিশালী ভিত্তিতে ▶

রেকর্ড রেমিট্যান্সে অর্থনীতিতে গতি

▶▶ বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিণত করেছে। যদিও এটি অর্থনৈতিক সংকটের পুরো সমাধান নয়, তবু এটি বাংলাদেশের জন্য একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক সংযোজন হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

আগস্ট ২০২৪-এ রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মনে করা হচ্ছে প্রবাসীদের মধ্যে সরকার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলো এখন বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে আরো সক্রিয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকিতে হুন্ডি চ্যানেল প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বিদেশে পাঠানো হলে এবং হুন্ডির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া গেলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এমনকি ভারতের মতো কর্মী বাজার ধরতে পারলে ১০০ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক আয় অর্জনও অসম্ভব নয়। কারণ ভারতের প্রবাসীরা একই ধরনের কাজে বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আয় করেন, শুধু দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের কারণে। সার্বিকভাবে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে সৌদি আরব, বাংলাদেশের জন্য এক অনন্য রেমিট্যান্স খনি। এই সম্ভাবনার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে রেমিট্যান্স হতে পারে দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈধ চ্যানেলে মোট ৩০.৩৩ বিলিয়ন বা তিন হাজার ৩৩ কোটি ডলার দেশে এসেছে। এর আগে কখনো ৩০ বিলিয়নের ধারেকাছেও যায়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল দুই হাজার ৩৯১ কোটি ডলার। এর আগে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের রেকর্ড হয় করোনার প্রকোপ শুরুর পর। লকডাউনের কারণে বেশির ভাগ দেশে তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্থবিরতা ছিল।

পাচারের চাহিদা না থাকায় ওই সময়ে প্রবাস আয়ের বড় অংশ আসে ব্যাংকিং চ্যানেলে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২৪.৭৮ বিলিয়ন ডলার দেশে আসে। করোনার প্রভাব শেষ হতেই ২০২১-২২ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ৩৭৫ কোটি ডলার কমে ২১.০৩ বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, দেশের পণ্য ও সেবার চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। যে কারণে ডলারের দর বাড়লে মূল্যস্ফীতিতে তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রভাব পড়ে। কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতি কমে জুন শেষে ৮.৪৮ শতাংশে নেমেছে। গত ৩৫ মাসের মধ্যে যা সর্বনিম্ন।

ডলারের দরে স্থিতিশীলতা মূল্যস্ফীতি কমার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। এর আগে ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ডলারের দর বাড়তে শুরু করে। একই সঙ্গে বেড়েছে মূল্যস্ফীতি। ওই বছরের আগস্টে ডলারের দর ছিল ৮৫ টাকা। আর মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫৪ শতাংশ। সেখান থেকে ডলার দরের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি দ্রুত বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি বাড়তে বাড়তে গত নভেম্বরে সর্বোচ্চ ১১.৩৮ শতাংশ হয়। রেমিট্যান্সে ধারাবাহিক উচ্চ প্রবাহের কারণে ডলারের দরে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। কমতে শুরু করেছে মূল্যস্ফীতি।

রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহ যে শুধু মূল্যস্ফীতি কমাতে সহায়ক হয়েছে, তেমন নয়। রেমিট্যান্স হিসেবে যে অর্থ আসে এর একটি অংশ সঞ্চয় করে সুবিধাভোগীর পরিবার। মূল্যস্ফীতি যত কম থাকে, জমার পরিমাণ তত বাড়ে। দীর্ঘ সময় পর ব্যাংক খাতের আমানত পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হয়েছে।

গত মার্চ পর্যন্ত এক বছরে আমানত ৯.৫১ শতাংশ বেড়ে ১৯ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তিন মাস আগে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৪৭ শতাংশ। অবশ্য এই আমানত প্রবৃদ্ধির পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো আস্থার সংকট কিছুটা কেটেছে। সরকার পতনের পর আস্থাহীনতার কারণে অনেকেই টাকা তুলে ঘরে রাখছিল। এখন সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ভালো ব্যাংকে রাখছে। যে কারণে অনিয়ম-দুর্নীতিতে আলোচিত ব্যাংকগুলোর সমস্যা থাকলেও সামগ্রিকভাবে ব্যাংকে আমানত বাড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, 'মূল্যস্ফীতি কমে আসার অন্যতম কারণ ডলার দরে স্থিতিশীলতা। আর এটা সম্ভব হয়েছে প্রবাসীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে বেশি অর্থ পাঠানোর কারণে। অর্থপাচারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর অবস্থানের কারণে এখন হুন্ডি প্রবণতা কমেছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে এক বছরে রেকর্ড ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে। পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও বাড়ছে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে কম সুদের কাঙ্ক্ষিত ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে রিজার্ভ বেড়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রয়েছে। গত কয়েক দিনে ডলারের দর কমছে। আগামীতে মূল্যস্ফীতি আরো কমার ক্ষেত্রে যা সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

কালের কণ্ঠ বুধবার। ১৩ আগস্ট ২০২৫।

বন্ধ ৩৫৩ কারখানা, লক্ষাধিক বেকার

গাজীপুর সাভার নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী ও চট্টগ্রাম

এক বছরের চিত্র

বন্ধের বড় কারণ

- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- ব্যাংকঋণ নিয়ে কড়াকড়ি
- উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি
- গ্যাসসংকট

মোট বেকার ১,১৯,৮৪২ জন

এলাকা	বন্ধ কারখানা	বেকার
সাভার	২১৪	৩১,০০০
গাজীপুর	৭২	৭৩,০০০
নারায়ণগঞ্জ	২৬	৫,৩৪২
চট্টগ্রাম	২১	১০,০০০
নরসিংদী	২০	৫০০

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

গত এক বছরে সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে ৩৫৩টি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। তাতে এক লাখ ১৯ হাজার ৮৪২ শ্রমিক বেকার হয়েছেন। তাঁদের অনেকে চাকরির জন্য ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরেছেন। বন্ধ কারখানার বেশির ভাগই তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইলশিল্পের। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। শিল্প মালিকরা বলছেন, ব্যাংকঋণ সুদে কড়াকড়ি, শ্রমিক অসন্তোষসহ বিভিন্ন কারণে দেশে শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছেই। তাঁরা চরম সংকটের কারণেই কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তাঁরা বলছেন, কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদহার ছাড়াও কাঁচামাল আমদানিতে এলসি সমস্যা, শিল্পে অব্যাহত গ্যাসসংকট, দফায় দফায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না পাওয়া, অব্যাহতভাবে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচে অনেকে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না।

সাভারে বন্ধ ২১৪ কারখানা : সাভার প্রতিনিধি ওমর ফারুক জানান, শিল্পাঞ্চল সাভার-আশুলিয়ায় এক বছরে ২১৪টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে স্থায়ীভাবে ১২২টি ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে ৯২টি কারখানা। বন্ধ হওয়ায় এসব কারখানার প্রায় ৩১ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও ব্যাংকের খেলাপি ঋণ নিয়ে কড়াকড়ি এবং বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারায় কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে।

আশুলিয়ায় অস্থায়ীভাবে বন্ধ বড় কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে ওডিসি ক্রাফট পিডিপি লিমিটেড, মাসকট গ্রুপ, ফ্যাশন নিট গার্মেন্টস লিমিটেড (প্রাইড গ্রুপ), গোল্ডস্টার গার্মেন্টস লিমিটেড ও সিঙ্গার ইলেকট্রনিকস। স্থায়ীভাবে বন্ধ বড় কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে দি ড্রেসেস অ্যান্ড দি আইডিয়াস লিমিটেড, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড, সাফওয়ান আউটার ওয়্যার লিমিটেড, ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেডসহ বিভিন্ন কারখানা। বন্ধ কারখানাগুলোর একটি সাভারের বিশমাইল-জিরাবো সড়কের কাঠগড়া আমতলার ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড। গত ফেব্রুয়ারিতে বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে না পারায় অব্যাহত শ্রমিক অসন্তোষে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। এতে বেকার হয়ে পড়েছেন কারখানার এক হাজার ৭৬৫ জন শ্রমিক-কর্মচারী। এই কারখানার শ্রমিক জেসমিন আক্তার বলেন, '২০১০ সাল থেকে কারখানায় চাকরি করছিলাম। গত ফেব্রুয়ারি থেকেই কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। এর পর থেকে বেকার হয়ে বিভিন্ন কারখানায় চাকরির জন্য গিয়েছি। কিন্তু আমাদের ফিঙ্গার লক করে রাখায় অন্য কোথাও চাকরি পাইনি। আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ আমাদের ফিঙ্গার লক খুলে দিয়েছে। তবে অন্য কোনো কারখানায় লোক নিচ্ছে না। প্রথমে জিনিসপত্র বন্ধক রেখে চলেছি। অনেক টাকা দোকানে বাকি থাকায় দোকানিও বাকি দিচ্ছিলেন না। বাসাভাড়া দিতে না পারায় ঘরের সব কিছু রেখে বাড়ি চলে যাচ্ছি।' কারখানার ব্যবস্থাপক সুজাত মল্লিক খান জানান, কারখানা বন্ধ থাকায় তিনি ফরিদপুর জেলার সদর থানার দিল মাহমুদপুর গ্রামে বসবাস করছেন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় ঢাকার শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ছেইন অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকদের পাওনা আদায়ে শ্রম আদালতে মামলা করা হয়েছে। বন্ধ থাকা জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন কারখানার শ্রমিক মাহমুদা বেগম বলেন, 'মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করায় মালিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। এই কারখানায় পাঁচ-ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করতাম। কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় আমরা অনিশ্চয়তায় আছি।'

গাজীপুরে বন্ধ ৭২ কারখানা : গাজীপুর থেকে নজস্ব প্রতিবেদক শরীফ আহমেদ শামীম জানান, জলায় একে একে শিল্প-কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তাতে বকারের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁরা কাজ না পেয়ে নানা অপরাধে যুক্ত হচ্ছেন। কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এক বছরে গাজীপুরে ৭২টি কলকারখানা বন্ধ করা হয়েছে। কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে মাহমুদ জন্স, ডার্ড কম্পোজিট, পলিকন লিমিটেড, টেক্সটাইল ফ্যাশন, ক্লাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলসসহ বিভিন্ন কারখানা। কারখানা বন্ধ হওয়ায় জেলায় বকার হয়েছেন প্রায় ৭৩ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। গত ফেব্রুয়ারিতে অর্থাভাবে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয় রপ্তানিমুখী বেক্সিমকো গ্রুপের ১৩ পোশাক কারখানা। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান বলেন, চাকরি হারানো শ্রমিকদের খুব কমই অন্য কারখানায় চাকরি পেয়েছেন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরে ১৩টি কারখানা বন্ধ হয় গত জানুয়ারিতে। বেক্সিমকোর ১৩টিসহ বাকি কারখানাগুলো বন্ধ করা হয়েছে গত ছয় মাসে। সব মিলিয়ে বেকার হয়েছেন ৭৩ হাজার ১০১ জন শ্রমিক। এগুলোর বেশির ভাগই কাজ না থাকা, কার্যাদেশ বাতিল এবং আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়েছে। এই অধিদপ্তরের গাজীপুরের সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) মো. রবিউল ইসলাম বাঁধন কালের কণ্ঠকে জানান, দেশের পোশাক কারখানাগুলো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার আল মামুন শিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, মালিকানা পরিবর্তন, ব্যাংকঋণ রিশিডিউল না করা, কাজ না থাকা ইত্যাদি কারণে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণেই বন্ধ হচ্ছে বেশির ভাগ কারখানা।

চট্টগ্রামে বন্ধ ২১ কারখানা : চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক মুহাম্মদ আবু তৈয়ব জানান, গত এক বছরে চট্টগ্রামে বন্ধ হয়েছে ২১টি কারখানা। তাতে জাহাজ ভাঙাসহ বিভিন্ন কারখানার কমপক্ষে ১০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছেন। ২১ কারখানাসহ ২০০৫ সাল থেকে তৈরি পোশাক ও শিপ ব্রেকিং (জাহাজ ভাঙা শিল্প) এই দুটি প্রধান শিল্প খাতে ৪১৬ কারখানা একে একে বন্ধ হয়ে গেছে। তৈরি পোশাক শিল্পের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যানুসারে, ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে ৬৯৯টি নিবন্ধিত কারখানার মধ্যে ৬১০টি সচল ছিল, সেখানে এখন ৩৫০টি কারখানা চালু রয়েছে। বাকি ২৬০টি কারখানায় তালা ঝুলছে। এর মধ্যে গত বছর ১৪টি ও চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে সাতটি কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। এর বাইরে এক বছরে একাধিক জাহাজ ভাঙা কারখানা বন্ধ এবং কয়েকটি কারখানায় বিপুলসংখ্যক শ্রমিক কমানো হয়েছে। বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি রাকিবুল

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বন্ধ ৩৫৩ কারখানা, লক্ষাধিক বেকার

আলম চৌধুরী বলেন, ক্রয়াদেশ কমার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও ব্যাংকিং সংকটও এসব কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ। বিজিএমইএর আরেক সাবেক প্রথম সহসভাপতি মো. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী [illegible]

[illegible] সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারী ও ক্রেতারা চট্টগ্রামে আসতে চান না। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঢাকায় যেতে হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রামে দক্ষ শ্রমিকের সংকটও এই শিল্পকে দুর্বল করে তুলছে।

চট্টগ্রামে তৈরি পোশাক খাতের চেয়ে বেশি সংকট দেখা দিয়েছে জাহাজ ভাঙা শিল্পে। প্রতিবছর সীতাকুণ্ডে ২০০ থেকে ২৫০টি জাহাজ ভাঙা হয়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপকূলে ২০ কিলোমিটারজুড়ে গড়ে উঠেছিল ১৮০টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড। সংশ্লিষ্ট খাত সূত্র জানায়, এখন সেগুলোর বেশির ভাগই বন্ধ। বর্তমানে চালু আছে ২৪টি। ১৫৬টি ইয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত দুই লাখ শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছেন আগেই। বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) সাবেক কার্যকরী সদস্য আবুল কাশেম জানান, বেশির ভাগ ইয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার বাড়ছে। শিপ ব্রেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, কখনো অতিরিক্ত ভ্যাট আরোপ, কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে লোহার মূল্যবৃদ্ধি—এসব কারণে মালিকরা বিপুল লোকসানের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া ব্যবসা বন্ধ থাকলেও এলসির বিপরীতে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ বন্ধ ছিল না, ফলে মালিকরা কঠিন সংকটে পড়েন। ডলার সংকট, এলসি খুলতে ব্যাংকের কঠোর শর্ত এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণেও এই শিল্পে চরম দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। মোস্তফা হাকিম গ্রুপের পরিচালক মো. সারোয়ার আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, নতুনভাবে কারখানা স্থাপনে আগ্রহীরা গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগও পাচ্ছেন না।

না.গঞ্জে বন্ধ ২৬টি পোশাক কারখানা : নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি রাশেদুল ইসলাম রাজু জানান, নারায়ণগঞ্জে ছোট-বড় এক হাজার ৮৩৪টি পোশাক কারখানা রয়েছে। সূত্র জানায়, বিভিন্ন কারণে এক বছরে ২৬টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এতে চাকরি হারিয়েছেন পাঁচ হাজার ৩৪২ জন। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে নিট গার্ডেন, একে ফ্যাশন লিমিটেড, লা মেইজন কচুর লিমিটেড, মোল্লা নিট ফ্যাশনসহ অন্তত আটটি বড় প্রতিষ্ঠান। এদিকে কারখানাগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়ার কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পোশাক কারখানার মধ্যে বেশির ভাগই বন্ধ হয়েছে আর্থিক সংকট এবং পর্যাপ্ত কাজের অভাবের কারণে। স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়াও গত এক বছরে নারায়ণগঞ্জের ১৯টি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কারখানা লে-অফ করা হয়েছে। তবে নারায়ণগঞ্জ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দিচ্ছে ভিন্ন হিসাব। তাদের হিসাবে, নারায়ণগঞ্জে নিবন্ধনকৃত পোশাক কারখানা এক হাজার ১০টি। এর মধ্যে গত এক বছরে ৯টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া নিট গার্ডেন কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা কামরুল হোসেন রনি বলেন, 'কারখানায় প্রায় সাড়ে ৪০০ শ্রমিক কাজ করত। [illegible] তৈরি হতো।

দৈনিক ১০ হাজারেরও বেশি পোশাক তৈরি হতো। আর টাকার অঙ্কে বলতে গেলে প্রতিদিন ২০ হাজার মার্কিন ডলারের সমমূল্যের পোশাক তৈরি হতো। ঋণ খেলাপের কারণেই মূলত আমাদের কারখানাটি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমাদের প্রত্যেক শ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধ করে দেওয়া হয়েছে।' এএসটি গার্মেন্টসের মালিক মো. আতিকুর রহমান বলেন, কার্যাদেশ কমে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সংকটের কারণে কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভর্তুকি দিয়ে কয়েক মাস কারখানাটি পরিচালনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি এম এ শাহীন বলেন, নারায়ণগঞ্জে যেসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর বেশির ভাগ শ্রমিক বেঁচে থাকার জন্য এখন অটোরিকশা চালাচ্ছেন, কিছুসংখ্যক শ্রমিক গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি মোরশেদ সারোয়ার সোহেল বলেন, কয়েকটি কারখানা আগে থেকেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম ছিল। বিগত সরকারের আমল থেকেই ফ্যাক্টরিগুলো দুর্বল অবস্থায় ছিল। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব থেকেই বন্ধ শুরু হয়। ব্যাংকের সুদহার বেড়ে যাওয়া, কার্যাদেশ কমতে থাকা—এসব কারণে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। দেশে স্থিতিশীল পরিবেশ না এলে আগামী দিনে আরো কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

নরসিংদীতে বন্ধ ২০ কারখানা : নরসিংদী প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান জানান, নরসিংদী সদর উপজেলার শীলমান্দিতে হামিদ ফ্যাব্রিক্স লিমিটেডে কাজ করতেন প্রায় এক হাজার ৪০০ শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা। দেড় মাস আগে প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণা (সাময়িক বন্ধ) করা হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্যাসসংকটের কথা বললেও রয়েছে বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণ। কারখানা বন্ধ থাকলেও জেলা প্রশাসন, কলকারখানা পরিদর্শকের কার্যালয়, শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকদের আন্দোলনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার শ্রমিকদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিতে বাধ্য হচ্ছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। তবে সেটা হয়তো আর ১৫ দিন চলমান থাকবে। এর মধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে হয়তো জেলার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

নরসিংদী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নরসিংদীতে বিভিন্ন শ্রেণির কারখানা রয়েছে দুই হাজার ২৫১টি। এর মধ্যে বড় ৪০টি, মাঝারি ৭১টি ও ছোট দুই হাজার ১৪০টি। এর মধ্যে ছোট কারখানা বন্ধ হয়েছে ২০টি। এতে কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ৫০০ শ্রমিক-কর্মচারী।

গাজীপুর ও আশুলিয়া

বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ার মাসকর্ট গার্মেন্টসের শ্রমিকরা গতকাল মঙ্গলবার সকালে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি জানান, শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিশমাইল-জিরাবো আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশের আশ্বাসে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে চলে যান শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানান, পূর্বঘোষণা ছাড়াই মাসকর্ট কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এতে কয়েক দফায় কারখানার মালিকপক্ষ কর্মরত শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয়। কিন্তু মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ করেনি। সর্বশেষ ১০ আগস্ট বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বেতন না দেওয়ায় গতকালও ওই কারখানার ২০০ থেকে ৩০০ জন শ্রমিক বিক্ষোভ করেন। আশুলিয়া শিল্প পুলিশ ১-এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া বলেন, নোটিশ ছাড়াই কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে মালিকপক্ষ। এতে শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করেছেন। পরে তাঁদের বুঝিয়ে এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

গাজীপুরে বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ : গাজীপুর থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, গাজীপুরে কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকার রোয়া ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। এর জেরে আশপাশের সাত-আটটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রতিশ্রুতি অনুসারে, গত সোমবার বিকেলে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন না দেওয়ায় শ্রমিকরা বাড়ি ফিরে যান। গতকাল সকাল ৯টায় তাঁরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে সকাল সাড়ে ১০টায় পুলিশ মহাসড়ক থেকে তাঁদের সরিয়ে দিলে কারখানার ভেতরে অবস্থান নেন শ্রমিকরা। গাজীপুর শিল্প পুলিশের উপপরিদর্শক (এসপি) আল মামুন শিকদার বলেন, এ ঘটনায় আশপাশের কয়েকটি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • August 12, 2025

Yunus's visit to Malaysia

Promoting labour migration, wooing investment

Bangladesh's relationship with Malaysia is one of the most vital partnerships in our labour migration and economic cooperation framework. Over the years, Malaysia has become a major destination for Bangladeshi workers, hosting over one million of our citizens who send home substantial amount of remittances. These workers form an essential part of Malaysia's workforce in sectors such as construction, agriculture, manufacturing, and services. However, the long-standing relationship has been punctuated by recurring crises -- the most recent being Malaysia's suspension of manpower recruitment from Bangladesh last year.

This is not the first time such recruitment has been halted. History tells us that Malaysia has, on multiple occasions, stopped hiring Bangladeshi workers due to irregularities in recruitment processes, high recruitment costs, and allegations of human trafficking. One of the most pressing reasons behind these suspensions is the influx of illegal workers, a problem perpetuated by a strong and well-connected syndicate. This syndicate, composed of both Malaysian and Bangladeshi actors, thrives on exploiting desperate job-seekers for hefty profits. The result is harassment, financial ruin, and even the loss of life for thousands of our migrant workers.

Against this troubled backdrop, Chief Adviser Dr Muhammad Yunus's ongoing visit to Kuala Lumpur carries high expectations. His trip, beginning Monday on the invitation of Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, offers an opportunity to address these entrenched issues head-on, restore trust, and pave the way for reopening Malaysia's job market to Bangladeshi workers.

According to officials, the primary focus of Dr Yunus's visit is on labour migration and investment. He will hold a bilateral meeting with Prime Minister Anwar Ibrahim of Malaysia at his Office in Putrajaya. This will be followed by delegation-level talks and the signing of several memorandums of understanding (MoUs). The agenda covers a broad spectrum: recruitment of new workers in various Malaysian sectors, increased hiring of skilled professionals, and improving the benefits and facilities available to Bangladeshi workers.

Foreign Ministry officials described this visit as "very important," noting Malaysia's central role in Bangladesh's manpower sector. The hope is to "take our migration sector to a stage where Malaysia takes the maximum number of manpower from us." This requires not only an agreement to lift the current suspension but also reforms that would prevent the same issues from resurfacing.

A significant part of the talks will also focus on securing Malaysian investment in emerging sectors in Bangladesh, such as deep-sea fishing and electronic vehicle (EV) manufacturing. Malaysia's Proton already has a presence in Bangladesh, and with global demand for EVs growing, this could become an important area of cooperation. Beyond jobs for low- and semi-skilled labour, this opens up pathways for technology transfer, skilled employment, and industrial growth back home.

One least discussed aspect of the Bangladesh-Malaysia migration equation is the potential for skilled employment. Hundreds of Bangladeshi students are currently studying at Malaysian institutions, many of them in technical, engineering, and IT-related fields. Yet after graduation, many return home or seek work in other countries due to limited opportunities to work in Malaysia. If the two governments can agree on frameworks that allow these graduates to be absorbed into Malaysia's high-tech industries, the benefits would be twofold: Bangladesh would gain valuable remittance from skilled jobs, and Malaysia would address its own shortage of qualified professionals. This would also help diversify the profile of Bangladeshi workers abroad. Currently, the bulk of our overseas workers are in low-paid, physically demanding jobs. Increasing the proportion of skilled professionals in the migration mix would not only raise overall remittance volumes but also improve the image of Bangladeshi workers globally.

Dr Yunus's itinerary includes more than just political meetings. There is a major business conference bringing together Malaysian corporate leaders and Bangladeshi entrepreneurs. This is followed by a series of high-level meetings with chief executives of Malaysia's major companies. These engagements are designed to encourage investment partnerships, facilitate joint ventures, and strengthen trade links.

The visit is also set to feature ceremonial and symbolic elements. On August 13, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) will confer an honorary degree on Dr Yunus. Prime Minister Anwar Ibrahim is expected to attend the ceremony. These events will contribute to the public diplomacy aspect of the trip, showcasing mutual respect and goodwill between the two nations.

Three notes of exchange are also expected, covering the halal ecosystem, higher education, and cooperation between the diplomatic training academies of both countries. The breadth of these agreements signals a desire to deepen the bilateral relationship beyond just migration and building a more diversified and resilient partnership.

For all the promise of these agreements, the heart of the matter remains the suspension of manpower recruitment. Any breakthrough in this area will require frank discussions about the governance of migration. Both countries must confront the issues of the role that syndicates play and the political protection they enjoy. A transparent, accountable, and affordable recruitment process is essential. This includes digitalisation of recruitment systems, rigorous background checks for recruiters, and direct government-to-government hiring arrangements to bypass exploitative middlemen.

Bangladesh also needs to strengthen its pre-departure training and worker protection measures. This is to ensure that workers are fully informed about their contracts, rights, and the cost of migration before leaving the country. On the Malaysian side, stricter enforcement against illegal recruitment channels and better monitoring of employers' compliance with labour laws are necessary.

The timing of this visit is critical. The suspension has left tens of thousands of prospective workers in limbo, many of whom have already paid significant sums to recruiters. The frustration among these workers and their families is growing. For the interim government in Dhaka, securing a reopening of Malaysia's job market would be a major political and economic achievement, boosting remittance inflows and easing domestic unemployment pressures.

Moreover, the global labour market is becoming increasingly competitive. Countries such as Nepal, Indonesia, and Vietnam are aggressively expanding their labour export to Malaysia and other destinations. If Bangladesh does not move quickly to resolve its issues, it risks losing market share permanently.

While the immediate priority is resolving the suspension, the longer-term vision should be about building a sustainable migration framework with Malaysia. This means moving from a cycle of crisis and reopening to a stable, predictable flow of workers. It also means aligning migration policies with the changing needs of Malaysia's economy - for example, by increasing the supply of skilled technicians for its growing EV sector, or IT specialists for its expanding digital economy.

Equally important is expanding cooperation in education and vocational training, so that Bangladeshi workers are better prepared for higher-paying jobs. Joint training centres, mutual recognition of qualifications, and targeted scholarship programmes could be part of this approach.

If the visit can deliver concrete agreements on transparent recruitment, stronger labour protections, and expanded economic cooperation, it will go a long way towards resolving the existing problems and preventing future ones. With over a million Bangladeshis already contributing to Malaysia's economy, and countless more hoping to do so, this is a relationship that deserves careful nurturing. The stakes are high, but so is the potential for a win-win outcome.

mirmostafiz@yahoo.com

NEW AGE WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025,

BCSM calls for open, transparent labour migration to Malaysia

Staff Correspondent

THE Bangladesh Civil Society for Migrants, a coalition of 23 migration-focused organisations, in a statement on Tuesday called on the government to put in place an open and transparent labour migration process to Malaysia.

In a statement it also expressed concern over media reports that allegations against individuals linked to a Malaysia-based labour recruitment 'syndicate' could not be proven.

Citing reports published on the media, the coalition said that it was alarming that former lawmaker and finance minister AHM Mustafa Kamal's family and three other former lawmakers were reportedly set to be cleared of such allegations.

Malaysia's Malaysiakini also reported that Bangladesh had agreed, at Malaysia's request, to suspend investigations into a powerful syndicate accused of exploiting Bangladeshi migrant workers, said the statement.

The Bangladesh Civil Society for Migrants demanded that the members of the migration racket must be brought to justice and permanently barred from participating in future recruitment, warning against a potential repeat of the irregularities that previously shut down Malaysia's labour market to Bangladesh.

It also called for reinvestigation, judicial inquiries and public disclosure of progress by the Anti-Corruption Commission.

The coalition noted that in 2022–2024, workers bound for Malaysia were charged five to six times the government-set cost, amounting to several thousand crores of taka in corruption involving syndicates in both countries. Similar networks operated in 2017–2018 without prosecution.

দেশ রূপান্তর রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫,

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার কূটনীতিতে নতুন দিগন্ত

প্রধান উপদেষ্টার সফর

- প্রতিরক্ষা, জ্বালানিসহ পাঁচটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার কথা রয়েছে
- কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা

ইউনিভার্সেল মেডিকেল
২৪ ঘন্টা জরুরী স্বাস্থ্যসেবা
১০৬৬৭
০১৮৪১ ৪৮০ ০০০
ইউনিভার্সেল

উন্মুল ওয়ারা সুইটি

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে আগামী সোমবার দেশটিতে সফরে যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দ্বিপক্ষীয় এই সফরে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, হালাল খাদ্যসহ বিভিন্ন খাতে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর এবং তিনটি নোট বিনিময় হওয়ার কথা রয়েছে। এ সফরকে ঘিরে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

ঢাকা-কুয়ালালামপুরের কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, সফরের পরদিন আগামী মঙ্গলবার কুয়ালালামপুরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে। বৈঠকে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো জটিলতা, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উচ্চশিক্ষা, রোহিঙ্গাসংকট, কৃষি, হালাল খাদ্য ও সমুদ্র অর্থনীতি, আসিয়ানসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুই দেশের সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

কেন এই সফর গুরুত্বপূর্ণ : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেয়। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র দুই মাস পর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ঢাকা সফর করেন, যা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রথম কোনো বিদেশি সরকারপ্রধানের সফর ছিল।

এবারের সফরটি সেই ধারাবাহিকতার একটি প্রতীকী ও বাস্তবিক অগ্রগতি– দুই দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে গড়ে ওঠা 'ভালো রসায়ন'কে কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক স্বার্থে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হবে। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এ সফরটি মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে গত এক মাসে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের গ্রেপ্তার এবং দেশে ফেরত পাঠানো বিষয়ে যে ইমেজ সংকট তৈরি হয়েছে, সে বিষয়েও সুস্পষ্ট আলোচনা হওয়ার সুযোগ রাখবে। ঢাকা এরই মধ্যে কুয়ালালামপুরকে জানিয়েছে।

সম্ভাব্য চুক্তি ও নোটবিনিময় : সফরে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক এবং তিনটি নোট বিনিময় হতে পারে। সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে থাকতে পারে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি, জ্বালানি খাতে যৌথ উদ্যোগ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) ও মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (আইএসআইএস) মধ্যে চুক্তি, বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিএমসিসিআই) ও মিমোসের (মালয়েশিয়ান প্রযুক্তি সংস্থা) মধ্যে সমঝোতা এবং এফবিসিসিআই ও মালয়েশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রির (এমআইসিসিআই) মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি।

সম্ভাব্য নোটবিনিময়ের মধ্যে রয়েছে, হালাল খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ফরেন সার্ভিস একাডেমি ও ইনস্টিটিউট আব ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ফরেন রিলেশনসের (আইডিএফআর) মধ্যে সহযোগিতা এবং উচ্চশিক্ষা খাত উন্নয়ন।

দুই দেশের কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, সফরে শ্রম রপ্তানি জটিলতা নিরসনে প্রস্তুতি নিয়েছে ঢাকা। এর মধ্যে কুয়ালালামপুরকে এ বার্তা দেওয়া হয়েছে। মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণে দীর্ঘদিনের সমস্যার কথা তুলে ধরা হবে দুই শীর্ষ প্রধানের বৈঠকে।

রোহিঙ্গাসংকট : আন্তর্জাতিক সমর্থন ও মানবিক সহায়তার প্রসারে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। অভিবাসন ও শরণার্থীবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আসিফ মুনীর বলেন, 'রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকারকে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।'

জানা গেছে, বাংলাদেশকে আসিয়ানে পর্যবেক্ষক বা পূর্ণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য মালয়েশিয়ার সমর্থন চাওয়া হবে। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিবিনিময়, যৌথ প্রশিক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে যৌথ বিনিয়োগ। ব্লু ইকোনমি, মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি বিনিময়।

কূটনৈতিক বিশ্লেষক হুমায়ুন কবীর বলেন, 'প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফর বাংলাদেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশটি বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজার। দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে শ্রমিক পাঠানো বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশিদের জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেপ্তার করছে এবং দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার সফরে শ্রমবাজার নিয়ে বড় কোনো খবরের প্রত্যাশা রয়েছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা আমাদের দরকার।'

প্রধান উপদেষ্টার এ সফর নিয়ে বেশ আশাবাদী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা আশাবাদী যে অনেকগুলো বাধা দূর করতে পারব। প্রথমত, সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি সফর হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, দুই দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে ভালো রসায়ন আছে, আমরা সেটি কাজে লাগাব।'

সফরটি সম্পর্কে অবহিত আছেন এমন একজন সরকারি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়া (ইউকেএম) প্রধান উপদেষ্টাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেবে।

সফরসূচি অনুযায়ী, মালয়েশিয়ায় পৌঁছার পর প্রধান উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। এরপর প্রধান উপদেষ্টা বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর আয়োজনে একটি ব্যবসায়িক সেমিনারে অংশগ্রহণ করবেন। এরপর বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গে মতবিনিময়, ইউকেএম থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ, কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ দূতাবাস ও মালয়েশিয়ার কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক এবং দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হিসেবে থাকছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামসহ অন্য কর্মকর্তারা।

আগামী ১৩ আগস্ট ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে প্রধান উপদেষ্টার।

এদিকে প্রধান উপদেষ্টার সফরের আগেই বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মালয়েশিয়ায় মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা (এমইভি) চালু হয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এই পদক্ষেপ অভিবাসী শ্রমিকদের যাতায়াত প্রক্রিয়া সহজ করবে, পাশাপাশি ইমিগ্রেশন পাসের অপব্যবহার রোধ এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করবে। এতে মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত মিশনগুলোর নতুন ভিসা আবেদনের চাপও কমবে।

Thursday • August 14, 2025

LOWER TARIFFS THAN CHINA, INDIA

Prospect bright for Bangladeshi MMF-based RMG exports to US

Say exporters

MONIRA MUNNI

Bangladeshi manmade fibre (MMF)-based garment exports to the US, which remained almost static during the last two years, will get a boost amid the duty tension among the major producing countries, provided local challenges are addressed, industry insiders said.

They said now is the right time to invest in the backward linkage textile sector, especially MMF-based garment manufacturing.

Bangladesh is currently in an advantageous position with a 20 per cent additional duty for exporting to the US and can grab a larger share of work orders shifting from China and India, they also said.

They further added Vietnam is not increasing its garment production capacity, while Bangladesh has the capacity and can further enhance it if the required policy support is provided.

According to data compiled by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh exported MMF-based garments worth $1.54 billion to the US in 2024, which was almost the same - $1.55 billion - in 2023.

Such exports were only $764.92 million in 2020.

Abdullah Hil Nakib, deputy managing director of Team Group, told The Financial Express MMF-based apparels account for $1.2-1.3 billion of the $7.50 billion Bangladeshi garments exported to the US on average.

Most of the required raw materials to make such clothes are imported mainly from China, he said.

Due to the trade and duty war between the US and China, orders from the latter will shift to other destinations, he said.

"Now we have a scope to choose and go for high-value-added items made with MMF."

He said his company's exports of MMF apparel items like jackets and outerwear have been increasing for the last couple of years.

Nakib, however, said MMF garments are mostly exported to the European Union (EU).

The EU imposes one regulation after another, including ESG and other due diligence requirements, and this encourages local exporters to diversify their destinations, he said.

Though sourcing raw materials from China may have some disadvantages for exporting products to the US, he said it is high time Bangladesh prepared itself by handling the least developed country (LDC) graduation challenges.

The US cut the additional duty on Bangladesh's exports to 20 per cent from 35 per cent, which is now equal to, or on a more equal footing with, the major competitors.

The rate is lower than China's 30 per cent and India's 25 per cent.

Bangladeshi garment exports to the US will face tariffs of 36.5 per cent and 52 per cent for cotton-based and MMF-based items, respectively.

The rates include 20 per cent reciprocal tariff on top of the existing 16.5 per cent and 32 per cent tariffs, respectively.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said Bangladesh could gain a competitive edge in MMF garment manufacturing if raw materials are sourced locally.

Sayeed Ahmed Chowdhury, director at Square Denim, said they mostly blend MMF with other materials, such as cotton, due to the absence of local raw materials despite huge demand.

He, however, said a good number of entrepreneurs are investing in the MMF segment to grab a share of the growing global demand.

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell said following the successful reciprocal tariff negotiations with the US, Bangladesh is now in a stronger position.

As a result, local exporters are receiving more queries from buyers, he said.

THE FINANCIAL EXPRESS Thursday • August 14, 2025

Top Malaysian industrialists discuss investment with CA

Affordable housing for millions in emerging towns, EZs tops priority list of investment

Malaysian tycoon Syed Mokhtar Al-Bukhary called on Chief Adviser Professor Muhammad Yunus at a hotel in Kuala Lumpur on Wednesday. — PID

FE REPORT

Chief Adviser Professor Muhammad Yunus Wednesday invited leading Malaysian conglomerates to invest in Bangladesh's much-needed affordable housing, ports, healthcare, and education sectors.

The call came during a series of meetings in Kuala Lumpur with some of Malaysia's most prominent business leaders, said a spokesperson for the CA Office.

Professor Yunus invited Jeffrey Cheah, the founder-chairman of Sunway Group, to invest in affordable housing in Bangladesh -- particularly for the growing number of factory workers living near industrial parks and economic zones.

"It is time to invest in Bangladesh," said the head of interim government, highlighting the reforms undertaken by his government to create a more business-friendly environment.

Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Executive Chairman Chowdhury Ashik Mahmud Bin Harun underscored the urgent need for large-scale investment in housing and construction, especially in the southeastern region where new ports and economic zones are being developed.

"Bangladesh is witnessing rapid urbanisation. We need massive investment to build homes and facilities for millions of workers and new city residents," he told the leading businessmen.

He also encouraged Sunway Group -- one of Malaysia's largest healthcare providers -- to establish hospitals in Bangladesh.

Cheah responded that his companies would "definitely" explore business opportunities in the country. He also expressed interest in offering scholarships to Bangladeshi students, noting that tens of thousands of Bangladeshis currently work in Sunway's construction and housing divisions.

Praising Bangladeshi workers, Cheah revealed he had urged Malaysian authorities to extend their permitted stay beyond six years.

In a separate meeting, Malaysian tycoon Syed Mokhtar Al-Bukhary, the owner of national carmaker Proton and infrastructure giant MMC Corporation Berhad, voiced his commitment to supporting Bangladesh through investment.

"It's not just for profit-making, we want to do this because of the Bangladeshi people," he said during his meeting with Professor Yunus.

Syed Mokhtar also stressed the need for responsible relocation in projects involving river development and fishing communities.

Professor Yunus reiterated that the Interim Government of Bangladesh introduced wide-ranging reforms to ease business and investment procedures.

BIDA Executive Chairman Ashik Chowdhury listed solar energy and agro-processing among priority investment sectors. Syed Mokhtar expressed optimism about Bangladesh's solar potential, showing his group's interest in both renewable energy and food security.

As a gesture of goodwill, Syed Mokhtar presented Professor Yunus with a book compiling 20 years of research on the 18th-century Indian anti-colonial ruler Tipu Sultan.

mirmostafiz@yahoo.com

প্রথম আলো • রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫,

চিনিকল বন্ধ রেখে বিদেশি বিনিয়োগ খুঁজতে হবে কেন

চিনিশিল্প

বিগত সরকার বিদেশি বিনিয়োগের আশায় ছয়টি চিনিকল বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু গত পাঁচ বছরে কোনো বিদেশি বিনিয়োগ আসেনি; বরং কৃষকেরা ভোগান্তিতে পড়েছেন, সম্ভাবনাময় একটি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও অনেক কর্মসংস্থান বিলুপ্ত হয়েছে। এ বছর আবার অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশি বিনিয়োগের আশায় একই পথে হাঁটছে। চিনিশিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে লিখেছেন **মোশাহিদা সুলতানা**

২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভোর। দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকলের গেস্টহাউসে ঘুম ভাঙল কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে। পাশেই অফিসার্স ক্লাব, ২০২০ সালে চিনিকল বন্ধের ঘোষণার পর যে ক্লাব চার বছর নিঃশব্দে তালাবদ্ধ ছিল। ক্লাবের পুরোনো ভবনের প্রবেশপথে গজিয়ে ওঠা আগাছা কেটে ফেলা হয়েছে। জীর্ণ দেয়াল-মেঝে ধুয়ে করা হয়েছে ঝকঝকে।

উদ্বোধনের আনন্দে চিনিকলের কিছু কর্মী আয়োজন করেছেন পিঠা উৎসব, যেখানে আমরাও আমন্ত্রিত। আশপাশের কৃষক পরিবার আর কর্মীদের স্ত্রী-সন্তানেরা একে একে ট্রেতে সাজানো পিঠা নিয়ে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তেই হলরুম ভরে উঠল হাসি, গল্প আর মানুষের উষ্ণতায়। পাঁচ বছর পর স্যাঁতসেঁতে ভবনটি ফিরে পেল প্রাণ, আর মানুষের চোখেমুখে ঝলমলিয়ে উঠল পুরোনো দিনের স্মৃতি।

২০২০ সালে করোনা মহামারির সময় হাসিনা সরকার হঠাৎ দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৬টিতে আখমাড়াই বন্ধের ঘোষণা দেয়, খেতে তখন দণ্ডায়মান আখ, কাটার অপেক্ষায় ছিল। সেই বন্ধ হওয়া মিলগুলোর একটি ছিল সেতাবগঞ্জ চিনিকল। আকস্মিক এ সিদ্ধান্তে কর্মী ও কৃষকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনে নামলেন, তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়।

থমথমে পরিস্থিতিতে আশপাশের হোটেল, দোকান, ছোট ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সবার মুখে তখন একটাই প্রশ্ন—কীভাবে হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত নিল হাসিনা সরকার? শোক ও ক্ষোভে কৃষকেরা রাস্তায় আখ পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। জমে থাকা এ ক্ষোভই যেন পরবর্তী সময়ে গণ-অভ্যুত্থানের সময় বাষ্প হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল।

অভ্যুত্থানের পর চিনিকল আবার চালুকরণ টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রধান উপদেষ্টা আখমাড়াই স্থগিতাদেশ তুলে নেন। জীবিকা হারানো মানুষগুলো নতুন করে আশাবাদী হন—আবার খুলবে মিল, আবার ফিরবে কর্মসংস্থান। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দেরি করে হলেও আখ চাষ শুরু হয়। আখ রোপণ উদ্বোধন দেখতে যাই শ্যামপুর আর সেতাবগঞ্জে।

এরপর চিনিকলগুলো চালু করতে নতুন বিনিয়োগের প্রস্তুতির সময়, টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী করপোরেশন অর্থ বিভাগে সেতাবগঞ্জ ও শ্যামপুর চিনিকলের জন্য তিন বছরের বাজেট প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন রোপণ মৌসুম শুরু হওয়ার ঠিক আগে জানা গেল, অর্থ বিভাগ বাজেট অনুমোদন করেনি। অথচ আট-নয় মাস আগেও মিলগেটে লিফলেট দিয়ে কৃষকদের আখ চাষে উৎসাহিত করা হয়েছিল। টাস্কফোর্সকেও জানানো হয়নি, কেন সরকার হঠাৎ অর্থছাড় থেকে সরে এল।

আগের মতোই কারণ জানা গেল পত্রিকার শিরোনামে, 'গত ৫ বছরে ৫০০ কোটি টাকা লোকসান করেছে চিনিকলগুলো।' পুরোনো লোকসানের একই অজুহাত আবারও হাজির করা হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাস্তবতা কি সত্যিই এত সরল?

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আসা-যাওয়া

নানা তরফ থেকে জানা যাচ্ছে, বিদেশি কোম্পানি সুটেক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে সরকারের আলোচনা চলছে। থাই কোম্পানি সুটেককে জাপান ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন প্রাথমিকভাবে ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির (সভরেন গ্যারান্টি) শর্তে।

এর আগে অনেক ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে, একেকবার একেক বিনিয়োগকারী এসে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছিল। এর মধ্যে থাইল্যান্ড, জাপান, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশের বিনিয়োগকারীরা এসেছিল। কিন্তু প্রতিবারই রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কোনো বিনিয়োগ হয়নি। প্রশ্ন হলো, সরকার যদি মনে করে বিদেশি বিনিয়োগ এলেই চিনিকলগুলো লাভ করা শুরু করবে, তাহলে কেন সেই বিনিয়োগকারীরা রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি চায়?

বিগত সরকার বিদেশি বিনিয়োগের আশায় চিনিকলগুলো শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু গত পাঁচ বছরে কোনো বিনিয়োগ তো আসেইনি; বরং কৃষকেরা ভোগান্তিতে পড়েছেন, সম্ভাবনাময় একটা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও অনেক কর্মসংস্থান বিলুপ্ত হয়েছে। এ বছর আবার অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশি বিনিয়োগের আশায় একই পথে হাঁটছে। অথচ এত দিনে তো জেনে যাওয়ার কথা, কেন রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি ঝুঁকিপূর্ণ, কেন আগের সরকার গ্যারান্টি দেয়নি?

চিনিশিল্পে লোকসানের ঝুঁকি ও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি

এত দিনে জানা হয়ে গেছে যে চিনিকলগুলো লোকসানের ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয় এই শিল্পের ধরনের কারণে। এ কারণে এটি ঐতিহাসিকভাবে কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ, এর সঙ্গে দেশের আখচাষিদের জীবিকা ও খাদ্যনিরাপত্তা জড়িত। এ ছাড়া এখান থেকে উৎপাদিত উপজাত থেকে বিদ্যুৎ, সার, অ্যালকোহল, জীবাণুনাশক ও স্যানিটাইজার উৎপাদন করা যায়।

দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকল। ফাইল ছবি

এই খাত লাভজনক হয় যদি সমন্বিত পরিকল্পনা করে উপজাত থেকে বহুমুখী পণ্য, অন্য কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করা যায় এবং রিফাইনারি ও ডিস্টিলারি চালু করা যায়। এরপরও চিনিশিল্প লাভজনক না-ও হতে পারে, যদি কৃষকদের যথেষ্ট বীজ ও সার দিয়ে প্রণোদনা দেওয়া না হয়, কৃষকদের কাছে গিয়ে আখ সরবরাহে উৎসাহিত করা না হয়, সময়মতো আখ মিলে না আনা হয়, সমন্বয়হীনতা থাকে ও চিনির বাজারদর পরিবর্তিত হয়।

লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে বলেই যেকোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী এলেই ঋণ নিতে গেলে ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি চায়। সরকারের দিক থেকে এ ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, বিদেশি কোম্পানিকে এই রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি দিলে অনেক সময় অপব্যবহার করার ঝুঁকি থাকে। তখন ভুল সিদ্ধান্তের দায় এসে পড়ে জনগণের ঘাড়ে।

রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি সরকার সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে দিয়ে থাকে, বিশেষ করে তখনই এটা দেওয়া হয়, যখন লোকসানের ঝুঁকি থাকে, খাদ্য, জ্বালানি ও কর্মসংস্থানের নিরাপত্তার কারণে শিল্প চালু করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি স্থানীয় ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি বা বিদেশি কোম্পানির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তারা লোকসান দেখিয়ে, খরচ বাড়িয়ে সরকারকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করার সুযোগ পায়।

'ট্রেডগ্যাপ' বনাম রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো দ্য পাবলিক করপোরেশনস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬ অনুযায়ী, সরকার নির্ধারিত দামে চিনি বিক্রি করে। দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে কম

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

- চিনিকলগুলো লোকসানের ঝুঁকি থেকে মুক্ত নয় এই শিল্পের ধরনের কারণে। এ কারণে এটি ঐতিহাসিকভাবে কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচিত হয়।
- বিদেশি কোম্পানিকে এই রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি দিলে অনেক সময় অপব্যবহার করার ঝুঁকি থাকে। তখন ভুল সিদ্ধান্তের দায় এসে পড়ে জনগণের ঘাড়ে।
- যখন সামান্য বিনিয়োগ ও দেশি দক্ষ জনবল ব্যবহারেই কর্মসংস্থান তৈরি ও অর্থনীতির ভিত গড়া যায়, তখন সরকারের উচিত অতিসত্বর বিনিয়োগ করা।

হলে আইন অনুযায়ী সরকারকে পার্থক্য (ট্রেডগ্যাপ) পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বহু বছর ধরে সরকার এ ভর্তুকি না দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ দিচ্ছে। ফলে কিছু চিনিকলে ঋণ পরিশোধের খরচ গড়ে উৎপাদন খরচের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে লোকসান দেখিয়েই সরকার ছয়টি চিনিকল বন্ধ করেছে।

চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন দাবি করে, সরকার যদি নিয়মিত ট্রেডগ্যাপ পরিশোধ করত, তবে ঋণের ভারে জর্জরিত হতো না ও লোকসানও কমত। ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত অপরিশোধিত ট্রেডগ্যাপ দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ২৩০ দশমিক ১৮ কোটি টাকা। অথচ ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত ভ্যাট, শুল্ক ও কর বাবদ গড়ে ৪ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে দিয়েছে। শুধু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে করপোরেশন সরকারকে দিয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা, যা প্রাপ্য অর্থের (৪২৯ কোটি টাকা) এক-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ সরকার চিনিকল থেকে আয় করছে, কিন্তু প্রাপ্য অর্থ না দিয়ে করপোরেশনকে ঋণগ্রস্ত করছে।

বিদেশি ব্যাংককে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি দিলে ঝুঁকি বেশি। যদি সুটেক ও করপোরেশনের যৌথ প্রকল্প লোকসানে পড়ে, ঋণ পরিশোধের বোঝা জনগণের ঘাড়ে পড়বে, কিন্তু লাভ হলে অংশ যাবে বিদেশি কোম্পানির কাছে। এতে রাজস্ব ঘাটতি বাড়বে, স্থানীয় কৃষক-শ্রমিক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত থেকে বাদ পড়বেন এবং খাদ্যশিল্পে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়ে খাদ্যনিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে।

'ট্রেডগ্যাপ' টাকায় মেটাতে হয় আর বিদেশি ঋণের সুদ দিতে হয় ডলারে, যা রিজার্ভে চাপ ফেলে, ডলারের দাম বাড়লে খরচও বাড়ে। প্রকল্প দেরি বা খরচ বাড়লে সরকার লোকসান চলাকালীন ঋণ শোধে বাধ্য। বিদেশি কোম্পানি ইচ্ছাকৃত অপচয়, বেশি দামে যন্ত্রপাতি কেনা বা ব্যয়বহুল ঠিকাদার নিয়োগ করে লোকসান দেখিয়ে সরকারের কাছে অর্থ চাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই লোকসান রাজস্ব থেকে মেটাতে হয়। তফাত শুধু ট্রেডগ্যাপের অর্থ যায় করপোরেশনে আর গ্যারান্টির সুদের অর্থ যায় বিদেশি ব্যাংকে।

বিদেশি বিনিয়োগ, নাকি প্রকল্প পরিকল্পনায় সমস্যা

অনেক সময় বিদেশি বিনিয়োগে নির্মিত প্রকল্পের সমস্যা নিয়ে বিরোধিতা করলে তা অনেকের কাছে 'বিদেশ বিরোধিতার' সমার্থক মনে হতে পারে। কারণ, প্রকল্পের ধরন, ফিজিবিলিটি, দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক প্রভাব বোঝার ধৈর্য তাদের থাকে না। অনেকে সহজভাবে এ বিরোধিতাকে 'বিদেশ ভীতি'র সঙ্গে তুলনা করেন।

সুটেক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রস্তাবে ১৫টি এলাকার ১৫টি চিনিকল বন্ধ করে মাত্র ৪টি এলাকায় ৪টি চিনিকল করার কথা বলা হয়েছে। ২০২০ সালে ছয়টি চিনিকল বন্ধের সময় বলা হয়েছিল, বন্ধ মিলসংলগ্ন আখ চালু মিলগুলোতে যাবে, সমস্যা হবে না। কিন্তু দেখা গেল, কৃষকেরা দূরে আখ সরবরাহে আগ্রহী নন। আনা-নেওয়ার খরচ, মিলগেটে দীর্ঘ লাইন তাঁদের আখ চাষ নিরুৎসাহিত করে। আখ শুকিয়ে গেলে সুক্রোজ ও চিনি আহরণের হার কমে।

যাঁদের চিনিকল বিষয়ে ন্যূনতম অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, আখ উৎপাদন এলাকা থেকে মিল দূরে হলে আখ পাওয়া যায় না। যা সবাই বোঝেন, তা বিনিয়োগ বোর্ড কেন বোঝে না?

যেকোনো প্রকল্প পরিকল্পনার আগে মাঠপর্যায়ে অংশীজনদের সঙ্গে আলাপ করে সমস্যা বুঝতে হয়, বিশেষ করে তা যদি হয় কৃষি-সম্পর্কিত। কবে বিদেশি বিনিয়োগের ফিজিবিলিটি স্টাডি হবে, কবে বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাতিল হবে—এ জন্য তো চিনিকল বন্ধ করে কৃষকদের বঞ্চিত করার দরকার নেই।

পাঁচ বছর ধরে এত ফিজিবিলিটি স্টাডি হওয়ার পরও সেগুলো কেন বাস্তবায়িত হলো না, এ বিষয়ে প্রথমে বিনিয়োগ বোর্ডকে ভালোমতো অনুধাবন করতে হবে। কয়েক দিন পরপর একেক বিনিয়োগকারী নিয়ে এসে, জমি মাপা, চিনিকল দেখানো, ফিজিবিলিটি স্টাডির মধ্যে আর কত দিন ঘুরপাক খাবে বিনিয়োগ বোর্ড?

শেষ কথা

পাঁচ বছর প্রায় হলো চিনিকলগুলো বন্ধ। সরকার ধরে নিচ্ছে, বিদেশি বিনিয়োগ এলেই লাভ হবে আর ঝুঁকি দেখে ব্যাংকগুলো রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি চাচ্ছে—এই দুটো পরস্পরবিরোধী বার্তা দেয়। লাভজনক যদি হয়ই, ঋণের জন্য রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি কেন দরকার? তাহলে ট্রেডগ্যাপ পরিশোধ আর সরকারের ঋণ পরিশোধে তেমন পার্থক্য থাকে না। সরকার দীর্ঘদিন ট্রেডগ্যাপের অর্থ পরিশোধ না করে চিনিকলগুলোর উৎপাদন খরচ বাড়িয়েছে, অথচ দায়ী করা হচ্ছে শুধুই দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাকে।

অব্যবস্থাপনা আছে বটে, কিন্তু ৮০ বছরের পুরোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, যথেষ্ট বিনিয়োগ না করে, মাঠপর্যায়ে কর্মী নিয়োগ না করে, আখ সরবরাহ নিশ্চিত না করে লাভের আশা করা অবাস্তব চিন্তা। সরকার হাজার কোটি ডলারের ঋণ পরিশোধ করছে অপচয়মূলক প্রকল্পে, কিন্তু জনস্বার্থ-সম্পর্কিত কোনো খাতে বিনিয়োগের প্রসঙ্গ এলে অর্থ থাকে না।

যখন সামান্য বিনিয়োগ ও দেশি দক্ষ জনবল ব্যবহারেই কর্মসংস্থান তৈরি ও অর্থনীতির ভিত গড়া যায়, তখন বিদেশি ঋণে জর্জরিত সরকারের উচিত অতিসত্বর অর্থ বিনিয়োগ করা। বিদেশি বিনিয়োগের মুলা ঝুলিয়ে রেখে আর কত দিন কৃষকদের বঞ্চিত করা হবে?

টাস্কফোর্স ছয়টি চিনিকলের মধ্যে সেতাবগঞ্জ ও শ্যামপুরে এ বছর আখ রোপণের জন্য মাত্র ১১ দশমিক ৮৩ কোটি ও আগামী দুই বছর আরও প্রায় ১০৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। পাশাপাশি পরে আরও দুটি করে চিনিকল খোলার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল।

হাজার হাজার কোটি টাকার অপচয়ের তুলনায় এ অর্থ তুচ্ছ। কিন্তু কৃষকের স্বার্থ এলে সরকারের কাছে এ সামান্য অর্থও থাকে না। এ থেকে স্পষ্ট যে সেতাবগঞ্জ ও শ্যামপুরের সেই আশাবাদী কৃষকদের আখ রোপণ উৎসবের কথা ও পরের হতাশার কথা, উপদেষ্টা বা সরকারি কর্তাব্যক্তিরা হয়তো কোনো দিনই জানবেন না।

● ড. মোশাহিদা সুলতানা সহযোগী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* মতামত লেখকের নিজস্ব

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৮ আগস্ট ২০২৫

ধ্বংসের পথে পাঁচ শতাধিক শিল্প কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তহীনতায় গত এক বছরে পাঁচ শতাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ও রুগণ হয়েছে। ব্যাংকগুলো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃ তফসিল করতে সম্মত হয়ে গভর্নরের সিদ্ধান্তের জন্য চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের গড়িমসিতে শিল্প উদ্যোক্তারা কোনো সহযোগিতা পাননি। বরং অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগিতা পেয়েছেন। অনেক ব্যবসায়ী গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক করেও কোনো ফল পাননি। এ অবস্থায় ধ্বংসের পথে রয়েছে পাঁচ শতাধিক শিল্প-কারখানা।

অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে খেলাপি হওয়া প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃ তফসিল প্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে দেশের বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান পুঁজি সংকটে পড়ে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। নগদ অর্থের অভাবে অনেক কারখানা ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, আবার অনেক প্রতিষ্ঠান অনিশ্চয়তায় ভুগছে। ফলে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক এখন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তহীনতা, ঋণ পুনঃ তফসিলে ধীরগতি

আর সরাসরি ঋণ পুনঃ তফসিলের আবেদন অনুমোদন বা বাতিল করে না। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত বড় ঋণগ্রহীতাদের সহায়তায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ উদ্যোগ নেয়।

গত ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ পুনর্গঠন প্রস্তাব যাচাইয়ের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছে। যাদের বেশির ভাগ রপ্তানিনির্ভর খাত। যেমন- টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক ও চামড়াজাত শিল্প। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ২৮০টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, আবেদন নিষ্পত্তির ধীরগতিতে তাদের নগদ অর্থের প্রবাহ কমে গেছে। এতে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, কর্মী ছাঁটাই বাড়ছে এবং সরবরাহকারীদের কাছে বকেয়া জমছে। ফলে অর্থনীতির উৎপাদনশীল ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন-বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, 'সব আবেদন একটি মাত্র কমিটি দেখছে বলে প্রক্রিয়া ধীরগতির শিকার হয়েছে। প্রতিটি বৈঠকে মাত্র তিন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ধ্বংসের পথে পাঁচ শতাধিক

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] থেকে চারটি আবেদন নিষ্পত্তি হচ্ছে। এই হারে চললে সব আবেদন নিষ্পত্তি করতে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।'

বিজিএমইএ গত ১০ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক করে অতিরিক্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে তারা প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সাউথ এশীয় নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান বলেন, 'অনেক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে। দীর্ঘসূত্রতার কারণে বহু ব্যবসা কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে পারে।' তিনি মনে করেন, অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত ঋণগ্রহীতাদের সময়মতো সহায়তা দেওয়া জরুরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অতীতে ঋণ পুনঃ তফসিল অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে অনুমোদিত হয়েছিল। এর ফলে বর্তমান সংকটে প্রকৃত ঋণগ্রহীতারা অসুবিধায় পড়েছেন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিপুল আবেদন ও জটিলতা থাকায় সময় লাগছে। তবে প্রক্রিয়া দ্রুত করার চেষ্টা চলছে এবং যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো শিগগিরই সমাধান পাবে।' কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এক বছরে সাভার, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে ৫ শতাধিক কারখানা বন্ধ ও রুগ্‌ণ হয়েছে। বন্ধ কারখাআর ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৪২ শ্রমিক বেকার হয়েছেন। তাঁদের অনেকে চাকরির জন্য ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরেছেন। বন্ধ কারখানার বেশির ভাগই তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার ও টেক্সটাইলশিল্পের। শিল্প মালিকরা বলছেন, ঋণ পুনঃ তফসিলে ধীরগতি পাশাপাশি উচ্চসুদ, কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার ছাড়াও কাঁচামাল আমদানিতে এলসি সমস্যা, শিল্পে অব্যাহত গ্যাস সংকট, দফায় দফায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না পাওয়া, অব্যাহতভাবে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচে অনেকে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না। তাঁরা চরম সংকটের কারণেই কারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনিয়ন্ত্রিত এ পরিস্থিতিতে খেলাপি হওয়া প্রতিষ্ঠানের ঋণ পুনঃ তফসিল প্রক্রিয়ায় ধীরগতির কারণে খেলাপি ঋণ বেড়েছে অস্বাভাবিক গতিতে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত জুন শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। যা ব্যাংক খাতের বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর দেওয়া প্রতি চার টাকার মধ্যে এক টাকারও বেশি এখন খেলাপি হয়ে গেছে।

এর আগে চলতি বছরের মার্চ শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। তখন খেলাপি ঋণের হার ছিল ২৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

এ ছাড়া ২০২৪ সালের জুনে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। এক বছরের ব্যবধানে এই অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৭ কোটি টাকা।

প্রথম আলো • বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫,

ইউরোপ-জাপানের মতো দক্ষ শ্রমবাজারে জোর

অন্তর্বর্তী সরকারের ১ বছর

পর্ব-৯ প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বন্ধ শ্রমবাজার চালু করতে আলোচনা। তৈরি করা হচ্ছে দক্ষ কর্মী। জাপান-ইউরোপে কর্মী পাঠাতে একাধিক চুক্তি।

- প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৪%।
- সরকারি ব্যবস্থাপনায় কর্মী পাঠানো বেড়েছে ৪%।
- বিমানবন্দরে প্রবাসী লাউঞ্জ স্থাপন। ৩০% ছাড়ে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার।
- প্রবাসী হাসপাতাল চালুর পরিকল্পনা।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বিদেশে কর্মী পাঠানো দুই বছর ধরে কমতির দিকে থাকলেও বেড়েছে প্রবাসী আয়। দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে গত অর্থবছরে। প্রবাসীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে জাপান-ইউরোপের মতো দেশে দক্ষ শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর দিকে জোর দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিদেশের চাহিদা পূরণে তৈরি করা হচ্ছে দক্ষ কর্মী।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, অদক্ষ কর্মীর বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। এর প্রভাব পড়েছে বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রেও। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকার বেশি বেতনের শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে উদ্যোগ নিয়েছে।

এরই মধ্যে ইতালির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে চুক্তি হবে। জাপানের সঙ্গেও নতুন করে একটি চুক্তি হয়েছে। উন্নত এসব দেশে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বাড়ছে। আগামী পাঁচ বছরে জাপানে এক লাখ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতালি ও জাপানের ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাড়ানো হচ্ছে দেশে।

অভিবাসন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, অতীতে বেশি হারে কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা অভিযোগ আছে। অনেক কর্মী বিদেশে গিয়ে কাজ পান না, অবৈধ হয়ে পড়েন। পুলিশের হাতে আটক হয়ে দেশে ফিরে আসেন তাঁরা। এ ছাড়া অদক্ষ কর্মী পাঠানোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চক্র কাজ করে। বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়েও অনেক কর্মী এসব চক্রের হাতে প্রতারিত হন।

দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশে কর্মসংস্থান মূলত মধ্যপ্রাচ্যের অদক্ষ কর্মী পাঠানোর ওপর নির্ভরশীল। মধ্যপ্রাচ্যে একজন কর্মী মাসে গড়ে যে বেতন পান, তার চেয়ে তিন থেকে চার গুণ আয় করা যায় জাপান বা ইউরোপের দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যেও চাহিদা কমছে অদক্ষ কর্মীর, তারা দক্ষ কর্মী চায়। বৃহত্তম শ্রমবাজার সৌদি আরবে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা কমে এসেছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার আরব আমিরাতে কর্মী পাঠানো বন্ধ আছে। এরপরে শীর্ষে থাকা ওমানের বাজারও বন্ধ। গত বছরের জুন থেকে বন্ধ হয়ে আছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এসব বাজার দ্রুত চালু করতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে।

সম্ভাবনাময় শ্রমবাজার জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যে পরিমাণ কর্মী পাঠানো হচ্ছে, চাহিদা তার চেয়ে অনেক বেশি। ইউরোপে কর্মী পাঠানোর সম্ভাবনাও তেমন কাজে লাগছে না দক্ষ কর্মীর অভাবে। তাই সরকার দক্ষ কর্মী বাড়াতে পারলে অভিবাসন খাতে নতুন গতির সঞ্চার হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে গেছেন ১১ লাখের বেশি কর্মী। ২০২৩ সালে গেছেন ১৩ লাখ কর্মী। আর গত বছর গেছেন ১০ লাখ কর্মী। এ বছরের প্রথম ৭ মাসে গেছেন ৫ লাখ ৮৫ হাজার কর্মী। তবে প্রবাসী আয় বেড়েছে আগের চেয়ে। গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় এসেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি।

অবশ্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিনা খরচে কর্মী পাঠানো বেড়েছে। গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) সরকারি এজেন্সি বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) বিভিন্ন দেশে ১৬ হাজার ৬৬ জন কর্মী পাঠিয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৪ শতাংশ বেশি।

জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা

ঝুঁকি আছে জেনেও গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে গত বছর বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ করেছেন প্রবাসীরা। এর মধ্যে আরব আমিরাতে পুলিশের হাতে আটক হন অনেকে। তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে তাঁদের সাধারণ ক্ষমা করে আরব আমিরাত। আরব আমিরাত থেকে ১৮৮ জন ও সৌদি আরব থেকে ১২ জন মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থান স্মরণে রেমিট্যান্স যোদ্ধা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান করা হয় ২ আগস্ট। এতে দেশে ফেরত আসা প্রবাসীদের বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলছে, আরব আমিরাত থেকে ফিরে আসা ১৮৮ জন কর্মীর প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে ৯৪ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া কাউন্সেলিং ও আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে প্রত্যেককে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আবার বিদেশে যেতে চান, তাঁদের ক্রনেই পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়ভাবে পুনর্বাসনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাঁরা পুনর্বাসন ঋণের আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে ১৪ জনকে ৮৬ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক। আরও ১২ জনের ঋণ কার্যক্রম চলমান।

নতুন নতুন শ্রমবাজারের পথে

গত বছর মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হওয়ার কারণে সব প্রক্রিয়া শেষ করেও যেতে পারেননি ১৫ হাজার কর্মী। অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরের কার্যক্রম নিয়ে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ৮ হাজার কর্মী পাঠাতে মালয়েশিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নামমাত্র খরচে এ কার্যক্রম নিয়েছে বোয়েসেল। এ ছাড়া সর্বোচ্চ পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পর নতুন শ্রমিকদের জন্য মালয়েশিয়ার বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন সম্প্রসারণ করতে প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের সঙ্গে একটি চুক্তি করার কথা রয়েছে আগামী সেপ্টেম্বরে। সৌদিপ্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে জাপানে পাঁচ লাখের বেশি কর্মী পাঠাতে জাপান সেল গঠন করা হয়েছে। আগে জাপানে শ্রমিক পাঠাতে তিনটি খাতে দক্ষতার পরীক্ষা হতো, এটি পাঁচটি খাতে উন্নীত করা হয়েছে। দক্ষ শ্রমিক প্রশিক্ষণ ও সনদের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ইউরোপ-জাপানের মতো দক্ষ শ্রমবাজারে জোর

বিষয়ে জাপানের তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাদা করে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। মৌসুমি কর্মী পাঠাতে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে এবং কর্মী পাঠানো শুরু হয়েছে। আরও দুটি সমঝোতা স্মারক সই হচ্ছে। কর্মী পাঠাতে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে অভিবাসনবিষয়ক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

বন্ধ থাকা শ্রমবাজার ইরাকে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। আগামী সেপ্টেম্বরে এ-সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সইয়ের জন্য ইরাকের উচ্চপদস্থ একটি দল বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে। সিঙ্গাপুরে দ্রুত সময়ে লোক পাঠানোর জন্য সত্যায়ন প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছে। গায়েনায় চিকিৎসক ও নার্স পাঠানোর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ওমান, সার্বিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, মাল্টা ও মরিশাসের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিদেশে সুরক্ষা ও দেশে প্রশিক্ষণে জোর

বিদেশে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষায় ও সেবা নিশ্চিত করায় জোর দিয়েছে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য প্রথমবারের মতো মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু হয়েছে। কাতার, ওমান, সৌদি আরব, আরব আমিরাত ও কুয়েতে আইনি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। সৌদি আরব, জর্ডান ও ওমানে অনিয়মিত নারী শ্রমিকদের নিয়মিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জর্ডানে নারী কর্মী ও ওমানে লক্ষাধিক অবৈধ কর্মীকে বৈধ করার প্রক্রিয়া চলছে। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ ও ওয়েটিং লাউঞ্জ' স্থাপন করা হয়েছে। এতে ৩০ শতাংশ ছাড়ে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে ৪৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) জাপানি, ইংরেজি, চীনা ও কোরীয় ভাষা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। বিএমইটি ও সৌদি আরবের কোম্পানি 'তাকামোল'-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে গত এক বছরে ১৫টি টিটিসি ও বিআরটিসি ট্রেনিং সেন্টার দক্ষতা পরীক্ষা পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। টিটিসিতে কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল না। বিদেশে এর চাহিদা বাড়তে থাকায় এটি যুক্ত করা হয়েছে।

কর্মীর অনলাইন নিবন্ধনে বিগত সরকার একটি বেসরকারি কোম্পানিকে মোবাইল ফোন অ্যাপ সেবার অনুমতি দেয়। বেসরকারি অ্যাপ বন্ধ করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য একটি সমন্বিত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের নিজস্ব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। এতে কর্মীরা অল্প সময় ও কম অভিবাসন খরচে বিদেশ যেতে পারছেন।

অভিবাসন খাতের বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রামরুর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক তাসনিম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, নানা চাপের মুখেও মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সিন্ডিকেট তৈরি হতে দেয়নি সরকার। বিদেশে যেতে কর্মী নিবন্ধনের বেসরকারি অ্যাপ সেবাটি বন্ধ করে দিয়েছে। এ দুটি খুবই ইতিবাচক দিক। তবে শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে আসাটা শঙ্কার। তাই শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও কর্মী তৈরির প্রশিক্ষণে আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫

চামড়াবিহীন জুতা কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশ বাড়ছে

পাল্টা শুল্কের প্রভাব

পাল্টা শুল্কের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত জুলাইয়ে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বেড়ে তিন গুণ হয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

পাল্টা শুল্ক কার্যকরের পর দেশের চামড়াবিহীন জুতা কারখানায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থগিত হওয়া ক্রয়াদেশ ফিরতে শুরু করেছে। আবার বাড়তি ক্রয়াদেশ দিতে কথাবার্তাও শুরু করেছে অনেক মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করছে, তারাই শুরুতে ক্রয়াদেশ পাচ্ছে।

দেশের অধিকাংশ চামড়াবিহীন জুতা কারখানা তাদের উৎপাদিত জুতা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশে রপ্তানি করে থাকে। তবে পাল্টা শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এই পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা দ্রুত বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা।

একাধিক রপ্তানিকারক বলেন, কিছু মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান গত বছর থেকে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার পুরোনো ক্রেতারাও ক্রয়াদেশ বাড়াতে চাচ্ছেন।

এদিকে পাল্টা শুল্কের ডামাডোলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতার রপ্তানি বাড়তে শুরু করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাসে; অর্থাৎ জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৩৩ লাখ মার্কিন ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি। গত বছরের জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছিল ১০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছর বাংলাদেশ থেকে ৫২ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ১ কোটি ৯৫ লাখ ডলারের পণ্য। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫১ শতাংশের বেশি।

ন্যাশনাল পলিমার (এনপলি) গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যারের মাসে ৩ লাখ ৫০ হাজার জোড়া চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। তাদের কারখানায় কাজ করেন সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করে। তাদের মোট রপ্তানির ৮ থেকে ৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

চলতি বছর কয়েকটি নতুন মার্কিন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ শুরু করেছে এনপলি ফুটওয়্যার। প্রাথমিক কাজ শেষে জুতা রপ্তানি করে তারা। সেই ক্রেতারা আরও বেশি ক্রয়াদেশ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তবে বাড়তি শুল্ক আরোপের পর সবাই চুপচাপ হয়ে যান। ৮০ হাজার জোড়া জুতার একটি ক্রয়াদেশও স্থগিত হয়ে যায়। তবে চলতি মাসে সেই ক্রয়াদেশ আবার ফিরেছে। অন্য ক্রেতারাও আলোচনা শুরু করেছেন।

এ বিষয়ে এনপলি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ প্রথম আলোকে বলেন, পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন ক্রেতারা। গত মাস পর্যন্ত তাঁরা প্রতিশ্রুত ক্রয়াদেশের ২০ শতাংশ দিলেও এখন শতভাগ দিচ্ছেন। এ জন্য আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের রপ্তানি বড় অংশই ইইউর বাজারে। মার্কিন ক্রয়াদেশ পেলে সেখান থেকে আমরা কিছুটা সরে আসব। এতে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করছি।'

> “ পাল্টা শুল্ক চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রয়াদেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন ক্রেতারা। গত মাস পর্যন্ত তাঁরা প্রতিশ্রুত ক্রয়াদেশের ২০ শতাংশ দিলেও এখন শতভাগ দিচ্ছেন। এ জন্য আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বরের ক্রয়াদেশ বাড়তে শুরু করেছে।
>
> **রিয়াদ মাহমুদ**, এমডি, এনপলি গ্রুপ

> “ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ তিন দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। চীনের পাল্টা শুল্ক বেশি হওয়ায় সেখান থেকে ব্যবসা এ দেশে আসছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
>
> **আর এন পাল**, এমডি, আরএফএল গ্রুপ

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলারের জুতা আমদানি করে। তার মধ্যে চামড়াবিহীন জুতা ছিল ১২ বিলিয়ন ডলারের।

এই বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক শীর্ষ সাত দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশ। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া চামড়াবিহীন জুতার অর্ধেক (৬ বিলিয়ন ডলার) চীন থেকে গেছে। ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৫ বিলিয়ন ডলারে চামড়াবিহীন জুতা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক সংশোধন করে ২০ শতাংশ করেন। তার বিপরীতে চীনা পণ্যে এখন শুল্কের পরিমাণ ৩০ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়া ও কম্বোডিয়ার পণ্যে ১৯ শতাংশ পাল্টা শুল্ক। তবে ভারতের পণ্যে শুল্কের হার ২৫ শতাংশ, যা প্রতিযোগী দেশের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়ার জ্বালানি কেনার 'অপরাধে' ভারতের পণ্যে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। নরসিংদীর ডাঙ্গা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০২১ সালে রপ্তানিমুখী চামড়াবিহীন জুতা উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলে আরএফএল গ্রুপ। পরবর্তী সময়ে রংপুর, রাজশাহী ও ঈশ্বরদী আরও তিনটি কারখানা চালু করে তারা। গত অর্থবছর ৫ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এই গ্রুপ।

আরএফএল গ্রুপ শুরু থেকেই ইইউর বাজারের জন্য জুতা উৎপাদন করছে। তবে বর্তমানে তারা মার্কিন জুতার ব্র্যান্ড স্কেয়ার্স জন্যও জুতা উৎপাদন করছে। আগামী মাস থেকে সেই জুতা রপ্তানিও শুরু হবে। আরএফএলের জন্য এটি হবে প্রথম মার্কিন কোনো ব্র্যান্ডের জন্য জুতা রপ্তানি।

গ্রুপটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আর এন পাল প্রথম আলোকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে শীর্ষ তিন দেশ হচ্ছে চীন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। চীনের পাল্টা শুল্ক বেশি হওয়ায় সেখান থেকে ব্যবসা আমাদের দেশে আসছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আশা করছি যুক্তরাষ্ট্রে চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিতে আমাদের বাজার হিস্যা বাড়বে।'

বণিক বার্তা
বুধবার, আগস্ট ২০, ২০২৫

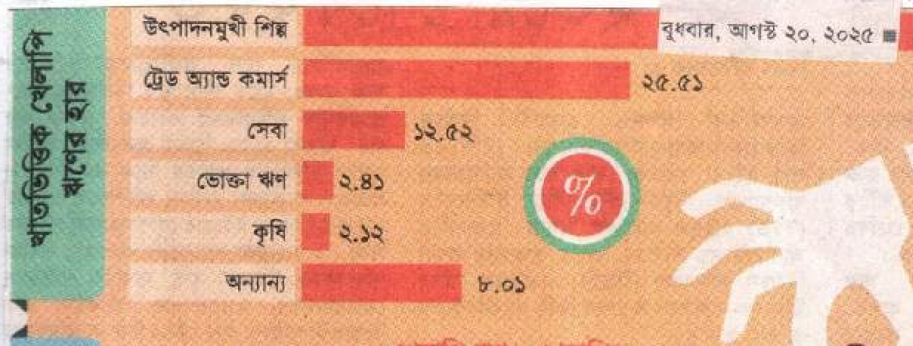

উৎপাদনমুখী শিল্পে খেলাপি ঋণ

খাত	খেলাপি ঋণ (কোটি টাকা)	খেলাপির হার (%)
তৈরি পোশাক	৪৮,৬৩৮	২৫.৮৩
টেক্সটাইল	৩৬,৫২০	২৪.৪৮
জাহাজ নির্মাণ ও ভাঙা	৮,০৩১	৩৯.১৭
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৭,০২১	১৪.৩১
বৃহৎ অন্যান্য শিল্প	৩৭,৪৪১	১৪.৫৬
ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প	১৬,২৫৯	২৪.৫৮
ওষুধ	১,৬১৮	৫.৭৫
চামড়া	৫,৭৭৬	৩৮.৭৭

*৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

মোট খেলাপি ঋণ
৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৪৭ কোটি

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

খেলাপি ঋণের ৫০ শতাংশই উৎপাদনমুখী শিল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের আর্থিক খাতে সবচেয়ে বড় বোঝা এখন খেলাপি ঋণ। খেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চামড়া, তৈরি পোশাক, বস্ত্র, জাহাজ নির্মাণ ও ভাঙার মতো উৎপাদনমুখী শিল্প। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মোট খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেকই উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে। এ খাতের বহু প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থান, ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি ছিল ১৭ লাখ ১১ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০ দশমিক ২৫ শতাংশই খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। খেলাপি ঋণের স্থিতি ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা। দেশের মোট কর্মসংস্থানের বড় অংশই হয়েছে উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে। এ খাতে ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। মোট ঋণের ৪৯ দশমিক ২৮ শতাংশই এ খাতে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের হারও সবচেয়ে বেশি এ খাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোট খেলাপি ঋণের ৪৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ এখন উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশের ব্যাংকগুলো কৃত্রিমভাবে খেলাপি ঋণ লুকিয়ে রাখতে পারত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাও ছিল উদার। আহসান এইচ মনসুর গভর্নর হওয়ার পর খেলাপি ঋণ লুকিয়ে রাখার সংস্কৃতি অনেকটাই বন্ধ হয়েছে। এতে ব্যাংক খাতের অতীত ক্ষত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

এ বক্তব্যের সত্যতা দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেয়া তথ্যেও। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) দেশের ব্যাংক খাতে আরো ১ লাখ ৯৪ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, গত জুন শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ২৭ শতাংশেরও বেশি এখন খেলাপির খাতায় চলে গেছে। যেখানে ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা।

অর্থনৈতিক স্থবিরতার প্রভাবে উৎপাদন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করেন মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'অনেক দিন ধরেই দেশে মূল্যস্ফীতির হার বেশ উচ্চ। এর প্রভাব মানুষের ক্রয়ক্ষমতায় পড়েছে। বিক্রি কমে যাওয়ায় উৎপাদনশীল অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপি হয়েছে। আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস পায়নি। এর প্রভাবেও অনেক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত কয়েক বছরে ডলার সংকটের কারণে পর্যাপ্ত কাঁচামাল আমদানি করা যায়নি। সব মিলিয়ে বেশির ভাগ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ৩০-৫০ শতাংশে উৎপাদনে ছিল। নানামুখী এসব সংকটের প্রভাবে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে।'

অবশ্য জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে বের করে নেয়া ঋণের প্রভাবেও এ খাতে খেলাপি বাড়ছে বলে মনে করছেন মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, 'জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের বড় একটি অংশ উৎপাদনমুখী শিল্পের নামে নেয়া হয়েছে। ওই সব ঋণ দেশে বিনিয়োগ না হয়ে বরং বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। এ কারণেও শিল্প খাতে খেলাপি ঋণের হার অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে।'

দেশের রফতানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস তৈরি পোশাক খাত। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, খাতটিতে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৮ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা; যা এ খাতের বিতরণকৃত ঋণের ২৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ। উৎপাদনমুখী বস্ত্র খাতেও প্রায় একই পরিস্থিতি। এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের ২৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ এখন খেলাপি। অর্থের পরিমাণে খেলাপি হওয়া ঋণের পরিমাণ ৩৬ হাজার ৫২০ কোটি টাকা।

তৈরি পোশাক খাতে খেলাপি ঋণের উচ্চ হারকে উদ্বেগজনক প্রবণতা হিসেবে দেখা হচ্ছে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন এর পেছনে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ—দুই ধরনের কারণ রয়েছে। বৈশ্বিক বাজার সংকট এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে, ফলে পোশাকের অর্ডার হ্রাস পেয়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড কভিড-পরবর্তী সময়ে অর্ডার বাতিল করেছে অথবা বিলম্বে অর্থ প্রদান করেছে। এ ঘটনা রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদে নগদ অর্থপ্রবাহে চাপ তৈরি করেছে। এসব কারণে অনেক কারখানা পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন চালাতে পারছে না।

অভ্যন্তরীণ খরচ ও নীতিসংক্রান্ত সংকট পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অনিশ্চিত সরবরাহ, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। ফলে ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করা অনেক পোশাক শিল্প মালিকের জন্য কঠিন হয়ে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

খেলাপি ঋণের ৫০ শতাংশই

পড়েছে। অন্যদিকে কিছু উদ্যোক্তার দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা, করপোরেট শৃঙ্খলার অভাব এবং ইচ্ছাকৃত খেলাপি প্রবণতা সমস্যাকে আরো গভীর করেছে। ব্যাংকগুলোও অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ ঝুঁকি বিশ্লেষণ না করে ঋণ অনুমোদন দিয়েছে, আবার পুনঃতফসিল ও পুনঃঅর্থায়নের সুযোগে প্রকৃত খেলাপি ঋণের চাপ আড়াল করা হয়েছে।

পোশাক খাতের কাঁচামাল সরবরাহকারী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বস্ত্র শিল্পের খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রেও সংকটের ধরন কমবেশি একই। রফতানি ক্রয়াদেশ কমার সরাসরি প্রভাব পড়েছে বস্ত্র খাতে। অর্ডার সংকটের কারণে অনেক কারখানা নগদের ঘাটতিতে পড়েছে এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। অন্যদিকে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, সুতা ও কটন আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-গ্যাসের সংকট এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এ খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চাপ পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করেছে।

উৎপাদন খাতের এ খেলাপি ঋণ পরিস্থিতি সরাসরি প্রভাব ফেলছে শ্রমবাজারে। দেশের কর্মসংস্থানের বড় একটি অংশ এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অথচ অনেক প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে, কিছু প্রতিষ্ঠান রুগ্ণ হয়ে বন্ধ প্রায়। ফলে হাজারো শ্রমিক চাকরি হারাচ্ছেন বা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন। ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এ চাপ আরো বেশি। খেলাপি ঋণ বেড়ে তারল্য সংকট তৈরি হওয়ায় অনেক ব্যাংকের নতুন ঋণ দেয়ার সক্ষমতা কমে এসেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকৃত সমস্যায় পড়া উদ্যোক্তাদের জন্য পুনঃতফসিল ও বিশেষ প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে, তবে উদ্দেশ্যমূলক খেলাপিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণ অনুমোদনের আগে প্রকল্প যাচাই ও জামানত মূল্যায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে কাঁচামাল আমদানি ও জ্বালানির প্রাপ্যতা স্থিতিশীল করতে পারলে উৎপাদন খাত কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান *বণিক বার্তাকে* বলেন, 'যে খাত যত বড়, সেই খাতের ঋণ তত বেশি হবে সেটিই স্বাভাবিক। খেলাপি ঋণ আমাদের একটা জাতীয় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা প্রকৃত ব্যবসায়ী তারা শিল্প চালানোর সিআইবি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) ঠিক রাখে। প্রকৃত খেলাপিও আছে, তারা বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে খেলাপি হয়। ব্যাংক ও এনবিএফআইকে গ্রাহক বাছাইয়ে সতর্ক হতে হবে। গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, যারা খেলাপির মধ্যে পড়েছে, তাদের অধিকাংশই গত ১৫ বছর রাজনৈতিক যোগসাজশ কাজে লাগিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়েছে।'

একসময় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি খাত ছিল চামড়া শিল্প। অব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কারণে এ শিল্প খাত এখন সংকটের মুখে। এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশে এখন খেলাপি; অর্থমূল্যে যা ৫ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ না থাকা, ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা, কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগারের (সিইটিপি) ত্রুটি, পরিবেশ সহনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতির মতো সমস্যার কারণে প্রচুর কাঁচা চামড়ার সরবরাহ থাকলেও দেশের চামড়া শিল্প পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করেন এই খাতসংশ্লিষ্টরা।

জাহাজ নির্মাণ ও ভাঙা শিল্পেও একই চিত্র। খেলাপি ঋণের অংক ৮ হাজার ৩১ কোটি টাকা। শতাংশের হারে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এ খাতে; বিতরণকৃত মোট ঋণের ৩৯ দশমিক ১৭ শতাংশ টাকাই আর ব্যাংকে ফেরেনি। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা। স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করলেও এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের খেলাপির হার দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

উৎপাদনমুখী আরেকটি শিল্প ওষুধ খাত। এ খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অবশ্য তুলনামূলক কম। খেলাপি আছে মাত্র ১ হাজার ৬১৮ কোটি টাকা, যা এ খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের ৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

এছাড়া উৎপাদনমুখী অন্যান্য বৃহৎ শিল্পে ৩৭ হাজার ৪৪১ কোটি টাকা খেলাপি ঋণের আওতায় পড়েছে, যা ওই খাতে বিতরণকৃত ঋণের ১৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ। কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী শিল্পে বিতরণকৃত ঋণের ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ খেলাপিতে পরিণত হয়েছে, অর্থমূল্যে যা ১৭ হাজার ২১ কোটি টাকা।

শিল্প খাতে খেলাপি ঋণের হার বাড়ার পেছনে ব্যাংক ও গ্রাহকের অসততাকে দায়ী করছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল। *বণিক বার্তাকে* তিনি বলেন, 'খাতভিত্তিক খেলাপি ঋণের যে হার আমরা দেখতে পাচ্ছি, আসল চিত্র অনেকটাই কম হওয়ার কথা। খেলাপি ঋণ বেড়েছে মূলত ব্যাংক থেকে অসদুপায়ে টাকা বের করে নেয়ার কারণে। বিশেষ করে টেক্সটাইল খাতে তাদেরই ক্ষতি হচ্ছে, যাদের দরকারের চেয়ে বেশি অর্থায়ন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটা পুরনো টেক্সটাইল মিল টেকওভার বা হ্যান্ডওভারের জন্য প্রয়োজন ১০০ থেকে ১৫০ কোটি টাকা। সেখানে ব্যাংক দিয়েছে ৬০০ কোটি। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।'

শিল্পের উৎপাদন খাতের বাইরে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ ট্রেড অ্যান্ড কমার্স খাতে। মোট খেলাপি ঋণের ২৫ দশমিক ৫১ শতাংশই এ খাতের। তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে সেবা খাত। মোট খেলাপির ১২ দশমিক ৫২ শতাংশ এ খাতের। এছাড়া ভোক্তা ঋণের খেলাপি হার ২ দশমিক ৪১ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাজার ও অন্যান্য খাতের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে মোট ঋণের ৮ দশমিক শূন্য ১ শতাংশে।

সামগ্রিকভাবে ২০২৪ সালের শেষে দেশের উৎপাদনমুখী শিল্প খাতের খেলাপি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নগদ প্রবাহ সংকটে পড়ায় সময়মতো ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সম্ভব হয়নি অনেক উদ্যোক্তার। একই সঙ্গে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ-গ্যাস সংকট উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই সমাধানের জন্য শিল্প খাতে প্রযুক্তি উন্নয়ন, জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং ঋণ প্রদানে কঠোর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এখন অত্যন্ত জরুরি।

NEW AGE

WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025,

Apparel exports to EU rise by 17.9pc in H1

Moinul Haque

BANGLADESH cemented its position as the European Union's second-largest apparel supplier in the first half of 2025 with exports up 17.9 per cent to 10.29 billion euros, but its growth was eclipsed by China's 22.3 per cent rise and Cambodia's 30.4 per cent surge, signalling severer competition in the EU market.

A file photo shows female workers sewing clothes at a readymade garment factory in Dhaka. — New Age photo

According to Eurostat data released on Monday, EU apparel imports from Bangladesh rose to 10.29 billion euros in January–June 2025, up from 8.73 billion in the same period of 2024.

Knitwear was the main driver, rising by 21.1 per cent to 6.03 billion euros, while woven garments increased by 13.6 per cent to 4.26 billion euros.

Exporters said the higher growth showed that EU demand for garments was rising and the market there was improving, but they were concerned about growing competition among major producers following the US's new tariffs on many Asian garment-producing countries.

They said the high US tariffs, especially on India and China, had pushed these countries to focus more on the EU to make up for losses in the US market.

The year started strongly, with exports in January 2025 reaching 1.91 billion euros, a 61 per cent rise from 1.19 billion euros in January 2024.

February followed with 1.66 billion euros, 28 per cent higher than a year earlier, and in March exports rose further to 2.11 billion euros—an 18 percent increase.

In April 2025, Bangladesh's apparel exports to the EU stood at 1.86 billion euros, just six per cent higher than April 2024.

In May, exports fell to 1.42 billion euros, 11 per cent lower than the 1.59 billion euros of the previous year, marking the first monthly drop in the year.

June saw a small recovery, with exports rising to 1.33 billion euros, 19 per cent higher year-on-year, although still slightly below May on a monthly basis.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Apparel exports to EU rise

Continued from B1

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association former president Fazlul Hoque said the overall growth showed the market was improving, as almost all major producing countries had double-digit growth.

He said that Bangladesh could do better if there was no internal problems, such as factory closures and banking difficulties, which had slowed further growth.

Fazlu, also managing director of Plummy Fashions Ltd, said that because of trade tensions between China and the US, China was losing US market share.

He warned that China was increasing its focus on the EU and would continue to do so, and that India would likely follow, making competition in the market very strong.

When compared with other leading suppliers, Bangladesh's growth in the first six months of 2025was higher than the EU's overall apparel import expansion of 12.3 per cent.

Data showed that the EU apparel imports increased to 43.39 billion euros in the first half of 2025, up from 38.64 billion euros in the same period of 2024.

Knitwear led the gains with a 14.7 per cent rise to 21.87 billion euros, while woven apparel grew 10 per cent to 21.51 billion euros.

Other competitors also showed solid improvements but did not match Bangladesh's overall momentum.

China reinforced its dominance as the EU's largest supplier, with exports rising 22.3 per cent from 9.20 billion euros in H1 2024 to 11.26 billion euros in H1 2025.

Cambodia led growth among major exporters, with EU apparel imports rising 30.4 per cent from 1.59 billion euros in H1 2024 to 2.07 billion euros in H1 2025.

India increased its apparel exports to the EU by 15.4 per cent to 2.70 billion euros in January-June of 2025.

Pakistan grew by 16.6 per cent to 1.86 billion euros, recording balanced gains across knit and woven segments.

Vietnam maintained strong double-digit expansion, up 17.3 per cent to 2.02 billion euros, broadly in line with Bangladesh's percentage increase.

Turkey, traditionally an important supplier due to its geographical proximity, was the only major exporter to see a decline in the EU market.

EU apparel imports in the first half of 2025 from Turkey fell by 7 per cent to 4.27 billion euros, with both knit and woven categories in contraction.

কালের কণ্ঠ
২১ আগস্ট ২০২৫।
২৬ সফর ১৪৪৭

মালয়েশিয়ায় ৩০ হাজার কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ফের উন্মুক্ত হলে ৩০ হাজার কর্মী যেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। গতকাল বুধবার রাজধানীর ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে গত বছর ৩১ মে বন্ধ হয়ে যায় এই শ্রমবাজার।

আসিফ নজরুল বলেন, 'আমরা খেয়াল রাখছি, যাতে সিন্ডিকেট না হয়। আমরা এবারের মিটিংয়েও মালয়েশিয়া সরকারকে বলেছি সব রিক্রুটিং এজেন্সিকে যেন কর্মী পাঠানোর সুযোগ দেয়। কিন্তু ওরা সব সময় বলে, অন্য দেশের কম রিক্রুটিং এজেন্সি। আমাদের অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি। তারপর আমরা বলেছি, এবার ৩০ হাজারের মতো কর্মী যেতে পারে। সেটা বোয়েসেলের মাধ্যমে পাঠানো হোক।'

তবে বাজার উন্মুক্ত হওয়ার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসিফ নজরুলের পক্ষ থেকে আসেনি। এদিকে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগে কলিং ভিসার

শ্রমবাজারে সম্ভাবনা

- শেষ মুহূর্তে আটকে যাওয়া ৭ হাজার ৯০০ কর্মীর যাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান
- কৃষি, বাগান ও খনি খাতসহ ১৩ উপখাতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের আবেদন গ্রহণ করা হবে : মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কোটা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উন্মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে মালয়েশিয়া সরকার। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতুক সেরি সাইফুদ্দিন নাসিউশন ইসমাইল মঙ্গলবার এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। মালয়েশিয়ার প্রায় সব গণমাধ্যম বিষয়টি প্রকাশ করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কৃষি, বাগান ও খনি খাতসহ মোট ১৩টি উপখাতে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের আবেদন গ্রহণ করা হবে।

এর মধ্যে সার্ভিস সেক্টরের হোলসেল অ্যান্ড রিটেইল, ল্যান্ড ওয়্যারহাউস, সিকিউরিটি গার্ডস, মেটাল অ্যান্ড স্ক্র্যাপ ম্যাটেরিয়ালস, রেস্তোরাঁ, লন্ড্রি, কার্গো ও বিল্ডিং ক্লিনিং খাতে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ থাকছে।

তিনি বলেন, নির্মাণ খাত, অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন সেক্টরে নিয়োগ কেবল সরকারি প্রকল্পে সীমাবদ্ধ থাকবে, আর উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচার) খাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মালয়েশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এমআইডিএ) অধীন নতুন বিনিয়োগকে।

এবারের কলিং ভিসা/বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের আবেদনের সুযোগ শুধু খাতভিত্তিক অফিশিয়াল এজেন্সিগুলো পাবে। আগের মতো কোনো এজেন্ট বা সরাসরি নিয়োগকর্তা স্বাধীনভাবে

মালয়েশিয়ায় ৩০ হাজার কর্মসংস্থান

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আবেদন করতে পারবে না। আবেদন যাচাই-বাছাই শেষে তা অনুমোদন করবে ফরেন ওয়ার্কার্স টেকনিক্যাল কমিটি এবং পরে জয়েন্ট (যৌথ) কমিটি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এখন ২৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫৬ জন শ্রমিকের কোটা চালু আছে, যা বছর শেষ (৩১ ডিসেম্বর-২০২৫) পর্যন্ত বহাল থাকবে। এরপর বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ সীমিত করে কেবল দেশের মোট জনশক্তির ১০ শতাংশ পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হবে। তবে এ কোটায় বাংলাদেশ কতজন আবেদন করতে পারবে, তা জানায়নি দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বাজার উন্মুক্তের বিষয়ে আসিফ নজরুলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও গত বছরের শেষ মুহূর্তে আটকে যাওয়া সাত হাজার ৯০০ কর্মী যাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা বলেন, 'মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে যেতে না পারা কর্মীদের মধ্যে সাত হাজার ৯০০ কর্মী নেবে। বোয়েসেলের মাধ্যমে কর্মীদের যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে আমাদের প্রায় ১৮ হাজার কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেনি। কিন্তু যে সাত হাজার ৯০০ কর্মীর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাঁদের ভিসা-টিকিট সবই ছিল। আর বাকি কর্মীদের ভিসা হয়েছে একদম শেষ সময়। ফলে তাঁদের বিমানের টিকিট করা সম্ভব হয়নি। এখন শেষ সময় ভিসা হয়েছে—এটা তো আর মালয়েশিয়া দেখবে না। সে জন্য বাকি কর্মীদের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।'

২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর উদ্যোগে দেশটির সরকারের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করে তৎকালীন সরকার। সে সময় বাংলাদেশি রিক্রুটিং এজেন্সি ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের (আরএল-৫৪৯) স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন এবং মালয়েশিয়ার আইটি কম্পানি বেসটিনেটের মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ান নাগরিক দাতোশ্রি আমিন নূরের নেতৃত্বে অনলাইন পদ্ধতি এফডব্লিউসিএমএসের মাধ্যমে ২৫ সদস্যের একটি সিন্ডিকেট তৈরি করা হয়।

জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই সিন্ডিকেটের সদস্যরা বাংলাদেশ থেকে যত কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন, প্রত্যেকের কাছ থেকে এক লাখ ৫২ হাজার টাকা করে বাধ্যতামূলকভাবে সব খরচের অতিরিক্ত টাকা চাঁদা হিসেবে নিয়েছে। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চার লাখ ৯৪ হাজার ১৮০ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। প্রতি কর্মীর কাছ থেকে সাড়ে চার-পাঁচ লাখ টাকা করে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই হিসাবে প্রায় ২৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আর চাঁদার নামে কর্মীপ্রতি এক লাখ ৫২ হাজার টাকা হিসাব ধরলেও প্রায় সাত হাজার ৫০০ কোটি টাকা তারা চাঁদা হিসেবে নিয়েছে।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী সরকারের সময়ে গুটিকয়েক রিক্রুটিং এজেন্সির বেপরোয়া দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে গত বছরের ৩১ মে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, সে সময় ওই সিন্ডিকেটের কারণে ১৭ হাজার ৭৭৭ জন কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেননি।

কালের কণ্ঠ সোমবার। ১১ আগস্ট ২০২৫।

জেলে হাজারের বেশি বাংলাদেশি কর্মী

তৌফিক হাসান ▷

নাটোর জেলার সদর উপজেলার বাসিন্দা শামিম আহমেদ। মালয়েশিয়া বাজার বন্ধ থাকার পরও পরিবারের উন্নতি ঘটাতে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। কিন্তু উন্নতি ঘটানোর পরিবর্তে চলতি বছরের ১৪ জুন থেকে দেশটিতে জেল খাটছেন শামিম আহমেদ।

কালের কণ্ঠকে শামিম আহমেদের স্ত্রী সালমা বেগম বলেন, 'শামিম অবৈধভাবে মালয়েশিয়া গিয়েছিল। তার কাছে পাসপোর্ট-ভিসা কিছু ছিল না। এখন তার কোনো খোঁজই জানি না। কোনো খোঁজ-খবরই নেই।'

অশ্রুভরা কণ্ঠে সালমা বেগম বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। অনেক টাকা ঋণ করে সে গেছে। কিভাবে তাকে ছাড়াব তাও জানি না। ঋণ শোধও করতে পারছি না। খুবই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।'

শুধু শামিম আহমেদ নয়, গত ৮ আগস্ট মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুসন ইসমাইলের তথ্য মতে, এক হাজার ১৩৬ জন বাংলাদেশি কর্মী অবৈধতার কারণে জেল খাটছেন। ৮ আগস্ট দেশটির সংসদে দেওয়া এক বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান।

এ সময় সাইফুদ্দিন নাসুসন ইসমাইল বলেন,

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

■ মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৮ হাজার অবৈধ অভিবাসী আটক রয়েছে। যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। তারা ১৮টি স্থায়ী অভিবাসন ডিপো এবং দুটি অস্থায়ী অভিবাসন ডিপোতে আটক রয়েছে

'মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৮ হাজার অবৈধ অভিবাসী আটক রয়েছে। যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। তারা ১৮টি স্থায়ী অভিবাসন ডিপো এবং দুটি অস্থায়ী অভিবাসন ডিপোতে আটক রয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আটককৃতদের মধ্যে ১০.৪ শতাংশ ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু। যাদের সবার সঙ্গে কমপক্ষে একজন অভিভাবক ছিলেন। এ ছাড়া আটককৃতদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ পুরুষ (১৩ হাজার ৯৯২ জন) এবং ২২ শতাংশ নারী (তিন হাজার ৯৭৪ জন) রয়েছেন।'

ড. ইউনূস মালয়েশিয়া যাচ্ছেন আজ, গুরুত্ব পাবে অভিবাসন ও বিনিয়োগ

বিশেষ প্রতিনিধি ▷

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আজ সোমবার মালয়েশিয়া যাচ্ছেন। এ সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, সফরের মূল লক্ষ্য অভিবাসনসংক্রান্ত আলোচনা, আর দ্বিতীয় গুরুত্ব পাচ্ছে বিনিয়োগ।

শফিকুল আলম জানান, মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির জন্য অন্যতম প্রধান গন্তব্য। আমরা চাই, মালয়েশিয়া যেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চসংখ্যক জনশক্তি গ্রহণ করে। এ বিষয়সহ আরো কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে এবং এর ভিত্তিতে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। সফরে মালয়েশিয়ার শীর্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

জেলে হাজারের বেশি বাংলাদেশি কর্মী

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তৃতায় আটককৃতদের দেশের পরিচয় দিতে গিয়ে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আটককৃতদের মধ্যে মায়ানমারের ৪১.৬ শতাংশ (সাত হাজার ৪৫৩ জন), ফিলিপিন্সের ২১.৫ শতাংশ (তিন হাজার ৮৩৯ জন), ইন্দোনেশিয়ার ২১.৩ শতাংশ (তিন হাজার ৮১৭ জন) এবং বাংলাদেশের ৬.৩ শতাংশ (এক হাজার ১৩৬ জন) অবৈধ প্রবাসী কর্মী রয়েছে।'

ভোগান্তিতে কর্মীরা

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার বাসিন্দা মানিক কুমার সরকার। ২০১৪ সালে মালয়েশিয়া যান তিনি। মালয়েশিয়ায় যে কম্পানিতে কাজ শুরু করেন সে কম্পানির মালিকের সঙ্গে হঠাৎ তাঁর ঝামেলা তৈরি হয়। এরপর মালিক আর মানিক কুমারের পাসপোর্ট ফেরত দেন না। ফলে অবৈধ হয়েই জেল খেটে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে দেশে ফেরত আসেন মানিক কুমার সরকার।

কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'পাসপোর্ট-ভিসা না থাকার কারণে ইমিগ্রেশনের অভিযানে আটকা পড়েছিলাম। তিন মাস ওইখানে জেল খাটছিলাম। সেখানে জেলের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। থাকা-খাওয়া উভয়ই সমস্যা হয়। তিন মাস জেল খাটার পর তারাই বিমানের টিকিট কাটার জন্য বাড়িতে ফোন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু টিকিট দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়।'

মালয়েশিয়ার এই অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধতা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গত শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে এ দাবি জানান তাঁরা। এ সময় তাঁরা এ বিষয়ে মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন জানান।

মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষে সমন্বয়ক মোকাম্মেল হোসেন ও সহসমন্বয়ক আমির হোসেন রিপনের স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় ২০২২ সালের পরে অবৈধদের বৈধতা কার্যক্রম হাতে না নেওয়ায় লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি অবৈধ হয়ে কষ্টে জীবনযাপন করছেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের ধরতে ইমিগ্রেশনের অভিযান চলছে। এই মুহূর্তে তাঁদের বৈধতা খুবই জরুরি।

চিঠিতে আরো বলা হয়, দেশের অর্থনৈতিক চাকাটা ৮০ শতাংশ সচল রেখেছে এই প্রবাসীরা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জুলাই ঘোষণাপত্রে পর্যন্ত তাঁদের অবদানটা রাখা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার থেকে শুরু করে বিগত সরকারের কেউ এই প্রবাসীদের পাশে ওই রকমভাবে থাকছে না। এই মুহূর্তে এই সমস্যাগুলো সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে সংসদে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রতিনিধি দেওয়া।

চিঠিতে আরো কিছু দাবি তুলে ধরে বলা হয়, প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়নের ব্যবস্থা সহজ করতে হবে। বিভিন্ন কারণে জেলখানায় বন্দি প্রবাসীদের তালিকা করে দ্রুত সময়ে তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। প্রবাসে কেউ মারা গেলে অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলে সরকারি খরচে তাঁকে দেশে ফেরত আনতে হবে। সিন্ডিকেটমুক্ত জি টু জি পদ্ধতিতে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবাসীদের সব হয়রানি বন্ধ করে দেশে প্রবাসীদের পরিবারের সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবাসী এবং প্রবাসীদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে, তাদের চিকিৎসা খরচ কিছুটা হলেও মওকুফ করতে হবে। বিভিন্ন হাইকমিশনগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজ করতে বলতে হবে। এখনো যেই হাইকমিশনগুলোতে আওয়ামী অবৈধ কর্মকর্তারা রয়েছেন, তাঁদের বাদ দিতে হবে।

এ বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষে সমন্বয়ক মোকাম্মেল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা যাঁরা এখানে দেশ থেকে এসেছি, তাঁদের অনেকের পাসপোর্টটা সহজভাবে নবায়ন হচ্ছে না। এ ছাড়া দালালচক্রের কারণে অনেকে অবৈধভাবে এই দেশে আসছে। যার কারণে মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ কিছুদিন পর পর বাংলাদেশি-অধ্যুষিত এড়িয়াগুলোতে অভিযান চালায়। এরপর ইমিগ্রেশনের জেলখানাতে তাঁদের আটক করে রাখা হচ্ছে। আমরা চাই, সরকার কূটনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে নিতে পারে।'

ড. ইউনূস মালয়েশিয়া

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগামীকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা একটি ব্যাবসায়িক সম্মেলনে যোগ দেবেন। ১৩ আগস্ট মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান (ইউকেএম) তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করবে। অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ১২ আগস্ট পুত্রজায়ায় প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে। আশা করা হচ্ছে, দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি উইংয়ের মহাপরিচালক শাহ আসিফ রহমান জানান, ১১-১৩ আগস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 11.08.2025

Malaysia labour 'syndicate': Lotus Kamal's family, 3 ex-AL MPs cleared of exploitation charges

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI AND TOUSIF KAIUM

Malaysian news portal Malaysiakini reports Dhaka agreed to Malaysian request to halt investigation

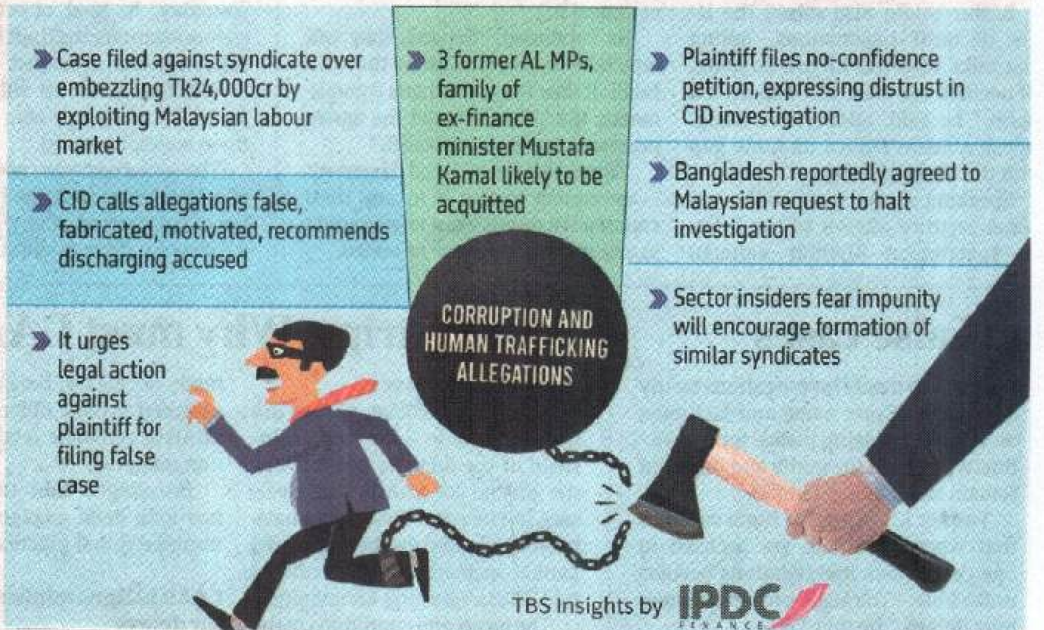

The Criminal Investigation Department (CID) has submitted its final report on a case against a recruiting agency syndicate accused of exploiting the Malaysian labour market, concluding that none of the accused were involved in corruption or human trafficking.

As a result, the alleged syndicate members, including three former Awami League lawmakers and family members of former finance minister AHM Mustafa Kamal – commonly known as Lotus Kamal – are likely to be acquitted from the widely discussed corruption case.

The plaintiff has expressed distrust in the investigation report and applied at the court to file a no-confidence petition.

The development comes days after Malaysian news portal Malaysiakini reported that Bangladesh had agreed to Malaysian request to halt investigation into claims that a powerful syndicate exploited Bangladeshi migrant workers bound for Malaysia.

On 15 May, Bloomberg reported that Kuala Lumpur in a letter to the senior secretary of the expatriates' welfare ministry urged Dhaka to drop "unsubstantiated allegations" to help improve Malaysia's standing in the US State Department's annual trafficking-in-persons report.

Regarding the letter from Malaysia, Senior Secretary Neyamat Ullah Bhuiyan told The Business Standard, "I have no knowledge of this matter. If it has been reported in the international media, our advisers are handling it and have likely responded."

Regarding the chief adviser's visit to Malaysia from today, his Press Secretary Shafiqul Alam spoke to journalists at the Foreign Service Academy yesterday. When asked if the final report on the syndicate case was filed under pressure from the Malaysian government, he told TBS he had no information and advised contacting the adviser to the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment.

Attempts to reach Adviser Asif Nazrul for comment were unsuccessful, as he abruptly ended the call and did not respond to follow-up WhatsApp messages.

Meanwhile, CID's Financial Crime Unit and the Anti-Corruption Commission are conducting separate probes and claimed to find evidence that syndicate members charged much higher than government fixed rate.

Sector insiders fear that if the culprits of the syndicate are freed from accountability and corruption charges, similar syndicates will form again, especially as Chief Adviser Muhammad Yunus is set to visit Malaysia from 11 to 13 August.

The reopening of Malaysia's labour market – closed to Bangladeshi workers since May last year following reports of recruiters charging five to six times the official migration cost – is expected to be high on the visit's agenda.

A senior official at Bangladesh High Commission in Kuala Lumpur said migration "will figure prominently in the talks", though no recruitment deal is expected to be signed.

"Dhaka will push for priority in hiring Bangladeshi workers in future, but the Malaysian market is saturated. We will also emphasise mid- and long-term strategies," the official told TBS.

Case against syndicate

On 3 September last year, Altab Khan, proprietor of Afia Overseas, filed the human trafficking case at Paltan Police Station against 103 individuals, accusing them of embezzling Tk24,000 crore through an organised syndicate.

The accused include former expatriates' welfare minister Imran Ahmed, former senior secretary Ahmed Munirus Saleheen, former MP Nizam Uddin Hazari, retired Lieutenant General Masud Uddin Chowdhury, and Kashmiri Kamal with her daughter Nafisa Kamal, wife and daughter of former finance minister AHM Mustafa Kamal. At least 100 recruiting agency owners are also named.

Former expatriates' welfare minister Imran Ahmed was arrested in October in connection with the case.

CID Inspector Md Russell of the Human Trafficking Unit, who investigated the case, said he submitted the final report to the court on 15 July. "We filed the report because no evidence could be established," he told TBS, declining to comment further on the matter.

Plaintiff's no-confidence petition

The plaintiff's no-confidence petition application against the report alleges that the accused, as part of this syndicate, influenced the police to transfer the investigation to a preferred CID unit without consulting him or seeking his input. This, he claims, was intended to benefit the accused and obstruct the inquiry.

"During the investigation, the officer had no contact with me and was clearly influenced by the accused. Out of hostility and malice, he submitted a false and fabricated report, prepared or dictated by the accused," the petition states.

Plaintiff Altab Khan said he will submit the petition to the court on 4 September scheduled for hearing.

Md Fakhrul Islam, former joint secretary of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), said they hope the Malaysian labour market will reopen free from syndicate influence during the chief adviser's Malaysia visit.

"It's deeply troubling that moves appear to be shielding those connected to the syndicate. This sends a bleak message for the future," he told The Business Standard.

Interpol letter to Malaysia

The plaintiff in his petition further added that all necessary evidence is available. "The Interpol letter confirms the allegations' validity. Numerous reports have appeared in both domestic and international media."

He referred to a letter from Interpol's National Central Bureau (NCB) in Dhaka dated 24 October, which requested assistance from Malaysian police to arrest two alleged masterminds – Bangladeshi-origin Malaysian citizen Md Aminul Islam (Amin Nur) and former Baira secretary general Mohammed Ruhul Amin – accused of human trafficking and extortion.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

"Both accused are involved in this syndicate's human trafficking and extortion activities. Their arrest and interrogation will uncover the core of the case, including how the defendants fraudulently extorted money from victims, sent them abroad, and subjected them to physical and mental torture," the letter stated, referencing the cases filed at Paltan Thana.

According to the Interpol letter, recruitment in Malaysia is managed through the Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS), owned by Bentinet. Aminul Islam holds 100% of Bentinet's shares, with Ruhul Amin as his key partner.

Ongoing investigations have confirmed that FWCMS is the mechanism behind this organised human trafficking and illicit financing, according to the NCB Dhaka office.

Former Baira leader Md Fakhrul Islam explained, "Without FWCMS workers cannot be sent to Malaysia. Using this system, they form syndicates by selecting preferred agencies to handle recruitment."

He added that Aminul Islam and Ruhul Amin wield significant influence over the Malaysian Ministry of Human Resources. "They have even issued letters to Bangladesh to ensure no action is taken against them or their syndicate agencies," Fakhrul said.

The CID's findings

The final investigation report states that the plaintiff could not provide witnesses, documents, or specific details to substantiate the allegations in the first information report (FIR).

No evidence of additional charges or illicit transactions by the accused was found, and no workers or recruiting agencies filed complaints about the alleged Tk24,000 crore embezzlement.

The report said documents submitted by the defence indicated they charged the official migration fee of Tk78,900 per worker and issued receipts.

The CID concluded that the allegations were "false, fabricated, baseless, and motivated" and recommended discharging all accused.

It also urged legal action against the plaintiff under Section 211 of the Penal Code and Section 15 of the Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012.

The report further noted that the Malaysian government – not Bangladesh's expatriates' welfare ministry – had selected 100 agencies from a list of 1,520 authorised recruiters, making the "syndicate" allegation unfounded in its view.

However, the CID's Financial Crime Unit, conducting a separate probe, has claimed to find evidence that syndicate members charged Tk1.5 lakh per worker – nearly double the official rate.

"We have recorded statements from 15 victims who paid Tk1.5 lakh instead of Tk78,900," a senior officer said. "We are preparing to file a case against the mafia syndicate."

ACC's parallel case

On 11 March, the Anti-Corruption Commission filed 12 cases against 12 recruiting agencies – including one owned by Mustafa Kamal – on charges of overcharging and laundering money in the Malaysian labour market.

The ACC alleges these agencies charged up to five times the official migration cost, embezzling Tk1,128 crore from 67,380 workers. The accused reportedly collected Tk4.5–6 lakh per worker, despite the government cap of around Tk79,000. ACC sources said the case is ongoing.

Under a memorandum of understanding signed in late 2021, Malaysia selected only 100 Bangladeshi agencies from more than 2,500, in what migration experts say was the product of heavy lobbying in both capitals. They said the selection process enabled the syndicate to monopolise recruitment and inflate fees.

In May this year, Malaysia suspended recruitment of Bangladeshi workers, citing the corruption allegations.

ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার। ২১ আগস্ট ২০২৫। ৬ ভাদ্র ১৪৩২। ২৬

সিআইডির জালে মালয়েশিয়া সিন্ডিকেটের প্রধান স্বপন

৫০০ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন (স্বপন) এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গতকাল বুধবার সিআইডির ফিন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিটের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট করে আট হাজার কোটি টাকা আদায়পূর্বক আত্মসাৎ করে বাড়ি ও জমি কিনে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন (স্বপন)। তিনি মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধেও অভিযুক্ত।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, রুহুল আমিনের জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের মালিকানাধীন ভাটারা এলাকা, বনানী ও উত্তরা এলাকার সাতটি দলিলে মোট জমির পরিমাণ ২৩১ কাঠা, যার

দলিলমূল্য ১৫ কোটি ৫৫ লাখ ৩৩ হাজার টাকা। এসব জমি, বিভিন্ন অবকাঠামোসহ মোট ৫০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে সিআইডির অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধেও মানি লন্ডারিং আইনে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রুহুল আমিন (স্বপন)

এ ছাড়া কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে জানা যায়, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আলোচিত ব্যবসায়ী ও সাবেক বায়রা মহাসচিব এই স্বপন। মেডিক্যাল ফির নামে সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। প্রায় আট লাখ কর্মীর কাছ থেকে মেডিক্যাল ফি বাবদ ৮০০ কোটির বেশি টাকা লোপাট করে স্বপন এবং তাঁর সিন্ডিকেট। বিশ্লেষকরা বলছেন, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর নামে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দুর্বলতাকে ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। এখন সমন্বিত তদন্ত, দ্রুত বিচার এবং এই চক্রে জড়িতদের কঠোর আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর নামে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য স্বপন। মীম মেডিক্যাল ও ক্যাথারসিস মেডিক্যাল নামের দুটি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে হাজার হাজার বিদেশ গমনেচ্ছুর কাছ থেকে কয়েক শ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। এই সিন্ডিকেটের ২৫টি রিক্রুটিং এজেন্সির অন্যতম ক্যাথারসিস ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গেই মীম মেডিক্যাল ও ক্যাথারসিস মেডিক্যালের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো রুহুল আমিন স্বপনের ক্যাথারসিস গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার খোলার পর স্বল্প সময়েই চার লাখ ৯৪ হাজার বাংলাদেশি কর্মী পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় মেডিক্যাল চেকআপ বাধ্যতামূলক হলেও তা পরিচালনার দায়িত্ব পায় কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী, অনুমোদন পাওয়া যেকোনো মেডিক্যালেই কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো যায়। কিন্তু স্বপন সিন্ডিকেটের কারণে হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পেরেছে। এর মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া টাকার বেশির ভাগই বিভিন্ন চ্যানেলে বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মালয়েশিয়াযাত্রায় মেডিক্যাল ফি ১০ হাজার টাকার কমে দিতে পারেননি কোনো কর্মী। এমনকি ১৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্তও দিতে হয়েছে।

২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চার লাখ ৯৪ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন। আবার সব কাগজপত্র ঠিক থাকার পরও ১৮ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি। মেডিক্যাল ফির অর্থ আদায়ের হিসাবে দেখা যায়, যেতে পারা এবং না পারা কর্মীদের কাছ থেকে মেডিক্যাল ফি বাবদ ৫০০ কোটির বেশি অর্থ লোপাট করেছে এই সিন্ডিকেট।

তবে জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকারি হিসাবে ১৮ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় যেতে না পারলেও এর বাইরে আরো তিন লাখ কর্মীর মেডিক্যাল করিয়েছে এই সিন্ডিকেট। যাঁদের কাছ থেকে ১০ হাজার করে ৩০০ কোটি টাকা লোপাট করা হয়েছে। অর্থাৎ মেডিক্যাল ফি দ্বারাই ৮০০ কোটির বেশি অর্থ লোপাট করেছে স্বপন সিন্ডিকেট। এর বড় অংশই চলে গেছে স্বপনের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে। দুর্নীতি দমন কমিশনের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, স্বপনের নামে বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে অন্তত ১২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গত দুই বছরে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। জনশক্তি রপ্তানি থেকে অর্জিত ব্যাবসায়িক আয়ের তথ্য গোপন করে রেমিট্যান্স হিসেবে তা দেখিয়ে কর ফাঁকির অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিন স্বপনের বিরুদ্ধে।

শ্রম বাজার

যুগান্তর | শুক্রবার ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২

যন্ত্রপাতির এলসি ও আমদানি কমছে

শিল্প খাতে মন্দা কাটছে না

যুগান্তর প্রতিবেদন

টানা সোয়া ৫ বছর মন্দায় এ খাত

শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার কমেছে, তবে বেড়েছে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার

শিল্প খাতের মন্দা কাটছে না। আগের কয়েক বছরের মতো গত অর্থবছরেও এ খাত বিকাশের মৌলিক উপকরণ শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। পাশাপাশি এলসি খোলার হারও কমেছে। ফলে আগামী কয়েক মাসেও শিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি কম হবে। পাশাপাশি শিল্পের সহযোগী হিসাবে অন্যান্য খাতের যন্ত্রপাতি আমদানি ও এলসি খোলাও কমেছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বাড়লেও এর বেশির ভাগই বেড়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে। রপ্তানির বাইরে অন্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানি না বেড়ে বরং কমেছে। একই সঙ্গে এ খাতের মধ্যবর্তী কাঁচামালের আমদানির পাশাপাশি এলসি খোলাও কমেছে। এসব কারণে সার্বিকভাবে শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। তবে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক প্রতিবেদন ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, ২০২০ সালের মার্চে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের পর থেকে শিল্প খাতে মন্দা প্রকট হতে থাকে। এর আগে থেকেও কিছুটা মন্দা ছিল। করোনার সংক্রমণের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় বৈশ্বিক মন্দা। এর প্রভাবে দেশে ডলার সংকট প্রকট হলে এ মন্দা আরও জেঁকে বসে। সেই মন্দার রেশ কাটতে না কাটতেই গত বছরের ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। যে কারণে মন্দা আরও তীব্র হয়েছে। এ হিসাবে শিল্প খাতে প্রায় সোয়া ৫ বছর টানা মন্দা চলছে। সার্বিকভাবে বেসরকারি খাতে মন্দার প্রভাবই শিল্প খাতে পড়েছে। বেসরকারি খাতে মন্দার কারণে এ খাতে সার্বিকভাবে ঋণপ্রবাহ রেকর্ড পরিমাণে কমে গেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমে যাওয়া দেশের অর্থনীতির জন্য ভালো লক্ষণ নয়। এদিকে উদ্যোক্তারাও বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমানোর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও অস্থিরতার কারণে উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ কারণে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে নজিরবিহীন লুটপাটের কারণে ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে ভুগছে। এ কারণে বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংকগুলো ঋণের জোগান দিতে পারছে না। ঋণপ্রবাহ কমার আরও একটি কারণ হচ্ছে—চড়া মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে ঋণের সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। চার বছর ধরে সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার বাড়ানো হয়েছে, বাজারে টাকার প্রবাহ কমানো হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতেও ওই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে সুদের হার আগে যেখানে ছিল ৮ থেকে ৯ শতাংশ, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ থেকে ১৮ শতাংশ। এসব কারণে শিল্প খাতের মন্দা কাটছে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মৌলিক শিল্পের যন্ত্রপাতি

শিল্প খাতে মন্দা কাটছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমদানি কমেছে ২৫ দশমিক ৪২ শতাংশ। একই সময়ে এলসি খোলা কমেছে ২৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। আমদানির পাশাপাশি এলসি খোলা কমায় আগামী কয়েক মাসেও যন্ত্রপাতি আমদানি কম হবে। কারণ, এলসি খোলার পর তিন থেকে ছয় মাস লাগে দেশে পণ্য আসতে।

মৌলিক শিল্পের পাশাপাশি বিবিধ শিল্পের বিভিন্ন ধরনের সহায়ক যন্ত্রপাতি আমদানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কমেছে ১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে এলসি খোলা কমেছে দশমিক ৫১ শতাংশ।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, যন্ত্রপাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় গার্মেন্ট, বস্ত্র ও ওষুধশিল্পে। মোট যন্ত্রপাতি আমদানির ৬০ শতাংশই এই তিন খাতের। এর মধ্যে শুধু গার্মেন্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি ও এলসি খোলা বেড়েছে। বাকি দুই খাতের বস্ত্র ও ওষুধশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। বস্ত্র খাতের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ২৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং এলসি খোলা কমেছে ২৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গার্মেন্ট শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি বেড়েছে ১২ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং এলসি খোলা বেড়েছে ৩ দশমিক ৮১ শতাংশ। ওষুধশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে ৩৫ দশমিক ২৭ এবং এলসি খোলা কমেছে ১ দশমিক ৮৮ শতাংশ। চামড়াশিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি বেড়েছে ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং এলসি খোলা কমেছে ৪৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ। পাটশিল্পের আমদানি সাড়ে ১১ এবং এলসি কমেছে ৮ দশমিক ৮০ শতাংশ। প্যাকিং শিল্পের আমদানি ৩৫ দশমিক ২৩ এবং এলসি খোলা কমেছে ২৯ দশমিক ২৫ শতাংশ। অন্যান্য শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি ৩২ দশমিক ১৯ এবং এলসি খোলা কমেছে ৩১ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের আমদানি ৪১ দশমিক ৪২ এবং এলসি খোলা কমেছে ৩৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির আমদানি ২৫ দশমিক ২৭ এবং এলসি কমেছে ২৭ দশমিক ০১ শতাংশ।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, সার্বিকভাবে একই সময়ে শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ। পাশাপাশি এলসি খোলা কমেছে দশমিক ১৫ শতাংশ। শিল্পের কাঁচামালের আমদানির মধ্যে বেশির ভাগই রয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্পের। ফলে রপ্তানি বেড়েছে। তবে অন্য খাতের শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমেছে।

রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ খাতের কাঁচামাল আমদানি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৬২ শতাংশ। একই সময়ে এলসি খোলা বেড়েছে ৭ দশমিক ২৪ শতাংশ। ফলে দেশের রপ্তানি আয়ও বাড়ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয় বাড়েনি। বরং কমেছিল ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ। গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। তবে গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাস রপ্তানি আয় বাড়লেও জুনে এসে কমেছে ১০ দশমিক ৫৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে আগের অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় আবার রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৫ শতাংশ।

শিল্পের কাঁচামালের মধ্যে অপরিশোধিত ভোজ্যতেল, তৈল বীজ, ওষুধশিল্পের কাঁচামাল, তুলাসহ র কটন ও অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমেছে।

কিছু শিল্প বিদেশ থেকে মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি করে। সেগুলো পরিশোধন করে পণ্য তৈরি করে। এ ধরনের মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি আলোচ্য সময়ে কমেছে ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ। পাশাপাশি এলসি খোলা কমেছে ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী কাঁচামালের মধ্যে সিমেন্ট শিল্পের, রিরোলিং মিলের, ভাঙার জন্য পুরোনো জাহাজ, আয়রন ও স্টিল স্ক্র্যাব এবং এ খাতের অন্যান্য শিল্পের কাঁচামালের আমদানি কমেছে। এদিকে শিল্পের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হারও প্রত্যাশিত হারে বাড়ছে না। বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমার কারণে শিল্প খাতেও ঋণের জোগান কমেছে। পাশাপাশি ঋণ আদায়ও কম হচ্ছে।

ঢাকা : শনিবার ১ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Saturday 16 August 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadec

১২ দিনে প্রবাসী আয় এসেছে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১২ দিনে (১ থেকে ১২ আগস্ট) ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই সময়ে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ১০৫ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক এই তথ্য জানিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আগস্ট মাসের ১২ দিনে দেশে ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের একই সময়ে (২০২৪ সালের আগস্টের প্রথম ১২ দিন) দেশে এসেছিল ৭২ কোটি ১০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। এই হিসাবে গত বছরের আগস্টের প্রথম ১২ দিনের তুলনায় চলতি মাসের প্রথম ১২ দিনে প্রায় ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। তাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশ।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ের দিক থেকে চলতি অর্থবছরটি ভালোভাবে শুরু হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৯ শতাংশ। গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা ২৪৭ কোটি ডলার বা ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। গত বছরের জুলাই মাসে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৯১ কোটি ডলার।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মুদ্রাবাজারে ডলারের ওপর চাপও কমেছে। অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে উৎসাহিত করতে নানা প্রণোদনা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

আগস্ট মাসের ১২ দিনে দেশে ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের একই সময়ে (২০২৪ সালের আগস্টের প্রথম ১২ দিন) দেশে এসেছিল ৭২ কোটি ১০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। এই হিসাবে গত বছরের আগস্টের প্রথম ১২ দিনের তুলনায় চলতি মাসের প্রথম ১২ দিনে প্রায় ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। তাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, গত কয়েক মাসে বিদেশি সব বকেয়া দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় ডলারের ওপর চাপও কমে এসেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরে এসেছে, যা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

এদিকে, সদ্যবিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো এক অর্থবছরে এত বেশি প্রবাসী আয় আর আসেনি। গত অর্থবছরে যে প্রবাসী আয় দেশে এসেছে, তা আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের বাজারও স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ ছাড়ের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ বেড়ে গত ১০ আগস্টে ৩০ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ মান অনুযায়ী, ওই দিন রিজার্ভ অবশ্য ২৫ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলার ছিল।

প্রথম আলো • শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫

১২ দিনে প্রবাসী আয় ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রবাসী বাংলাদেশিরা চলতি আগস্ট মাসের প্রথম ১২ দিনে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন। এই সময়ে তাঁরা দেশে পাঠিয়েছেন ১০৫ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক এই তথ্য জানিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূত্রে জানা গেছে, ১ থেকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ১০৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। গত বছরের একই সময়ে (২০২৪ সালের আগস্টের প্রথম ১২ দিন) দেশে এসেছিল ৭২ কোটি ১০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয়। সে হিসাবে গত বছরের আগস্ট মাসের প্রথম ১২ দিনের তুলনায় এ বছরের একই সময়ে প্রায় ৩৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। তাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ শতাংশ।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ের দিক থেকে চলতি অর্থবছরটি ভালোভাবে শুরু হয়েছে। অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৯ শতাংশ। গত জুলাই মাসে প্রবাসীরা ২৪৭ কোটি ডলার বা ২ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার আয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। গত বছরের জুলাই মাসে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৯১ কোটি ডলার।

ব্যাংকাররা বলছেন, প্রবাসী আয়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মুদ্রাবাজারে ডলারের ওপর চাপও কমেছে। অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে উৎসাহিত করতে নানা প্রণোদনা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, গত কয়েক মাসে বিদেশি সব বকেয়া দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় ডলারের ওপর চাপও কমে এসেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরে এসেছে, যা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

এদিকে সদ্যবিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো এক অর্থবছরে এত বেশি প্রবাসী আয় আর আসেনি। গত অর্থবছরে যে প্রবাসী আয় দেশে এসেছে, তা আগের অর্থবছরের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের বাজারও স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ ছাড়ের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১১ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 26 August 2025

২৩ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৭৪ কোটি ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি (আগস্ট) মাসের প্রথম ২৩ দিনে ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে। স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২১ হাজার ৩৩২ কোটি ৯২ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, আগস্টের ২৩ দিনে ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩৯ কোটি ২৯ লাখ ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (কৃষি ব্যাংক) ২৪ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১০৯ কোটি ৭১ লাখ ৬০ হাজার ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৮৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

এর আগে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স আসে, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। তবে ওই মাসে ৮ ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল, যা ছিল বছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের রেকর্ড। আর পুরো অর্থবছর (২০২৪-২৫) জুড়ে প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাসভিত্তিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল: জুলাইয়ে ১৯১ দশমিক ৩৭ কোটি ডলার, আগস্টে ২২২ দশমিক ১৩ কোটি ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ দশমিক ৪১ কোটি ডলার, অক্টোবরে ২৩৯ দশমিক ৫০ কোটি ডলার, নভেম্বরে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে ২৬৪ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ২১৯ কোটি ডলার, ফেব্রুয়ারিতে ২৫৩ কোটি ডলার, মার্চে ৩২৯ কোটি ডলার, এপ্রিলে ২৭৫ কোটি ডলার, মে মাসে ২৯৭ কোটি ডলার এবং জুনে ২৮২ কোটি ডলার। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ও প্রবাসী আয়ের পথ সহজ করায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ইতিবাচক ধারায় রয়েছে।

আগস্টের ২৩ দিনে ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ৩৯ কোটি ২৯ লাখ ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (কৃষি ব্যাংক) ২৪ কোটি ৯৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ১০৯ কোটি ৭১ লাখ ৬০ হাজার ডলার। আর বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৮৭ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

NEW AGE
SATURDAY, AUGUST 16, 2025,

Labour migration to Russia rises despite war

Rashad Ahamad

LABOUR migration from Bangladesh to Russia — a destination traditionally untapped by Bangladeshi workers and authorities — has sharply gone up in recent years, despite the continued Russia–Ukraine war.

According to the Bureau of Manpower Employment and Training, 2,117 Bangladeshis have migrated to the Russia Federation in the first seven months of this year.

Russia, the huge country spanning Eastern Europe and North Asia, hired 1,014 Bangladeshi workers in 2024 while the figure was merely 36 in 2023.

Migration experts said that Russia, traditionally a territory uncharted by Bangladeshi workers, was explored in 2022.

In 2022, the Overseas Employment and Services Limited, the only government recruiting agency of Bangladesh for overseas employment, signed a memorandum of understanding with a Russian shipbuilding company and secured jobs for 88 workers.

However, now at least 25 private recruiting agencies are involved in labour migration from Bangladesh. Of them, Green Land Overseas, Runway International, Noakhali Overseas Ltd, Al Dakheel Overseas Ltd, and Banna Bijoy Overseas Ltd are a few major firms.

BMET officials said that the people who migrated from Bangladesh have mostly gone to Russia — in six trades — as general workers in addition to shipbuilding, hospitality, construction, welding and garment sectors.

The officials said that private agencies were now dominating the labour migration from Bangladesh to Russia.

Noakhali Overseas Ltd managing director Md Hannan said that Russia was hiring only skilled workers through them for the sectors like garment, construction, and hospitality.

'We are receiving huge orders for skilled workers, but only 10 per cent of the trained workers can qualify to meet the orders,' he said, adding that they were now imparting skill training to aspirant migrant workers.

Russia, he said, is a big market. The Bangladesh government should facilitate and monitor migration to that country.

Russian recruiters, he further disclosed, bear the migration cost so the processing cost was less than Tk1 lakh for each worker, while each worker can earn minimum $620 monthly, which is considered a handsome remuneration for Bangladeshi workers.

Runway International proprietor Md Shamiur Rahman said that Bangladeshis had a huge scope in Russia but language is the crucial barrier.

WARBE Development Foundation chair Syed Saiful Haque said that increase in labour migration to Russia was good news, but recruitment agencies and authorities should monitor the issue carefully because of trafficking risks. WARBE is the Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants.

He said that there had already been several reported cases of human trafficking though they did not directly migrate from Bangladesh to Russia or not for labour migration.

According to the police Criminal Investigation Department, at least 20 Bangladeshis were trafficked to Russia in the past two years and were forced to take part in forefront Russia-Ukraine war, killing at least three of them.

BMET immigration sector director Tazim Ur Rahman said that they were issuing migration pass after getting confirmation from Russia.

He said that though there were risks, there were huge opportunities, too.

Shamiur Rahman said that they were sending workers according to the due process. If anyone was provoked or lured later, agencies had nothing to do with that.

According to migration experts, the Russian government has increased the quota for recruiting skilled workers from non-CIS countries recently. These countries will have a quota of sending 2,35,000 skilled workers to Russia in 2025, compared to 1,56,000 in 2024.

They said that Russia's industrial worker shortage had hit its economy hard in various ways in recent years, which also increased the demand for foreign workers.

An estimated several thousand Bangladeshis live in Russia, mainly for employment and education.

thefinancialexpress.com.bd Tuesday • August 26, 2025

IMPORT OF RAW MATERIALS, EXPORT OF READYMADE GARMENTS

BGMEA makes unit price declaration mandatory for UD certificates

MONIRA MUNNI

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) -- the apparel apex body -- has tagged new requirements mandating factories to provide the unit price of imported raw materials and readymade garments produced for export to get utilization declaration (UD) certificates aiming to ensure transparency and accurate valuation in the industry.

In a circular issued on Sunday, BGMEA instructed its member factories to include the information to receive the UD certificates from the trade body from September 01.

"To sustain the competitiveness of the locally produced exportable garment items in the international market and to maintain the trust of foreign buyers, it is essential to accurately declare the unit price of imported raw materials and the corresponding exportable garments produced in BGMEA member factories," read the circular.

Questions have been raised by both global buyers and local regulators, especially by the National Board of Revenue, about transparency and accurate value addition by the industry in the absence of unit price, according to the notice.

In this connection, necessary measures have been taken to properly mention the unit price through specific fields while applying for UD certificates, it said.

A UD certificate is a key customs document authorising the use of duty-free imported raw materials for manufacturing export-oriented garments. It is required for customs clearance, export processes and trade preferences and cash incentives.

Both BGMEA and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) issue UD certificates to their members against each work order, detailing exporter, importer and raw material information.

According to BGMEA, some 1700 to 1800 member factories receive UD certificates from the trade body each month against each of their work orders.

When asked, BGMEA President Mahmud Hasan Khan said that this was the first time they would collect unit price of garments while providing UD service to its members.

"This is mainly to understand the exact level of retention or value addition in the sector," he said, adding that they would regularly collect the data and prepare monthly reports accordingly.

Mahmud Hasan, also managing director of Rising Group, said currently they didn't have any specific data on how much value was added to a garment produced in Bangladesh and exported to the global market.

Once such data was available, they would be able to guide the BGMEA members on what kind of products they would need to produce to add more value or fetch high price, he said. "And then, we will recommend our members to focus on value addition instead of volume-based production."

Meantime, value addition to Bangladesh's RMG that has fluctuated in recent years has yet to return to the pre-pandemic level, as rising cost of raw-material imports erode export gains.

Exporters mainly blame the rise in raw-material imports especially that of yarn and fabric for such subdued returns, while prices of locally made garments have also declined in recent years.

Local RMG items' value addition remained almost static between 60 per cent and 64 per cent since fiscal year (FY) 2012-13 until FY2018-19, according to Bangladesh Bank data.

But a data analysis shows a fluctuating trend, with a decline to 56.49 per cent in FY20 while a rise up to 59.13 per cent in FY21. The rate again dipped to 54.38 per cent in FY22 while rose to 58.11 per cent and 60.13 per cent in FY23 and FY24 respectively.

In FY25, Bangladesh earned US$39.34 billion from apparel exports-US$ 21.15 billion from knitwear and US$18.18 billion from woven items-while it imported raw

ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৭ শ্রাবণ ১৪৩২, ১ আগস্ট ২০২৫

সেপটিক ট্যাংকে নেমে বড় ভাইয়ের মৃত্যু

ছোট ভাই হাসপাতালে

■ জুড়ী (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা

জুড়ীতে সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যাওয়া মানিব্যাগ তুলতে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাকে খুঁজতে গিয়ে ছোট ভাইও ট্যাংকে নেমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাতে উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ডোমাবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম সোহেল মিয়া (২৪)। তিনি ডোমাবাড়ী এলাকার মজম্মিল আলীর ছেলে ও পেশায় রাজমিস্ত্রী ছিলেন। আহত হয়েছেন তার ছোট ভাই ইমন আহমদ (২২)।

জানা যায়, রাত ৯ টায় বাড়ির পাশের পুরোনো ল্যাট্রিনে মানিব্যাগটি পড়ে গেলে সোহেল তা তুলতে সেপটিক ট্যাংকে নামেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও তিনি না উঠায় ছোট ভাই ইমন ট্যাংকে নামেন। পরে তাদের কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। স্থানীয়রা অনেক চেষ্টা করেও তাদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। রাতে জুড়ী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল সেখানে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মই দিয়ে ট্যাংকে নেমে দুই ভাইকে উদ্ধার করেন। পরে তাদেরকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক সোহেলকে মৃত ঘোষণা করেন। ইমন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিসের জুড়ী ইউনিটের শামীম আহমদ বলেন, 'সেপটিক ট্যাংকে বিষাক্ত গ্যাস জমে ছিল। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়া নামলে এমন দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। আমরা প্রায় ৪০ মিনিট চেষ্টা করে দুই ভাইকে উদ্ধার করি।

'জুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডা. অসিত দেবনাথ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'রাত ১০টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও স্থানীয়রা দুই জনকে নিয়ে এলে একজনকে মৃত পাই। অন্যজন গুরুতর আহত ছিলেন। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মৌলভীবাজারে ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৭ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 1 August 2025

জগন্নাথপুরে হাওরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তরুণ জেলের মৃত্যু

প্রতিনিধি, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে হাওরে মাছ ধরতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জাবের মিয়া নামের ১৬ বছরের এক তরুণ জেলের মৃত্যু হয়েছে।

জগন্নাথপুর উপজেলার চিলাউড়া-হলদিপুর ইউনিয়নের বেতাউকা গ্রামের কনর মিয়ার ছেলে।

জানাগেছে, গতকাল বাড়ির পাশে হাওরে নৌকা দিয়ে ছাঁই জাতীয় মাছের ফাদ দিয়ে মাছ ধরতে যায় জাবের। এ সময় অসাবধানতাবশত হাওরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ লাইনের টানা তারের সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাবের মিয়ার মৃত্যু হয় বলে চিলাউড়া-হলদিপুর ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বকুল নিশ্চিত করেছেন। জগন্নাথপুর থানার ওসি মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা জানান, মৃত জেলের পিতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মৃতদেহ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১ আগস্ট ২০২৫। ১৭ শ্রাবণ ১

পাঁচ জেলায় শিক্ষার্থীসহ ছয় মরদেহ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পাঁচ জেলায় শিক্ষার্থীসহ ছয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সালথা-নগরকান্দা (ফরিদপুর) : সালথা উপজেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে নাসিমা বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বড় খারদিয়া গ্রামের আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি কক্ষ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নাসিমা ওই আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা কাইয়ুম মাতুব্বরের স্ত্রী।

মাদারীপুর ও রাজৈর : মাদারীপুরে পৃথক স্থান থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজন ভ্যানচালক ও অন্যজন বাবুর্চি। গতকাল সকালে রাজৈর উপজেলার নয়ানগর মাছকান্দি ও সদর উপজেলার ঝিকরহাটি থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন রাজৈর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিম রাজৈর গ্রামের আমজেদ আকনের ছেলে আকাশ আকন (১৮) এবং সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের ঝিকরহাটি গ্রামের এলাজদ্দিন বেপারীর ছেলে মো. ইমরান বেপারী (৫৮)।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : সদর উপজেলার ডিএমসি বিওপির অধীন এলাকায় পদ্মা নদীতে ভেসে আসা অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৩ বিজিবি) অধীন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সীমানায় ডিএমসি বিওপির হেফাজতে থাকা মরদেহটি উদ্ধার হয় বলে জানিয়েছে বিজিবি।

বগুড়া : সোনাতলা উপজেলায় বাঙ্গালী নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে সোনাতলা থানার ওসি মিলাদুন্নবী কালের কণ্ঠকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) : সৈয়দপুরে বাড়ির কাছে গলায় রশি দিয়ে ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত অবস্থায় ইয়াসিন ইকবাল (১৯) নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল উপজেলার বাঙ্গালীপুর ইউনিয়নের সেলফির মোড় নামক এলাকায় ডালিয়া ক্যানেল পারের একটি আকাশমনি গাছ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। সে লক্ষ্মণপুর পাঠানপাড়ার মিনারুল হক প্রামাণিক ও আরজু আরা দম্পতির ছেলে। ইয়াসিন এ বছর লক্ষ্মণপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষা পাস করেছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় সৈয়দপুর শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় সে।

ইত্তেফাক
সোমবার
২০ শ্রাবণ ১৪৩২, ৪ আগস্ট ২০২৫

পৃথক স্থানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই জনের মৃত্যু

■ নন্দীগ্রাম (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার নন্দীগ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বুলু মিয়া (৬২) নামের এক মুয়াজ্জিনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে নন্দীগ্রাম পৌরসভার বৈলগ্রাম উত্তরপাড়া পুরোনো জামে মসজিদের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি মোজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মুয়াজ্জিনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের কারো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনার অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা জানান, গাংনীতে সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শওকত আলী (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শওকত আলী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহর ছেলে। রবিবার সকাল ১০টার দিকে ভাটপাড়া গ্রামের একটি মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাংনী থানার ওসি বনী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২ আগস্ট ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার শীলকূপে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবুল কাশেম (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাশেম শীলকূপ ইউনিয়নের পশ্চিম আশিঘর পাড়ার বাসিন্দা। তিনি আহমদিয়া ডেকোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। বাঁশখালী থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম জানান, বিয়ের অনুষ্ঠানে জেনারেটরের সংযোগ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আবুল কাশেম। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বাঁশখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

–বিশেষ প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম

সমকাল
সোমবার । ৪ আগস্ট ২০২৫ ।

বজ্রপাতে দুই কৃষকের ১১ মহিষের মৃত্যু

■ দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বজ্রপাতে দুই কৃষকের ১১টি মহিষের মৃত্যু হয়েছে। পুঁতে ফেলা সম্ভব না হওয়ায় মৃত মহিষগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেন ভুক্তভোগী কৃষক। রোববার ভোরে উপজেলার সীমান্তসংলগ্ন চিলমারী ইউনিয়নের বাংলাবাজার উদয়নগর পদ্মা নদীর চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও স্থানীয়রা জানান, বাংলাবাজার এলাকার উদয়নগর মাঠে বাথানের মহিষ চরানো হচ্ছিল। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে স্থানীয় নবীর উদ্দীন ঘোষের ১০টি ও এলাহী ঢালীর একটি মহিষ মারা যায়। এ সময় আরও কয়েকটি মহিষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় কোনো মানুষ হতাহত হয়নি।

মহিষ মালিক নবীর উদ্দিন ঘোষ বলেন, তাদের বাথানে প্রায় ৩০০ মহিষ আছে। বজ্রপাতে তাদের ১১টি মহিষ মারা যায়। এতগুলো মহিষ পুঁতে ফেলা সম্ভব না হওয়ায় তারা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

দৌলতপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মাহামুদুল ইসলাম বলেন, বজ্রপাতে মারা যাওয়া মহিষের বাজারমূল্য প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা।

...বার, আগস্ট ৭, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ২৩, ১৪৩২ বণিকবার্তা

নোয়াখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৭ জন নিহত

৪ জেলায় প্রাণহানি আরো ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চন্দ্রগঞ্জপূর্ব বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চার শিশুসহ একই পরিবারের সাতজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরের এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচজন। নিহতরা সবাই মধ্যপ্রাচ্য থেকে সদ্য ফেরা ওমান প্রবাসী মো. বাহার উদ্দিনের পরিবারের সদস্য।

এছাড়া রাজধানী ঢাকা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ ও চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন আরো সাতজন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

চট্টগ্রাম : জেলার মিরসরাইয়ে বিকল হওয়া ডাম্প ট্রাকের পেছনে লরির ধাক্কায় মো. সাব্বির (২০) নামে ট্রাকের এক সহকারী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৬টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লাইনের সুফিয়া রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর মিরসরাই ফায়ার সার্ভিস ও জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ আটকে থাকা নিহত সাব্বিরকে উদ্ধার করে। জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, 'এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।'

এছাড়া চট্টগ্রামে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী বহনকারী একটি বাসের সঙ্গে হানিফ পরিবহনের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অন্তত ২৮ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পটিয়া বাইপাস এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২ আগস্ট ২০২৫ ॥

লরির ধাক্কায় নিহত দুই মোটরসাইকেল আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটিয়ারী অক্সিজেন রোড এলাকায় তেলবাহী লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন– ভাটিয়ারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানঘাটা এলাকার বাসিন্দা আরিফ হোসেন। অন্যজনের নাম জুয়েল। তার পরিচয় জানা যায়নি। বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি আবদুল মোমিন বলেন, লরি বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। দুমড়েমুচড়ে যায় মোটরসাইকেলটি। লরিটি আটক করা হলেও চালক পালিয়ে গেছেন। **শরীয়তপুরে ভ্যানচালক নিহত :** শরীয়তপুর প্রতিনিধি জানান, নড়িয়া উপজেলার জামতলা এলাকায় গতকাল বাসের ধাক্কায় আলী উজ্জামান (৩৫) নামে একজন ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। নড়িয়া থানার ওসি আসলাম উদ্দিন জানান, ঘাতক বাসটি আটক করা হয়েছে। পালিয়ে গেছে চালক ও হেলপার।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩ আগস্ট ২০২৫

বজ্রপাতে মৃত্যু দুজনের

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

রাজবাড়ীর পাংশায় মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে উপজেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের কাচারিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– পাংশা উপজেলার কাচারিপাড়া গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দীনের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৩২) ও আরিফ শেখের ছেলে তামিম (১৩)।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-ছেলের মৃত্যু

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া ভেড়ামারায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার চাঁদগ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– চাঁদগ্রামের হাবিল সদ্দারের স্ত্রী জোসনা খাতুন (৫৫) ও ছেলে বিপ্লব সরদার (৩৫)। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বিপ্লব সরদার পাওয়ার টিলার দিয়ে চাঁদগ্রাম মাঠে জমি চাষ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বাড়ির কাছে মুরগির ফার্মের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পাওয়ার টিলারের সঙ্গে পেঁচিয়ে যায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩ আগস্ট ২০২৫

সাগর তীরে ভেসে এলো নিখোঁজ জেলের লাশ

কুতুবদিয়ার সমুদ্রসৈকতে ভেসে এলো সাগরে ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ জেলে আবদুল মোনাফের (৪০) লাশ। গতকাল ভোরে উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের নাজিরপাড়ার সাগরের তীর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে মোনাফের ভাই লাশটি শনাক্ত করেন। মোনাফ মহেশখালীর হোয়ানক ইউনিয়নের পানির ছড়া গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি আবদুল মোনাফসহ সাত জেলে সাগরে মাছ শিকারে যান। বৈরী আবহাওয়ায় তাদের ট্রলারটি ডুবে যায়। এদের মধ্যে পাঁচ জেলেকে অন্য ট্রলারের লোকজন উদ্ধার করলেও মোনাফসহ দুজন নিখোঁজ ছিলেন। পরে গতকাল ভোরে কুতুবদিয়ায় নাজিরপাড়ায় মোনাফের লাশ ভেসে আসে।

–কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

যুগান্তর
রোববার ৩ আগস্ট ২০২৫
১৯ শ্রাবণ ১৪৩২

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টেকনিশিয়ানের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কদমতলীর শ্যামপুরে একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তপন কান্তি নামে এক টেকনিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শ্যামপুর লাল মসজিদসংলগ্ন ৬ নম্বর গলির 'জনপ্রিয় প্লাস্টিক কারখানায়' এ দুর্ঘটনা ঘটে। সহকর্মীরা জানান, কারখানার একটি মেশিনে সুইচ দেওয়ার সময় হঠাৎ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয়। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তপন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তপনের সহকর্মী রানা যুগান্তরকে বলেন, তপন খুব অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ছিলেন। প্রায় সাত বছর ধরে এ কারখানায় কাজ করছিলেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট ২০২৫,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় গতকাল বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পল্লী বিদ্যুতের লাইন টেকনিশিয়ান আলাউদ্দিন হায়দারের (৫০) মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট ২০২৫,

মা-স্ত্রীসহ ৭ স্বজন হারালেন প্রবাসী

সড়ক দুর্ঘটনা

চালকের চোখে ঘুম থাকায় মাইক্রোবাসটি খালে পড়ে যায় বলে ধারণা। নোয়াখালীর এ ঘটনায় বেঁচে ফেরেন চারজন।

প্রথম আলো ডেস্ক

তিন বছর পর দেশের বাড়িতে ফিরছিলেন ওমানপ্রবাসী আবদুল বাহার। তাঁকে আনতে ঢাকায় বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন ৯ স্বজন। তাঁরা বাড়ির পথও ধরছিলেন ঠিকঠাক। কিন্তু চালকের অসাবধানতায় বাড়ি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে এসে বাহারের সব শেষ হয়ে গেছে। তাঁদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি খালে পড়ে তিনি হারিয়েছেন মা, স্ত্রী, শিশুসন্তানসহ সাত স্বজনকে।

গতকাল বুধবার ভোরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাইয়াপুর ইউনিয়নের পূর্ব জগদীশপুর এলাকায় প্রাণহানির এ ঘটনা ঘটে। বাহারের বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী এলাকায়। তাঁদের বাড়িটি কাছারি বাড়ি হিসেবে পরিচিত।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন আবদুল বাহারের নানি ফয়জুন নেসা (৮০), মা খুরশিদা বেগম (৫৫), স্ত্রী কবিতা বেগম (৩০), মেয়ে মীম আক্তার (২), বাহারের সৌদিপ্রবাসী ভাই মো. রুবেলের স্ত্রী লাবণী বেগম (৩০), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৯) ও বাহারের আরেক ভাইয়ের মেয়ে রেশমি আক্তার (১০)। দুর্ঘটনায় ঘণ্টাখানেকের মাথায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মিলে মরদেহগুলো পানিতে ডোবা মাইক্রোবাস থেকে বের করেন। এ ঘটনায় বাহার, তাঁর বাবা আবদুর রহিম, শ্বশুর ও মাইক্রোবাসচালক প্রাণে বেঁচে যান।

গতকাল সকালে বাহারদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তাঁদের চৌচালা টিনের ঘরটিতে সারি সারি করে রাখা সাতটি মরদেহ। সেখানে আহাজারি করছেন স্বজনেরা। পাশে একটি বিছানায় শুয়ে আছেন বাহারের বাবা আবদুর রহিম। তাঁর কোনো সাড়াশব্দ নেই, কেবল চোখ গড়িয়ে পানি পড়ছিল। উঠানেও ভিড় করে ছিলেন শ খানেক নারী-পুরুষ।

উঠানে কান্না করতে দেখা যায় আবদুল বাহারকে। তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'গাড়ির মধ্যে নানা কিছু নিয়ে হাসাহাসি করছি সবাই। একসময় মা বলল—তোর জন্য কত অপেক্ষা করেছি, বাপ। কথাটা শেষ হয় নাই, বিকট শব্দের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেলাম। এরপর সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। দেখি, খালে গাড়িটা নৌকার মতো ভাসতেছিল। ড্রাইভারের বললাম দরজার লক খুলে দিতে। সে লক না খুলে নিজে একটা জানালা দিয়া বের হইয়া গেছে। আমরা তিনজন জানালার কাচ ভেঙে বের হইছি। বাকিরা গাড়িতেই শেষ।'

উদ্ধারের পর মাইক্রোবাসটি। গতকাল সকালে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে। ছবি : প্রথম আলো

গাড়ির চালক ঘুম নিয়ে মাইক্রোবাসটি চালাচ্ছিলেন জানিয়ে বাহার বলেন, কুমিল্লায়ও একবার গাড়িটা দুর্ঘটনায় পড়তে গিয়ে রক্ষা পায়। তাঁরা চালককে প্রয়োজনে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু চালক বিশ্রাম না নিয়েই গাড়ি চালাতে থাকেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে তাঁরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়েছিলেন।

নিহত ব্যক্তিদের গতকাল বাদ আসর জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে। এর মধ্যে বাহারের নানিকে পার্শ্ববর্তী হাজিরপাড় ইউনিয়নে তাঁর বাড়িতে দাফন করা হয়। বাকি ছয়জনকে দাফন করা হয় বাহারদের পারিবারিক কবরস্থানে।

নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের চৌমুহনী স্টেশনের কর্মকর্তা মোজাম্মেল হক প্রথম আলোকে বলেন, মাইক্রোবাসের চালকের ঘুম ঘুম ভাব থাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে। নিহত ব্যক্তিরা পেছনের সিটগুলোতে ছিলেন।

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোবারক হোসেন ভূঁইয়া বলেন, মাইক্রোবাসচালক এনায়েতুল্লাহ আকবরকে আটকের চেষ্টা চলছে। মাইক্রোবাসটি লক্ষ্মীপুর থেকে ভাড়া করে ঢাকায় নেওয়া হয়েছিল। গাড়িটি খাল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে দেখা যায়, সড়ক দুর্ঘটনায় একসঙ্গে পুরো পরিবার নিহতের প্রবণতা বাড়ছে। সংস্থাটির গত ডিসেম্বরে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, এর আগের পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় দেড় শতাধিক পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এদিকে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতি মাসে দেওয়া হিসাব যোগ করে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৩ হাজার ৬৮৩ জন নিহত হয়েছেন।

৪ জেলায় নিহত ১০

মঙ্গলবার দিবাগত রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ ও রাজশাহীতে তিনজন করে এবং ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে দুজন করে নিহত হন।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে গতকাল দুপুরে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই তিনজন নিহত হন। তাঁরা হলেন সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী স্নেহা চক্রবর্তী (১৭), শান্তিগঞ্জ উপজেলার টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আফসানা জাহান (১৮) ও অটোরিকশার যাত্রী শফিকুল ইসলাম (৫৫)। এ ঘটনায় অটোরিকশাচালকসহ ও এক নারী যাত্রী আহত হয়েছেন। স্নেহা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার গোপালহাটি এলাকায় মঙ্গলবার রাত ৯টায় গাড়ির ধাক্কায় ভ্যানের তিনযাত্রী নিহত হন। তাঁরা হলেন শরীফা বেগম (৪০), তাঁর বড় জা হাসুরা বেগম (৫৫) ও ভ্যানচালক মোহাম্মদ আলী। শরীফা বেগমদের বাড়ি উপজেলার তারাপুর গ্রামে। শরিফা বেগম ঘটনাস্থলে, মোহাম্মদ আলী গতকাল সকালে ও বেলা আড়াইটায় হাসুরা বেগম মারা যান। তাঁরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এ ঘটনায় শরিফার এক মেয়ে, আরেক জা ও এক ননদ সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁরা শরিফার অসুস্থ বড় ননদকে হাসপাতাল থেকে দেখে বাড়ি ফিরছিলেন।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় এক্সপ্রেসওয়েতে গতকাল দুপুরে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী বিল্লাল খান (৩৫) ও একই সময়ে সালথা উপজেলার মৌলভীপাড়া এলাকায় ট্রলিচাপায় তিন বছর বয়সী শিশু মো. হুসাইন নিহত হয়। ভাঙ্গার ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরও দুই আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন।

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মেয়ের বউভাতের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত হন এক ব্যক্তিসহ দুজন। এ ঘটনা আহত হয়েছেন তিনজন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামের মো. মন্জু মিয়া (৪০) ও যশরা গ্রামের আলাল উদ্দিন (৫০)। মন্জু মিয়া এক দিন আগে বিয়ে হওয়া মেয়েকে আনতে কয়েকজনকে নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন।

যুগান্তর | রোববার ৩ আগস্ট ২০২৫
১৯ শ্রাবণ ১৪৩২

জাবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে আরিফুল ইসলাম নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন গ্রন্থাগার ভবনের চতুর্থ তলা থেকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল ৪টায় তিনি মারা যান। নিহত আরিফুলের বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায়।

এদিকে শ্রমিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও পরিবহণ দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. ইব্রাহিমকে সদস্য সচিব করে গঠিত এ কমিটিকে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. নিংতেম বলেন, বেলা ১১টায় কয়েকজন শ্রমিক আরিফুলকে নিয়ে মেডিকেলে আসেন। তারা জানান, তিনি উপর থেকে পড়ে গেছেন। তার মুখে আঘাত ছিল, দাঁত পড়ে গিয়েছিল। অবস্থা গুরুতর দেখে আমি তাকে এনাম মেডিকেলে পাঠিয়ে দেই।

প্রথম আলো • রোববার, ৩ আগস্ট ২০২৫,

মালয়েশিয়ায় গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে তিন বাংলাদেশি নিহত

ইউএনবি, ঢাকা

মালয়েশিয়ার কুয়ানটানে ইস্ট কোস্ট হাইওয়ে (এলপিটি-১) এলাকায় গাড়ি থেকে সড়কে ছিটকে পড়ে তিন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন গাড়িচালক সাব্বের হাসান (৩০), যাত্রী জাহিদ হাসান (২১) ও আবদুল্লাহ (২৪)। আর আহত দুজন হলেন হাবিব বিশ্বাস (৪৫) ও মনিরাম চন্দ্র বসু (৪০)। তাঁদের স্থানীয় তেংকু আমপুয়ান আফজান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুয়ানটানের ভারপ্রাপ্ত পুলিশপ্রধান আদলি মাত দাউদ জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, তাঁরা কুয়ানটান থেকে রাজধানী কুয়ালালামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি রাস্তার বাঁ পাশে ছিটকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ আরও জানায়, চালকের গাড়ি চালানোর বৈধ সনদ ছিল না। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটির রাস্তায় চলাচলের অনুমতির মেয়াদও গত মে মাসে শেষ হয়ে গেছে।

যুগান্তর
শনিবার ৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২

আফতাবনগরে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর রামপুরা আফতাবনগরে নির্মাণাধীন ভবনের ৮ তালা থেকে পড়ে শ্রমিক আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর আহতাবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আলাউদ্দিনের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। আফতাবনগর পাম্পের গলি এলাকায় থাকতেন। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক বলেন, লাশ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ৩ আগস্ট ২০২৫,

ভিমরুলের কামড়ে মৃত্যু

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে ভিমরুলের কামড়ে সামছুর গাজী (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার বিকেল চারটার দিকে তিনি মারা যান। সামছুর গাজী পশ্চিম কৈখালী গ্রামের বাসিন্দা। সামছুরের চাচাতো ভাই আজু বলেন, কয়েক দিন ধরে সামছুরের পায়ে ব্যথা ছিল। তিনি ব্যথা সারাতে সেজিগাছের আঠা খুঁজছিলেন। গত বৃহস্পতিবার সকালে আঠা সংগ্রহ করতে একটি সেজিগাছের কাছে যান। সেখানে ভিমরুলের চাক ছিল। তবে সেটি জানতেন না সামছুর। গাছে হাত দিতেই চাক থেকে উড়ে গিয়ে একাধিক ভিমরুল তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে কামড় দেয়। এ অবস্থায় তাঁকে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরদিন শুক্রবার বিকেলে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় সামছুরের মৃত্যু হয়। কৈখালী ইউনিয়ন পরিষদের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আমিনুর রহমান এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাতক্ষীরা

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ২ আগস্ট ২০২৫

ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবির ঘটনায় পাঁচ দিন পর নিখোঁজ পাঁচ জেলের মধ্যে একজনের লাশ পাওয়া গেছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে সৈকতের মিরাবাড়ী পয়েন্ট থেকে লাশটি উদ্ধার করে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ। ওই জেলের নাম নজরুল ইসলাম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল। তিনি বলেন, এখনো আবদুর রশিদ, রফিক, ইদ্রিস ও কালাম হোসেন নিখোঁজ রয়েছেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২

আট যুবকসহ সড়কে ঝরল ১১ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় বৃহস্পতিবার ও আগের দিন ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা ও চাঁদপুরে দুই যুবক, টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল চালকসহ তিনজন, হবিগঞ্জে শিক্ষার্থী, ময়মনসিংহে কিশোর, গাইবান্ধায় মুদি দোকানি, রংপুরে কাভার্ড ভ্যানচালকসহ দুজন ও শেরপুরে শিশু রয়েছে। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

মধুপুর (টাঙ্গাইল) : নিহতরা হলেন—জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ৫নং চরের জিন্নাত আলীর ছেলে মোটরসাইকেল চালক যুবক আল-আমিন, আরোহী চর পালিশা গ্রামের মোহাম্মদ আমিনুল হকের ছেলে যুবক স্বপন মিয়া ও পিকআপচালক জামালপুর সদর উপজেলার হাসিল মনিকা বাড়ির নুর ইসলামের ছেলে যুবক মোহাম্মদ জুয়েল। মোটরসাইকেলে নিহত আল-আমিন ও স্বপন তাদের স্বজন সানীকে নিয়ে ঘাটাইল সেনাবাহিনীর মাঠের উদ্দেশে আসছিলেন। সেনাবাহিনীর রিক্রুট লাইনে দাঁড়ানোর কথা ছিল সানীর। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সানীও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

হাজারীবাগ (ঢাকা) : রাজধানীর নিউমার্কেট থানাধীন কাঁটাবন চৌরাস্তা মোড়ে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক বজলু নিহত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বজলুকে মৃত ঘোষণা করেন। বজলুর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায়। পরিবার নিয়ে তিনি ঢাকার পুবাইলের মিরাবাজার এলাকায় থাকতেন।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় সড়ক পার হওয়ার সময় গাড়িচাপায় কিশোর আলী নুরের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার মেহেরাবাড়ি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আলী নুর নেত্রকোনার সদর উপজেলার লাইটইঞ্জিন চল্লিশাপাড়ার উজ্জল মিয়ার ছেলে।

মাধবপুর (হবিগঞ্জ) : মাধবপুরে বাসের ধাক্কায় কলেজছাত্র যুবক মোফাজ্জল হোসেন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোফাজ্জল উপজেলার বরুড়া গ্রামের জয়নাল আবেদিনের ছেলে এবং মাধবপুর সৈয়দ সঈদ উদ্দিন কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন।

কচুয়া (চাঁদপুর) : কচুয়ার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন যুবক সবুজ ইসলাম রনি। বুধবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। রনি কচুয়া উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে।

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফুটানি বাজারে বৃহস্পতিবার সড়ক দুর্ঘটনায় মুদি দোকানি আরমান মিয়া নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বড় সাতাইল বাতাইল গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে। গোবিন্দগঞ্জের ফুটানির বাজার এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

পীরগঞ্জ (রংপুর) : পীরগঞ্জ উপজেলায় ভেন্ডাবাড়ীতে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন—কাভার্ডভ্যানের চালক যুবক বায়জিদ মিয়া ও হেলপার যুবক মুশফিকুর রহমান। বায়জিদ গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসা গ্রামের ইসরাফিল মিয়ার ছেলে আর হেলপার মুশফিকুর ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার পাইকশা গ্রামের সোহেল ব্যাপারীর ছেলে।

শেরপুর উত্তর : ঝিনাইগাতীতে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে উলটে পড়ে শিশু সোহেলের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে কমপক্ষে ২০ যাত্রী। বৃহস্পতিবার দুপুরে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের খৈলকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল ঝিনাইগাতী উপজেলার ডাকাবর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

প্রথম আলো • রোববার, ৩ আগস্ট ২০২৫,

অটোরিকশায় ট্রেনের ধাক্কা, মা-দুই ছেলেসহ নিহত ৫

কক্সবাজারের রামু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *কক্সবাজার*

কক্সবাজারের রামুতে ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার পাঁচ আরোহী নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে এক নারী, তাঁর দুই শিশুসন্তান ও বোন রয়েছেন। গতকাল শনিবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার রশিদনগরের ধলিরছড়া রেলক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথ চালু হলেও এখনো এই পথের রেলক্রসিংগুলো অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এ ঘটনার পর রেলক্রসিংয়ে গেট স্থাপন ও গেটম্যান দেওয়ার দাবিতে আরেক ট্রেন সৈকত এক্সপ্রেস আটকে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় লোকজন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ভারুয়াখালী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছাদকপাড়ার রেণু আরা (৪৫), রেণু আরার দুই ছেলে আশেক উল্লাহ (৩) ও আতা উল্লাহ (১ বছর ৬ মাস), তাঁর বোন আসমা আরা (১৩) এবং অটোরিকশার চালক হাবিব উল্লাহ (৫০)।

রামুতে ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি : সংগৃহীত

নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈয়বুর রহমান বলেন, রেলক্রসিংয়ে গেটের ব্যবস্থা না থাকায় এর আগেও এ পথে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। মরদেহগুলো কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রশিদনগর ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবদুল মালেক বলেন, নিহত রেণু আরার শ্বশুরবাড়ি রামুর কালিরছড়া গ্রামে। তিনি অটোরিকশায় করে ছোট বোন আসমা ও দুই ছেলে নিয়ে বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফিরছিলেন।

রেলওয়ের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান বলেন, রেললাইনে উঠে পড়া অটোরিকশাটিকে ট্রেন এক কিলোমিটার দূর ঠেলে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় রেলওয়ের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রেলওয়ের উপপ্রধান পরিচালন কর্মকর্তা তারেক মুহাম্মদ ইমরান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেসটি প্রায় ৭০ কিলোমিটার গতিতে যাচ্ছিল। অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপা যায় না। পরিস্থিতি ও গতি বিবেচনা করতে হয়। না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার শঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে কী হয়েছে, তা তদন্তে জানা যাবে।' রেলওয়ে সূত্র জানায়, তাৎক্ষণিক ব্রেক চাপলেও ট্রেন থামতে পারে ৪০০ মিটারের বেশি পথ দূরে গিয়ে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Friday 8 August 2025

সৈকতে ভেসে এলো ট্রলারসহ নিখোঁজ জেলের মরদেহ

প্রতিনিধি , কুয়াকাটা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সৈকতে এফবি সাগরকন্যা নামের একটি মাছ ধরা ট্রলার ও ইদ্রিস (৫০) নামের এক জেলের মরদেহ ভেসে এসেছে। গত বৃহস্পতিবার সৈকতের ডিসি পার্ক সংলগ্ন সাগরে ট্রলার ও লাশটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা নৌ-পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে নৌ-পুলিশের একটি টিম লাশটি উদ্ধার করে। এ সময় লাশের পরনে একটি লাল গেঞ্জি ও কালো প্যান্ট ছিল। লাল গেঞ্জি ও কালো প্যান্ট দেখে লাশের পরিচয় সনাক্ত করেন তার ভাতিজা সাগর। নিহত জেলে কলাপাড়া উপজেলার মধুখালীর বাসিন্দা।

নিহত জেলে ইদ্রিসের ভাতিজা সাগর বলেন, আমিও ২৬ জুলাই এই ট্রলারে চাচার সাথে ছিলাম। ট্রলারটি ডুবির সাথে সাথে চাচাও ওই সময় ডুবে যায়। এসময় চাচার পরনে লাল গেঞ্জি ও কালো প্যান্ট ছিলো।

গত ২৬ জুলাই সকাল ১০ টার দিকে কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়া থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার গভীরে ট্রলারটি ঢেউয়ের কবলে পরে ডুবে যায়।

সম
সমকাল
শনিবার । ৯ আগস্ট ২০২৫

সাগরে নৌকাডুবি

১১ জেলে উদ্ধার নিখোঁজ ৮

চট্টগ্রাম ব্যুরো

বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম উপকূলে ডুবে যাওয়া মাছ ধরা নৌযানের ১১ জেলেকে উদ্ধার করা গেলেও নিখোঁজ রয়েছেন আটজন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ডুবে যাওয়া নৌযানটির অদূরে থাকা একটি নৌযান তাদের উদ্ধার করে। গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে অন্য জেলেদের খোঁজে সাগরে তল্লাশি চালাচ্ছে কোস্টগার্ড।

জানা যায়, সাগরে ডুবে যাওয়া নৌযানে ছিলেন ১৯ জেলে। নিখোঁজ সবাই নোয়াখালীর বাসিন্দা। তাদের মধ্যে চারজনের নাম জানা গেছে– আবুল বাশার, জামাল উদ্দিন, মো. ফারুক ও মো. ইদ্রিস।

কোস্টগার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট শাকিব মেহবুব জানিয়েছেন, ডুবে যাওয়া নৌযানের মালিক মোহাম্মদ মিরাজ। গতকাল সকালে নৌযানের মালিক বিষয়টি কোস্টগার্ডকে জানান। এর পর থেকে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান শুরু করে কোস্টগার্ড।

কোস্টগার্ড ও নৌযান মালিক সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট এলাকা থেকে নৌযানটি গভীর সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু দুপুরে দুর্ঘটনায় ডুবে যায়। কোস্টগার্ডের পাশাপাশি নৌযান মালিকের পক্ষ থেকেও একটি নৌযান নিয়ে সাগরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৫ আগস্ট ২০২৫
২১ শ্রাবণ ১৪৩২

ঘরে জমে থাকা গ্যাসে বিস্ফোরণ

গাজীপুরে প্রাণ গেল দুই জনের

A

জয়দেবপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

রান্নাঘরে গ্যাস জমে ছিল অজান্তেই। রান্না শেষ, চুলাও বন্ধ, তবু ঘরের ভেতরে ছিল অদৃশ্য এক বিস্ফোরণের ফাঁদ। একটি চুলা চালু করতেই ঘটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মুহূর্তেই দগ্ধ হন দুজন। শেষমেশ কেড়ে নেয় তাদের প্রাণ। রোববার বিকালে গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকার শেখবাড়িতে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। গ্যাস লিকেজ থেকে সৃষ্ট এই বিস্ফোরণে নিহত হন মোজাম্মেল হক ও রাকিব নামের এক তরুণ ইলেকট্রিশিয়ান।

স্থানীয় সূত্র জানায়, মাত্র দুদিন আগে ভাড়া বাসায় উঠেছিলেন মোজাম্মেল। তিনি ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার লক্ষ্মীকুন্ড গ্রামের বাসিন্দা। রোববার দুপুরে রান্না শেষে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে রাখেন তিনি।

একপর্যায়ে ফ্রিজ নষ্ট হলে রাকিব নামের ইলেকট্রিশিয়ান তা মেরামতের জন্য ঘরে প্রবেশ করে। ঘরের ভেতরে ঢুকে গ্যাসের গন্ধ টের পান তিনি। তখনই তিনি মোজাম্মেলকে বিষয়টি জানান। মোজাম্মেল গ্যাসের চুলাটি পরীক্ষা করতে বলেন। আর তখনই ঘটে বিস্ফোরণ।

দুজনই দগ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকেন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে প্রথমে গাজীপুরের একটি হাসপাতালে, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠায়।

চিকিৎসকরা জানান, মোজাম্মেলের শরীরের ৯৫ শতাংশ এবং রাকিবের শরীরের ৬০ শতাংশ পুড়ে যায়। মোজাম্মেল রোববার রাতেই মৃত্যুবরণ করেন, আর রাকিব সোমবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করেও রাকিবের ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় ঘরের জানালার কাচ ও দুটি দরজা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয়দের খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে দ্রুত তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদ আহমেদ বলেন, আমরা একজন মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছি। দ্বিতীয়জনের মৃত্যুর বিষয়টিও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 12 August 2025

হবিগঞ্জে পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে সিএনজি চালক নিহত

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ-শায়েস্তাগঞ্জ সড়কের জগতপুর কোম্পানির নিকট সিএনজি অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে একজন নিহত ও ৫ জন আহত হয়েছে। গত রোববার রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সিএনজি অটোরিকশা প্রায়ই দ্রুতগতিতে চলে। যাত্রীরা বারবার নিষেধ করার পরও তারা আমলে না নিয়ে বেপরোয়া গতিতে চলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। গত রোববার নতুন ব্রিজ থেকে খোয়াই সিএনজি নামের একটি সিএনজি যাত্রী নিয়ে হবিগঞ্জ আসে।

এ সময় উল্লেখিত স্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজি থেকে ছিটকে পড়ে চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এ সময় অন্য যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি একে এম শাহীন শাহাবুদ্দিন।

প্রথম আলো • বুধবার, ৬ আগস্ট ২০২৫

গাজীপুর

বাসের ধাক্কায় নিহত ট্রাকচালকের সহকারী

গাজীপুর মহানগরের বাসন থানার ভোগড়া এলাকায় বাসের ধাক্কায় এক ট্রাকচালকের সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রাব্বি ইসলাম (৪০)। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার কাটাদুয়ার এলাকার রইজ উদ্দিনের ছেলে। বাসন থানার উপপরিদর্শকদুলাল চন্দ্র বলেন, রাব্বি ইসলামদের ট্রাক রংপুর থেকে পণ্য নিয়ে গাজীপুরে আসে। ফিরতি পথে খাবার খেতে একটি হোটেলে যান রাব্বি। খাবার খেয়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রতিনিধি, গাজীপুর

যুগান্তর
বুধবার ৬ আগস্ট ২০২৫

সোনারগাঁয়ে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)

সোনারগাঁ উপজেলার মেঘনা শিল্পনগরী এলাকায় মদিনা গ্রুপের একটি নির্মাণাধীন ভবনের ৭ তলা ভবন থেকে পড়ে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। পিরোজপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর এলাকায় মঙ্গলবার সকালে নির্মাণাধীন ভবনে রঙের কাজ করার সময় ওই শ্রমিক নিহত হন। নিহত ওই শ্রমিকের নাম রুহুল আমিন (২১)। তার বাড়ি রংপুর জেলার কাউনিয়া থানার পূর্বচালহাট গ্রামে। তার পিতার নাম আতাউর রহমান। নিহত ওই শ্রমিক রুহুল আমিন সোনারগাঁ উপজেলার প্রতাপের চর এলাকায় নোয়াব আলীর বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করতেন।

কালের কণ্ঠ
১০ আগস্ট ২০২৫
১৫ সফর ১৪৪৭

তিন জেলায় সড়কে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

(৩৮) এবং পলাশ (৩৫)। তাঁরা সবাই বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বনমরিচা এলাকার বাসিন্দা। আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশ বগুড়া রিজিয়নের পরিদর্শক আজিজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে জানান, এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : বাঘাবাড়ী এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে দ্রুতগতির বাস একটি রিকশাভ্যান ও চারটি সিএনজি অটোরিকশাকে চাপা দিলে ১২ জন আহত হন । এর মধ্যে রিকশাভ্যানচালক বাহাদুর সেখ (৪০) ঘটনাস্থলে নিহত হন। শাহজাদপুর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, পাবনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সরকার ট্রাভেল নামের কোচ গতকাল দুপুরে বাঘাবাড়ী বড়াল ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসকে অতিক্রম করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২, ১৩ আগস্ট ২০২৫

আড়াইহাজারে ট্রাক ও অটোরিকশার সংঘর্ষে চার জন নিহত

পৃথক দুর্ঘটনায় আরো পাঁচ জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

আড়াইহাজারে গতকাল মঙ্গলবার ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে তিন জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে এক জন, ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে এক জন প্রাণ হারান। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) : মঙ্গলবার দুপুরে একটি সিএনজি বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলা তালতলা মোড়ে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাসভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরো তিন জন। নিহতদের মধ্যে সিএনজি চালক বন্দর মদনপুর এলাকার আবুল বাসার। বাকি চার জনের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী সিএনজি বিশনন্দি ফেরিঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কড়ইতলা তালতলা মোড়ে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাসভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর আরো দুই জনের মৃত্যু হয়।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) : গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় শিশুসহ তিন জন ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ইজিবাইকের চালকসহ কমপক্ষে পাঁচ জন যাত্রী। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ মৌসুমি ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ১৯ দিনের শিশু রাফি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ময়দারহাটা ইউনিয়নের দাড়িদহ গ্রামের মোকছেদ মিয়ার ছেলে, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের পিয়ারাপুর গ্রামের মৃত সিরাজ মন্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৫৫) ও একই উপজেলার রাজাহার ইউনিয়নের চাপড়াপাড়া গ্রামের আব্দুল গণির ছেলে নুরুন্নবী সরকার (৫০)। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : উপজেলার দড়াভাঙ্গা এলাকায় গত রবিবার মেঘনা নদীতে ট্রলার ও বালুর ড্রেজারের ধাক্কায় নিখোঁজ আশরাফ উদ্দিন (৪৪) নামে এক যাত্রীর লাশ মঙ্গলবার সকালে জয়নগর এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আশরাফ উদ্দিন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও উপজেলার মহজমপুর গ্রামের ইউনুচ মিয়ার ছেলে।

বোয়ালমারী (ফরিদপুর) : মঙ্গলবার সকালে মাঝকান্দি-বোয়ালমারী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের সোতাশী এলাকায় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ভ্যান চালক সহিদ শেখ (৩২) মারা যান। তিনি সোতাশী গ্রামের বিলাল শেখের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ আগস্ট ২০২৫

নেত্রকোনায় হাওরে নৌকাডুবিতে দুই শ্রমিক নিখোঁজ

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার হাওর এলাকায় ধলাই নদীতে বালুবাহী ইঞ্জিনচালিত নৌকাডুবিতে দুই শ্রমিক নিখোঁজ হয়েছেন। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। নিখোঁজ শ্রমিকরা হচ্ছেন,—জেলার পূর্বধলা উপজেলার মো. জিয়া (২০) ও মো. মারুফ (২৪)। সোমবার রাত ৩টার দিকে এই নৌকাডুবির ঘটনা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মোহনগঞ্জ ফায়ারসার্ভিসের স্টেশন অফিসার কামরুজ্জামান সুমন জানান, সোমবার রাতে পূর্বধলা থেকে বালুবাহী নৌযানটি মোহনগঞ্জের আদর্শনগরে যাচ্ছিল। মোহনগঞ্জের হাওরের আদর্শনগরের কাছাকাছি ধলাই নদীতে প্রবল স্রোতের টানে এটি তলিয়ে যায়। এ সময় নৌযানে থাকা তিন জনের মধ্যে একজন সাঁতরে তীরে ওঠে আসতে সমর্থ হন। অন্য দুই জন নিখোঁজ হন। সকালে ময়মনসিংহ থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌছে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। তবে ভারী বৃষ্টি আর নদীতে প্রবল স্রোত থাকার কারণে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে।

বুধবার, আগস্ট ১৩, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ২৯, ১৪৩২ বণিক বার্তা

গাইবান্ধা ও নারায়ণগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাইবান্ধা ও নারায়ণগঞ্জ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় শিশুসহ ইজিবাইকের তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে দুটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন।

পুলিশ জানায়, যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক গোবিন্দগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। মৌসুমী তেল পাম্পের সামনে পৌঁছলে একই দিকে যাওয়া একটি ট্রাক পেছন থেকে ইজিবাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুসহ তিনজন নিহত হন। আহত হন চালকসহ অন্তত সাতজন।

নিহতরা হলেন গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শাখাহার ইউনিয়নের পিয়ারাপুর গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (৫৫), রাজাহার ইউনিয়নের চাপাপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল গণির ছেলে নুর নবী (৫৭) ও বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িদহ গ্রামের মোকছেদ মিয়ার ১৯ দিনের শিশুসন্তান পরাগ মিয়া। গুরুতর আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম ও গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরো পাঁচজন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে বিশনন্দী ইউনিয়নের কড়ইতলা তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে নিহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তাদের মধ্যে একজন নারী। তার বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। অন্যজন ৪৫ বছর বয়সী পুরুষ।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মদনপুর থেকে যাত্রীবাহী অটোরিকশাটি বিশনন্দী ফেরিঘাটের উদ্দেশে যাচ্ছিল। কড়ইতলা তালতলা মোড়ে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা গ্যাসভর্তি একটি ট্রাক সামনে থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, 'আহত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও দুজনকে নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজন নারী, একটি শিশু ও দুজন পুরুষ।

এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকেই ৩ ঘণ্টা সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে সড়কের দুই পাশে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। সড়ক থেকে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি সরিয়ে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাছির উদ্দিন জানান, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন।

বণিক বার্তা বুধবার, আগস্ট ১৩, ২০২৫

বজ্রপাতে মৃত্যু

কক্সবাজারে বজ্রপাতে সিরাজুল ইসলাম (৪৩) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের বোমাংখিল গ্রামে সবজিখেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতের শিকার হন তিনি।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, কক্সবাজার

সংবাদ
বুধবার ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
Wednesday 13 August 2025

নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ আরও এক জেলের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় নৌকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ফারুক হাওলাদার। তিনি শরীয়তপুরের বাসিন্দা। গত মঙ্গলবার ভোরে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তার মৃত্যু হয়। এর আগে একই বিস্ফোরণের ঘটনায় গত শনিবার রাতে আমজাদ হোসেন নামে চিকিৎসাধীন এক জেলের মৃত্যু হয়। দগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তারা হলেন আবুল খায়ের ও আবদুল গনি। আবুল খায়েরের শরীরের ৩৫ শতাংশ এবং গনির ৪০ শতাংশ পুড়ে গেছে।

গত বৃহস্পতিবার সকালে লক্ষ্মীপুরের রামগতির মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের পাশে নদীতে নৌকায় রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে নৌকায় থাকা পাঁচ জেলে দগ্ধ হন। প্রথমে তাদের রামগতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে চারজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুরের রামগতির বড়খেরী নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সফিকুল ইসলাম বলেন, ফারুক হাওলাদারের মৃত্যুর বিষয়টি ঢাকার শাহবাগ থানা-পুলিশের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছি। তার স্বজনরাও জানিয়েছেন।

সমকাল
রোববার । ১৭ আগস্ট ২০২৫

বসুন্ধরায় বিদ্যুতায়িত পানির ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

■ **সমকাল প্রতিবেদক**

রাজধানীর ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় বিদ্যুতায়িত পানির ট্যাংকে নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তাদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শ্রমিক হলেন– মো. রাব্বি, মো. লিটন ও ফরিদুল ইসলাম। তাদের বাড়ি লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায়। তারা নির্মাণ শ্রমিক। নির্মাণাধীন ভবনেই থাকতেন। ওই ট্যাঙ্ক থেকে শাহিনুর রহমান নামে একজনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ই ব্লকের ১৪ নম্বর সড়কের ৪০৪ নম্বর প্লটে ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। গতকাল সকালে চার শ্রমিক ওই ভবনের নিচতলায় পানির ট্যাঙ্কের ভেতরে নামেন। পরে তারা বের না হওয়ায় অন্য শ্রমিকরা ডাকাডাকি করেন। কোনো সাড়া না পেয়ে ৯৯৯-এ ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়।

ভাটারা থানার ওসি রাকিবুল হাসান বলেন, বেলা সাড়ে ১১টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, তিনজন পানির ট্যাঙ্কের মধ্যেই মারা গেছেন। অসুস্থ ফরিদুলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পানির ট্যাঙ্কের মধ্যে বিদ্যুতায়িত হন তারা। এতেই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 14 August 2025

রামুতে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, রামু

কক্সবাজারের রামুতে বজ্রপাতে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে রামুর গর্জনিয়া ইউনিয়নের খালেকুজ্জামান সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক সিরাজুল হক (৩৫) গর্জনিয়া ইউনিয়নের জাউজপাড়া গ্রামের হাফেজ আহমদের ছেলে।

নিহতের স্বজনরা জানান, বিকেলে সিরাজুল হক ক্ষেতে কাজ করছিলেন। এ সময় আকস্মিক বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। আশপাশের লোকজন তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নাইক্ষ্যংছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রামু থানার ওসি মো. তৈয়বুর রহমান জানান, বিকেলে বজ্রপাতে সিরাজুল হকের মৃত্যুর বিষয়টি তিনি জেনেছেন। মৃতদেহ বর্তমানে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ভাদ্র ১৪৩২, ২১ আগস্ট ২০২৫

মানিকগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

■ **মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি**

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় আলতু মিয়া নামে এক কৃষক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল বুধবার উপজেলা পাতিলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশে বাঁশঝাড়ের ওপরে থাকা বৈদ্যুতিক লাইনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহত আলতু মিয়া উপজেলার পাতিলাপাড়া গ্রামের মো. ওয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

জানা গেছে, আতুল মিয়া বিকালে বাড়ির পূর্ব পাশে কৃষিজমি থেকে ঘাস কেটে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের হেলে থাকা বাঁশ খালি হাতে সরাতে গেলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সাটুরিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শাহিনুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর | রোববার ১০ আগস্ট ২০২৫ ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২

বগুড়ায় সড়কে ২ ভাই নিহত হাসপাতালে দুই মামাসহ ৩

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার শাজাহানপুরে বাসের ধাক্কায় অটোযাত্রী দুই ভাই নিহত হয়েছেন। শুক্রবার মধ্যরাতে উপজেলার মাঝিড়া ইউনিয়নে প্রয়াস স্কুলের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে নিহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে মোটরসাইকেল আরোহী, কুমিল্লায় শিক্ষার্থী ও ট্রাক্টরচালক এবং রংপুরে বৃদ্ধ ও সিরাজগঞ্জে অটোচালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

বগুড়া : নিহতরা হলেন—বগুড়ার শেরপুর উপজেলার বনমরিচা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে যুবক আকাশ ও আরিফ। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তাদের দুই মামা একই গ্রামের মৃত আমজাদ সরকারের ছেলে হায়দার আলী ও আবদুল আজিজ এবং আবদুল বারীর ছেলে মো. পলাশ। রাতে বগুড়া শহর থেকে অটোতে পাঁচজন শেরপুর উপজেলার দিকে যাচ্ছিলেন। গাড়ি ওই স্থানে পৌঁছালে একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগে। অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই আকাশ নিহত হন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গুরুতর আহত চারজনকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরিফকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। হাসপাতালে তাদের মামা হায়দার ও আজিজ এবং অটোচালক পলাশ চিকিৎসাধীন।

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে ট্রাকচাপায় প্রাণ হারিয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী যুবক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বাবু। ঢাকা-ধামরাই-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক

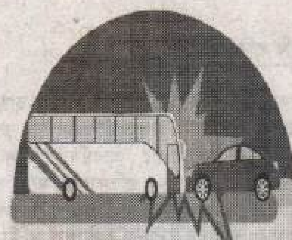

চার স্থানে দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীসহ ঝরল আরও ৫ প্রাণ

মহাসড়কের ধানসিঁড়ি আবাসিক প্রকল্পের মমতাজ ক্লিনিক অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের সামনে শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি ধামরাই পৌরশহরের মোহাম্মদ আসাদ আলীর বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিলেন। পেশায় তিনি বাসচালক। কুমিল্লার রাঙ্গুনিয়া থানার সোনারামপুর ইউনিয়নের আন্দিপুর গ্রামের মোহাম্মদ মতিউর রহমানের ছেলে তিনি।

ব্রাহ্মণপাড়া ও দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : বুড়িচংয়ে ফুটবল ম্যাচ শেষে ফেরার পথে ট্রাক খাদে পড়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আব্দুল্লাহ ইমন নিহত হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আর অন্তত ১০ ছাত্র। শুক্রবার বুড়িচং উপজেলার বাকশীমূল উত্তরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইমন হরিপুর উত্তরপাড়া এলাকার শফিউল আলমের ছেলে এবং হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। এদিকে দাউদকান্দির রাজারহাট এলাকায় কাভার্ডভ্যান চাপায় ট্রাক্টরচালক সোহেল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোহেল দাউদকান্দি উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের উত্তর মোহাম্মদপুর গ্রামের কেরামত আলীর ছেলে।

পীরগাছা (রংপুর) : পীরগাছায় সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ ইয়াকুব আলী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার উপজেলার অন্নদানগর ইউনিয়নের সাতদরগা বাজারস্থ সাতঘড়িপাড়া গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি ওই গ্রামের আমির উদ্দিনের ছেলে এবং পীরগাছা জেএন হাইস্কুলে রোডের সাগরিকা স্টুডিওর মালিক।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : শাহজাদপুরে বাস-টেম্পো-অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক বাহাদুর আলী নিহত হয়েছেন। অটোচালক বাহাদুর শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের মৃত গণি মিয়ার ছেলে। শনিবার দুপুরে বাঘাবাড়ি উপজেলার নৌবন্দর ঘাটের যমুনা ওয়েল ডিপোর সামনে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কালের কণ্ঠ | রবিবার । ১৭ আগস্ট ২০২৫ ।

পানির ট্যাংকে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর বারিধারা আবাসিক এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ ভবনের পানির ট্যাংকে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন মো. ফরিদুল ইসলাম (৪০), মো. রাব্বি (১৮) ও মো. লিটন (৩৫)। গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় ই ব্লকের ১৪ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। ভাটারা থানার ওসি রাকিবুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, তাঁরা তিনজন ভবনটির নিচতলায় থাকা পানির ট্যাংকে নেমেছিলেন সেন্টারিং করার জন্য। বৈদ্যুতিক যেসব সরঞ্জাম নিয়ে নেমেছিলেন, সেখানে হয়তো শর্ট সার্কিট হয়েছিল। পরে তাঁরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান।

তিনি জানান, এ ঘটনায় একটি ইউডি মামলা করা হয়েছে। এ ছাড়া বিকেল ৪টার দিকে মরদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ | Monday 11 August 2025

শাহজাদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়ি নৌবন্দর এলাকায় বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কে পাবনা থেকে ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী কোচ সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ১টি সিএনজি ও ২টি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানকে চাপা দিলে বাহাদুর শেখ (৪৫) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় ৮ জনকে সিরাজগঞ্জ ও ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ভ্যানচালক বাহাদুর শেখ উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামের গনি শেখের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দুপুর ২টার দিকে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাবনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সরকার ট্রাভেলসের একটি যাত্রীবাহী কোচ শনিবার দুপুর ২টার দিকে বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে পৌঁছালে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিএনজি ও অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ১টি সিএনজি ও ২টি অটোভ্যান দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় ভ্যানচালক বাহাদুর শেখ ঘটনাস্থলেই মারা যান।

রোববার, আগস্ট ১৭, ২০২৫ ■ ভাদ্র ২, ১৪৩২ বণিকবার্তা

ছয় স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের ছয় স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে বগুড়া, রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, শেরপুর, নেত্রকোনা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ : রূপগঞ্জে ট্রাক উল্টে চালক আব্দুল মান্নান মিয়া (৬০) নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর ৬টার দিকে ভুলতা ফ্লাইওভারের ঢালে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সিলেটগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল মান্নান মিয়ার বাড়ি নরসিংদীর শিবপুর থানার কুমারদি গ্রামে।

যুগান্তর | বুধবার ২০ আগস্ট ২০২৫ ৫ ভাদ্র ১৪৩২

রংপুরে ঝরল শ্যালিকা দুলাভাইয়ের প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুর মহানগরীর তাজহাট এলাকায় কাভার্ডভ্যান-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে শ্যালিকা-দুলাভাই প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে তাজহাট থানার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও আটজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বগুড়া, চুয়াডাঙ্গা ও চট্টগ্রামে চার নারী, ময়মনসিংহে অটোযাত্রীসহ দুজন, দিনাজপুরে শিশু এবং নড়াইলে আরোহী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বগুড়া : শিবগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশা যাত্রী গৃহবধূ লক্ষ্মী রানীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় তার দুই মেয়ে এবং অটোচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত কুমারী সোনালী রানী ও কুমারী সমাপ্তি রানীকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার চণ্ডিহারা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লক্ষ্মী রানী বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নাল্পু মধ্যপাড়ার খোকন চন্দ্রের স্ত্রী। এদিকে ধুনটে অসুস্থ মাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে অটোরিকশা ভ্যান উল্টে গৃহবধূ হাওয়া বেগম নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তার অসুস্থ মাও আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকালে উপজেলার সরুগ্রাম তিনমাথা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাওয়া বেগম ধুনট উপজেলার পাকুরহাটা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী।

যুগান্তর | শুক্রবার ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২

চালক টয়লেটে

গাড়ি নিয়ে পালাতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেটকার উলটে স্বামী-স্ত্রীসহ তিনজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর যাত্রীছাউনির কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীতে মোটরসাইকেল আরোহী, জামালপুরে শিক্ষার্থী, চট্টগ্রামে পিকআপ চালকসহ দুজন, কুমিল্লায় পথচারী, রাজবাড়ীতে কিশোর ও বগুড়ায় যুবক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

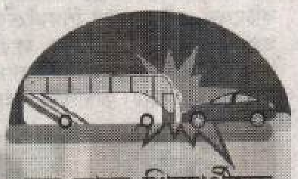

ছয় স্থানে শিক্ষার্থীসহ ঝরল আরও ৭ প্রাণ

মুন্সীগঞ্জ ও শ্রীনগর : নিহতরা হলেন—রাজধানীর উত্তর বাড্ডার আরজু মিয়ার ছেলে মো. আরমান হোসেন ও আরমানের স্ত্রী রাইসা এবং দোহারের সাইনপুকুর এলাকার আব্দুর রহিম ভূঁইয়ার ছেলে তানভীর আহমেদ তানজিল। আহত হয়েছেন রবিন নামের যুবক। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেটকারের প্রকৃত চালক মন্টু মিয়া বলেন, বুধবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে মাওয়া ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে ভাড়া নিয়ে গাড়িতে নারীসহ চারজন ওঠেন। মাওয়া পদ্মা নদীর পাড়ে হোটেলে খাওয়া দাওয়া শেষে ভোরে ঢাকা ফিরে যাওয়ার সময় শিমুলিয়া এলাকায় কারটি থামিয়ে আমি রাস্তার পাশে টয়লেটে যাই। পাঁচ মিনিট পর এসে দেখি আমার কারটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি আমি আমার মালিককে জানাই। এদের মধ্যে তানজিল নামক একজনকে আমি চিনি। সকাল ৮টার দিকে আমি জানতে পারি আমার গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রাইভেটকারটি ঢাকা মুখে যাচ্ছিল। পথে অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ষোলঘর এলাকায় সড়ক বিভাজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উলটে যায়। এতে আরমান ও তানজিল নামের দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় আরমানের স্ত্রী রাইসা ও আরেক বন্ধু রবিনকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাইসাকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবু নাঈম সিদ্দিকী জানান, চালককে ফেলে রেখে অতিউৎসাহী মনোভাব ও অদক্ষ চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণে এ দুর্ঘটনা হয়েছে বলে ধারণা করছি। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

হাজারীবাগ (ঢাকা) : রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ইমন নিহত হয়েছেন। তিনি পেশায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। দুর্ঘটনায় চালক হাবিবুর রহমান আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বনশ্রী ফরাজী হাসপাতালের সামনের সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ইমনের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা থানার পটিয়া গ্রামে। তিনি মহসিনের ছেলে। হাবিবুর জানান, আমার বন্ধু ইমনকে নিয়ে বনশ্রীর একটি সাইট দেখতে যাচ্ছিলাম। ফরাজী হাসপাতালের আগে হঠাৎ একটি ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে আমরা মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ি। পরে ট্রাকের একটি চাকা ইমনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে যায়।

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) : সরিষাবাড়ীতে যাত্রীবাহী দুই ভ্যানের সংঘর্ষে শিক্ষার্থী ইব্রাহিম হোসেন সঞ্চয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে উপজেলার মহাদান ইউনিয়নের করবাড়ী গ্রাম এলাকায় সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই ইউনিয়নের ফয়েজের মোড় এলাকার চাঁন মিয়ার ছেলে সঞ্চয়। সে বাড়ির পাশে সান শাইন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

চট্টগ্রাম ও সীতাকুণ্ড : চলন্ত গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিয়ে পিকআপচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর সহকারীও। মিজানুর নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কাদিরপুর গ্রামের আব্দুর রশিদ মিয়ার নতুন বাড়ির মফিজুর রহমানের ছেলে। বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের বার আউলিয়াস্থ শেয়ারীপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে নগরীতে ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ রণজিত কর্মকারের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানার রাজাপুকুর লেন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রণজিতের বাড়ি কুমিল্লা সদর উপজেলায়।

বগুড়া : দুপচাঁচিয়ায় প্রাইভেটকারের ধাক্কায় অটোরিকশা চালক রফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে উপজেলার তিনিশপাড়ী এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রফিকুল উপজেলার সদর ইউনিয়নের হাটসাজাপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত রিয়াজ উদ্দিন প্রামানিকের ছেলে।

চান্দিনা (কুমিল্লা) : চান্দিনায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশে উলটে পথচারী আব্দুল খালেকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চান্দিনার মাধাইয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল খালেক দেবীদ্বার উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের বেতুয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : বালিয়াকান্দিতে ট্রলি-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে চালক কিশোর রাব্বির মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বেরুলী পূর্ব পাড়ায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাব্বি বনগ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ১৫ আগস্ট ২০২৫

সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে ২ নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

● বেড়া (পাবনা) প্রতিনিধি

পাবনার বেড়ায় সেপটিক ট্যাঙ্কের শাটার খুলতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের বিষক্রিয়ায় দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত অবস্থায় আরও দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে বেড়া পৌর এলাকার দক্ষিণপাড়া গ্রামে। জানা যায়, বেড়া পৌরসভার দক্ষিণপাড়া এলাকার তাহের উদ্দিনের বাড়িতে প্রায় ১০-১২ দিন আগে একটি সেপটিক ট্যাঙ্কের ছাদ ঢালাই করা হয়। ঘটনার দিন ওই ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে ভেতরে ঢুকে ঢালাইয়ের বাঁশ ও খুঁটি খুলছিলেন দুই শ্রমিক। এ সময় তাদের চেঁচামেচি শুনে আশপাশের লোকজন এসে তাদের উদ্ধার করে এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়। দ্রুত ফায়ার সার্ভিস এসে তাদের উদ্ধার করে বেড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত দুজনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঢালাইয়ের পর দীর্ঘ সময় সেপটিক ট্যাঙ্কের মুখ বন্ধ থাকার কারণে ভেতরে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারেনি, যে কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে জানান বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, আগস্ট ১৫, ২০২৫

ফরিদপুর ও রংপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ফরিদপুর ও রংপুর

ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় সাতজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কানাইপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ ফরিদপুরের পুলিশ সুপার সীমা রানী সরকার জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কানাইপুর বাজার সংলগ্ন ব্রিজের ওপরে ঢাকাগামী রয়েল এক্সপ্রেসের সঙ্গে মাগুরাগামী ভিভি পরিবহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বৃষ্টির মধ্যে পাশের সড়ক থেকে একটি ভ্যান মহাসড়কে চলে আসে। ভ্যানটিকে সাইড দিতে গেলে বাস দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় অন্তত ১০ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে এক নারীসহ তিনজনকে মৃত ঘোষণা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

নিহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পীরপুর গ্রামের ছহির উদ্দিন শেখের ছেলে আতিয়ার শেখ, বরগুনার বামনা উপজেলার চালিতাবুনিয়া গ্রামের রবি শ্যাম চন্দ্র দাসের ছেলে রঞ্জিত চন্দ্র দাস এবং রংপুরের বদরগাছি থানার বৈকণ্ঠপুর গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী সুবর্ণা বেগম।

এদিকে রংপুরে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে সুজন (৪০) নামে বাসের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন। গতকাল ভোর ৫টার দিকে মিঠাপুকুর উপজেলার জায়গীর বাতাসন ফতেপুর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুজন কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার মধ্য সাদুল্যা ফকিরপাড়া গ্রামের মৃত গফুরের ছেলে। বড়দরগা হাইওয়ে থানার ওসি ওমর ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
Dhaka : Friday 22 August 2025

মাগুরায় বাইকের ধাক্কায় কৃষক নিহত

প্রতিনিধি, মাগুরা

মাগুরার শালিখা উপজেলার ছোটখৈ পাড়া গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে রজত কুমার বিশ্বাস (৫০) নামে এক কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই গ্রামের রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান সকাল সাতটার দিকে পার্শ্ববর্তী বিল থেকে মাছ মেরে বাড়ি ফেরার পথে কালিবাড়ি বাজার এলাকার দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। এ সময় তিনি পাকা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শালিখা উপজেলা হাসপাতাল ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে যাওয়ার পরে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মোটরসাইকেলটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সিংড়া পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সুমিত কুমার সাহা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের লাশ যশোর মেডিকেল কলেজ থেকে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে শালিখা থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৮ ভাদ্র ১৪৩২, ২৩ আগস্ট ২০২৫

কাভার্ড ভ্যানচাপায় প্রাণ গেল বাবা-মা ও দুই ছেলের

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ছয় জনের মৃত্যু

কুমিল্লা প্রতিনিধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানের চাপায় একই পরিবারের প্রাইভেট কারের চার যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার আরো তিন যাত্রী। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহাসড়কের জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার উত্তর রামপুর এলাকায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অফিসের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন; জেলার বরুড়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের মোহাম্মদ ওমর আলী (৮০), তার স্ত্রী নুরজাহান বেগম (৬৫), ওমর আলীর দুই ছেলে আবুল হাশেম স্বপন (৫০) ও আবুল কাশেম মামুন (৪৫)। প্রাইভেট কারের চালক ছিলেন ওমর আলীর বড় ছেলে আবুল হাশেম। এদিকে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চার জনের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

হাইওয়ে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মহাসড়কের উত্তর রামপুর এলাকায় ইউটার্নে একটি যাত্রীবাহী বাস উলটা পথে এসে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যান ঐ বাসটিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে পড়ে প্রাইভেট কার ও সিএনজিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারের চালকসহ চার জন নিহত হন। এ দুর্ঘটনায় আহত সিএনজির তিন যাত্রীকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ (কুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নিহতদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, প্রাইভেট কারের যাত্রী নিহত ওমর আলী ও তার স্ত্রী নুরজাহান বেগম কুমিল্লার বরুড়ায় নিজ বাড়িতেই বসবাস করতেন। মাস দুয়েক আগে ওমর আলী অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য স্ত্রীসহ তাকে ঢাকায় বড় ছেলে আবুল হাশেমের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরই মধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। শুক্রবার ওমর আলী ও নুরজাহান বেগমকে প্রাইভেট কারে করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের দুই ছেলে। পথিমধ্যেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারান সবাই।

নিহত ওমর আলীর বড় ছেলে আবুল হাসেম স্বপনের বাসা রাজধানীর কল্যাণপুরে। পরিবার নিয়ে নিজ ফ্ল্যাটেই থাকতেন। তিনি (আবুল হাশেম) ব্যাংক এশিয়ার মিরপুর রূপনগর ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি দুই সন্তানের জনক। ওমর আলীর ছোট ছেলে আবুল কাশেম মামুন রাজধানীর মানিকগর এলাকায় নিজ ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন। তিনি এমএনজি নামক একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তিনি দুই ছেলের বাবা। নিহত ওমর আলীর বড় মেয়ের স্বামী দেলোয়ার হোসেন ময়নামতি ক্রসিং হাইওয়ে থানার সামনে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

এদিকে এ দুর্ঘটনার কারণে মহাসড়কের ঐ এলাকায় ঢাকামুখী লেনে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে শত শত গাড়ি আটকা পড়ে যাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। র‍্যাকারের মাধ্যমে উলটে পড়া কাভার্ড ভ্যান ও দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িগুলো মহাসড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর বিকালে মহাসড়কের দুর্ঘটনাস্থল দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। সন্ধ্যায় ময়নামতি ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি ইকবাল বাহার মজুমদার জানান, নিহতরা একই পরিবারের সদস্য। মরদেহগুলো বিকালে তাদের স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এক্সপ্রেসওয়েতে আবারও সড়ক দুর্ঘটনা, নিহত ৩

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের নিচে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রাইভেট কারের চাপায় নিয়ন্ত্রণ হারানো মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত এবং অপর একজন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই আওলাদ হোসেন (২৩) ও হাবিল(২২) নিহত হন। স্থানীয়রা কাইয়ুম (২২) ও ইমনকে (২০) নিমতলা আইডিয়াল ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কাইয়ুমকে মৃত ঘোষণা করে।

পুলিশ জানায়, শ্রীনগর থেকে নিমতলাগামী রেজিস্ট্রেশনবিহীন পালসার মোটরসাইকেলের চালকসহ চার জন বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সার্ভিস লেনে পড়ে গেলে বিপরীত দিক ঢাকা থেকে মাওয়াগামী প্রাইভেট কার তাদের ওপর চাপা দিয়ে চলে যায়। হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু নাঈম সিদ্দকী জানান, আহত ইমনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে নিহত আরো ৩

মনিরামপুর (যশোর) সংবাদদাতা জানান, কাভার্ড ভ্যান ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে ইফা (১৩) নামের এক কিশোরী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রাইভেট কারে থাকা তার বাবা-মা, মেয়ে ও কাভার্ড ভ্যানের চালক। গত বৃহস্পতিবার রাতে যশোর চুকনগর মহাসড়কের বিজরামপুর খইতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন—নড়াইল পৌরসভার চৌরাস্তা এলাকার বাসিন্দা ফরহাদ হোসেন (৪০), তার স্ত্রী স্বপ্নিল (৩৫) ও কাভার্ড ভ্যান চালক আহত রুহুল আমিন। এ ব্যাপারে মনিরামপুর থানা ওসি বাবলুর রহমান খান জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত প্রাইভেট কার ও কাভার্ড ভ্যান পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। পরে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা জানান, গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি লেগুনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে সামনে বসে থাকা চালকের স্ত্রী নমিতা রাণী (২৭) ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় লেগুনার চালকসহ আরো ১২ শ্রমিক আহত হয়েছে। শুক্রবার ভোরে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মাওনা-বরমী আঞ্চলিক সড়কের আনসার টেপিরবাড়ী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হতাহতরা সবাই গাজীপুর সদর উপজেলার মোশারফ কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক। শ্রীপুর থানার

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১০ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 25 August 2025

চান্দিনায় বাস চাপায় হেলপার নিহত

প্রতিনিধি, চান্দিনা (কুমিল্লা)

কুমিল্লার চান্দিনায় থেমে থাকা বাসের পিছনে ধাক্কা দেয় নিয়ন্ত্রণহীন অপর বাস। এতে দুই বাসের চাপায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু ঘটে হেলাল (২২) নামে এক বাস হেলপারের।

গত শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চান্দিনা-বাগুর বাস স্টেশনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাসের হেলপার হেলাল চান্দিনা উপজেলার বরকইট ইউনিয়নের শ্রীমন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি কুমিল্লার স্থানীয় পরিবহন (পাপিয়া সার্ভিস) বাসের হেলপার। হাইওয়ে পুলিশ ইলিয়টগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এস.আই) মনিরুল ইসলাম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আলবারাকা বাসটি ব্রেক ফেল করে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত দুটি বাসই আমরা উদ্ধার করে হেফাজতে নিয়েছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২, ১৫ আগস্ট ২০২৫

নেত্রকোনায় বিএডিসির পুরাতন ভবনের ছাদচাপায় তিন শ্রমিক নিহত

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনায় পৌর শহরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন সেচ (বিএডিসি)-এর পুরাতন ভবন ভাঙার সময় ছাদচাপায় তিন জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এতে আরো দুই জন শ্রমিক আহত হন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ সড়কের পাশে নেত্রকোনা শহরের নাগড়া এলাকায় এই ঘটনা হয়।

নিহতরা হচ্ছেন—সদর উপজেলার হলুদাটি গ্রামের শামছুদ্দিনের ছেলে হান্নান মিয়া (৩৮), আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া (৪০) ও নেত্রকোনা পৌর শহরের পলাশহাটি গ্রামের সাদেক মিয়ার ছেলে দীপু মিয়া (৩৯)। আহত দুই জন হচ্ছেন—হাসান মিয়া (৩৮) ও সাইফুল ইসলাম (৩৫)। তাদের বাড়ি নেত্রকোনার বিভিন্ন স্থানে।

নেত্রকোনা মডেল থানার ওসি কাজী শাহনেওয়াজ জানান, বিএডিসি (সেচ) অফিসের একটি পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ চলছিল। বিকালে কাজ চলা অবস্থায় ভবনটির ছাদের একটি অংশ ভেঙে নিচে পড়ে। এ সময় পাঁচ জন শ্রমিক ছাদের ভাঙা ঐ অংশের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চাপা পড়া অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলেই তিন জন মারা যান। গুরুতর আহত বাকি দুই জনকে নেত্রকোনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গেছেন।

যুগান্তর
শনিবার ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২

অটোর ধাক্কায় ছিটকে ট্রাক চাপায় মা-ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরের বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়া মা ও তার দুই মাস বয়সী শিশুসন্তান ট্রাক চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে বিরামপুর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে নিহত হয়েছেন আরও আটজন। তাদের মধ্যে শেরপুরে শিশু, বরগুনায় শ্রমিক, কিশোরগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী, মানিকগঞ্জ ও গাজীপুরে দুই চালক, রাজশাহীতে বৃদ্ধা এবং চট্টগ্রামে দুই বন্ধু রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

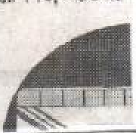

সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ): সাটুরিয়া উপজেলায় সিএনজি ও অটোরিকশা সংঘর্ষে চালক রফিকুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। অটোচালক রফিকুল গোপালপুর দক্ষিণ পাড়ার আজান মিয়ার ছেলে। শুক্রবার উপজেলার দরগ্রাম-সাটুরিয়া সড়কের দরগ্রাম চেয়ারম্যানবাড়ি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সোমবার
২৫ আগস্ট ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

আহত ৬

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোতে আহত হয়েছেন ছয় জন। গত শনিবার রাতে ও গতকাল রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সিংড়া (নাটোর) সংবাদদাতা : সিংড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের সিংড়া উপজেলার খেজুরতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—আত্তারি মৃধা এবং মো. মোজা। ঝলমলিয়া হাইওয়ে থানার ওসি মাহাবুবুর রহমান জানান, বগুড়া থেকে নাটোরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক মোজা ও ভ্যানযাত্রী আত্তারী মৃধা গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পরে হাইওয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাসটি বড়াইগ্রামের রাজাপুর এলাকা থেকে জব্দ করে। তবে বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৪ আগস্ট ২০২৫

রাজধানীতে ফিলিং স্টেশনে আগুনে দগ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মহাখালীর ইউরেকা ফিলিং স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ মীর হোসেন (৫৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল বিকালে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মীর হোসেনের শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। আইসিইউতে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। রবিবার রাত পৌনে ৯টায় তাঁকে ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

ইউরেকা পেট্রোলপাম্পের ক্যাশিয়ার শাদাকাত হোসেন জানান, মীর হোসেনের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ সদরে। তিনি পাম্পটিতে ২০ বছর ধরে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন।

যুগান্তর
রোববার ২৪ আগস্ট ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে টঙ্গীতে শ্রমিক নিহত

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে নয়ন (৪৬) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে টঙ্গীর বউবাজার এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. নয়ন গাজীপুর মহানগরের পুবাইলের মজিবর ফরাজীর ছেলে। স্বজনরা জানান, টঙ্গীর বউবাজার এলাকার জনৈক হাবিবের বহুতল ভবনের বেজমেন্টে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন নয়ন। পরে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট ২০২৫

মেরাদিয়ায় ভবন থেকে পড়ে রড মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর রামপুরার মেরাদিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় ছয়তলা থেকে নিচে পড়ে এক রডমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তার নাম শরিফুল ইসলাম। রোববার রাত প্রায় ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় সহকর্মীরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শরিফুলের বাড়ি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সাজানি গ্রামে। তিনি ওই এলাকার ময়না মিয়ার ছেলে।

সহকর্মী আহমেদ আলী বলেন, শরিফুল ছাদের ওপর রডের কাজ করছিলেন। হঠাৎ অসাবধানতাবশত তিনি নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক জানান, তিনি আর বেঁচে নেই।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২

দোহারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, নবাবগঞ্জ (ঢাকা)

দোহারের চর কুসুমহাটি এলাকায় সোমবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নূর হোসেন নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত নূর হোসেন মাহমুদপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের এলাকার সোরহাব মৃধার ছেলে। জানা যায়, ওইদিন সকালে কুসুমহাটি এলাকায় তালুকদার জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দোহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতি
মঙ্গলবার ॥ ২৬ আগস্ট ২০২৫ ॥

মেশিনে ওড়না পেঁচিয়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় একটি কারখানার মেশিনে ওড়না পেঁচিয়ে হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে সাথী দেবনাথ (৩৫) নামে এক নারী শ্রমিক মারা গেছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার পোড়াবাড়িয়া জামতলা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাথী নারান্দী গ্রামের মৃত বলরাম দেবনাথের স্ত্রী। ওসি সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ সাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫,

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ঢাকার দোহারের চর কুসুমহাটিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নূর হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার। ২৬ আগস্ট ২০২৫।

পিকআপ-ইজি বাইক সংঘর্ষে নিহত ৪

দুই জেলায় আরো নিহত ২

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

খুলনায় পিকআপ-ইজি বাইক সংঘর্ষে ইজি বাইকের চালকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে গোপালগঞ্জ ও ময়মনসিংহে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যে বিস্তারিত–

খুলনা : গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় ইজি বাইক-পিকআপ সংঘর্ষে ইজি বাইকের চালক মুজাহিদুল মোড়ল (২৫) ও যাত্রী মিনা খাতুন (৪৭) নিহত হন। পরে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রুস্তম আলী খান (৬৪) এবং ৪০ বছর বয়সী আরো একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ডুমুরিয়া থানার ওসি মো. মাসুদ রানা বলেন, দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ চালায় এবং মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনাকবলিত ইজি বাইকটি উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

মঙ্গলবার ॥ ২৬ আগস্ট ২০২৫

ছয় তলা থেকে পড়ে রডমিস্ত্রির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর রামপুরার মেরাদিয়ায় ভবনের ছয় তলা থেকে পড়ে শরিফুল ইসলাম (৩৫) নামে এক রডমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সাজানি গ্রামের ময়না মিয়ার ছেলে। শরিফুলের সহকর্মী আহমেদ আলী জানান, রবিবার রাত ১০টার দিকে ছাদে রড বাঁধাইয়ের সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান শরিফুল। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে সাড়ে ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে রামপুরা থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

যুগান্তর

শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২

ইটনায় এক ভাইয়ের লাশ উদ্ধার, অপরজন নিখোঁজ

গফরগাঁও ও ভূঞাপুরে পানিতে ডুবল দুজন

যুগান্তর ডেস্ক

ইটনায় নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ দুই ভাইয়ের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। একই উপজেলায় পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গফরগাঁওয়ে মাছ শিকারে গিয়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ভূঞাপুরে নিখোঁজ বাল্কহেড শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান :

কিশোরগঞ্জের ইটনায় ধনু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ দুই ভাইয়ের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ভাই বীরেন্দ ঘোষ ধনপুর ইউনিয়নের সহিলা ঘোষপাড়া গ্রামের মৃত রাজেন্দ ঘোষের ছেলে। এ ঘটনায় নীরেন্দ্র ঘোষ (৬৫) নিখোঁজ রয়েছেন। জানা গেছে, বুধবার দুই ভাই বাড়ির পাশে ধনু নদীতে জাল নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন। এদিকে একই উপজেলায় বাড়ির সামনে বর্ষার পানিতে ডুবে গগন দাস (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ধনপুর ইউনিয়নের দিলেশপুর গ্রামে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত গগন দাস ওই গ্রামের গোপেন্দ্র দাসের ছেলে। ?**ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে** নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রাকিব মিয়া (২০) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার যশরা ইউনিয়নের তাল এলাকায় শীলা নদীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব মিয়া ওই এলাকার মৃত আতাহার আলির ছেলে। **টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে** যমুনা নদীতে নিখোঁজের ৩৬ ঘণ্টা পর অবশেষে উদ্ধার হলো বাল্কহেড শ্রমিক আশরাফুল ইসলামের (১৭) লাশ। নিহত আশরাফুল সিরাজগঞ্জের সারটিয়া গ্রামের নজর আলীর ছেলে। জানা গেছে, বাগানবাড়ী এলাকায় অবৈধ বালুর ঘাটে বাল্কহেড থেকে বালু নামানোর সময় আশরাফুল পা পিছলে যমুনা নদীতে পড়ে যান। বৃহস্পতিবার বাগানবাড়ী এলাকায় তার লাশ ভেসে উঠে।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার
১৩ ভাদ্র ১৪৩২, ২৮ আগস্ট ২০২৫

পৃথক স্থানে সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগুলোতে আহত হয়েছেন পাঁচ জন। গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা : ত্রিশালে ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার সদর ইনিয়নের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ময়মনসিংহগামী লেন দিয়ে উল্টাপথে ঢাকামুখী একটি ট্রাকের সঙ্গে বিপরীতমুখী সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজি চালকসহ দুই জন নিহত হন। সংঘর্ষে সিএনজিটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। খবর পেয়ে ত্রিশাল থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতরা হলেন সিএনজি চালক আব্দুল মতিন (৪৫) এবং হাফিজ উদ্দিন ৫৩)। ত্রিশাল থানার ওসি মনসুর আহাম্মদ জানান, ট্রাক নিয়ে চালক পালিয়ে গেছে এবং সিএনজি ত্রিশাল থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা : গোবিন্দগঞ্জে কাভার্ডভ্যানের চাপায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত ও ভ্যানচালক আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের গোবিন্দগঞ্জ পৌর এলাকার

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৩ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 28 August 2025

পটিয়ায় ট্যাংকিতে পরে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, পটিয়া

পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ আশিয়া এলাকায় নির্মাণাধীন ঘরের ট্যাংকিতে পড়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– একই এলাকার মাওলানা নূর আহমদ বাড়ির মৃত সোলায়মানের ছেলে নাজু এবং দক্ষিণ আশিয়া চৌধুরী বাড়ির আবদুল আলিমের ছেলে তারেক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ আশিয়ার জানে আলমের নতুন ঘরে দুইজন রাজমিস্ত্রী ট্যাংকির ভেতরে সাটারিংয়ের কাজ করছিলেন। কাজ করার জন্য তারা ট্যাংকির ভেতরে প্রবেশ করলে আর ওপরে উঠতে পারেননি। ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে ঢুকে তারা অক্সিজেন সংকটে পড়েন। খবর পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার প্রচেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার ॥ ২৮ আগস্ট ২০২৫ ॥

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-মেয়েসহ তিনজনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার নেজামপুর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– ওই গ্রামের আলমগীরের স্ত্রী হাওয়া বেগম ও তার মেয়ে আয়েশা (২৩)। অন্যদিকে গতকাল মাধবপুর পৌর এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মোশারফ মিয়া (২৪) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মোশারফ উপজেলার পূর্ব মাধবপুর গ্রামের হরমুজ আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, মোশররফ তার মামার মালিকানাধীন বেকারির ভ্যানে মালামাল গোছানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। –চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রথম আলো • শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫,

মা-ছেলেসহ ছয় জেলায় নিহত ১০

সড়ক দুর্ঘটনা

দিনাজপুরের বিরামপুরে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে ট্রাকচাপায় মা-ছেলে নিহত। নিহত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই মোটরসাইকেল আরোহী।

প্রথম আলো ডেস্ক

স্বামীর মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন কহিনুর বেগম (২৭), কোলে ছিল দেড় মাসের ছেলে রিসাত। পথে ইজিবাইকের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারায় মোটরসাইকেলটি। এতে কোলে থাকা ছেলেসহ মহাসড়কের ওপর পড়ে যান কহিনুর। পেছন থেকে একটি ট্রাক চাপা দেয় তাঁদের। মহাসড়কে পড়ে থাকে মা ও ছেলের নিথর দেহ।

গতকাল শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টার দিকে দিনাজপুরের বিরামপুর পৌর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।

কহিনুর উপজেলার দিওড় ইউনিয়নের ধানঘরা গ্রামের গোলাম রব্বানীর স্ত্রী। তিনি হাকিমপুর উপজেলার খট্টা মাধবপাড়া ইউনিয়নের পরিবারকল্যাণ সহকারী ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, হাকিমপুর উপজেলার শালপুকুর গ্রামের শ্বশুরবাড়ি থেকে গোলাম রব্বানী মোটরসাইকেলে করে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। বেলা সোয়া ১১টার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের সোনালী ব্যাংকের সামনে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনজন মহাসড়কের ওপর পড়ে যান। এ সময় পেছন থেকে আসা পণ্যবাহী একটি ট্রাক তাঁর স্ত্রী ও ছেলের ওপর দিয়ে চলে যায়।

৫ জেলায় নিহত ৮

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মোটরসাইকেল নিয়ে গতির প্রতিযোগিতা (রেস) করতে গিয়ে পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা দিয়ে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বারোমাইল এলাকায় কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন দৌলতপুর উপজেলার তারাগুনিয়া সরদারপাড়া গ্রামের লিপলু হোসেনের ছেলে মাহিন হোসেন (২০) ও মথুরাপুর গ্রামের কুরবান আলীর ছেলে সিয়াম হোসেন (২১)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অন্তত ১০টি মোটরসাইকেল নিয়ে একদল তরুণ মহাসড়কে রেস করছিলেন।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চুনতি জাঙ্গালিয়ায় বৃস্পতিবার রাত ১১টায় মহাসড়কে ট্রাকচাপায় নিহত হন মোটসাইকেল আরোহী দুই তরুণ। তাঁরা হলেন কক্সবাজারের ঈদগাও সদর ইউনিয়নের আবদুস শুক্কুরের ছেলে মো. রাকিব (২১) ও শামসুল আলমের ছেলে মো. জিহাদ (২০)। পুলিশ জানায়, রাকিব, জিহাদসহ ছয় বন্ধু তিনটি মোটরসাইকেলে করে কক্সবাজার থেকে রাঙামাটির সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে যাচ্ছিলেন।

সিলেটের ওসমানীনগরের ইলাশপুরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাসের ধাক্কায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী নাজমুল ইসলাম (৩২) ও আরশ আলী। নাজমুল উপজেলার বড় ইশবপুর গ্রামের ও আরশ উমরপুর বাজার এলাকার বাসিন্দা।

বরগুনার আমতলী উপজেলার চুনাখালী সেতুসংলগ্ন এলাকায় গতকাল দুপুরে মহাসড়কে বাসচাপায় নিহত হন নির্মাণশ্রমিক শুভ হাওলাদার (৪৫)। তিনি সড়কের পাশে রাখা বালু আনতে গিয়েছিলেন।

কিশোরগঞ্জ সদরের জাফরাবাদ বাগানবাড়ী এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে নিহত হন শাহেদুল ইসলাম অনিক (২৩)। তিনি জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম আশফাকের ছেলে। এ ঘটনায় শাহেদুলের এক বন্ধু আহত হয়েছেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫ •
E-mail : sportsjugantor@

কুমিল্লার বিকল্প ইউটার্নেও ঝরল প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার 'বিকল্প ইউটার্নে' এবার লরিচাপায় ওমান প্রবাসী হাসান ওরফে বুতা মিয়া নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় চার স্থানে আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে শিক্ষার্থী, যশোরে ভ্যানচালক, বাগেরহাটে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এবং চট্টগ্রামে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কুমিল্লা ও সদর দক্ষিণ : হাসান নগরীর ২৫নং ওয়ার্ডের লইপুরা গ্রামের মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে। এ ঘটনায় বিকল্প ইউটার্নটি বন্ধ করার দাবিতে মহাসড়কে লাশ রেখে প্রতিবাদ জানায় স্বজনসহ স্থানীয়রা। এ সময় উভয়পাশে প্রায় দশ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয়দের সব দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে উপজেলার সামনের অপরিকল্পিত ইউটার্নটি বন্ধ করে দিয়ে পদুয়ার বাজার বিশ্বরোডের ইউটার্নটি চালু করে প্রশাসন। ২২ আগস্ট মহাসড়কের পদুয়ার বাজার ইউটার্নে লরিচাপায় ৪ জনের মৃত্যু হলে ইউটার্নটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে পদুয়ার বাজারের সব গাড়ি ৩ কিলোমিটার অদূরে সদর দক্ষিণ উপজেলার সামনে ইউটার্ন করতে হয়।

হাজারীবাগ (ঢাকা) : নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে উপজেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী সৈয়দ নাইমের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নাইম আড়াইহাজারের ছোট বারইপাড়া এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ গোলাম মোস্তফার ছেলে। সে স্থানীয় একটি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। তিন বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হলে পথে ছোট বিনিয়ারচর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

মনিরামপুর (যশোর) : কাভার্ডভ্যানচাপায় ভ্যানচালক হাসান আলীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের মহাসড়কের মনিরামপুরের সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। হাসান উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে।

বাগেরহাট : খুলনা-মোংলা মহাসড়কের ফকিরহাট উপজেলার বড় খাজুরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ৪৫ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বৃহস্পতিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) : কাভার্ডভ্যান-মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে যুবক মনছুর আলম নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫,

সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ আশিয়া ভিলার আহমেদের বাড়িতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড চৌধুরী বাড়ির সোলাইমান চৌধুরীর পুত্র মো. নাজিম (২৪) এবং একই ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড নয়াবাড়ির আবদুল আলিমের পুত্র মো. তারেক (২০)। তারা দুজনেই পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পটিয়া ফায়ার স্টেশনের ফায়ার অফিসার রাজেশ বড়ুয়া জানান, খবর পেয়ে ফায়ার স্টেশনের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২ জনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

পটিয়া থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান জানান, পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনানুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২ | যুগান্তর

কামরাঙ্গীরচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের আলিনগর এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের তিনতলায় কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ইব্রাহিম হোসেন। বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ইব্রাহিমের শ্যালক আক্তার বলেন, তার দুলাভাই ইব্রাহিম পেশায় রাজমিস্ত্রি।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২

নবাবগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, *নবাবগঞ্জ (ঢাকা)*

কাজ শেষে বাড়ি ফেরার তাড়ায় ছকেটের ভেতরে বিদ্যুৎ সংযোগ রেখেই তার গোছানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শাকিব (১৭) নামে এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকার নবাবগঞ্জ বারুয়াখালী ইউনিয়নের কুমারবাড়িয়া এলাকায় এক বাড়িতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিব উপজেলার পাঞ্জিপহরি গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে। এ বিষয়ে বারুয়াখালী পুলিশ ফাঁড়ির তদন্ত কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Sunday 31 August 2025

বগুড়ায় সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়া সদরের লাহেড়ি পাড়া ইউনিয়নের বিদুপাড়া গ্রামের গত বৃহস্পতিবার সেপটিক ট্যাংক থেকে ওয়াসিম আহম্মেদ (৩০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের ধারনা ওই ব্যক্তি অসাবধানবশত সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যেতে পারেন।

বগুড়া সদর থানা পুলিশ জানিয়েছে ওয়াসিম দিন মজুরের কাজ করতেন। বাড়িতে তার মা ছাড় অন্য কেউ ছিলো না। রাতে সে রিং স্লাবের তৈরী টয়লেটে পড়ে যায়। তার নিখোঁজের বিষয়টি পরে টের পেয়ে পরে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে। বগুড়া সদর থানার ওসি হাসান বাসির জানিয়েছেন, সেফটিক ট্যাংকের গ্যাসে তার মৃত্যু হতে পারে। তাদের ধারণা মোবাইল ফোন সেফটিক ট্যাংকে পড়ে যাওয়ায় সে খুজতে গিয়ে পড়ে যায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠান হয়েছে।

বণিক বার্তা রোববার, আগস্ট ৩১, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। গতকাল ও আগের দিন রাতে কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ফেনী ও খুলনায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া মাদারীপুরে শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে চারটি বাসের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

কক্সবাজার : জেলার চকরিয়ায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের এক আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের ফুলছড়ি গেট এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল আজিম (৪২) রামু উপজেলার ঈদগড় ইউনিয়নের বউঘাটা এলাকার বাসিন্দা। আহত মুবিনা আক্তার (১৯) নুরুল আজিমের ভাতিজি। তাকে কক্সবাজারের ঈদগাঁওয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশের ওসি মেহেদী হাসান জানান, মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসটি জব্দ করা হয়েছে। মাইক্রোবাসের চালককে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গোপালগঞ্জ : মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় দুই সহোদর নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার খাগাইল গ্রামের আবুল কাশেম খানের ছেলে রুহুল আমিন খান (৬৫) ও দুলাল আমিন খান (৫৭)। সদর থানার ওসি মির মো. সাজেদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই রোমান মোল্লা জানান, রাতে গোপালগঞ্জ শহরের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মোটরসাইকেলে করে দুই ভাই গ্রামের বাড়ি খাগাইলে যাচ্ছিলেন। রাত ১০টার দিকে তাদের মোটরসাইকেল ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ডুমদিয়া পৌঁছলে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী একটি বাস ধাক্কা দেয়। সে সময় মোটরসাইকেল থেকে দুই ভাই ছিটকে পড়েন। মোটরসাইকেল আরোহী দুলাল আমিন খান ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত মোটরসাইকেল চালক রুহুল আমিন খানকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ফেনী : জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রামপুর রাস্তার মাথা ও বিসিক-সংলগ্ন দেবিপুর গ্যাস পাম্পের সামনে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, গতকাল সকাল ১০টার দিকে মোটরসাইকেলে ফেনীর দিকে যাচ্ছিলেন শাহীন (২১) ও ইউনুস (২২)। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের রামপুর রাস্তার মাথায় গেলে একটি গাড়ির ধাক্কায় দুজনই মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়েন। তাদের উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাহীনকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে দুপুরে ফেনীর দেবিপুরে কাভার্ড ভ্যান ও একটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এতে বাসের চালক শাহ আলম নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বাসের সাত যাত্রী। শাহ আলম মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার নয়াকান্দি সাতকানিয়া ভবের চরের হযরত আলীর ছেলে।

খুলনা : জেলার তেরখাদায় ট্রলির ধাক্কায় মফিজ মোল্লা (৩২) নামে ইজিবাইকের এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের রামমাঝি এলাকায় রাজুর চা দোকানের সামনে তেরখাদা-কালিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মফিজ গোপালগঞ্জের হরিদাসপুর গ্রামের বাসিন্দা।

তেরখাদা থানার ওসি মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। মফিজ মোল্লার মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।

মাদারীপুর : শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে চারটি বাসের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। সংঘর্ষের পর ঢাকামুখী লেনে প্রায় ১ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পাঁচ্চরে ঘটে এ দুর্ঘটনা।

শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম জানান, সকালে ফরিদপুর থেকে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস। পাঁচ্চরে এসে বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। এ সময় বাসটি সড়কের ডিভাইডারে উঠে যায়। এতে আহত হন পাঁচজন। পরে গোল্ডেন লাইন পরিবহনকে পেছনে টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেস, সাকুরা পরিবহন ও নড়াইল এক্সপ্রেস ধাক্কা দেয়। এতে আহত হন আরো ১৫ জন।

কালের কণ্ঠ রবিবার। ৩ আগস্ট ২০২৫।

খুলনায় ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ খুনসহ দুই জেলায় ৩ খুন

তিন জেলায় তিন লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

খুলনায় আট ঘণ্টার ব্যবধানে দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একজনকে মারা হয়েছে কুপিয়ে, আরেকজনকে বাড়িতে ঢুকে ছুরিকাঘাত করে। অন্যদিকে কক্সবাজারে হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ছাড়া আরো তিন জেলায় উদ্ধার করা হয়েছে তিনজনের লাশ।

কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত :

খুলনা : দিঘলিয়া থানার বারাকপুর ইউনিয়নের নন্দন প্রতাপ এলাকায় গতকাল শনিবার ভোরে আল-আমীন শিকদার (৩৩) নামের এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ৯টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা থানাধীন সবুজবাগ এলাকায় মনোয়ার হোসেন টগর (৩০) নামের এক রঙের ঠিকাদারকে বাড়িতে ঢুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

দিঘলিয়া থানার ওসি এইচ এম শাহিন বলেন, নিহত আল-আমীনের স্ত্রীর সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

সবুজবাগের টগর পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বলে সোনাডাঙ্গা থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে তিন যুবক টগরের বাড়িতে যান। তাঁরা পূর্বপরিচিত ছিলেন এবং কথোপকথনের এক পর্যায়ে একজন ছুরি দিয়ে তাঁর বুকের ডান পাশে আঘাত করেন। ঘাতক তিনজনকেই শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : উপকূলীয় বদরখালী ইউনিয়নের আলোচিত নুরুল হুদা হত্যা মামলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সোহায়েত হোসেনকে (৩৫) শুক্রবার রাতে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন চারজনকে আটকের পর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, নিহত সোহায়েত ওই ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল আজিজের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে নুরুল হুদা হত্যা ছাড়াও বিভিন্ন অপরাধে আরো তিনটি মামলা রয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সোহায়েত এক বছর জেল খাটার পর সম্প্রতি জামিনে বেরিয়ে আসেন।

চকরিয়া থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, 'পূর্বশত্রুতার জেরে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। ঘটনার পরপরই

খুলনায় ৮ ঘণ্টার ব্যবধানে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সন্দেহভাজন চারজনকে আটকের পর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।'

এদিকে বদরখালীর দক্ষিণাংশের চিলখালী ঘোনার স্লুইস গেটসংলগ্ন এলাকায় সমুদ্র চ্যানেলের খাল থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল দুপুরে উদ্ধার করা লাশটির পরনে লাল হাফপ্যান্ট ও গায়ে ডোরাকাটা টি-শার্ট ছিল।

গাজীপুর : মহানগরীর কাশিমপুরের গোবিন্দবাড়ী এলাকার একটি শালবন থেকে গতকাল বিকেলে এক ব্যক্তির দগ্ধ লাশ উদ্ধার হয়েছে। নিহত শফিকুল ইসলাম (৫০) গাজীপুর মহানগরীর হাতিমারা এলাকার রবি মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, গোবিন্দবাড়ি ফরেস্ট অফিসের পেছনের গভীর জঙ্গলে আগুনে পোড়া লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

স্বজনদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, শফিকুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নানা অসুখে ভুগছিলেন। গত ১৫ দিন ধরে একেবারে বিছানায় পড়ে ছিলেন। পরিবারের লোকজনকে তিনি বলেছেন, 'এত অসুখ-বিসুখ ভালো লাগে না। বাঁচতেও ইচ্ছা করে না।' গতকাল সকাল ৯টার দিকে বাসা থেকে বের হন তিনি।

কাশিমপুর থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য লাশের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহ : ঈশ্বরগঞ্জে নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে জাটিয়া ইউনিয়নের মাকড়জাপ এলাকার কাঁচা মাটিয়া নদীতে লাশটি ভাসতে দেখা যায়।

পরিবার মরদেহ শনাক্ত করেছে। নিহত নারী উপজেলার রুস্তম আলী মাস্টারের স্ত্রী জোহরা খাতুন (৬০)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন এবং গত ২৬ জুলাই সকালে নিখোঁজ হন।

রায়পুরা (নরসিংদী) : উপজেলার বীরগাঁও সোনাকান্দা চৌরাস্তার মোড় থেকে ফাইজুল ইসলাম (২৬) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ফাইজুল নিলক্ষা ইউনিয়নের গোবিনাথপুর এলাকার মৃত মদন মিয়ার ছেলে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, শুক্রবার দুপুরে ফাইজুল বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। রাত ৯টার দিকে স্থানীয়রা সোনাকান্দা চৌরাস্তা মোড়ে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে খবর পেয়ে রাত ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি শনাক্ত করেন ফাইজুলের মা ফুলমালা বেগম।

রায়পুরা থানার উপপরিদর্শক জয় কুমার পাল টিটু বলেন, লাশের শরীরে কোনো দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ আগস্ট ২০২৫.

গাজীপুর

পোশাকশ্রমিকের লাশ বাসা থেকে উদ্ধার

গাজীপুর মহানগরের পুবাইল হাড়িবাড়ির টেক এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বিকেলে লাশ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মারা যাওয়া শংকর চন্দ্র বালা (৫৩) বরিশাল মহানগরের কোতোয়ালি সদর থানার আগরপুর রোড এলাকার বাসিন্দা। গাজীপুরের পুবাইল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন বলেন, পুবাইল হাড়িবাড়ির টেক এলাকায় শাহজাহান ভূইয়ার বাড়িতে ভাড়া থেকে একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন শংকর চন্দ্র। গত বৃহস্পতিবার সর্বশেষ তিনি কারখানায় যান। এর পর থেকে কাজে না যাওয়ায় রোববার দুপুরে কারখানার কয়েকজন লোক তাঁর খোঁজ নিতে ভাড়া বাসায় আসেন। সেখানে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানানো হয়। এ সময় ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে মৃত অবস্থায় শংকর চন্দ্র বালাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

যুগান্তর
সোমবার ৪ আগস্ট ২০২৫
২০ শ্রাবণ ১৪৩২

পূবাইলে পোশাক শ্রমিকের গলিত লাশ উদ্ধার

গাজীপুর মহানগর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের পূবাইলের হাড়িবাড়ির টেক এলাকায় একটি ভাড়া বাসা থেকে এক পোশাক শ্রমিকের গলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মৃতের নাম শংকর চন্দ্র বালা (৫৩) বরিশাল নগরীর আগরপুর রোড এলাকার দয়ানন্দ বালার ছেলে তিনি।

জানা যায়, শংকর চন্দ্র বালা পূবাইল এলাকার এ অ্যান্ড এ ট্রাউজার লিমিটেড কারখানার ওয়াশিং ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। ২৮ জুলাই তিনি হাড়িবাড়ির টেক এলাকার একটি চারতলা ভবনের একটি পকেট রুম ভাড়া নেন। পাশের রুমের ভাড়াটিয়া মো. সোহেল জানান, আমি ডে শিফটে কাজ করি, আর উনি নাইটে। ফলে দেখা হতো না। আজ দুপুরে বাসায় খেতে এসে পাশের রুম থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে বাড়িওয়ালাকে জানাই। বাড়ির মালিক শাহজাহান ভূইয়ার স্ত্রী খোরশেদা পারভিন সিমা বলেন, 'রবিবার দুপুরে কারখানা থেকে কিছু কর্মী এসে দরজা বন্ধ পায় এবং ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে আমাকে জানায়। পরে আমি পুলিশে খবর দিই।'

কালের কণ্ঠ ঢাকা। শনিবার। ২ আগস্ট ২০২৫

স্ত্রীকে হত্যার পর সন্তান নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ

আরো দুই খুন ও দুই লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পটুয়াখালীতে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার পর চার বছরের সন্তান নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামী। রংপুরে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে প্রবাসীর স্ত্রীকে। বরিশালে স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত নেতাকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ঢাকা ও ভোলায় গৃহবধূসহ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যে বিস্তারিত :

পটুয়াখালী : বাউফল উপজেলায় পরকীয়া প্রেমের ঘটনায় স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার পর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন সরোয়ার হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তি। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সরোয়ার তাঁর চার বছরের শিশুসন্তান সরফরাজকে কোলে নিয়ে বাউফল থানায় উপস্থিত হয়ে স্ত্রী সালমা আক্তারকে (৩২) হত্যার কথা স্বীকার করেন। এর আগে গত বুধবার রাতে হত্যার ঘটনা ঘটে।

বাউফল থানার ওসি আতিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সরোয়ার জানিয়েছেন, স্ত্রী পরকীয়া প্রেমে জড়িত থাকার ঘটনায় এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

পীরগঞ্জ (রংপুর) : উপজেলার মির্জাপুর ভবানীপুর গ্রামে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে মালয়েশিয়াপ্রবাসীর স্ত্রী আছমা বেগমকে। গত বৃহস্পতিবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে নিজ ঘরে হত্যা করে পালিয়ে যায়। নিহত আছমা বেগম (৪২) উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের প্রবাসী সাজু মিয়ার স্ত্রী। পীরগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা তদন্ত শুরু করেছি।'

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) : গতকাল শুক্রবার ভোরে দোহারে মাকসুদা আক্তার (৩৫) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত মাকসুদা শিলাকোঠা বাংলাবাজার এলাকার মৃত আইজউদ্দিনের স্ত্রী।

ভোলা : তজুমদ্দিন উপজেলায় নিখোঁজের তিন দিন পর পুকুর থেকে মো. কবির হোসেন (৩৫) নামের এক বাকপ্রতিবন্ধী কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার রাঢ়ীবাড়ির পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তজুমদ্দিন থানার ওসি মো. মহব্বত খান জানান, নিহত ব্যক্তির বুকে দুটি এবং ডান হাতে একটি আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে মরদেহ ফুলে যাওয়ায় এগুলো কিসের চিহ্ন সেটি সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না।

বরিশাল : গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় সদর উপজেলার কাশীপুরের বিল্লবাড়িতে ভগ্নিপতির দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত নেতা লিটন সিকদার ওরফে লিটুর (৪২) হাত বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

সমকাল সোমবার। ৪ আগস্ট ২০২৫।

ইজিবাইক চালকের মরদেহ উদ্ধার, ছুরিকাঘাতের চিহ্ন

■ রামু (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের রামুতে সোহেল নামে একজন ইজিবাইক চালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে উপজেলার রশিদনগরের উল্টাখালী এলাকার একটি নালা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত সোহেল (১৭) কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের পূর্ব মাছুয়াখালী এলাকার রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে।

রশিদনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য আবদুল করিমের ভাষ্য, সকালে উল্টাখালী এলাকার একটি নালায় সোহেলের মরদেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসী। কিছুটা দূরে একটি টমটম গাড়িও (ইজিবাইক) দেখা যায়। নিহত সোহেলের বুকে একাধিক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন এবং গলায় কাপড় দিয়ে ফাঁস দেওয়া ছিল। পরে গ্রামবাসী পুলিশকে বিষয়টি জানালে রামু থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ ও টমটম গাড়িটি উদ্ধার করে।

রামু থানার ওসি তৈয়বুর রহমান জানান, মরদেহে ধারালো অস্ত্রের আঘাতজনিত গুরুতর রক্তাক্ত জখম ও গলায় ফাঁসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, কে বা কারা তাঁকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। সুরতহাল রিপোর্ট সম্পন্ন করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩ আগস্ট ২০২৫

ঋণের চাপে আত্মহত্যা, ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ আতঙ্কে পরিবার

মাগুরা প্রতিনিধি

ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন কৃষক রিপন শেখ, এমন অভিযোগ উঠেছে। তিনি মারা গেলেও ঋণ

থেকে পরিত্রাণ মিলছে না তার পরিবারের। এখন টাকার জন্য রিপনের পরিবারকে চাপ দিচ্ছে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান, জানিয়েছেন তার স্ত্রী। ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ আতঙ্কেও ভুগছেন তারা। ঘটনাটি মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার চন্ডিখালী গ্রামের। রিপন শ্রীপুরের চন্ডিখালী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, রিপন শেখ কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু পালন করতেন। দুই বছর আগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'আই ফার্মা' থেকে ২ লাখ টাকা ঋণ নেন। আই ফার্মারকে প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা দিয়ে আসছিলেন রিপন। সময়মতো মূল টাকা শোধ করতে না পারায় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান তাকে চাপ দিতে থাকে। পাশাপাশি বাড়তে থাকে সুদের পরিমাণ। গত ২২ জুলাই দুপুরে ঋণদাতা সংস্থার কয়েকজন রিপনের বাড়িতে আসেন। স্ত্রী সাজিনাকে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে বলে তারা বাড়ির সামনে রাস্তায় অবস্থান নেন। একপর্যায়ে অপমান-অপদস্ত করেন রিপনকে। তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে স্ত্রীকে অপমানের কথা বলে আবার বেড়িয়ে যান। বিকালে আবার বাড়িতে ফিরে তিনি বাবা-মায়ের পায়ের কাছে বিষের বোতল ছুড়ে দেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাগুরার ২৫০ শয?্যা সদর হাসপাতালে ওই দিন রাত ১১টার দিকে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় তার। রিপন শেখের স্ত্রী অভিযোগ করেন, ঋণের জন?্য তার স্বামীকে হত?্যা করেছে আই ফার্মার লোকেরা। রিপন অপমান ও ঋণ থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত?্যা করলেও ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান তার পরিবারকে এখনো চাপ দিচ্ছে। বাড়ি ও পরিবার রক্ষায় সরকারের সাহায?্য কামনা করেন তিনি। আই ফার্মারের টেরিটোরি কর্মকর্তা হাসিব আল রাজিকে ফোন দিলে রিসিভ করেন। কিন্তু তার কাছে রিপন শেখের নামে কোনো ঋণ আছে কি না জানতে চাইলে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে লাইন কেটে দেন। সদর থানার এসআই মিনারুল ইসলাম জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে রিপন একটি বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। শ্রীপুরের ইউএনও রাখী ব্যানার্জী বলেন, বিষয়টির খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৮ শ্রাবণ ১৪৩২, ২ আগস্ট ২০২৫

খুলনায় ছুরিকাঘাতে যুবককে হত্যা

■ খুলনা অফিস

খুলনায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মনোয়ার হোসেন টগর নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে নগরীর সোনাডাঙ্গা সবুজবাগ এলাকায় এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত মনোয়ার হোসেন টগর ঐ এলাকার জামাল হাওলাদারের ছেলে। সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত করেন।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্র জানায়, মনোয়ার হোসেন টগর রং-এর ঠিকাদার ছিলেন। রাত সোয়া ৯টার দিকে কয়েক জন যুবক তার বাড়িতে যায়। বাড়ির লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা টগরের বুকের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করে। এ সময় তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

SUNDAY AUGUST 3, 2025
SRABAN 19, 1432 BS
The Daily Star

Man 'beaten to death' in Khilgaon

STAFF CORRESPONDENT

A man was beaten to death by some members of security forces in the capital's Khilgaon Sipahibagh area yesterday, family members alleged.

The deceased was identified as Nazrul Islam Molla, 43.

Police and family members said they brought him to the emergency department of Dhaka Medical College Hospital from Mugda General Hospital, but DMCH doctors declared him dead around 12:15pm.

Family members claimed Nazrul's body bore several injury marks.

Speaking to reporters at the hospital, Nazrul's uncle Kamal Hossain said that Nazrul, originally from Kalkini upazila in Madaripur, had been living in a rented apartment in Khilgaon's Sipahibagh area with his wife Aklima Begum and their two children. He ran a roadside stall there, selling puri and singara.

Kamal said Nazrul used to take drugs and sell them too, and had narcotics cases against him with Khilgaon Police Station.

"Around 11:00pm on Friday night, a team of army men entered Nazrul's home and beat him severely in front of his wife and children. They then took him and his wife to the Basabo camp. He was tortured there too," he alleged.

"By around 4:00am, Nazrul lost consciousness. Officers then gave his wife Tk 2,000 and told her to take him to Mugda General Hospital," he added.

Aklima then took her husband to Mugda Hospital. Later, with assistance from Khilgaon police, he was transferred to Dhaka Medical College Hospital where he was declared dead.

Nazrul's cousin Didar Hossain said some army men came to his brother's house and conducted a search. They beat him and later took him and his wife to the Basabo camp after midnight. A few hours later, they made Nazrul's wife take him to Mugda hospital.

At DMCH, another relative said, "Even if he had a case against him, is this how a person should be treated? They could have just arrested him. What will happen to his wife and children now?"

Contacted in the evening, the Inter Services Public Relations Directorate (ISPR) said they would comment after learning about the incident. However, they did not respond to further calls as of filing this report at 1:45am today.

Daud Hossain, officer-in-charge of Khilgaon Police Station, told The Daily Star they were informed of the death by the hospital authorities. "A police team visited the hospital. We have asked the deceased's wife to come to the police station so we can learn more about the incident," he said.

Asked about the allegation of torture, the OC said, "Once we speak to the wife and gather more information, I will be able to comment on the matter."

No case was filed as of filing this report at 1:45am today.

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Saturday 9 August 2025

চা বিক্রেতাকে হত্যা

প্রতিনিধি, কলমাকান্দা (নেত্রকোনা)

নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক চা বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার সীমান্তবর্তী গোবিন্দপুর বলমাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

নিহত পুলিনুস দারিং (৪০) পিতা মৃত কালা ডিও। উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের খারনৈ গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্থানীয় একটি চায়ের দোকান চালাতেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই ব্যক্তি বিয়ের পর মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করতেন।অভিযুক্ত ব্যক্তি আইয়ুব মারাখ (৫০)পিতা মৃত খেলন রেমা একই এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা।

নিহতের ছেলে ইমন চিসিম জানান, "দুপুর আড়াইটার দিকে আমি বাবার দোকানে যাই। এসময় প্রতিবেশী আইয়ুব ম্রং দোকানে আসে। বাবা তার কাছে বকেয়া টাকা চাইলে তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। আমি দুজনকেই শান্ত করে আলাদা করে দেই। পরে আমি বাড়ি চলে আসি।"

ইমন আরও জানান, "আইয়ুব মারাখ কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে ছুরি এনে বাবার বাম পাশে ছুরিকাঘাত করে। চাকুর আঘাতে বাবার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। আমরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু পথেই তিনি মারা যান।"কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পুলিনুস দারিং-এর মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ আগস্ট ২০২৫

কালিয়াকৈরে গার্মেন্টস কর্মীর হাত-পা বেঁধে ছিনতাই, গ্রেফতার ২

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এক গার্মেন্টস কর্মীর হাত-পা বেঁধে মারধর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুইজনকে আটক করে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পোশাক শ্রমিক শাহীন কালিয়াকৈর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে চন্দ্রা থেকে সিরাজগঞ্জগামী একটি সিলভার রঙের প্রাইভেট কারে ওঠানোর পর শাহীনের কাছ থেকে নগদ ১৮ হাজার টাকা, রকেট অ্যাকাউন্ট থেকে ৪০ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। তারা শাহীনকে উপজেলার চন্দ্রা-বলিয়াদি সড়কের গোসাত্রা এলাকায় নিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় কালিয়াকৈর থানার টহল পুলিশের একটি দল উপজেলার গোসাত্রা এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহৃত শাহীনকে উদ্ধার করে।

ইত্তেফাক
৯ আগস্ট ২০২৫

ধামরাইয়ে মদ পানে দুই জনের মৃত্যু

ধামরাই (ঢাকা) সংবাদদাতা

ঢাকার ধামরাইয়ে অতিরিক্ত মদ পানে বিপ্লব কুজুর ও সুধীর নামে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার সকালে ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের ভালুম গুচ্ছগ্রামের ভ্যানচালক আবুল কাশেমের বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তারা দুইজনই ভ্যানচালক আবুল কাশেমের বাড়ির ভাড়াটিয়া।

নিহত বিপ্লব কুজুর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার শঠিবাড়ী গ্রামের মৃত বাবলু কুজুর ছেলে এবং সুধীর একই থানার হলদিবাধান গ্রামের মৃত ভুবন দালালের ছেলে। ধামরাই থানার এসআই মো. ফারুক হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিজ ঘরে মদ পান করেন বিপ্লব কুজুর ও সুধীর। গতকাল সকালে পরিবারের লোকজন ঘরে দুই জনের নিথর দেহ দেখতে পান। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৩ আগস্ট ২০২৫।

নেশার টাকার জন্য ভ্যানচালক খুন

রাজশাহী অফিস ▷

নেশার টাকার জন্য এক ভ্যানচালককে হত্যা করে তাঁর লাশ বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লুলেস এই হত্যার রহস্য উদঘাটন এবং দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত শুক্রবার নাটোরের সিংড়া উপজেলার বড়িয়াগ্রাম এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল শনিবার র‍্যাব-৫ অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান। রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় র‍্যাব-৫ কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার বড়িয়াগ্রাম এলাকার ফারুক প্রামাণিকের ছেলে সাগর প্রামাণিক ও মনসের প্রামাণিকের ছেলে সুলতান প্রামাণিক (১৯)। আর খুন হওয়া ভ্যানচালকের নাম মো. জিহাদ (২৮)। তিনি নাটোরের সিংড়ার ফুলকুড়ি এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে। র‍্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নাটোরের সিংড়ার কলেজপাড়া এলাকায় একটি অজ্ঞাত লাশের সংবাদ পাওয়া যায়।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৮ আগস্ট ২০২৫,

এক হকারের ঘুসিতে আরেক হকার নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ শহরের উকিলপাড়া এলাকায় ফুটপাতের দখলদারিত্ব নিয়ে ঝগড়ার একপর্যায়ে এক হকারের ঘুসিতে বিমান ওরফে ইমান নামে আরেক হকার নিহত হয়েছে। সে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার জালকুঁড়ি এলাকার মৃত লুৎফরের ছেলে। নিহত ইমানের স্ত্রী রোকেয়া বেগম জানান, হকার গাউছ বিমানকে ঘুসি মারলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক বিনয় বাড়ৈ জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট ২০২৫,

ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ার এক খাল থেকে রব্বানী ব্যাপারী (২৫) নামের এক ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৬ আগস্ট ২০২৫। ২২ শ্রা

গুলিতে আহত হাসপাতাল কর্মচারীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালের কর্মচারী জামান হোসেন (৪১) সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গত সোমবার রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জামান হোসেন বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি হাসপাতালের স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাস করতেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ১ আগস্ট রাত সোয়া ৮টার দিকে হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অফিসের সামনে জামান হোসেনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মোটরসাইকেলে আসা মুখোশধারী দুই ব্যক্তির একজন। গুলিটি মাথার পেছন দিয়ে ঢুকে চোখের পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সমকাল
৫ আগস্ট ২০২৫।

সিরাজগঞ্জে চোর সন্দেহে দুজনকে পিটিয়ে হত্যা

সমকাল ডেস্ক

খালে যুবকের হাত-পা বাঁধা লাশ

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় রব্বানী বেপারি নামের এক ট্রলারচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে উপজেলার কাপলিরহাটসংলগ্ন খালে ভাসমান অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের হাত-পা বাঁধা এবং ইট দিয়ে ঝুলানো ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। রব্বানী ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ ভিটাবাড়িয়া গ্রামের মন্টু বেপারির ছেলে।

ইজিবাইক চালককে হত্যা

শেরপুর সদর উপজেলায় হোসেন আলী নামের এক ইজিবাইক চালককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল দুপুরে খরিখরিয়া সেতুর নিচে ডোবা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। হোসেন সদর উপজেলার গাজীরখামার ইউনিয়নের চককুমরী গ্রামের সিরাজ আলীর ছেলে।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য)

কালের কণ্ঠ। ১০ আগস্ট ২০২৫।

৯ জেলায় চারজনকে হত্যা পাঁচ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

■ চটের বিছানায় ঘুমানো নিয়ে বাগবিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল তরুণের

গাজীপুরের শ্রীপুরে উড়ালসড়কের নিচে চটের বিছানায় ঘুমানো নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে এক তরুণকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। একই জেলার কাশিমপুরে স্ত্রীকে বালিশচাপা দিয়ে হত্যা করে ৯৯৯ নাম্বারে ফোন করে আত্মসমর্পণ করেছেন স্বামী।

মৌলভীবাজারে নিজের ঘরে পাওয়া গেছে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতির গলা কাটা লাশ। নাটোরের সিংড়ায় কবুতর চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় উদ্ধার করা হয়েছে আরো পাঁচজনের লাশ। আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

পিরোজপুর (আঞ্চলিক) : মঠবাড়িয়ায় খাবার হোটেল থেকে ইউসুফ (১৭) নামের এক কিশোর কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়ন বাজারের ওই হোটেল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত কিশোর বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া গ্রামের আবদুল হাকিমের ছেলে। সে তার মামার ওই হোটেলে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে আসছিল।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ৬ আগস্ট ২০২৫

চালক খুন, অটোরিকশা ছিনতাই

ঢাকার কেরানীগঞ্জে আশরাফুল (২৮) নামে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার নাজিরা বাজারের ঢাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। আশরাফুল গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার মধ্যউড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় জানান, ভোরে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়। দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ মোহাম্মদ আক্তার হোসেন বলেন, 'আশরাফুল পেশায় অটোরিকশাচালক ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যার পর অটোরিকশাটি নিয়ে পালিয়ে গেছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।'

-কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২২ শ্রাবণ ১৪৩২, ৬ আগস্ট ২০২৫

নেত্রকোনায় বকেয়া টাকা চাওয়ায় গ্রাহকের চাকুর আঘাতে চা দোকানি খুন

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় চা বিক্রেতা তার বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে চা খাওয়া ব্যক্তির চাকুর আঘাতে চা দোকানের মালিক খুন হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজন খুনিকে আটক করে থানা পুলিশের কাছে সোপার্দ করেছে। ঘটনা গতকাল মঙ্গলবার বিকালের।

যুগান্তর
সোমবার ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২

কালিয়াকৈরে চালক হত্যা অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার তিন

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর ইউনিয়নের পাইকপাড়া এলাকায় অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার ১৩ দিন পর শনিবার রাতে ৩ আসামিকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার ফতেহপুর এলাকার পারভেজ শিকদারের ছেলে শান্ত শিকদারকে (২২) গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ওই ঘটনায় নিহতের বাবা পারভেজ শিকদার বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় মামলা করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে রোববার গাজীপুর জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার লাউহাটি হেরেন্ডপাড়া এলাকার বাদল মিয়ার ছেলে হৃদয়, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বর থানার বেপারীহাট এলাকার তোফাজ্জলের ছেলে রাজা বাবু ও জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর থানার শেখপাড়া এলাকার মৃত শাহজাহানের ছেলে আতিকুর রহমান পিন্টু।

দৈনিক ইত্তেফাক
যুগান্তর
৪৩২, ৮ আগস্ট ২০২৫

নেত্রকোনায় অটোরাইস মিলের শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার আটপাড়ায় অটোরাইস মিলে আকাশ মিয়া (২৮) নামে এক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার রাতে উপজেলার ইটাখলা এলাকায় আবু সাঈদ অটোরাইস মিলে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। আকাশ মিয়া পার্শ্ববর্তী কেন্দুয়া উপজেলার আশুজিয়া ইউনিয়নের চান্দপাড়া গ্রামের মৃত রাহাবুল মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মিলটির মালিক আবু সাঈদ মারা যাওয়ার পর এক বছর বন্ধ ছিল। গত মাসের ২৮ তারিখ উপজেলার গাড়রকান্দ গ্রামের ওমর হাসান, মাঈনুল হাসান মিল্টন ও মোবারকপুর গ্রামের রুহুল আমিন—এই তিন জন পুনরায় মিলটি চালু করে। মিলটিতে ১৮ থেকে ২০ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। বুধবার রাতে শ্রমিকরা কাজ করার সময় আকাশ মিয়াকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না সহকর্মীরা। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। এ সময় অন্য শ্রমিকরা আকাশকে পড়ে থাকতে দেখে আটপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১৪ আগস্ট ২০২৫

পাঁচ জেলায় ২৪ ঘণ্টায় চার খুন, ৩ লাশ উদ্ধার

- সিলেটে ৬ দিনে ছুরিকাঘাতে ৪ জন খুন
- যশোরে যুবলীগকর্মীকে গলা কেটে হত্যা
- সিদ্ধিরগঞ্জে নারীসহ দুই মরদেহ উদ্ধার
- কেরানীগঞ্জে ছুরিকাঘাতে অটোরিকশাচালক খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের পাঁচ জেলায় ২৪ ঘণ্টায় চারজন ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হয়েছেন এবং তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পরের তিনজনও খুন হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিলেটে ১৬ ঘণ্টার ব্যবধানে ছুরিকাঘাতে দুটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে নগরের আখালিয়া বড়গুল এলাকায় ভাতিজার ছুরিকাঘাতে মাওলানা যুবায়ের আহমদ (৪৫) নামের একজন মাদরাসা শিক্ষক খুন হয়েছেন। এর আগে মঙ্গলবারও একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। যশোরে গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার দৌলতদিহি গ্রামে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামের যুবলীগের একজন কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে গতকাল নারী ও পুরুষের দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঢাকার কেরানীগঞ্জে রুবেল (২৬) নামের এক অটোরিকশাচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে ছিনতাইকারীরা।

চাঁদপুরে মতলব উত্তরে গতকাল সকালে মাথায় গুলিবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সিলেট : সিলেট নগরে গতকাল মাদরাসা শিক্ষক খুন হওয়ার আগে গত মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের খাদিমনগরের জাতীয় উদ্যান এলাকায় ছুরিকাঘাতে আব্দুল কাদির আজাদ (২৫) নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়। এ নিয়ে গত ছয় দিনে সিলেটে ছুরিকাঘাতে চারজন খুন হলেন।

নিহত মাওলানা যুবায়ের নগরের আখালিয়া বড়গুল এলাকার মৃত মদরছিল আলীর ছেলে এবং স্থানীয় ডা. তানজিনা আহমদ দাখিল মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক। ঘাতক নয়নও একই এলাকার বাসিন্দা ও সম্পর্কে নিহতের ভাতিজা। জানা গেছে, মাওলানা যুবায়ের ভাতিজা নয়নকে অভিভাবক হিসেবে প্রায়ই শাসন করতেন। তাঁকে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে চলাফেরা করতে নিষেধ করতেন। এ নিয়ে নয়নের সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা-কাটাকাটি হতো। গতকাল সকালে যুবায়ের মাদরাসায় যাওয়ার পথে একটি বিষয়ে নয়নের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে নয়ন ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালালে তিনি

সময়ের আলো
সোমবার। ১১ আগস্ট ২০২৫।

হত্যার পর চার টুকরা মরদেহ ফেলা হলো খালে

স্বামী-স্ত্রী গ্রেফতার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার তিতাসে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে প্রেমিককে বাড়িতে ডেকে এনে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে হত্যা করেছে প্রেমিকা। শুধু তাই নয়, কুপিয়ে হত্যার পর নিহতের মরদেহ চার টুকরো করে বস্তায় ভরে বাড়ির পাশে খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নিহত প্রেমিকের নাম নজরুল ইসলাম (৩৫)। এই ঘটনায় প্রেমিকা স্মৃতি (২৭) এবং তার স্বামী মো. হোসেনকে (৩২) গ্রেফতার করেছে তিতাস থানা পুলিশ। নিহত নজরুল ইসলাম তিতাসের সাহাবুদ্দি গ্রামের মো. হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন ট্রাক্টরচালক ছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তিতাস থানার ওসি মো. শহিদ উল্লাহ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, নিখোঁজ ডায়েরির সূত্র ধরে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে তদন্ত করে রোববার ভোরে আমরা অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছি। তারা নজরুলকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে মরদেহ চার টুকরো করে বাড়ির পাশে খালে ফেলে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী চারটি বস্তার মধ্যে একটি বস্তা পাওয়া গেছে। ওই বস্তা থেকে খণ্ডিত দুটি হাত উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি তিনটি বস্তা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৬ আগস্ট রাতে নজরুল ইসলাম বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পরে তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে ৮ আগস্ট তার বাবা হানিফ ভূঁইয়া তিতাস থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। এরপর পুলিশ নিখোঁজ নজরুলের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে রোববার ভোরে সিএনজি অটোরিকশাচালক হোসেন ও তার স্ত্রী স্মৃতিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা জানায়, বুধবার রাতে প্রেমিকা স্মৃতি তার বাড়িতে প্রেমিক নজরুলকে মোবাইল ফোনে ডেকে আনার পর টিনের ঘরের ভেতরে হোসেন ও তার স্ত্রী মিলে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এরপর মরদেহ চার টুকরো করে বস্তায় ভরে বাড়ির পাশে খালে ফেলে দেয়। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় জেলে ও ডুবুরি দিয়ে মরদেহের খণ্ডিত দুটি হাত উদ্ধার করে।

পাঁচ জেলায় ২৪ ঘণ্টায় চার খুন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের জালালাবাদ থানার ওসি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ চৌধুরী।

এর আগে মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে নগরের খাদিমনগরে জাতীয় উদ্যান এলাকায় পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আব্দুল কাদির আজাদ (২৮) নামের এক যুবক খুন হন। তিনি জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার বিছনাকান্দি এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে।

সিলেট মহানগর পুলিশের বিমানবন্দর থানার ওসি সৈয়দ আনিসুল হক বলেন, 'খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান এলাকায় হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। লাশ ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।'

যশোর : যশোরে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামের যুবলীগের একজন কর্মীকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে যশোর সদর উপজেলার দৌলতদিহি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রেজাউল ইসলাম গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা রেজাউল ইসলামকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। পরে বাড়ির পাশেই তাঁকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে যশোর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। স্থানীয়রা জানান, নিহত রেজাউল ইসলাম যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর নামে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক স্থান থেকে নারী ও পুরুষের দুটি মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, লাকি আক্তারের স্বামী রুবেল মিয়া হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিরব নামের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত ছিলেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা নিরবের বাসা থেকে লাকির মরদেহ উদ্ধার করেছি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিরোধের জেরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে।'

দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পৃথক মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) : ঢাকার কেরানীগঞ্জে রুবেল (২৬) নামের এক অটোরিকশাচালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে ছিনতাইকারীরা। তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার পুলিশ। রুবেল গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার গুকুরাতাইল গ্রামের আছর উদ্দিনের ছেলে। তিনি চরাইল এলাকায় পরিবারসহ ভাড়া বাসায় বাস করছিলেন।

চাঁদপুর : চাঁদপুর মতলব উত্তরে মাথায় গুলিবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকাল ১০টার দিকে উপজেলার একলাছপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর গ্রামের বকুলতলা এলাকা থেকে এই মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত মিজানুর রহমান অভি (৩৫) ওই এলাকার ফজলুল হকের ছেলে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে পুলিশ একজনকে আটক করেছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব। তিনি জানান, নিহত যুবকের শরীরে মারাত্মক জখমের পাশাপাশি মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, কোনো বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হাতে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ওই যুবক। হত্যায় জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

(তথ্য দিয়েছেন কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট নিজস্ব প্রতিবেদক, আঞ্চলিক অফিস ও প্রতিনিধিরা)

প্রথম আলো • রোববার, ১০ আগস্ট ২০২৫,

গাজীপুরে সাংবাদিক হত্যা

ফাঁদে ফেলে প্রতারণার ভিডিও করায় খুন

মাসুদ রানা, *গাজীপুর*

আসাদুজ্জামান

গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম এলাকা ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চান্দনা চৌরাস্তা। প্রতিদিন নানা প্রয়োজনে লাখো মানুষ চলাচল করেন। এ কারণে সেখানে বেড়েছে ছিনতাইসহ নানা অপরাধ। গড়ে উঠেছে অপরাধী চক্র। পুলিশ বলছে, চক্রগুলো নারী সদস্যদের দিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে (হানিট্র্যাপ) মানুষের কাছ থেকে অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়।

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার মিজান ওরফে কেটু মিজান (৩৪) ও তাঁর স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপীর নেতৃত্বে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে 'হানিট্র্যাপ' নামের একটি চক্র। সেই চক্রের ফাঁদে পড়েন এক ব্যক্তি। আর সেই ফাঁদে পড়ার সময় চক্রটির অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়ার ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। গতকাল শনিবার নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান গাজীপুর মহানগর পুলিশ (জিএমপি) কমিশনার নাজমুল করিম খান।

সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তথ্য জানাতে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাদশা নামের এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে ফিরছিলেন। পথে অভিযুক্ত গোলাপী তাঁকে ফাঁদে ফেলে প্রতারণার (হানিট্র্যাপ) চেষ্টা করেন। বিষয়টি টের পেয়ে বাদশা গোলাপীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরে আসতে চান। এ সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা অন্য আসামিরা বাদশাকে কোপাতে শুরু করেন। প্রাণ বাঁচাতে বাদশা দৌড় দিলে ঘটনাটি পেশাগত দায়িত্বে ভিডিও করেন সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন।

কমিশনারের ভাষ্য, ভিডিওটি দেখে ফেলেন আসামিরা। তাঁরা তুহিনকে ভিডিওটি মুছে ফেলতে বলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। একপর্যায়ে তাঁরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তুহিনকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যান।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক দল প্রায় ৩০ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ বিষয়ে গাজীপুরের পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম খান বলেন, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের ধরা হয়। এর মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব, অন্য ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে জিএমপি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে আমরা আটজনকে চিহ্নিত করেছি। অন্য একজন রয়েছেন, তাঁকেও দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে পারব।'

সাংবাদিক আসাদুজ্জামানকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় পুলিশের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে পুলিশ কমিশনার নাজমুল করিম খান বলেন, 'পুলিশের একার পক্ষে অপরাধ দমন সম্ভব নয়, জনগণের সম্পৃক্ততা দরকার। সুরক্ষার দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। আমরা সাধারণত দুটি কাজ করি—প্রিভেনশন (অপরাধ প্রতিরোধ) ও ডিটেকশন (অপরাধ উদ্‌ঘাটন)। প্রিভেনশনটি আমরা করতে পারিনি। প্রিভেনশন সব সময় করা যায় না। বিশ্বের কোনো দেশেই ক্রাইম শূন্যে নামানো সম্ভব হয়নি। তাই শত চেষ্টার পরও অপরাধ হয়ে যেতে পারে। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।'

পুলিশ কমিশনার বলেন, 'গাজীপুরে ৫ আগস্টের পর অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেলে ক্রাইম বেড়ে যায়। এটা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি। আগের রেজিম এই জেলায় শক্তিশালী। সেই দলটি গাজীপুরকে অস্থিতিশীল করছে। সেটিও নজরদারি করা হচ্ছে। এই নজরদারি করতে গিয়ে অন্যান্য অপরাধে মনোযোগ নষ্ট করছে। তবে মানুষের স্বস্তি ফেরাতে কাজ করছে জিএমপি। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে পেলেই আসাদুজ্জামান হত্যা মামলার চার্জশিট ১৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দ্রুত নিশ্চিত করা হবে।'

বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে সাংবাদিক আসাদুজ্জামানকে (৩৮) ছিনতাইকারীরা কুপিয়ে হত্যা করে। তিনি দৈনিক *প্রতিদিনের কাগজ* পত্রিকার গাজীপুরের স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। আসাদুজ্জামান ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার ভাটিপাড়া গ্রামের হাসান জামালের ছেলে। তাঁকে হত্যার অভিযোগে তাঁর বড় ভাই মো. সেলিম বাদী হয়ে শুক্রবার নগরের বাসন থানায় মামলা করেন।

এখন পর্যন্ত আসাদুজ্জামান হত্যা মামলায় সাতজন গ্রেপ্তার হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেছে পুলিশ। তাঁরা হলেন জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের মোবারক হোসেনের ছেলে মিজান ওরফে কেটু মিজান, তাঁর স্ত্রী পারুল আক্তার ওরফে গোলাপী, খুলনার সোনাডাঙ্গা থানার ময়লাপোতা গ্রামের মো. হানিফের ছেলে আল-আমীন, পাবনার ফরিদপুর উপজেলার সোনাহারা গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে মো. স্বাধীন, কুমিল্লার হোমনা থানার অনন্তপুর গ্রামের হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে মো. শাহজালাল, পাবনার চাটমোহর থানার পাঁচবাড়িয়া গ্রামের কিয়ামদ্দিন হাসানের ছেলে ফয়সাল হাসান ও শেরপুরের নকলা উপজেলার চিতলিয়া গ্রামের আবদুস সালামের ছেলে সুমন ওরফে সাব্বির। তাঁদের মধ্যে স্বাধীনকে র‍্যাব সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছেন।

সাংবাদিক আসাদুজ্জামান হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাত আসামিকে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বিকেলে গাজীপুরের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর আল মামুনের আদালত এই আদেশ দেন।

গতকাল সকালে গাজীপুর মহানগরীর র‍্যাব-১-এর পোড়াবাড়ী ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওই কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার কে এম এ মামুন খান চিশতী দাবি করেন, জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার হওয়া মো. স্বাধীন সাংবাদিক আসাদুজ্জামানকে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন। আসাদুজ্জামানকে টার্গেট করেই হত্যা করা হয়েছে বলে স্বাধীন র‍্যাবকে জানিয়েছেন।

গত শুক্রবার ও গতকাল চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও পথচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চান্দনা চৌরাস্তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা। এখানে ব্যাংক, ব্যবসা এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া-আসাসহ নানা কারণে এখানে আসতে হয়। একসময় যেখানে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ সদস্যদের দেখা যেত, এখন পুলিশ নেই বললেই চলে। এ কারণে এখানে প্রতিদিন ছোট-বড় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু অপরাধীরা ধরা পড়ছে না।

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার শাপলা ম্যানশন এলাকায় কথা হয় আবদুল হাকিম নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি বলেন, 'সাত-আট দিন আগে আমার এক বন্ধু ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য চৌরাস্তা এলাকায় আসেন। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক নারী ইচ্ছা করে তাঁকে ধাক্কা দেন। পরে ওই নারী চিৎকার-চেঁচামেচি করতে থাকেন। তখন পাশ থেকে পাঁচ-ছয়জন লোক এসে কী হয়েছে জানতে চান। তখন আমার বন্ধু তাঁদের ঘটনাটি বললেও ওই ব্যক্তিরা আমার বন্ধুকেই দায়ী করেন। পরে তাঁরা আমার বন্ধুর সঙ্গে থাকা ৮ হাজার ২০০ টাকা ও মুঠোফোনটি নিয়ে চলে যান।'

চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ফুটপাতে ব্যবসা করেন হাসান আলী। তিনি বলেন, 'আমরা এখানে বসে দেখি, শুনি কিন্তু কিছু বলতে পারি না। কয়েকটি গ্রুপ আছে যাদের সঙ্গে নারীরা থাকে। তারা যৌনকর্মী ভাড়া করে নিয়ে তারপর নানা ধরনের ফাঁদে ফেলে মানুষের টাকাপয়সা লুট করে নিয়ে যায়।'

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) গাজীপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার শিশির প্রথম আলোকে বলেন, গাজীপুরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির নেপথ্যে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে শ্রমিকদের বেকারত্ব, অপরিকল্পিত ঘনবসতিপূর্ণ নগরায়ণ, পুলিশ প্রশাসনের উদাসীনতা এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যতম।

সাংবাদিক হত্যার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* জানান, গাজীপুর মহানগরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)। পাশাপাশি ঘটনাস্থলের সাক্ষীদের নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানিয়েছে এমএসএফ। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুলতানা কামালের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বক্তব্যে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। সরকার দেশের সব নাগরিকের মতো সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাংবাদিকদের 'পেশাগত দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত করা, ভয় দেখানো এবং চিরতরে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার একটি ভয়ংকর অপতৎপরতার উদাহরণ হচ্ছে এই ঘটনা। সাংবাদিকদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রতিটি সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া দরকার বলে মনে করে এমএসএফ।

রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫ | ইত্তেফাক

মঠবাড়িয়ায় খাবার হোটেল থেকে কর্মচারীর লাশ উদ্ধার

■ মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় খাবার হোটেল থেকে মো. ইউসুফ (১৭) নামে এক কিশোর কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার মিরুখালী ইউনিয়ন বাজারের একটি খাবার হোটেল থেকে ঐ কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
Dhaka : Sunday 10 August 2025

সিলেটে ছাদ থেকে ফেলে প্রবাসীকে হত্যা: গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট

সিলেটের আম্বরখানায় অপহরণের পর মুক্তিপণ না পাওয়ায় ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে আবুল হাসান হত্যা মামলায় পলাতক দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

গত শুক্রবার রাতে র‍্যাব-৯, সিলেট এবং র‍্যাব-৩ এর যৌথ অভিযানে ঢাকার ধানমন্ডি ও সিলেট শহরে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

গতকাল র‍্যাব-৯ এর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- সিলেটের কানাইঘাটের পূর্ব কাড়াবাল্লা গ্রামের মো. আব্দুল মজিদের ছেলে মো. নাজমুল হোসেন ওরফে রায়হান (২০) সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা থানার রাজাপুর গ্রামের গোলাম কিবরিয়ার ছেলে রাজু আহমদ (১৮)।

র‍্যাবের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১৮ জুন রাত সাড়ে ৯টার দিকে ভিকটিম আবুল হাসান ও তার চাচাতো ভাই মিনহাজকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করে কোতয়ালী থানার আম্বরখানাস্থ ব্রিটানিয়া আবাসিক হোটেলের পাশে একটি পাঁচ তলা ভবনের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এলোপাতাড়ি মারধর করে তাদের সঙ্গে থাকা টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় অপহরণকারীরা।

পরবর্তীতে তারা আবুলের কাছে আরও পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে আবুলকে নির্মমভাবে মারধর করে এবং একপর্যায়ে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আবুলকে হাসপাতালে নিলে পরদিন (১৯ জুন) সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় হত্যা মামলা করেন।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে র‍্যাব-৯ ও র‍্যাব-৩ এর যৌথ দল রাজধানীর ধানমন্ডি থানাধীন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার পলাতক আসামি মো. নাজমুল হোসেন ওরফে রায়হানকে গ্রেপ্তার করে।

পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিলেটের এয়ারপোর্ট থানাধীন মজুমদারি কোনাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একই মামলার অন্য পলাতক আসামি রাজুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২

এনজিও ও সুদকারবারিদের ঋণের চাপ

এবার মোহনপুরে এক কৃষকের আত্মহত্যা

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহীর পবার পরে এবার মোহনপুর উপজেলার খাড়ইল গ্রামে ১১ এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া আকবর হোসেন নামের (৫০) এক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। আকবর খাড়ইল গ্রামের লোকমান হোসেনের ছেলে। তিনি অন্তত ১১ এনজিও এবং স্থানীয় সুদকারবারিদের কাছ থেকে ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারছিলেন না।

সোমবার সকালে নিজের পান বরজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন আকবর। তার ছেলে সুজন শাহ ঋণের ?'চাপে' আত্মহত্যার কথা জানিয়েছেন। সুজন বলেন, 'আমার বাবা এনজিও থেকে চার লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু এবার পানের দাম নেই। এক বিঘা জমির পান বরজের আয়েই আমাদের সংসার চলত। ঋণের কিস্তি ছিল প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার টাকা। কিন্তু এবার পানের দাম না পেয়ে ঋণ পরিশোধ করতে কষ্ট হচ্ছিল। প্রতিদিন কিস্তির জন্য এনজিওর লোকেরা চাপ দিতেন। ঋণের চাপে পড়ে বাবা আত্মহত্যা করেছেন।'

তিনি জানান, তার বাবার ঋণ ছিল ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি), শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), গ্রামীণ প্রচেষ্টা, পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি (পিএমকে), গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র (গাক) নামের এনজিওতে।

মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান বলেন, 'আকবর হোসেনের পান বরজ ছিল। কৃষক মানুষ, ঋণ ছিল। এ বছর পান বরজে লোকসান হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি। হতাশা থেকে তিনি নিজের পান বরজে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'নিহতের স্বজনরা যদি এনজিওর নামে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলা করেন, তবে মামলা হবে। কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা মামলা করবেন না বলে জানিয়েছেন। তারা ময়নাতদন্ত করতেও রাজি হচ্ছিলেন না।'

সুজন শাহ (৩০) ছাড়াও আকবর হোসেনের আরেক ছেলে রয়েছে। তার নাম সুমন শাহ (১৮)।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ১৫ আগস্ট রাজশাহীর পবা উপজেলা বামনশিকড় এলাকা থেকে একই পরিবারের চারজনের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় মিনারুল নামের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী মনিরা এবং শিশুপুত্র মাহিম ও মেয়ে মিথিলাকে শ্বাসরোধে হত্যার পর নিজেও আত্মহত্যা করেন বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ঋণের দায়ে ও খাওয়ার অভাবে তিনি এই কাজ করেছেন বলে চিরকুটে লিখে যান।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২

স্ত্রীর ওপর অভিমান

কুলাউড়ায় ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে স্বামীর আত্মহত্যা

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ভিডিও বার্তা দিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন আশিক মিয়া (৩২) নামক এক গাড়িচালক। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে আখাউড়া সিলেট রেল সেকশনের টিলাগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে রবিরবাজার লেভেল ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। আশিক মিয়া উপজেলার পৃথিমপাশা ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের মখলিছ মিয়ার ছেলে।

ঘটনার সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আশিক মিয়ার দেওয়া ভিডিও বার্তা ভাইরাল হয়। এতে তিনি বলেন, 'স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছি'।

কুলাউড়া থানা অফিসার ইনচার্জ মো. ওমর ফারুক জানান, আমরা বিষয়টি শুনেছি। এই ঘটনা রেলওয়ে থানার আওতাধীন এলাকায় হওয়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তারা নেবে।

শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে থানা অফিসার ইনচার্জ খায়রুল ইসলাম তালুকদার বলেন, কুলাউড়া ও লংলা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী রবিরবাজারগামী সড়কের লেভেল ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৫ আগস্ট ২০২৫ ॥

শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তায় সাদ্দাম হোসেন (৩০) নামের এক শরবত বিক্রেতাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে মসজিদ মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাশাপাশি শরবত বিক্রি করেন সাদ্দাম হোসেন ও দেলোয়ার হোসেন। পূর্বশত্রুতার জেরে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দেলোয়ার ছুরি দিয়ে সাদ্দামের পিঠ ও হাতে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। বাসন থানার ওসি শাহিন খান জানান, আহত যুবককে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত দেলোয়ারকে আটক করা হয়েছে।

তিন জেলায় তিনজনের লাশ উদ্ধার

প্রতিদিন ডেস্ক

যশোর, ময়মনসিংহ ও গাজীপুরে তিনজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **যশোর** : কেশবপুর উপজেলার গৌরীঘোনা গ্রামে তারেক সরদার (২৫) নামে এক যুবকের লাশ বুড়িভদ্রা নদীর পাড়ে ওল খেত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। স্ত্রী রিমা খাতুন জানান, বুধবার বিকালে তারেক বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। **ময়মনসিংহ** : ত্রিশালের কালীর বাজার এলাকা থেকে রতন চন্দ্র সাহা (২৬) নামে এক পোশাক শ্রমিকের লাশ গতকাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওসি মনসুর আহাম্মদ জানান, তার একটি হাত ভাঙা এবং কপালের চামড়া উঠে গেছে। এটি হত্যা না অন্য কিছু, ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। **গাজীপুর** : শ্রীপুরে শীতলক্ষ্যা ও সুতিয়া নদীর মোহনায় নিখোঁজ কলেজ শিক্ষার্থী লামিয়া আক্তারের (১৭) লাশ ২৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল দুপুরে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

কালের কণ্ঠ

। সোমবার । ১১ আগস্ট ২০২৫

রংপুরে চোর সন্দেহে জামাই-শ্বশুরকে পিটিয়ে হত্যা

আরো পাঁচ জেলায় ৬ খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের ছয় জেলায় এক দিনে সাতটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ভ্যানচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে দুজনের মৃত্যু, পারিবারিক বিরোধ ও পরকীয়ার জেরে যুবদলের সাবেক নেতাসহ পাঁচটি খুন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

রংপুরের তারাগঞ্জে ভ্যানচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারিয়েছেন জামাই ও শ্বশুর। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বুড়িরহাট বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ঘনিরামপুর গ্রামের রূপলাল দাস (৪০) ও মিঠাপুকুরের বালুয়া ভাটা গ্রামের প্রদীপ দাস (৩৫)। রূপলালের ভাগ্নির সঙ্গে গতকাল রবিবার প্রদীপ দাসের বিয়ের কথা ছিল।

স্থানীয়দের সন্দেহ হয়, তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি বস্তায় তরলদ্রব্য বিষাক্ত কিছু থাকতে পারে। পরে তাঁদের আটকে মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে রূপলাল দাসকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং প্রদীপ দাস রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

তারাগঞ্জ থানার ওসি এম এ ফারুক বলেন, ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।

রংপুরে চোর সন্দেহে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সিলেটে যুবদলের সাবেক নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা : সিলেটের গোলাপগঞ্জে রনি হোসেন (২৯) নামের এক যুবদলের সাবেক নেতাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার রাতে উপজেলার কদমতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের ধারণা, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ রাজুর পরকীয়ার বিষয় ফাঁস করায় রনিকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার আগমুহূর্তে রনি তাঁর ফেসবুকে রাজুর বিরুদ্ধে পোস্ট দেন। পুলিশ বলছে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

কুমিল্লার তিতাসে এক্কাভেটরচালককে চার টুকরা করে হত্যা : কুমিল্লার তিতাসে মো. নজরুল ভূঁইয়া (৩৫) নামের এক ভেকুচালককে কুপিয়ে হত্যার পর চার টুকরা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়া হয়। হত্যায় অংশ নেয় নজরুলের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িত নারী ও তাঁর স্বামী।

পুলিশ জানায়, প্রেমিকা স্মৃতি আক্তার ও তাঁর স্বামী মো. হোসেন মিয়া হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের দেওয়া তথ্য মতে দুটি দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিতাস থানার ওসি শহিদ উল্লাহ জানান, বাকি দেহাংশ উদ্ধারে ডুবুরি ও স্থানীয় জেলেদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।

কক্সবাজারে গভীর রাতে ঘরে ঢুকে ছুরিকাঘাতে খুন : কক্সবাজারের পেকুয়ায় গভীর রাতে ঘরে ঢুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে জসীম উদ্দিন (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে। গত শনিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার শীলখালী ইউনিয়নের একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, প্রবাসী ছেলের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।

পেকুয়া থানার ওসি মো. সিরাজুল মোস্তফা বলেন, ঘটনার পেছনে পূর্বশত্রুতার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজশাহীর দুর্গাপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত : রাজশাহীর দুর্গাপুরে পুরনো একটি হত্যা মামলার জেরে জামিনে থাকা আসামি ওয়াজেদ আলীকে (৭০) কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। এ সময় তাঁর স্ত্রী ও ছেলে গুরুতর আহত হন।

গতকাল সকালে উপজেলার হোজা অনন্তকান্দি গ্রামে এই হামলা হয়। আগের হত্যাকাণ্ডে ওয়াজেদ আলী ৭ নম্বর আসামি ছিলেন এবং সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পান। থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, হামলার ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে।

কুমিল্লায় ওয়ার্কশপ মালিককে কুপিয়ে হত্যা, দম্পতি আটক : কুমিল্লার সদর দক্ষিণে মো. দুলাল মিয়া (৪৫) নামের এক ওয়ার্কশপ মালিকের মাথা থেঁতলানো মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া ইমন ও তাঁর স্ত্রী সুমিকে আটক করেছে।

পুলিশ বলছে, নিহত দুলাল মিয়ার নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর মরদেহ স্কুলসংলগ্ন একটি কক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়। তদন্ত শেষে হত্যাকাণ্ডের পেছনের কারণ স্পষ্ট হবে।

যুগান্তর

শুক্রবার ১৫ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২

মুক্তাগাছায় ছাত্রদল নেতার হামলায় অটোচালক নিহত

লাশ নিয়ে সড়ক অবরোধ

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

মুক্তাগাছায় মাত্র ৩৫০ টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতির নেতৃত্বে হামলায় ফাহিম নামে অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে ১১ আগস্ট দুপুরে মানকোন বোর্ডঘর এলাকার শিবপুর গ্রামে। গুরুতর আহত অবস্থায় ফাহিমকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ১২ আগস্ট বিকালে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা থেকে তিন ঘণ্টা ফাহিমের লাশ নিয়ে হত্যার বিচার দাবিতে স্থানীয়রা জামালপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। জানা যায়, ১০ আগস্ট মুদি দোকানি রাসেল মিয়ার সঙ্গে মজনু মিয়ার বাগবিতণ্ডা হয় ৩৫০ টাকা দোকান বাকি নিয়ে। পরদিন রাসেল বিষয়টি মানকোন ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি সজিব হাসানকে জানালে তিনি দলবল নিয়ে মজনুর বাড়িতে হামলার চেষ্টা করেন। এ সময় দুই পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় সজিবের এক সহযোগীকে মারধর করা হয়। পরে সালিশের কথা বলে কৌশলে মজনুদের ডেকে এনে বোর্ডঘর এলাকায় ফের সংঘর্ষ বাধানো হয়। সজিব ও তার সহযোগীরা সম্মিলের কাঠ দিয়ে নিহত ফাহিম, তার চাচা মজনু মিয়া, দাদি ফিরোজা খাতুন, বোন ফারজানা খাতুন, চাচাতো ভাই ইয়াছিনকে বেধড়ক পেটান। এ ঘটনায় ফাহিমের মা রুবি আক্তার বাদী হয়ে ১২ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। এর পর থেকে সজিব পলাতক রয়েছে। নিহতের স্ত্রী খাদিজা বেগম স্বামী হত্যাকারীদের ফাঁসি দাবি করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সজিব ও তার লোকজন ফাহিমকে কাঠ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। উপজেলা ছাত্রদল আহ্বায়ক মঞ্জুরুল হক আরিফ জানান, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সজিবসহ তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওসি রিপন চন্দ্র গোপ বলেন, আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ আগস্ট ২০২৫

কেশবপুরে যুবককে শ্বাসরোধে হত্যা

■ যশোর অফিস

যশোরের কেশবপুরে তারেক সরদার (২৪) নামে এক যুবককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গৌরীঘোনা ইউনিয়নের বুড়িভদ্রা নদীর পাড়ে ওলখেতের পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিম তুলতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জোহর আলী লাশটি দেখতে পান এবং তার চিৎকারে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে এসে শনাক্ত করেন। নিহত তারেক গৌরীঘোনা গ্রামের মৃত শহিদুল সরদারের ছেলে। তিনি খুলনার ডুমুরিয়ার ভরাতিয়া সরকারি আবাসনে স্ত্রীসহ বসবাস করতেন এবং টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ করতেন।

নিহতের স্ত্রী রিমা খাতুন জানান, বুধবার বিকালে তারেক বাড়ি থেকে টাকা আনতে যাবেন বলে বের হন কিন্তু আর ফেরেননি। তার মোবাইল ফোনটিও বাড়িতে ছিল। সকালে স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসেন।

কেশবপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) খান শরিফুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার ॥ ১৬ আগস্ট ২০২৫ ॥

পুকুরে কৃষকের ভাসমান লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারায় পুকুর থেকে ভাসমান অবস্থায় মোজাহের আহমেদ (৪০) নামে এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোজাহের আহমেদ উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা গোলাপ জানের বাড়ির শের আলীর ছেলে। তার দুই ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, জায়গা-জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি থাকায় মোজাহের সকালে বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম আদালতে যান। পরে গন্ডামারা আসার পথে রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোলাপ জানের বাপের বাড়ি এলাকার দুর্বৃত্তরা হামলা করে।

দেশ রূপান্তর · শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫

বাঁশখালী জয়পুরহাটে দুজন খুন

জয়পুরহাট ও বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় গভীর নলকূপের পাহারাদার আবু সাইদকে (৬৭) হাত-পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার বড়াইল ইউনিয়নের কালাইগাড়ি মাঠে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ছোট মেয়ে মুর্শিদা বেগম বাদী হয়ে ক্ষেতলাল থানায় একটি মামলা করেছেন। এলাকাবাসী জানান, স্থানীয় নূর মোহাম্মদের মালিকানাধীন গভীর নলকূপে প্রায় দুই দশক ধরে পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করছিলেন আবু সাঈদ। প্রতিদিনের মতো সেদিন রাতেও তিনি ডিউটিতে ছিলেন। ভোরে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সন্দেহ হয়। পরে জামাতা নলকূপ ঘরে গিয়ে দেখতে পান দরজা খোলা, আর ভেতরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার মরদেহ।

এদিকে, চট্টগ্রামের বাঁশখালী গণ্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা এলাকায় মোজাহের আলী (৪৮) নামে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে সংঘটিত ঘটনায় নিহত মোজাহের আহমদ গণ্ডামারা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বড়ঘোনা এলাকায় মৃত শেয়ার আলীর ছেলে।

জানা যায়, বিগত কিছুদিন আগে পূর্ব বড়ঘোনা এলাকায় মোজাহের আহমদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সে ঘটনায় মোজাহের বাদী হয়ে ২৩ জনকে আসামি করে মামলা করে। মামলার প্রাথমিক তদন্তে তিনজন আসামি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মামলার শুনানি চলাকালে আসামিদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয়। নিহতের মামা আবদুর রহমান জানান, মামলার শুনানি শেষে মোজাহের আহমদ নিজের বাড়ির কাছাকাছি এলেই প্রতিপক্ষের লোকজন তার ওপর হামলা চালায়। হামলার সময় মোজাহের ঘটনাস্থলেই মারা যান।

SATURDAY AUGUST 16, 2025
BHADRA 1, 1432 BS
The Daily Star

4 of a family found dead in Rajshahi home

Note cites debt, hunger

OUR CORRESPONDENT, *Rajshahi*

Police yesterday recovered the bodies of four members of a family in Bamunshikar village of Rajshahi's Paba upazila.

In a room, a man was found hanging from a ceiling fan while his son lay dead on the bed. In the adjacent room, his wife and younger daughter were found dead. A two-page note was recovered beside the bodies.

The deceased were Minarul Islam, 35, a farmer, his wife Monira Begum, 28, their son Mahin, 13, and two-year old daughter, Mithila.

Sayeed Ali, chairman of Parila Union Parishad, told The Daily Star that Minarul had been mentally distressed. "He used to gamble. However, due to gambling, he had fallen into debt with some locals."

His father, Rustom Ali, said his son had some debt in the area, but it was not much. "I sold my land to pay it off. I don't know if he had taken any new loans without my knowledge."

Following the incident, Rajshahi Metropolitan Police Commissioner Md Abu Sufian visited the spot around 11:00am.

He said initial evidence suggested that Minarul suffocated his wife and children to death before hanging himself. The bodies would be sent to a hospital for autopsies, and a case would be filed over the incident.

"A short note was found, in which he wrote about being in debt and financial hardship. 'We have chosen death due to debt and hunger'," the commissioner said.

CID and PBI teams collected evidence from the crime scene. Further details will be known after investigation, the commissioner added.

In the evening, Gaziur Rahman, additional deputy commissioner (media) of Rajshahi Metropolitan Police, told this newspaper that two cases were being filed over the incident. "The autopsies have not been conducted yet and will be done tomorrow [today] morning."

প্রথম আলো • শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫

কিশোরগঞ্জ

নিখোঁজের পাঁচ দিন পর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে ঘুরতে যাচ্ছেন জানিয়ে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার কৈলাগ গ্রামের মো. রাকিব (২৭) ঘর থেকে বের হয়ে যান গত রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে। এরপর আর ঘরে ফিরে আসেননি। পাঁচ দিন পর গতকাল শুক্রবার সকালে মেঘনা নদীর ভৈরব উপজেলার লুন্দিয়া এলাকা থেকে তাঁর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রাকিব ঢাকায় একটি জুতার কারখানায় কর্মরত ছিলেন। তবে ছয় মাস ধরে গ্রামের বাড়িতে আছেন। পরিবারের সদস্যরা জানান, নদীতে, ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে দূরসম্পর্কের মামা শাওন মিয়া (২৬) গত রোববার বিকেলে রাকিবকে ডেকে নিয়ে যান। এরপর আর তিনি ফিরে আসেননি। গতকাল ১০টার দিকে রাকিবের মরদেহ মেঘনা নদীর ভৈরব লুন্দিয়া এলাকায় ভাসতে দেখেন লোকজন। ভৈরব নৌ থানার ইনচার্জ মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, রাকিবকে গলা কেটে হত্যা করে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বলে ধারণা করছেন তাঁরা। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ভৈরব

যুগান্তর
শনিবার ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২

চট্টগ্রামে নালা থেকে এক্সকেভেটর চালকের লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামে নালা থেকে এক এক্সকেভেটর চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার নাম মোহাম্মদ হারুন (৪০)। শুক্রবার বিকালে চান্দগাঁও থানার মোহরা এলাকার কাজির হাট বাজারসংলগ্ন খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। চান্দগাঁও থানার জাহেদুল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। হারুনের বাড়ি নোয়াখালী সদর থানায় বলে জানা গেছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে বৃষ্টিতে একটি এক্সকেভেটর উলটে যায়। ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসে। এলাকাবাসী উলটে যাওয়া এক্সকেভেটরের নিচে লোক চাপা পড়ে আছে—এমন তথ্য দিলেও তারা কোনো ধরনের অভিযান না চালিয়ে ফিরে যায়। শুক্রবার বিকালে এই নালায় এক্সকেভেটর চালকের লাশ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা থানা পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫,

নৈশপ্রহরীর মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালী সদরের একটি মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষ থেকে গতকাল বেল্লাল মাদবর নামে এক নৈশপ্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রতিনিধি, পটুয়াখালী

NEW AGE
TUESDAY, AUGUST 26, 2025, BHADRA

Truck driver stabbed to death at Ashulia

JU Correspondent

A TRUCK driver was stabbed to death by muggers on the Dhaka-Aricha Highway in Ashulia's Bishmail area, adjacent to Jahangirnagar University campus, on Monday morning.

The victim was identified as Shamim Hossain, son of Abdus Samad of Govindapur village under Shahjadpur upazila in Sirajganj.

He was a resident of Munshiganj's Muktarpur area and worked as a driver for Shah Cement Company, transporting cement in Dhaka and nearby districts.

Witnesses said that around 8:00am locals found Shamim lying in a pool of blood after suspected muggers attacked him.

Rickshaw-puller Sagar Ali, who took him to Enam Medical College Hospital in Savar, said, 'I saw a crowd at Bishmail and found Shamim bleeding heavily. With the help of others, I rushed him to the hospital.'

Attending physician Yusuf Ali of Enam Medical College hospital confirmed that Shamim was dead when brought in.

'He had lost too much blood. There was no chance to provide treatment,' he said.

Shah Cement Company inspector Md Hanif Sikder said, 'We heard muggers stabbed our driver and left him on the road. We are yet to know what was looted from him.'

Savar Highway Police sub-inspector Mehedi Hasan said, 'We recovered the body and prepared an inquest report.'

'A deep stab wound was found above his knee. The body has been sent to Shaheed Suhrawardy Medical College Hospital for autopsy,' he said.

Police said an investigation was underway but no arrests were made till filing of this report on Monday afternoon.

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট ২০২৫
tutorial.jugantor@gmail.c

সুবর্ণচরে চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই

নোয়াখালী প্রতিনিধি

সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বার থানা এলাকায় কোম্পানীগঞ্জের রফিকুল ইসলাম নামে এক চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে তার মেয়ে মৌসুমি আক্তার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে বুধবার থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে সুবর্ণচরের চরজব্বার ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে একটি বাড়ির পাশ থেকে ওই চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত অটোরিকশাচালকের নাম মো. রফিকুল ইসলাম। তিনি কোম্পানীগঞ্জের সিরাজপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের আক্কেল আলীর ছেলে। নিহতের মেয়ে মৌসুমী আক্তারের বরাত দিয়ে তার বান্ধবী পাকিজা আক্তার জানান, দুতিন মাস আগে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা কেনেন রফিকুল ইসলাম। সোমবার বাড়িতে দুপুরের খাবার খেয়ে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে যান তিনি। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা একাধিকবার তার ব্যবহৃত মুঠোফোনে কল করে বন্ধ পান। পরদিন মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে সুবর্ণচর উপজেলার নুর ইসলামের বাড়ির পাশে স্থানীয় লোকজন তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেন।

তার গলায় দাগ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে অটোরিকশা ও মুঠোফোন নিয়ে পালিয়ে যায়।

সমকাল
২৬ আগস্ট ২০২৫

মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে চালককে ছুরিকাঘাতে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ঢাকার সাভারে কাভার্ডভ্যান থামিয়ে চালককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিশমাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম শামীম হোসেন। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে।

মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকা থেকে একটি সিমেন্ট কোম্পানির কাভার্ডভ্যানে সিমেন্ট ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করতেন শামীম। তাঁকে কে বা কারা কেন হত্যা করেছে, কিছুই জানাতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল সিমেন্টের বস্তাবোঝাই কাভার্ডভ্যান। গতকাল সকাল ৮টার দিকে সাগর আলী নামের এক অটোরিকশাচালক শামীমকে সাভার এনাম মেডিকেল নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

অটোরিকশাচালক সাগর আলী বলেন, 'বিশমাইলে যাত্রী নিয়ে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে লোকজনের জটলা। পরে সেখানে গিয়ে দেখি, ওই চালক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। সেখানে থাকা লোকজনের মধ্যে একজন বলেন, 'তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। তখন সবাই মিলে আমার রিকশায় শামীমকে তুলে দেন। আমি তাঁকে এনাম মেডিকেলে নেওয়ার সময় তিনি মারা যান।'

এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক আলী বিন সোলাইমান বলেন, 'ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।'

শাহ সিমেন্টের পরিদর্শক মোহাম্মদ হানিফ শিকদার বলেন, '৩০০ বস্তা সিমেন্ট নিয়ে শামীম সাভারে আসছিলেন। দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছি। তবে সিমেন্ট বা কিছু ছিনতাই হয়েছে কিনা, এখনও জানা যায়নি।'

সাভার মডেল থানার এসআই মেহেদী হাসান বলেন, 'সকাল ১০টার দিকে খবর পেয়ে এনাম মেডিকেলে গিয়ে শামীমের মরদেহ দেখতে পাই। সুরতহাল করে তাঁর হাঁটুর ওপর ছুরিকাঘাতের গভীর চিহ্ন পাওয়া গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছি।'

আশুলিয়া থানার ওসি আবদুল হান্নান জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, কাভার্ডভ্যানের চালককে গাড়ির মধ্যেই দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে। তবে এটি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হত্যা, নাকি অন্য কোনো কারণে– তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গাড়িতে শামীমের কোনো সহকারী ছিল কিনা, সেটাও জানার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই থানায় হত্যার অভিযোগ করেছেন।

স্থানীয়রা বলছেন, বিশমাইল ও সিঅ্যান্ডবি এলাকায় প্রতিনিয়ত ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। কোনোটা পুলিশ জানে, আবার অনেক ঘটনা জানানো হয় না। বড় ধরনের ঘটনা ঘটলেই তা নিয়ে তোলপাড় হয়। ছোটখাটো ছিনতাইয়ের ঘটনায় নানা রকম হয়রানির ভয়ে থানায় অভিযোগ দিতে যায় না সাধারণ মানুষ।

বিশমাইল এলাকার ব্যবসায়ী আব্দুল গফুর মিয়া বলেন, 'এ এলাকায় ব্যাপক হারে ছিনতাই বেড়ে গেছে। আগে এসব এলাকায় পুলিশের টহল থাকলেও এখন আর পুলিশের ভ্যান চোখে পড়ে না। পুলিশ অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। এ কারণে ছিনতাই ও হত্যাকাণ্ড বেড়েই চলেছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৭ আগস্ট ২০২৫ ॥

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই

নোয়াখালী প্রতিনিধি

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে চালককে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পাশের সুবর্ণচরের চরজব্বার ইউনিয়ন থেকে গতকাল তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত অটোচালক রফিকুল ইসলামের (৫৫) বাড়ি কোম্পানীগঞ্জের সিরাজপুর। ওসি শাহীন মিয়া বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড মনে হচ্ছে।

সমকাল মঙ্গলবার। ২৬ আগস্ট ২০২৫

বন্ধুকে বাড়িতে ডেকে একসঙ্গে খাওয়ার পর কুপিয়ে খুন

সমকাল ডেস্ক

একসঙ্গে চলাফেরা দুজনের। একে অন্যের বাসাতে ছিল যাতায়াত। এরই ধারাবাহিকতায় গত রোববার রাতে তুলা মিয়াকে বাড়িতে ডেকে আনেন নাজমুল হক। দুই বন্ধু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন। এরপর হঠাৎ দা দিয়ে কুপিয়ে তুলাকে হত্যা করেন নাজমুল।

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার সদর ইউনিয়নের গেরাপচা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে। তুলা মিয়া (৩৫) একই ইউনিয়নের ছালুয়াতলা গ্রামের নুরুল আমীনের ছেলে। নাজমুল হক উপজেলার গেরাপচা গ্রামের বক্তারের ছেলে। ঘটনার পরদিন এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তুলা মিয়া ও নাজমুল হক একসঙ্গে চলাফেরা করতেন। তারা চুরির সঙ্গে জড়িত। রোববার রাতে তুলাকে নিজ বাড়িতে ডেকে নেন নাজমুল। একসঙ্গে খাওয়ার পর দা দিয়ে কোপানো শুরু করলে তুলা দৌড়ে পালাতে থাকেন। তাঁর পিছু নেন নাজমুল। এক পর্যায়ে পাশের বাড়ির পথে ধানক্ষেতের আইলে পা পিছলে পড়ে যান তুলা। এ সময় তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে নাজমুল পালিয়ে যান। স্থানীয়রা তুলাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে নাজমুলকে আটক করতে রাতভর অভিযান চালায় পুলিশ। সোমবার ভোরে তাঁর সঙ্গে থাকা এক নারীকে পাশের সেহড়াতলী গ্রাম থেকে ধরে পুলিশে দেন স্থানীয়রা। নাজমুল পালিয়ে যান। নালিতাবাড়ী থানার ওসি সোহেল রানা জানান, তুলা মিয়াকে হত্যার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

ত্রিশালে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে চোর সন্দেহে রানা মিয়া নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী। রোববার রাতে উপজেলার মঠবাড়ী ইউনিয়নের রায়মনি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রানার বাড়ি ময়মনসিংহ সদর উপজেলায়।

জানা গেছে, মধ্যরাতে মসজিদে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন রানা। এরপর মাইকে ঘোষণা দিয়ে লোক ডেকে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানান, মসজিদ কমিটির সম্পাদক সাইফুল মাষ্টার লোক জড়ো না করে পুলিশে খবর দিলে রানা বেঁচে যেতেন।

প্রতিবেশীর হামলায় নিহত ১

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধে প্রতিবেশীর হামলায় মোসলেম উদ্দিন (৪২) নামে একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিনজন। শনিবার নেওয়াশী ইউনিয়নের নতুন গোবর্ধনকুটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরদিন হাসপাতালে মোসলেমের মৃত্যু হয়। এ খবরে পালানোর সময় শেখ ফরিদের ছেলে বেলাল হোসেনকে আটক করে পুলিশে দেয় এলাকাবাসী।

বিল থেকে মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মানিক মিয়া নামে এক কাতারপ্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার পৌর শহরের দড়ি চণ্ডিবের এলাকার বিল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মানিক ভৈরব উপজেলার বড় রাজাকাটা গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে। ভৈরব থানার ওসি খন্দকার ফুয়াদ রুহানী জানান, ধারণা করা হচ্ছে, মানিককে দুই দিন আগে হত্যা করে এখানে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্ত।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও সংবাদদাতার পাঠানো তথ্য)

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 19 August 2025

ঋণের চাপে কৃষকের আত্মহত্যা

জেলা বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় ঋণের চাপে কৃষক আকবর হোসেন (৫০) আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল সকালে মোহনপুর থানা পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করেছে। তিনি মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল ইউনিয়নের খাড়ইল গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ভোর ৬টার দিকে প্রতিবেশীরা আকবরকে বাড়ির পাশের পান বরজের ভেতর ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে পরিবারের সদস্যরা তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে মোহনপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, আকবর হোসেন একটি আধাপাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য স্থানীয় বিভিন্ন এনজিও এবং সুদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ছয় লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি কৃষিকাজ করে সেই ঋণের টাকা পরিশোধের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে পানের ন্যায্য দাম না পাওয়ায় তিনি আর্থিকভাবে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। সেই ঋণের চাপে তিনি পান বরজে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এ বিষয়ে মোহনপুর থানার ওসি আতাউর রহমান বলেন, 'পরিবারের ভাষ্যমতে, আকবর হোসেন ঋণগ্রস্থ ছিলেন এবং ফসলের দাম না পাওয়ায় হতাশায় ভুগছিলেন। আকবর আলী ও তার স্ত্রী সেলিনা বেগম বিভিন্ন এনজিওর সঙ্গে জড়িত। সেগুলো থেকে তিনি ঋণ নিয়ে ছিলেন। তার বাড়ি থেকে ১৩টি এনজিও পাস বই পাওয়া গেছে। এ সব এনজিও থেকে নেয়া প্রায় ৭ লাখ টাকা ঋণ বেধে যায়। ঋণ নিয়ে এনজিওগুলোর চাপে ছিলেন তিনি। পানের দাম কমে যাওয়ায় ঋণের কিস্তি দিতে পারছিলেন না তিনি। এ নিয়ে তিনি মানসিক চাপে ছিলেন। এ সব কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় একটিঅপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২

কলারোয়ায় রাজমিস্ত্রি খুন

ভূঞাপুর নালিতাবাড়ী মনপুরা গোয়াইনঘাট রাঙ্গুনিয়া ও বাগমারায় ৬ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

কলারোয়ায় নিখোঁজের ৪ দিন পর বুধবার রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের ধারণা, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ভূঞাপুরে গৃহবধূ, নালিতাবাড়ী ও মনপুরায় স্কুলছাত্রী, গোয়াইনঘাটে নারী, রাঙ্গুনিয়ায় যুবক এবং বাগমারায় বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **কলারোয়ায়** নিখোঁজের ৪ দিন পর বুধবার কাজির হাট কলেজ এলাকায় একটি মাছের ঘের থেকে ইমরান হোসেন নামে রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার কেরালকাতা গ্রামের ছদর উদ্দীনের ছেলে। মা আমেনা বেগম বলেন, ২৪ আগস্ট ইমরানের বন্ধু রিপন মোবাইল ফোনে ডাকে। এরপর থেকে তার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ওসি শেখ সাইফুল ইসলাম, প্রাথমিকভাবে হত্যাকাণ্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে। **ভূঞাপুরে** বাগবাড়ি গ্রাম থেকে বুধবার হালিমা বেগম নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের মৃত জুয়াদ আলীর মেয়ে ও ঘাটাইলের সোনহরা গ্রামের আব্দুল লতিফের স্ত্রী। জানা গেছে, মঙ্গলবার অসুস্থ খালাকে দেখতে বাবার বাড়িতে আসেন হালিমা। বুধবার বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। ওসি একেএম রেজাউল করিম লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **নালিতাবাড়ীতে** ভালুকাকুড়া গ্রামের ডোবার কচুরিপানার নিচ থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাইমুনা নামে এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। সে ওই গ্রামের মফিজুল ইসলামের মেয়ে ও কালাপাগলা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী। জানা গেছে, শনিবার বিকালে সহপাঠীদের সঙ্গে বাড়ির উঠানে পুতুলের জন্মদিন পালন করছিল। একপর্যায়ে ফুল আনার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় মাইমুনা। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিল সে। মঙ্গলবার বাড়ির পাশে ডোবায় তার অর্ধগলিত লাশ দেখতে পায় স্বজনরা। ওসি সোহেল রানা বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। **গোয়াইনঘাটে** নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের দামারী মান উল্লাহ শাহ মাজার থেকে বুধবার সিরাজুন বেগম নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের কান্দিগাঁও গ্রামের ওমান প্রবাসী আসাব মিয়ার স্ত্রী। জানা গেছে, ওই নারী দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছেন। তিনি বিভিন্ন মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ান। বুধবার তার লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। এসআই শাহাব উদ্দিন লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। **মনপুরায়** দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিতিয়নের ২নং ওয়ার্ডে নিজ বাড়ি থেকে বুধবার তানিয়া আক্তার নামে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সে ওই এলাকার ইউসুফ রাঢ়ীর মেয়ে ও সাকুচিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বুধবার ময়নাতদন্ত ছাড়াই তার লাশ দাফন করা হয়। মঙ্গলবার রাতে মেয়েকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করেন মা। পরে বাড়ির পেছনের গাছে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। **রাঙ্গুনিয়ায়** পারুয়া ইউনিয়নের সাহাব্দীনগর বলির বাড়ি এলাকা থেকে বুধবার তৌহিদুল ইসলাম প্রকাশ আরিফ নামে এক প্রবাসফেরত যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার আবদুল কুদ্দুসের ছেলে। জানা গেছে, আরিফের সঙ্গে পাশের গ্রামের এক মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। দুজন সংসার গড়তে চাইলেও দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। বুধবার নিজ ঘরে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায় স্বজনরা। **বাগমারায়** গোবিন্দপাড়া ইউনিয়নের রামপুর পাঁথার গ্রাম থেকে বুধবার ছামান আলী নামে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, পেটের পীড়ায় অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। ওসি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১৪ ভাদ্র ১৪৩২, ২৯ আগস্ট ২০২৫

ছয় জেলায় ছয় লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন জেলায় নদী, খাল, ডোবা ও ঝোপঝাড় থেকে ছয়টি লাশ উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে। ইত্তেফাকের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

বোদা (পঞ্চগড়) সংবাদদাতা জানান, বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের বানিয়াপাড়া এলাকায় ডোবা থেকে সোহেল ইসলাম (৩০) নামে এক দিনমজুরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের গলায় কাপড় বাঁধা ছিল এবং প্রাথমিকভাবে শ্বাসরোধে হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। বুধবার রাতে নিখোঁজ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও এখনো মামলা হয়নি।

বরিশাল অফিস জানান, নগরীর কীর্তনখোলা নদীর ত্রিশ গোডাউন ঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। লাশটির বয়স আনুমানিক ৫০ থেকে ৫৫ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা জানান, পুটখালী সীমান্তের ইছামতি নদীর পাশের মাঠ থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গলায় ফাঁস থাকা অবস্থায় লাশটি পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের পর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের দক্ষিণ চরমশুরা গ্রামের কিশোর ফয়সাল ঢালী (১৪) নিখোঁজের একদিন পর পানিতে ভাসমান অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সকালে ইজিবাইক নিয়ে বের হওয়ার পর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ফয়সালকে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ভাঙ্গা উপজেলার শাহমুল্লকদী গ্রামের খাল থেকে রুসি (৪০) নামের এক তৃতীয় লিঙ্গের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি গত মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য ফরিদপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, কর্ণফুলী নদী থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সি ঐ ব্যক্তির গায়ে ফুলহাতা শার্ট ও মাটি রঙের গেঞ্জি ছিল। গেঞ্জির সঙ্গে রশি দিয়ে একটি চাবি ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

র ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
যুগান্তর
/DailyJugantor /DainikJugantor www.jugantor.co

কালিয়াকৈর লৌহজং বন্দরে ৩ লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

বন্দরে শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাত যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে নৌ ফাঁড়ি পুলিশ। লৌহজংয়ের পদ্মা থেকে ভাসমান এক নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া কালিয়াকৈর পৌরসভায় এক পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর : শীতলক্ষ্যা নদী থেকে অজ্ঞাত যুবকের মাথাবিহীন লাশ উদ্ধার করেছে কাঁচপুর নৌ ফাঁড়ি পুলিশ। বুধবার বিকালে নাসিক ২৭নং ওয়ার্ড বন্দরের কুড়িপাড়া স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এলাকাবাসী জানান, বুধবার দুপুরে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে মাথাবিহীন একটি লাশ ভেসে ওঠে। এ খবর আশপাশের লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে নদীর তীরে ভিড় জমায় শত শত নারী-পুরুষ। বিকালে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে লৌহজংয়ে পদ্মা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় এক অজ্ঞাত নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে উপজেলার গাওদিয়া ইউনিয়নের শামুরবাড়ি গ্রামে পদ্মা নদীর তীরবর্তী স্থানে এলাকাবাসী ৫০ বছর বয়সি এক নারীর লাশ ভাসমান অবস্থায় দেখতে পায়। পরে ৯৯৯ কল দিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

কালিয়াকৈর পৌরসভার পল্লী বি[illegible] এলাকায় পোশাক শ্রমিকের অর্ধগ[illegible] লাশ উদ্ধার করেছে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ। বুধবার সকালে পৌরসভার পল্লী বিদ্যুৎ ডাক্তার বাড়ি এলাকায় আতাউর রহমান পুলিশের বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তি হলেন, জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার কোতোয়ালি বাগ গ্রামের মনতাজ উদ্দিনের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান (৪০)।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫.

মাত্র ৫ হাজার টাকার জন্য ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

মনিরামপুর (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের মনিরামপুরে মাত্র ৫ হাজার টাকার বিরোধকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের চারজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। আহতদের মধ্যে ভ্যানচালক মিন্টু হোসেন (৩৮) শুক্রবার রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। গুরুতর আহত মিন্টুর দুই ভাই সেন্টু ও পিকুল এবং মা আমেনা বেগম এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েক বছর আগে মিন্টুর ভ্যান চুরি হলে স্থানীয় মোহাম্মদ আজিম তাকে নতুন ভ্যান কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা দেন। পরে সেই টাকা ফেরত নেওয়ার নামে সম্প্রতি হাকোবা গ্রামের বিএনপি নেতা সাব্বির হোসেন ও তার সহযোগীরা মিন্টুর পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে পুনরায় টাকা চাইতে গেলে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সাব্বিরের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে মিন্টুসহ তার পরিবারের চারজন গুরুতর আহত হন। গুরুতর আহত মিন্টু, সেন্টু ও পিকুলকে প্রথমে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিন্টুর মৃত্যু হয়। অপর ভাই সেন্টুর অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এ ঘটনায় নিহতের মা আমেনা বেগম বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত আরও দুজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। মনিরামপুর থানা পুলিশ শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে ছোট সাব্বির (২০) ও ফারুক হোসেন (৪৫) নামে দুজনকে আটক করেছে। তবে প্রধান আসামি বড় সাব্বির পলাতক রয়েছেন।

মনিরামপুর থানার ওসি বাবলুর রহমান খান জানান, হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫,

ধানমণ্ডিতে গৃহকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর ধানমণ্ডি এলাকার একটি বাসায় মারিয়া আক্তার (১২) নামের এক গৃহকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ওই গৃহকর্মীকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে গৃহকর্ত্রী নাসরিন সুলতানা জানান, ধানমণ্ডি ৯/১ নম্বর রোডের ৩৬ নম্বর বাসায় থাকেন তিনি। মারিয়া তার বাসায় তিন মাস ধরে কাজ করে। গতকাল দুপুরে মারিয়াকে বাসায় রেখে বাজারে যান তিনি। বেলা ৩টার দিকে বাসায় ফিরে দরজা ধাক্কালে কোনো আওয়াজ পাচ্ছিলেন না। পরে বিকল্প চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে তিনি দেখেন ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে মারিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে তাকে নামিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে এলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে সে গলায় ফাঁস দিয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেছেন গৃহকর্ত্রী নাসরিন সুলতানা।

কিশোরগঞ্জের তারাইল উপজেলার খালশা গ্রামের মাসুদ ইসলামের মেয়ে মারিয়া। তার নানি বকুল বেগম জানান, তারা রায়েরবাজার এলাকায় থাকেন। দুপুরে গৃহকর্ত্রীর মাধ্যমে জানতে পারেন মারিয়া গলায় ফাঁসি দিয়েছে। পরে ঢাকা মেডিকেলে এসে মারিয়ার মরদেহ দেখতে পান তারা।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ওই গৃহকর্মীর গলায় দাগ রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্তের জন্য ধানমণ্ডি থানাকে অবগত করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২, ৯ আগস্ট ২০২৫

আশুলিয়ায় পাওনার দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন কারখানাটির চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা। গতকাল শুক্রবার দুপুরে সাভারের আশুলিয়ার ইউনিকর্ন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানার প্রায় ৭০ জন শ্রমিক জামগড়া এলাকায় এই বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

আয়োজিত মানববন্ধন থেকে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের আইনগত পাওনাদি পরিশোধ না করে টালবাহানা করছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষ জোর করে অব্যাহতির পত্রে স্বাক্ষর নিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ করছেন না। তাই পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে আমরা এই কর্মসূচি পালন করছি। আমাদের হঠাৎ করেই কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করেছেন, কিন্তু তারা আইন মেনে পাওনাদি পরিশোধ করেননি। এই মুহূর্তে আমরা অনিশ্চয়তায় ভুগছি।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫,

আশুলিয়ায় বকেয়া পাওনার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে বন্ধ কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছে মাসকট গ্রুপের তিনটি পোশাক কারখানার শতাধিক শ্রমিক। গতকাল মঙ্গলবার সকালে প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর সদস্যরা তাঁদের বুঝিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

শ্রমিকেরা জানান, গত জুনে কোরবানির ঈদের পর এক নোটিশে ১৭ জুন থেকে আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায় মাসকট গ্রুপের ম্যাসকট গার্মেন্টস লিমিটেড, ম্যাসকট ফ্যাশনস লিমিটেডও ম্যাসকট নিটস লিমিটেড লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানানো হয়। পরে ১৯ জুন আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর কার্যালয়ে সব পক্ষের উপস্থিতিতে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে ১০ জুলাই এবং ১০ আগস্ট দুই দফায় শ্রমিকদের সব পাওনা পরিশোধ করা হবে বলে জানানো হয়।

তাঁরা জানান, চুক্তি অনুসারে জুলাই মাসের ১০ তারিখে শ্রমিকদের পাওনার একটি অংশ পরিশোধ করা হলেও ১০ আগস্ট রোববার কারখানা কর্তৃপক্ষ সার্ভিস বেনিফিটসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়। গত রোববার সকালে শ্রমিকেরা কারখানার সামনে এসে জানতে পারেন কারখানা কর্তৃপক্ষ নতুন করে আরেকটি নোটিশের মাধ্যমে কারখানা বিক্রি ছাড়া শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা মালিকপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া কারখানা বিক্রির বিষয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানিয়ে বিক্রির প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সব বকেয়া পরিশোধ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২০ শ্রাবণ ১৪৩২, ৪ আগস্ট ২০২৫

সুনামগঞ্জে বাসের হেলপারকে মারধর পরিবহন শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

বাসের হেলপারকে মারধরের প্রতিবাদে গতকাল রবিবার সুনামগঞ্জে পরিবহন শ্রমিকরা দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন। ভাড়া নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জের ধরে সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা বাসের হেলপারকে মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রবিবার সকালে শান্তিগঞ্জ সুবিপ্রবির অস্থায়ী ক্যাম্পাসের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি জানাজানি হলে বিকাল ৩টা থেকে শহরের নতুন বাস স্টেশন সামনের সড়ক অবরোধ করেন পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা। এতে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন হাজারো যাত্রী। প্রশাসনের অনুরোধে ঘণ্টাখানেক পরে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু 'কর্মবিরতি' চালানোর ঘোষণা দেন তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুনামগঞ্জ শহরের মল্লিকপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সকালে একটি বাস শান্তিগঞ্জের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে উদ্দেশে ছেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস থেকে নামার সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বাসের হেলপারের কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় বাসের হেলপার মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। সুবিপ্রবির রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের কয়েক জন শিক্ষার্থী সুনামগঞ্জ থেকে শান্তিগঞ্জ যাওয়ার সময় অর্ধেক ভাড়া দেওয়া নিয়ে হেলপারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ঐ হেলপার একজন শিক্ষার্থীকে ধাক্কা দেয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বাধে। শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, ঝগড়ায় জড়ানো বাসের হেলপার মাদকাসক্ত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সুজাউল কবির জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাড়া নিয়ে এর আগেও ঝগড়া-বিবাদ করেছেন। গতকাল সকালে তারা একজন শ্রমিককে মারধর করেছে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এই ঘটনার বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে।

সমকাল
। শনিবার । ৯ আগস্ট ২০২৫ ।

শ্রম আইন সংশোধনসহ পোশাক শ্রমিক সংহতির ১১ দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

আগামী নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার আগেই শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে পোশাক শ্রমিক সংহতি। এ ছাড়া, শ্রম আইনের সংশোধনসহ মোট ১১ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক মতবিনিময় সভায় এসব দাবি তুলে ধরে সংগঠনটি।

'অন্তর্বর্তী সরকারের ১ বছর : ১১ দফা শ্রমিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক সভায় বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আক্তার লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। তিনি বলেন, অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। এর প্রতিফলন ঘটেছে ১৮ দফা দাবি আদায়ে। এখনও ১৮ দফার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশ পোশাক শ্রমিক সংহতির তুলে ধরা ১১ দাবিগুলো হলো– আগামী নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার আগে শ্রম আইন সংশোধন ও সংস্কার। শহীদ তালিকা ও বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। ১৮ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন। অন্যায্য টার্মিনেশন, ব্ল্যাক লিস্টিং বন্ধ ও পাওনা পরিশোধ। যৌন হয়রানি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও তুই-তুমি সম্বোধন বন্ধ করা। মাতৃত্বকালীন ছয় মাস ছুটি, মহিলার পরিবর্তে নারী ও ৩৩২ ধারা পরিবর্তন। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। শ্রমজীবীর ইতিহাস সুরক্ষা ও জাদুঘর স্থাপন। হয়রানিমূলক মামলা ও পুলিশের প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে সতর্কতা। শ্রম আদালতের পরিদর্শক বাড়ানো ও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা স্বচ্ছ করা।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ আগস্ট ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রম ভবনের সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন ও পাওনা পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সামনে বিক্ষোভ করছেন দুটি কারখানার কয়েক শ শ্রমিক। কারখানা দুটি হলো—গাজীপুরের সিজন্স ড্রেসেস লি. ও মিফকিফ অ্যাপারেল লিমিটেড। গতকাল সোমবার শ্রম ভবনের আশপাশের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। তাদের একটি অংশ বিকালে ভবনের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন।

শ্রমিকরা জানান, গাজীপুরের সিজন্স ড্রেসেস লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীদের মে মাসের ওভারটাইম, জুন মাসের ৩০ দিনের বকেয়া বেতন, জুলাই মাসের বকেয়া, ঈদুল আজহার বোনাস ও শ্রমিকদের আইনগত পাওনার জন্য আন্দোলন করছেন। অন্যদিকে মিফকিফ অ্যাপারেল লিমিটেডের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও রিজাইনকৃত শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন করছেন। তারা জানান, রবিবার থেকেই তাদের কর্মসূচি চলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তারা কঠোর কর্মসূচির দিকে যাচ্ছেন।

NEW AGE

WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025,

The Sramik Karmachari Oikya Parishad brings out a procession, demanding the cancellation of the lease of Chittagong Port, on the Topkhana Road in Dhaka on Tuesday. — New Age photo

Refrain from leasing out Ctg port terminal to foreigners: SKOP

Staff Correspondent

THE leaders of the Sramik Karmachari Oikya Parishad on Tuesday urged the interim government to refrain from leasing out the New Mooring Container Terminal at Chattoram Port to foreign companies.

They made the demand at a rally in front of the National Press Club in Dhaka.

Addressing the rally, SKOP joint convener Abdul Kader Hawlader said that the interim government, as per the suggestions of the World Bank and the International Monetary Fund, was going to lease out the management of the New Mooring Container Terminal of the port to two foreign companies.

Jatiyatabadi Sraamik Dal president Anwar Hossain said that the containers at the Chattogram Port were being operated well by the workers of the country.

That is why, he said, there was no need to lease out the terminal to foreign companies.

Samajtatrik Sramik Front president Razequzzaman Ratan warned that labour bodies would wage tougher movements if the government failed to refrain from implementing their plans.

SKOP leaders Chowdhury Ashiqul Islam, Saifuzzaman Badsha, Badal Khan, Ahsan Habib Bulbul, and Shamim Ara, among others, addressed the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded different city roads.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩ আগস্ট ২০২৫

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে কারখানা চালু ও বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার নগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকার রোয়া ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ঐ জেরে আশপাশের সাত-আট কারখানায় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিকাল পর্যন্ত বেতন না পেয়ে তারা বাড়ি ফিরে যায়। মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকরা কারখানার ভেতর বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে সকাল ৯টার দিকে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সকাল থেকেই ঐ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় যানজট ও দুর্ভোগ। পরে বেলা সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ মহাসড়ক থেকে তুলে দিলে আবার কারখানার ভেতরে অবস্থান নেয় শ্রমিকরা।

সমকাল

বৃহস্পতিবার । ৭ আগস্ট ২০২৫

অটোচালককে মারধর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যানজট

ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) সংবাদদাতা

ভেদরগঞ্জে এক অটোরিকশা চালককে তুলে নিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় দোষীদের বিচার দাবিতে গতকাল বুধবার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয় অটোরিকশা চালক ও স্থানীয়রা।

গত সোমবার রাতে মোল্লারহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে ফারুক দেওয়ানের অটোরিকশায় ওঠেন স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী। কিন্তু গন্তব্যে না গিয়ে তারা পাশের ডামুড্যা উপজেলার একটি নির্জন স্থানে নেমে চালককে মারধর করে ফেলে রেখে যান। ওই দিন দুপুরে চার যাত্রীর পৌঁছে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাঁর ওপর এ হামলা হয়। পরে পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে ফারুককে উদ্ধার করে প্রথমে ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের সখিপুর মোল্লারহাট এলাকায় অবস্থান নেন অটোরিকশা চালক ও স্থানীয়রা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাদের এ কর্মসূচি চলাকালে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

যুগান্তর

বুধবার ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২

কালিয়াকৈরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক তেলিরচালা এলাকায় দুই মাসের বকেয়া বেতন ও বার্ষিক ছুটির টাকা পরিশোধের দাবিতে মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভ করেছেন জেনারেল ফার্মাসিটিক্যাল লিমিটেড (ইউনিট-১)-এর শ্রমিকরা। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় আগামী ৩১ আগস্ট বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে দুপুরে শ্রমিকরা কর্মস্থলে যোগদান করেন।

কারখানা ও পুলিশ সূত্র জানায়, কারখানাটির তিতাস গ্যাসের বকেয়া বিল থাকায় সংযোগ বন্ধ ছিল। এদিকে গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় গত বৃহস্পতিবার থেকে কারখানার উৎপাদন বন্ধ ছিল। পরে তিতাস গ্যাস বকেয়া পরিশোধ করে কারখানাটি চালুর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। এদিকে বকেয়া বেতন পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কর্মস্থলে যোগদান করবেন না এই মর্মে শ্রমিকরা সকাল ৮ থেকে কারখানার মূল ফটকে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। কালিয়াকৈর থানার ওসি আব্দুল মান্নান বলেন, সকালে শ্রমিকরা কারখানার গেটে জড়ো হয়ে বকেয়া বেতনের জন্য বিক্ষোভ করেন। পরে মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বকেয়া বেতন পরিশোধের তারিখ ঠিক করা হলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন।

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 11.08.2025

Choking in black smoke, bus owners don't give a damn

ROAD SAFETY - BANGLADESH

ANONNO AFROZ

Transport owners call 72-hour strike from tomorrow as government drive against unfit transport continues

As Tahmina Haque, a 34-year-old homemaker, gently took her nine-year-old son, Luham Wasi, by the hand and walked towards the school gate in Dhaka's Moghbazar area on an August morning, a rickety bus lurched forward from the signal. Its exhaust pipe coughed out a thick cloud of black smoke that engulfed the mother and son.

Wasi let out a violent cough, his small hands covering his face, while Tahmina pulled him closer, trying to shield him from the acrid fumes. "It burns in the throat and stings the eyes," Tahmina later told TBS. "This is the air our children are breathing every day."

Dhaka's roads are no strangers to the menace of such unfit vehicles. Many of these buses date back two or even three decades, their bodies patched with rust, their engines coughing thick plumes of smoke, and their brakes unreliable. For commuters, these buses are a daily gamble – one that can lead to serious health issues or even fatal accidents.

The government, in a move hailed by environmentalists and concerned citizens, recently launched a drive against these unfit vehicles. However, transport owners and workers have opposed the government's crackdown and announced a nationwide strike from tomorrow.

Unfit vehicles rule streets

A significant portion of the buses plying the streets have expired fitness certificates or none at all. Some have been officially declared unfit but continue to operate amid lax enforcement of the law.

Data from the Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) shows the magnitude of the issue. Since the BRTA began operations in 1988, a total of 85,198 buses and minibuses, and 2,14,445 trucks, covered vans, and tankers have been registered.

As of 24 July 2025, 80,309 vehicles – 27% of all registered commercial vehicles – had exceeded their economic life. This includes 39,169 buses and minibuses and 41,140 goods-carrying vehicles.

In the first six months of this year, 2,943 people were killed in 3,039 road crashes. Last year, there were 5,480 deaths from 5,856 road accidents.

For many road users, unfit buses are a daily hazard. "All the accidents I have witnessed are because of unfit buses," said biker Tazwan Talha.

Car driver Nahidul Islam described the decrepit state of many vehicles. "Most don't have indicators, horns or headlights. Their braking systems are faulty. The owners don't care if a bus hits another vehicle or breaks parts – it's already old, and they won't replace anything. These are killing machines," he said.

Health and environmental toll

Environment, Forest and Climate Change Adviser Syeda Rizwana Hasan has said that old and polluting buses will be scrapped to reduce air pollution in the capital, stressing, "People in Dhaka cannot continue to suffer and die from air pollution. The interests of a few cannot outweigh the health of the entire population. Bus owners must take immediate action."

According to health experts, outdated and poorly maintained buses in Dhaka pose serious environmental and health hazards, releasing toxic chemicals that significantly worsen the city's already severe air pollution.

Prolonged exposure to these pollutants can trigger respiratory illnesses such as asthma, bronchitis, and other lung diseases, particularly among vulnerable groups like children and the elderly, while also increasing the risk of heart attacks, strokes, and other cardiovascular problems.

Government crackdown

On 20 July, the interim government began a nationwide campaign to remove buses and minibuses older than 20 years, and trucks and covered vans older than 25 years. The BRTA launched mobile court operations in eight locations across Dhaka.

BRTA Chairman Abu Momtaz Saad Uddin Ahmed, while joining the operation at Farmgate, told reporters, "Buses that are over 20 years old and trucks over 25 years old create significant road chaos and contribute to the high rate of traffic accidents. This campaign targets those very vehicles."

This decision came after two missed deadlines, with the third one set for 19 July.

Muhammad Fouzul Kabir Khan, adviser for the road transport and bridges ministry, said owners had been given months to replace outdated vehicles but failed to do so.

"Our objective is not to evict all outdated vehicles, and we do not have space for so many. We want replacement of these vehicles... we will go slowly by removing the oldest vehicles first," he said.

Opposition from transport owners

The government initiative sparked fierce resistance from transport owners and workers. On 27 July, leaders from three major associations – the Bangladesh Road Transport Owners' Association, Bangladesh Bus-Truck Owners' Association, and Bangladesh Road Transport Workers' Federation – announced a 72-hour nationwide strike from 12 August unless their eight-point demand was met.

Their demands include halting the crackdown, extending the economic lifespan of commercial vehicles to 30 years, and reversing the recently doubled advance income tax on commercial vehicles.

They also want outdated but fit-certified vehicles to remain operational in districts, as was previously allowed, and to increase the import age limit for reconditioned commercial vehicles from five to 12 years.

Other points cover the amendment of the law to ensure that accident-damaged vehicles are returned to owners within 72 hours, and providing separate lanes for three-wheelers and unauthorised light vehicles on highways.

Saiful Alam, secretary general of the owners' association, said, "The economic lifespan of commercial vehicles should be extended to 30 years. Previously, expired vehicles could still operate in districts with valid fitness certificates. This provision must be retained."

He insisted that bail for drivers, even those involved in accidents, was a constitutional right and criticised current legal provisions as overly punitive.

Kofil Uddin Ahmed, central president of the owners' association, said, "Vehicles over 20 years old are being sent to dumping grounds, which will remove about 80% of vehicles from the roads. If a vehicle has fitness clearance, it should be allowed to run. If it doesn't, suspend it temporarily. If an 83-year-old person can run the country as chief adviser, why give a death sentence to a 20-year-old vehicle?"

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট ২০২৫ | tutorial.jugantor@gmail.com

যাচ্ছিল স্মারকলিপি দিতে

যমুনা অভিমুখী শ্রমিকদের মিছিলে লাঠিচার্জ

যুগান্তর প্রতিবেদন

গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ানস গার্মেন্ট শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে সমাবেশ শেষে স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ। এ সময় শ্রমিকদের নিবৃত করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বুধবার দুপুরে রাজধানীর কদম ফোয়ারা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা।

এ ঘটনার পর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নেতারা একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, বুধবার বেলা ১১টায় প্রেস ক্লাবের সামনে গাজীপুরের স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ানস গার্মেন্ট শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে সমাবেশ শেষে স্মারকলিপি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বর্বর পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। সংগঠনের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল প্রেরিত এক বক্তব্যে বলেন, গাজীপুরে অবস্থিত স্টাইল ক্রাফট ও ইয়াং ওয়ানস গার্মেন্ট শ্রমিকদের বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করে পাওনা পরিশোধ না করায় দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর ২৫ জুন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে সভা করে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তিমতে ৭৬৩ জনকে চার কিস্তিতে পাওনা পরিশোধের কথা। ২৯ মে প্রথম কিস্তিতে ৪৬০ শ্রমিককে পাওনা দেওয়া হয়। চুক্তি ভঙ্গ করে ৩০৩ শ্রমিককে পাওনা দেওয়া হয়নি। 'ডাইফি'র গাজীপুর জেলাকে অবহিত করার পর তারা দ্বিতীয় কিস্তির সঙ্গে সমন্বয় করা হবে মর্মে আশ্বাস দেন। ৩১ জুলাই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি তা পরিশোধ না করে নানারকম ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা করা হচ্ছে।

নেতারা বলেন, এ অবস্থায় উপদেষ্টা, সচিবসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরতদের বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও তারা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। নেতারা আরও বলেন, শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ঢাকায় শ্রম ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান আন্দোলন করছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বুধবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশে যমুনা অভিমুখে মিছিল নিয়ে গেলে হাইকোর্টের সামনে পুলিশ মিছিলটি আটকে দেয় এবং মিছিলে বর্বর হামলা চালায়। এতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন, গাজীপুর জেলার সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জালাল হাওলাদার, প্রচার সম্পাদক রমজান আলী, জেলা কমিটির সদস্য জাকির শরীফ, কারখানার শ্রমিক সুফিয়া বেগম, সালমা আক্তার, আমির হোসেন, ফজলুল হক, জুয়েল গাজী, ফরহাদ হোসেন, রুবেল মিয়া, আলমগীর হোসেন, জহুরুল ইসলাম, শামীম মিয়া, ইসমাইল হোসেনসহ অন্তত ৩০ শ্রমিক গুরুতর আহত হন। আহত অনেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | রবিবার | ২৬ শ্রাবণ ১৪৩২, ১০ আগস্ট ২০২৫

ঢাকা-বরিশাল সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি ছাত্র-জনতা ও বাস শ্রমিক

বরিশাল অফিস

স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও বাস শ্রমিকরা। শনিবার দুপুর ২টার দিকে বরিশাল কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল নথুল্লাবাদের সামনের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এই ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার পর বাস শ্রমিকরাও দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা একই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। পরে বাস শ্রমিক এবং ছাত্রনেতৃসহ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর আগে বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ছাত্র-জনতা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। ছাত্র-জনতা ও বাস শ্রমিকরা দুই দফায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা মহাসড়ক আটকে রাখায় চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

দুপুর ২টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়ার আগমুহূর্তে একটি বাসে যাত্রী তোলা নিয়ে ছাত্র-জনতার সঙ্গে শ্রমিকদের বাকবিতণ্ডা হয়। পরে পুলিশ, বাস শ্রমিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের হস্তক্ষেপে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই টানা ১৪তম দিনের কর্মসূচি শেষ হয়। তিন দফা দাবিতে গত শুক্রবার সাত ঘণ্টা, শনিবার দুই ঘণ্টা নথুল্লাবাদ বাসটার্মিনালের সামনের মহাসড়ক অবরোধ করে ছাত্রজনতা। তারা গত ১৪ দিন ধরে সারা দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে অব্যবস্থাপনা, রোগীদের হয়রানি ও স্বাস্থ্যখাতের সিন্ডিকেট ভাঙার তিন দফা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ছাত্র-জনতার কর্মসূচির একেবারে শেষ মুহূর্তে একটি বাসে ডেকে ডেকে যাত্রী তুলছিলেন একজন বাস শ্রমিক। তখন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে থাকা কয়েক জন ব্যক্তি সেই বাস শ্রমিককে যাত্রী তুলতে নিষেধ করেন। এক পর্যায়ে বাস শ্রমিকের সঙ্গে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর দুপুর আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত একই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এসময় শ্রমিক নেতা, পুলিশ ও ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এর আগে ছাত্র-জনতার অবরোধের প্রভাবে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের ছয় জেলার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক বন্ধ থাকায় অবরোধস্থলের দুই দিকে যাত্রীবাহী বাসসহ শত শত যানবাহন আটকা পড়েছে। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বরিশালের কিছু অংশসহ পিরোজপুর বরগুনা ভোলা ঝালকাঠি পটুয়াখালী এবং পর্যটনকেন্দ্র কুয়াকাটার সবরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে হাজার হাজার মানুষকে।

বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন সিকদার বলেন, পুলিশের হস্তক্ষেপে সব পক্ষকে নিয়ে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে। বর্তমানে যানবাহন চলাচল ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক | শুক্রবার | ৭ ভাদ্র ১৪৩২, ২২ আগস্ট ২০২৫

গাজীপুরে দুই কারখানার শ্রমিকদের সংঘর্ষ, মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে। এ সময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে।

পুলিশ ও কারখানা শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, মহানগরীর ভোগড়া বাইপাস এলাকায় রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। গত ১২ আগস্ট তাদের বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ঐ কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভসহ ঢাকা- ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ সৃষ্টি করে। এ সময় বিক্ষোভকারীরা পাশের ইউরো জিন্স নামে পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করেন। কিন্তু ঐ কারখানার শ্রমিকরা বেরিয়ে না আসায় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া- পালটাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় প্রায় আধাঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক বন্ধ ছিল।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের বাসন থানার এসআই মোহাম্মদ আলী জানান, দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। পরে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আল মামুন সিকদার জানান, ভোগড়া এলাকার রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা পাশের ইউরো জিন্স কারখানার শ্রমিকদের তাদের সঙ্গে বিক্ষোভ করতে বলে। এতে তারা রাজি না হওয়ায় রোয়া ফ্যাশন ও ইউরো জিন্স দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫,

পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার

সরকারের সঙ্গে আলোচনা

পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের যৌক্তিক দাবিগুলো সরকার বিবেচনা করবে, জানিয়েছেন উপদেষ্টা।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সরকারের সঙ্গে আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে ৭২ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। ৮ দফা দাবিতে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে ধর্মঘট পালনের কর্মসূচি দিয়েছিলেন তাঁরা।

গতকাল রোববার রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে সরকারের সঙ্গে পরিবহনমালিক ও শ্রমিকদের বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলোর বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমন্বয় পরিষদের সমন্বয়ক শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেন, 'সরকারকে জিম্মি করে কিছু আদায় করা উচিত নয়। সরকারের সব সিদ্ধান্ত আইনানুগভাবে বাস্তবায়ন হবে। অবৈধ বা অচল গাড়ি চলুক, সেটাও আমরা চাই না। তবে সড়ক আইন পুরোপুরি প্রয়োগ করলে একবারে ৮০ শতাংশ গাড়ি সড়ক থেকে উঠে যাবে। পুরোনো গাড়ি বদলে নতুন গাড়ি আনতে কিছু সময় প্রয়োজন, সেই সময় আমাদের দিতে হবে। আমাদের যৌক্তিক দাবিগুলো একাধিক বৈঠকে সরকারকে জানানো হয়েছে এবং সরকার তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এ জন্য আমরা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাসের এই বক্তব্যের পর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল আলম ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণায় একমত পোষণ করেন। তিনি পরিবহনমালিক-শ্রমিকদের টাকায় একটি আধুনিক হাসপাতাল করার প্রস্তাব দেন। সরকার রাজি থাকলে তাঁরা টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

বৈঠক শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সাংবাদিকদের বলেন, পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের যৌক্তিক দাবিগুলো সরকার বিবেচনা করবে। যেসব দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব, সেগুলো দেখা হবে। সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের একটি কমিটি আছে, তারা বিষয়টি পর্যালোচনা করবে।

অতীতের মতো পরিবহনমালিক-শ্রমিকদের চাপে মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরকার পিছু হটল কি না, এমন প্রশ্ন করা হলে ফাওজুল কবির খান বলেন, যানবাহনের আয়ুষ্কাল নিয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে (বাসের ২০ বছর ও ট্রাক-কাভার্ড ভ্যানের ২৫ বছর) তা বহাল থাকবে। তবে সবচেয়ে পুরোনো ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন গাড়ি আগে সড়ক থেকে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এত গাড়ি রাখার জায়গা নেই। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটেরও ঘাটতি আছে।

> বর্তমান ঠিকাদারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং নতুন ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এ সময় ই-লাইসেন্স দিয়ে যানবাহন চালানো যাবে।
>
> **এহসানুল হক**, জ্যেষ্ঠ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের ৮ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে চালকদের জামিন-সংক্রান্ত সড়ক পরিবহন আইনের ধারা সংশোধন, বাণিজ্যিক যানবাহনের মেয়াদ ৩০ বছর করা, বাণিজ্যিক যানের অগ্রিম আয়কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, ১২ বছর বয়সী রিকন্ডিশন্ড বাস আমদানির অনুমতি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকদের ফেরত দেওয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির জন্য স্ক্র্যাপ নীতিমালা তৈরি, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার ও অবৈধ হালকা যানবাহনের জন্য আলাদা লেন চালু করা, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের প্রক্রিয়া দ্রুত করা এবং শ্রমিক ফেডারেশনের বিদ্যমান ১২ দফা দাবি বাস্তবায়ন।

সড়ক উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান জানান, সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের জন্য ৬০ দিনের মধ্যে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন এবং সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করা হবে। বাণিজ্যিক যানের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে বৈঠক করা হবে। নতুন বাস কেনার জন্য সহজ শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ উপদেষ্টা, সড়ক উপদেষ্টা এবং মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক রিকন্ডিশন্ড যানবাহনের আমদানির মেয়াদ ৫ বছর থেকে ১২ বছর করার প্রস্তাবের বিষয়েও ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন উপদেষ্টা।

এ ছাড়া বাজেটে বাণিজ্যিক যানবাহনের ওপর দ্বিগুণ অগ্রিম আয়কর আরোপের বিষয়ে এনবিআর, বিআরটিএ, সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং মালিক-শ্রমিক সংগঠন একসঙ্গে সমাধান করবে বলে জানান সড়ক উপদেষ্টা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থানা থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মালিকের জিম্মায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে।

চালকের লাইসেন্সের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব এহসানুল হক বলেন, বর্তমান ঠিকাদারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং নতুন ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এ সময় ই-লাইসেন্স দিয়ে যানবাহন চালানো যাবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমুল গনি বলেন, ই-লাইসেন্স দেখালে মামলা না দেওয়ার বিষয়ে পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫,

শ্রমিক ফেডারেশন

মতবিনিময় সভা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বাংলাদেশ সিএনজি অটোরিকশা হালকা যান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার বিকেলে নগরের টাইগারপাসে অবস্থিত চসিক কার্যালয়ে যানজট নিরসনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবহন শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের ট্রাফিক আইনে হয়রানি, মামলা দেওয়া, মনগড়া জরিমানা, বিআরটিএর লাইসেন্স নিয়ে ঘুষ-বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম, যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন চৌধুরী, নগর মেট্রো সার্ভিস লিমিটেডের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, সিএনজি অটোরিকশা হালকা যান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক, সহসভাপতি আবুল হোসেন, চট্টগ্রাম নগর কমিটির সভাপতি মধু সরকার প্রমুখ। **বিজ্ঞপ্তি**

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার। ১৫ আগস্ট ২০২৫।

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, ১৫ কারখানায় ছুটি

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। পরে পুলিশের অনুরোধে সড়ক ছেড়ে দেন তাঁরা। তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী অন্তত ১৫টি কারখানা সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

শিল্প পুলিশ ও আন্দোলনকারী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার দিকে আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় নাসা গ্রুপের 'নাসা বেসিক কমপ্লেক্স' কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন শ্রমিকরা। এ সময় টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশের অনুরোধে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যান। তবে পরে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের একটি অংশ পাশের অন্যান্য কারখানায় গিয়ে সেখানকার শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছে শিল্প পুলিশ।

শিল্প পুলিশ জানায়, নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর দ্রুত আশপাশের কারখানাগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়। এ অবস্থায় অন্তত ১৫টি পোশাক কারখানায়

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

আজকের (গতকাল) জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

শ্রমিকরা জানান, ১০ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চার দিনের ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ১৩ আগস্ট বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করে নতুন করে আরো চার দিনের সাধারণ ছুটির নোটিশ টানানো হয়। এ কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে শ্রমিকরা আন্দোলনে নামেন।

নাসা বেসিক কমপ্লেক্স কারখানায় টাঙানো সর্বশেষ নোটিশে বলা হয়, 'অনিবার্য কারণে আগামী ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে ১৮ আগস্ট সোমবার পর্যন্ত কারখানার সব বিভাগ ও শাখা (জরুরি কাজে নিয়োজিত কর্মী ব্যতীত) সাধারণ ছুটির আওতায় থাকবে। ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার থেকে কারখানার সব বিভাগ ও শাখা যথারীতি খোলা থাকবে।'

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকার ১৫টি পোশাক কারখানা বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সড়কে যান চলাচলও স্বাভাবিক হয়েছে।'

বণিক বার্তা

শনিবার, আগস্ট ১৬, ২০২৫।

শ্রমিক সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন জেলা শাখার আয়োজনে শ্রমিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি অধ্যাপক হারুন অর-রশিদ খান। তিনি বলেন, 'একমাত্র ইসলামই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে। আল কোরআনের মাধ্যমে দেশের মানুষের মুক্তি আসবে।'

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

NEW AGE FRIDAY, AUGUST 15, 2025

CUFL workers stage protests in Ctg for pay hike

Staff Correspondent
Chattogram

WORKERS and employees of the Chittagong Urea Fertiliser Company Limited at Anwara upazila in Chattogram staged a protest rally on Thursday, demanding an end to disparity in pay structure.

The protest rally began at 8:00am on the day in front of the factory under the banner of CUFL Sramik Karmachari Oikya Jote to press for a four-point demand.

Their demands include a uniform pay scale for the companies under the Bangladesh Chemical Industries Corporation, uninterrupted gas supply to CUFL, 5 per cent incentive allowance and 15 per cent special benefits for the CUFL workers and employees like those given to pay-scale workers, and faster promotions with higher grades and lump-grants.

Presiding over the rally, CUFL workers' leader Syed Aslam Ali said that the CUFL operates under the Bangladesh Chemical Industries Corporation, but its technicians and operators are kept under a separate pay scale, creating disparity.

Worker leader Jalal Ahmed said, 'This factory has the capacity to produce 1,100 tonnes of urea a day. But it remains closed while the government imports fertiliser at higher costs from abroad. We demand an immediate restoration of gas supply to resume production at the factory.'

Another worker leader Anwarul Azim Sabuj said that the past administration provided a 5 per cent incentive to all workers under the pay scale, but excluded those under the wage scale under which the CUFL workers and employees work.

He said that though the interim government approved a 15 per cent special allowance for government workers, but workers under the wage scale were again left out.

'We demand immediate formation of a wage commission to meet our demands,' he said.

Following the rally, workers brought out a procession at the factory premises and submitted a memorandum to the CUFL managing director.

According to CUFL, the fully gas-dependent factory requires 48–52 million cubic feet of gas a day to run at full capacity.

In the past financial year, the plant produced about 2,50,000 tonnes of urea due to gas shortages and mechanical issues.

Bangladesh's agriculture-dependent economy requires about 2.6 million tonnes of urea annually.

CUFL and other BCIC plants together produce about 1 million tonnes, with the remaining 1.6 million tonnes imported at high prices.

In the past two years, CUFL has faced prolonged shutdowns due to mechanical failures and gas supply disruptions. In FY2023-24, it operated for only five days.

After halting production on February 7 past year, it resumed on October 13, only to face another shutdown on January 3 due to mechanical problems.

The plant finally restarted at 2:30am on February 26 after completing its startup process.

Established on October 29, 1987, with Japanese technical assistance, CUFL is located on the south bank of the Karnaphuli River at Anwara.

CUFL initially had an annual production capacity of 5,61,000 tonnes of urea.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ১১ আগস্ট ২০২৫

একই বেতন কাঠামো দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ সমাবেশ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

বেতন কাঠামো নিয়ে অসন্তোষ বিরাজ করছে আশুগঞ্জ সারকারখানার শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে। 'একই করপোরেশনে একই বেতন স্কেল বাস্তবায়ন' দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ, সমাবেশ ও গেট মিটিং করেছেন তারা। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন সভাপতি বজলুর রশীদ বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন, ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক আবু কাউছার, বাংলাদেশ কেমিক্যালস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ প্রমুখ। সমাবেশ শেষে শ্রমিক-কর্মচারীরা কারখানার প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। পরে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

আশুগঞ্জ সার কারখানা

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, একই করপোরেশনের আওতায় থাকা বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা ভিন্ন ভিন্ন বেতন স্কেলে আছেন, যা বৈষম্য তৈরি করছে। তাদের দাবি বিসিআইসির সব প্রতিষ্ঠান ও উপপ্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য সমান জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করতে হবে। আবু কাউছার বলেন, আমরা বারবার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন স্কেলের বিষয়ে ন্যায্য দাবির কথা জানিয়েছি, কিন্তু সমাধান হয়নি। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবির ন্যায্যতা তুলে ধরছি। বজলুর রশীদ বলেন, 'বেতন স্কেলের বিষয়টি সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক ২৫ আগস্ট ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের বিক্ষোভ

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি তৈরি পোশাককারখানা থেকে চাকরিচ্যুত ৬৬ জন শ্রমিককে কাজে পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকরা। রবিবার সকালে ফতুল্লার পঞ্চবটিতে অবস্থিত আর বি নিটওয়্যার্সের শ্রমিকরা প্রথমে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-পোস্তগোলা সড়কে এবং পরে নগরের চাষাড়াস্থ শ্রম কার্যালয়ের সামনে এসে বিক্ষোভ করেন। ঘটনা মীমাংসার জন্য শ্রম কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং শ্রমিক নেতারা মালিক আহমদুর রহমান আল আমিনের সঙ্গে আলোচনা করলে বিক্ষোভরত শ্রমিকরা ফিরে যান।

শ্রমিকরা জানান, প্রতিষ্ঠানটিতে মোট ৮৫০ শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৪৫০ জন নারী এবং ৪০০ জন পুরুষ শ্রমিক। বাকি ১২০ জন স্টাফ রয়েছেন। শ্রমিকদের ৬৬ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা টেক্সটাইল গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি এম এম আবু সাঈদ জানান, বরখাস্তকৃত ৬৬ জন শ্রমিকদের দাবি মালিক তাদেরকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করেছেন। তাই তাদেরকে ছুটির টাকা, সার্ভিস বেনিফিট এবং চার মাসের নোটিশ-পে দিতে হবে।

কারখানা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সেলিম বাদশা জানান, বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের কাজ দিলে ওরা কাজ করতেন না। কাজ না করলে ফ্যাক্টরির টার্গেট পূরণ হতো না। টার্গেট অনুযায়ী শ্রমিকরা কাজ করে না। এ কারণে ঐ ৬৬ জনকে শোকজ করলেও তার জবাব দেয়নি। ফলে তাদের বরখাস্ত করা হয়েছে। এখন তারা চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি করছে। এখন এটি ১৩ ধারায় বন্ধ আছে, অর্থাৎ নো ওয়ার্ক নো পে। এর আগেও তারা ডিসি অফিসে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক করেছে। সবার সঙ্গে বসে মিটিং হয়েছে কিন্তু শ্রমিকরা কোনো কিছুই মানতে নারাজ।

২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগাম ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ কারখানা চালুসহ বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর তিব্বত মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা —জয়ীতা রায়

সড়ক অবরোধ করে তেজগাঁওয়ে গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই একটি গার্মেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে গতকাল নাবিস্কো পয়েন্টে ব্যস্ততম সড়কের উভয় পাশ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। এতে মহাখালী-মগবাজার সড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে আশপাশের সড়কেও যানজট ছড়িয়ে পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টায় 'পশ' নামে এক গার্মেন্ট শ্রমিকরা নাবিস্কো-তিব্বত মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ কারণে মহাখালী থেকে তেজগাঁও এলাকার মগবাজার পর্যন্ত সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে বেলা পৌনে ২টার দিকে মালিকপক্ষের সঙ্গে

সড়ক অবরোধ করে তেজগাঁওয়ে গার্মেন্টস

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] বৈঠকের আশ্বাস পেয়ে রাস্তা ছাড়েন শ্রমিকরা। এরপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি মো. আসলাম হোসেন বলেন, কোনো নোটিস ছাড়াই কারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের বোঝানোর পরেও রাস্তা ছাড়তে অস্বীকৃতি জানান। তাদের দাবি, নিয়মমাফিক দেনা-পাওনা শোধ করে তারপর কারখানা বন্ধ করতে হবে। নিজেদের দাবিতে অটল থাকায় তাদের তাৎক্ষণিকভাবে সড়ক থেকে সরানো যায়নি। পরে কারখানার মালিকসহ বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে আগামীকাল (রবিবার) এ নিয়ে বৈঠকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলে তারা সড়ক থেকে সরে কারখানার সামনে চলে যান।

সময়ের আলো বুধবার। ২৭ আগস্ট ২০২৫।

কাজ না থাকায় ধামরাইয়ে পোশাক কারখানা বন্ধ

● ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার ধামরাইয়ে মম ফ্যাশন লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। প্রায় ১ ঘণ্টা পর শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনী এসে তাদের সরিয়ে দেয়। বুধবার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জয়পুরা এলাকায় কারখানার সামনে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা। পরে ৯টার দিকে সড়ক ছেড়ে যায় তারা। শ্রমিকরা জানায়, সকালে কারখানায় এসে গেটে তালা ও কারখানা বন্ধ ঘোষণার নোটিস দেখতে পান তারা। নোটিসে বন্ড লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতায় আমদানি বন্ধ ও ক্রয়াদেশ না পাওয়ায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে সকাল ৮টার দিকে তারা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তারা চলতি মাসের পূর্ণ বেতন ও বিভিন্ন পাওনাদি পরিশোধসহ ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনী। পরে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে ৯টার দিকে তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয় তারা। তবে এরপরও শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলে তারা ১০টার দিকে অবরোধ ছেড়ে দেয়।

শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো-আগস্ট মাসের পূর্ণ বেতন পরিশোধ করতে হবে, শ্রম আইন অনুযায়ী ১২০ দিন তথা চার মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে, বাৎসরিক ছুটির টাকা দিতে হবে, চাকরির বয়সসীমা অনুযায়ী সার্ভিস ফি দিতে হবে, ঈদ বোনাস দিতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সব পাওনা একত্রে পরিশোধ করতে হবে। বিক্ষোভরত এক নারী শ্রমিক বলেন, 'সকালে এসে গেটে তালা ও নোটিস দেখি। কারখানায় কাউকে না পেয়ে আমরা দাবি দিয়েছি ছয়টি। শ্রম আইন অনুযায়ী আমাদের পাওনা পরিশোধ করার দাবি করছি।'

মম ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মনির হোসেন বলেন, আমাদের কারখানায় কাজকর্ম নেই। কারখানা ১ মাস ১৫ দিন লে-অফ করা হয়েছে। এ জন্য শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি করেছে। আমরা তাদের নিয়ে বসেছি। সেখানে সমাধান করা হবে। আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, মালিক-শ্রমিক-বিজিএমইএ সবাই মিলে আমাদের কার্যালয়ে বৈঠকে বসেছেন। প্রায় ৩০০-৪০০ শ্রমিক রয়েছেন। কারখানাটি গতকাল লে-অফ করা হয়েছিল, এরই প্রতিবাদে তারা বিক্ষোভ করেন। প্রায় ৪০ মিনিটের মতো সড়ক অবরোধ ছিল। আশা করছি বৈঠকে একটি সমাধান আসবে।

বণিকবার্তা বুধবার, আগস্ট ২৭, ২০২৫

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সাভার

ধামরাইয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল সকালে মহাসড়কের জয়পুরা এলাকায় মম ফ্যাশন কারখানার সামনে মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। ঘণ্টাব্যাপী আন্দোলনের পর শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, বন্ড লাইসেন্স-সংক্রান্ত জটিলতায় আমদানি বন্ধ ও ক্রয়াদেশ না পাওয়ায় কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে নোটিস দেয় কর্তৃপক্ষ। সকালে কাজে গিয়ে কারখানার গেটে তালা ও নোটিস দেখেন শ্রমিকরা। হঠাৎ কারখানা বন্ধের এমন ঘোষণার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা।

NEW AGE
AUGUST 16, 2025,

Landless farmers prevented from farming for extortion at Hatiya

Our Correspondent · Noakhali

LANDLESS farmers with their families on Friday protested at extortionists who allegedly prevented them from farming, physically assaulting them and even giving them murder threats at Hatiya upazila in Noakhali.

From a human chain held in Char Ataur area of Hatiya, the protesters alleged that Nizam Uddin Chowdhury, Shamim Uddin and Alomgir Kabir sent their goons who released buffaloes into the fields where they had just sowed paddy saplings.

They said that the goons abducted some of the farmers, severely beat them and demanded a large sum as extortion.

The victims were later released after paying the demanded money through local leaders, they said.

The protesters accused the gang of forcibly occupying the land and warned of tougher movement if they did not stop their torment on the poor farmers.

They also urged the authorities to bring the accused to justice.

Local landless farmers, including Mahmudul Haque Maju, Mojjakker Bari, Abdul Quddus, Liton Uddin along with several women belonging to landless families spoke at the human chain.

Landless farmers and women from Char Ataur, Char King and Char Bogura took part in the human chain.

ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ভাদ্র ১৪৩২
২৫ আগস্ট ২০২৫

বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মজুরিসহ ১০ দফা দাবি

মৌলভীবাজার চা-শ্রমিক সংঘের স্মারকলিপি পেশ

■ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সংগতি রেখে ছয় সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের খরচ হিসাব করে বাঁচার মতো মজুরি ও পূর্ণাঙ্গ রেশন হিসেবে একটি পরিবারের প্রয়োজনের অনুপাতে সপ্তাহে চাল, আটা, ডাল, তেল, চিনি, সাবান, কেরোসিন, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি প্রদানসহ ১০ দফা দাবিতে অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম উপদেষ্টা বরাবর চা-শ্রমিক সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে চা-শ্রমিক সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি প্রদান করেন।

তাদের ১০ দফা দাবির মধ্যে অন্য দাবিসমূহ হচ্ছে—প্রতি মাসে বিনা মূল্যে ৫০০ গ্রাম চা-পাতা প্রদান; খেতের জমির জন্য রেশন কর্তন বন্ধ, দ্রব্যমূল্য কমানো, মূল্যস্ফীতি বিবেচনা করে বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্ট, মাসিক মজুরির সমপরিমাণ হারে বছরে দুটি উৎসব বোনাস, সরকারি আইন মোতাবেক ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা প্রদান, স্থায়ী-অস্থায়ী নির্বিশেষে সমকাজে সমমজুরি, ভূমির অধিকার প্রদান, চা-শিল্পে নৈমিত্তিক ছুটি (বছরে ১০ দিন) কার্যকর ও অর্জিত ছুটি প্রদানে বৈষম্যসহ শ্রম আইনের বৈষম্য নিরসন করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনের মজুরি ও উৎসব বোনাস প্রদানে সব অনিয়ম বন্ধ করে শ্রম আইন মোতাবেক নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বুক প্রদান, বন্ধ সব চা-বাগান চালু করা।

জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন স্মারকলিপি গ্রহণ করে চা-শ্রমিকদের দাবিসমূহ শ্রম উপদেষ্টাসহ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে তা বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে চা-শ্রমিক সংঘের নেতাকর্মীরা লাল পতাকা নিয়ে শহরের চৌমুহনা এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল-পরবর্তী সময় চা-শ্রমিক সংঘের সহসভাপতি মধু রজকের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের সাধারণ সম্পাদক হরিনারায়ণ হাজরার পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস, চা-শ্রমিক সংঘ মৌলভীবাজার জেলা কমিটির নারী নেত্রী লক্ষ্মীমনি বাক্তি, সুভাষ গৌড়, কাজল হাজরা, প্রবীণ চা-শ্রমিকনেতা স্যামুয়েল বেগম্যান, সুনীল কর, হেমরাজ লোহার প্রমুখ।

যুগান্তর
শনিবার ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২

না.গঞ্জে গার্মেন্টে অস্থিরতা, এক বছরে ৯টি বন্ধ

আলামিন প্রধান, *ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ)*

নারায়ণগঞ্জের পোশাক কারখানাগুলোয় অস্থিরতা বেড়েছে। এক বছরে বিভিন্ন কারণে ৯টি পোশাক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চাকরি হারিয়েছেন কয়েক হাজার শ্রমিক। এর মধ্যে ৩ আগস্ট অতিরিক্ত টিফিন বিরতির দাবিতে ফতুল্লার অ্যাসরোটেক্স গার্মেন্টে 'শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে' কর্মবিরতি পালন এবং অফিস কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। এতে মালিকপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ করে দেয়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদহার, উৎপাদন অপ্রতুলতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ বিভিন্ন কারণে নারায়ণগঞ্জের পোশাক কারখানাগুলোয় অস্থিরতা বেড়েছে।

জেলা শিল্পাঞ্চল পুলিশ কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে ছোট-বড় মিলিয়ে ১ হাজার ৮৩৪টি পোশাক কারখানা রয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাগুলোর মধ্যে নিট গার্ডেন, একে ফ্যাশন লিমিটেড, লা

না.গঞ্জে গার্মেন্টে অস্থিরতা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মেইজন কচুর লিমিটেড, মোল্লা নিট ফ্যাশনসহ অন্তত ৮টি বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের হিসাবে, নারায়ণগঞ্জে নিবন্ধন করা পোশাক কারখানা ১ হাজার ১০টি। এর মধ্যে এক বছরে ৯টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

অ্যাসরোটেক্স গার্মেন্টের মালিক আসাদুল ইসলাম বলেন, আমি লাভবান না হলেও কোনো মাসে শ্রমিকদের বেতনভাতা দেরিতে দিইনি। এরপরও শ্রমিকদের তুচ্ছ দাবিতে আন্দোলনের কারণে বিদেশি বায়াররা ভয়ে সরে গেছেন। এখন ইচ্ছা করলেই কারখানা খোলা সম্ভব নয়। এএসটি গার্মেন্টের মালিক আতিকুর রহমান বলেন, অর্ডার কমে যাওয়ার পাশাপাশি আর্থিক সংকটে কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভর্তুকি দিয়ে কয়েক মাস কারখানাটি চালানো হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এমএ শাহীন বলেন, বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক এখন অটোরিকশা চালাচ্ছেন, কিছু সংখ্যক শ্রমিক গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলার উপমহাপরিদর্শক রাজীব চন্দ্র ঘোষ বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সময় চেষ্টা থাকে কোনো কারখানা যেন স্থায়ীভাবে বন্ধ না হয়।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সহসভাপতি মোরশেদ সারোয়ার সোহেল বলেন, পোশাক খাতের সমস্যা শুরু হয়েছে করোনাকালীন থেকেই। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে আরও নাজুক অবস্থা তৈরি হলে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। দেশে স্থিতিশীল না এলে আগামী দিনে আরও কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া দিপু বলেন, বিদেশি বায়ার না পাওয়া, আর্থিক সংকট ও বিভিন্ন সিন্ডিকেটের কারণে শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু মালিক পতিত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তারাও আত্মগোপনে চলে গেছেন। সরকারের উচিত যে শক্তিগুলো শিল্প-কলকারখানা বন্ধ করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টায় জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থানে যাওয়া।

বুধবার। ২৭ আগস্ট ২০২৫। ১২ ভাদ্র ১৪৩২ সময়ের আলো

সড়কে সীমাহীন ভোগান্তি

চলাচল বন্ধ করে শিক্ষার্থী শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

পৃথক দাবিতে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থী-শ্রমিকরা। অফিস শুরু ও শেষের সময় এসব বিক্ষোভের ফলে সৃষ্টি হয় যানজট। এতে চলাচলে সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর শাহবাগ, বনানী ও টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়।

বিকালে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সকালে রাজধানীর অন্যতম প্রবেশদ্বার গাবতলী ও টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেসের শিক্ষার্থীরা। প্রায় একই সময় বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী সড়ক অবরোধ করেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা।

দিনের শুরুতে রাস্তা অবরোধ করে শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের বিক্ষোভের ফলে, গাবতলী, শ্যামলী, টেকনিক্যাল মোড়, বনানী, গুলশান, তেজগাঁওসহ আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুপুর ১২টার মধ্যে বনানী ও টেকনিক্যাল মোড় থেকে শিক্ষার্থী শ্রমিকরা সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। কিন্তু বেলা ৩টার পর থেকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা। অফিস সময় শেষ হওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরোধ করায় শাহবাগ, বাংলামোটরসহ আশপাশের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জানা যায়, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ ৩ দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বুয়েট একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বেলা ৩টার দিকে কয়েকশ শিক্ষার্থী সড়ক অবরোধ করেন। তাদের দাবি মেনে নিতে কর্তৃপক্ষকে রাত ৮টা পর্যন্ত সময় দেন আন্দোলনকারীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বেলা ৩টার দিকে বুয়েটসহ একাধিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় তারা দাবি মেনে নিতে স্লোগান দেন। শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করায় আশপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বলে জানান শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর।

শিক্ষার্থীদের দাবির মধ্যে রয়েছে–ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত করা যাবে না। এ ছাড়া দশম গ্রেডের চাকরিতে ঢোকার ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দিতে হবে।

অবরোধে অংশ নেওয়া বুয়েটের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, ৩ দফা পূরণের দাবিতে তারা আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সোমবার রাতে রংপুরে একজন স্নাতক প্রকৌশলীকে আটকে রেখে বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই ঘটনায় থানায় মামলা হলেও হুমকিদাতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, ৩ দফা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এবং স্নাতক প্রকৌশলীকে হুমকিদাতাদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, রোববার মধ্যরাতে বুয়েটের এক দল শিক্ষার্থী তাদের সাবেক এক শিক্ষার্থীকে 'মারধর ও হত্যার হুমকি' দেওয়ার প্রতিবাদে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে তাদের ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে তারা ৩ ঘণ্টা বিক্ষোভ করে ফিরে যান। এর আগে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার পর থেকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেসের শিক্ষার্থীরা গাবতলী

সড়কে সীমাহীন ভোগান্তি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ও টেকনিক্যাল মোড় সড়কে অবস্থান নিলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশের অনুরোধে তারা সড়ক ছাড়লেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান একই সঙ্গে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাস সংকটে ভুগছে। ৩০ দিনের আন্দোলন, মানববন্ধন ও লিখিত আশ্বাসেও সমাধান না পেয়ে তারা সড়কে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

তাদের দাবিগুলো হলো–সরকার থেকে লিজ পাওয়া ৫.৫৭ একর জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হস্তান্তর করতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। ইউজিসির লাল তালিকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যাহতি দিতে হবে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিকে জমি দায়মুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে।

দারুস সালাম জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার ইমদাদুল হক জানান, শিক্ষার্থীদের অবরোধে টেকনিক্যাল ও গাবতলীতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। তবে আলটিমেটামের পর তারা সড়ক ছেড়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যান। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে বকেয়া বেতনের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী সড়ক দেড় ঘণ্টা ধরে অবরোধ করে রাখেন মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের শ্রমিকরা। এতে বনানী, মহাখালীসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। বনানী থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাসুদ অ্যাপারেলস গার্মেন্টসের কর্মীরা বনানী-চেয়ারম্যানবাড়ী সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশের অনুরোধে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে গার্মেন্টসের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন।

ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ভাদ্র ১৪৩২, ২৫ আগস্ট ২০২৫

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের মতবিনিময়

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে আন্দোলনের আহ্বান

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গতকাল রবিবার আলী আহম্মদ চুনকা মিলনায়তন পরীক্ষণ হলে শ্রমজীবীদের মর্যাদা, ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অনলাইনের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ।

তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো প্রায়শই অর্থনীতির আলোচনার বাইরে থাকে। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শ্রমিকের কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মস্থল এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।'

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)-এর অন্যতম শীর্ষ নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, 'স্বাধীনতার পর এই প্রথম গঠিত শ্রম কমিশনের সুপারিশগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রয়োজন। আমাদের আহ্বান, আসুন শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে একজোট হয়ে লড়াই গড়ে তুলি।'

এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের হাওলাদার, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি হাফিজুর রহমান, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপ্রধান অঞ্জন দাস প্রমুখ।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ২৮ আগস্ট ২০২৫

দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক নীতিমালা বাতিলের দাবি

সমকাল প্রতিবেদক

দৈনিকভিত্তিক সাময়িক শ্রমিক নীতিমালা-২০২৫ বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা এ দাবি জানান। অন্য দাবিগুলো হলো– মাসিক বেতন প্রদান ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ। প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি; উৎসব ভাতা, বৈশাখী ভাতা, অতিরিক্ত কাজের ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান; ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও বছরে ২০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করা এবং অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বহাল ও তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা।

মজুরিভিত্তিক কর্মচারী কল্যাণ পরিষদে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন বলেন, গত ৩০ জুন শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করি। শ্রম সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান আমাদের সচিবালয়ে ডাকেন। তখন আমাদের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়। শ্রম সচিবসহ পাঁচ সদস্যের একটি দল ও আমাদের পাঁচজন নিয়ে একটি টেকনিক্যাল কমিটি করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু এখনও এ কমিটি হয়নি। আগামী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে কমিটির মিটিং না হলে ১৪ সেপ্টেম্বর লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করব।

সংবাদ সম্মেলনে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বিলসের পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরা সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন জনগণের সেবায় নিয়োজিত। অথচ সরকারের অর্থ বিভাগ থেকে গত ১৫ এপ্রিল জারি করা দৈনিকভিত্তিক সাময়িক শ্রমিক নীতিমালাটি চরম বৈষম্য ও প্রতারণামূলক।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দৈনিক মজুরিভিত্তিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বয়সের বাধা শিথিল করে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী করা উচিত।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, নীতিমালার পরতে পরতে সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিকদের সঙ্গে বৈষম্য করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনিরুজ্জামান লিংকন বলেন, শ্রমিকের আইনি লড়াইয়ের অধিকার হরণ হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান বাদলের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ৩১ আগস্ট ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইলের তাঁতখানার বউবাজার এলাকায় ইউনাইটেড নিটওয়্যার গার্মেন্টসের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতন দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল তারা গার্মেন্টসের সামনে বিক্ষোভ করে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। পুলিশের সহায়তায় মালিক পক্ষে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। শ্রমিকরা জানায়, এ কারখানার শ্রমিকদের জুলাই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বৃহস্পতিবার বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু মালিক পক্ষ বেতন পরিশোধ করেনি। ফলে আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-৪'র নারায়ণগঞ্জ জোনের পরিদর্শক (ইন্টিলিজেন্স) সেলিম বাদশা বলেন, ইউনাইটেড নিটওয়্যার গার্মেন্টসে ১ হাজার শ্রমিক কাজ করে। তাদের জুলাই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। মালিক পক্ষ বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হয়।

সময়ের আলো রোববার। ৩১ আগস্ট ২০২৫।

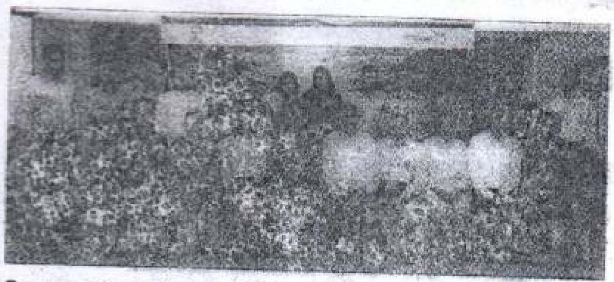

বিলস আয়োজিত কর্মশালায় অতিথিরা ◈ সময়ের আলো

বিলসের কর্মশালায় বক্তাদের অভিমত

শ্রমিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে

◈ নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প বড় ভূমিকা রাখছে, তবে জার্মানিসহ ইউরোপীয় দেশগুলো সরবরাহ চেইনে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে আইনি সুরক্ষা বৃদ্ধি করার কারণে এ শিল্পে শ্রমিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে ২০২৯ সালের পর থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ক্রয়াদেশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকার, মালিক, শ্রমিকসহ গণমাধ্যমের এখন থেকেই সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস মন্ডিয়াল এফএনভির সহায়তায় সাংবাদিকদের জন্য তৈরি পোশাক খাতে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স বিষয়ে দুই দিনব্যাপী একটি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল শনিবার রাজধানীর হোটেল এশিয়ায় দুদিনের এই কর্মশালার বিলসের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য নইমুল আহসান জুয়েল উদ্বোধন করেন। অধিবেশনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মনডিয়াল এফএনভির কনসালট্যান্ট মো. শাহিনুর রহমান, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্টস ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান, ইকোনমিকস রিপোর্টার্স ফোরামের অফিস সম্পাদক জাকির হোসেন, সিনিয়র প্রশিক্ষক মো. মোতাহের হোসেন এবং বিলসের উপ-পরিচালক মো. ইউসুফ আল-মামুন। এ সময় নইমুল আহসান জুয়েল বলেন, বিলস এইচআরডিডি বিষয়ে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে তারা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারে এবং এর ফলে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। তিনি সরবরাহ শৃঙ্খলে মানবাধিকার রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫,

২০ শ্রমিক মিলেই ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রম আইন সংশোধন হচ্ছে

কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে ২০% শ্রমিকের সম্মতি লাগে। এখন ২০ জনের সম্মতি হলেই চলবে। এক কারখানায় ৫টি ইউনিয়নও করা যাবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

শ্রম আইন সংশোধন করে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আরও সহজ করা হচ্ছে। বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে গেলে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি লাগে। সংশোধিত আইনে 'শতাংশ' আর রাখা হচ্ছে না। অনেক তর্কবিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত মালিক, শ্রমিক ও সরকার—তিন পক্ষই এ বিষয়ে একমত হয়েছে।

শ্রমিকপক্ষ বলেছে, ন্যূনতম ২০ জন শ্রমিকের সায় থাকলেই যেন কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়। মালিকপক্ষও শতাংশের বদলে সংখ্যার ব্যাপারে রাজি। তবে পোশাক কারখানা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ২০ থেকে আরও বেশি হোক, এটা চায় মালিকপক্ষ।

৬০ সদস্যের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৮৯তম বৈঠকে এসব আলোচনা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে দিনব্যাপী এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। টিসিসিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক—তিন পক্ষে ২০ জন করে সদস্য রয়েছেন।

শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়-সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, টিসিসির সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রম উপদেষ্টা পুরো সময় ছিলেন না। টিসিসির প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এবং কানাডীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারা ছিলেন পর্যবেক্ষক হিসেবে।

> **ট্রেড ইউনিয়ন যে আর শতাংশে হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে আরও কিছু কাজ করবে মন্ত্রণালয়। কয়েক দিন পরই সব চূড়ান্ত হয়ে যাবে।**
>
> **সৈয়দ সুলতান আহমেদ**, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

কারখানা বড় হলে শ্রম আইন অনুযায়ী বর্তমানে তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন করার বিধান রয়েছে। এখন পাঁচটি ইউনিয়ন করা হবে। শ্রমিকপক্ষ বলেছে, ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা একাধিক হলে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হবে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধিদল বা সিবিএ। শ্রমিকদের বার্ষিক মজুরি এখন বৃদ্ধি পায় পাঁচ বছর পরপর। আইন সংশোধন করে তা তিন বছর করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে তিন পক্ষই একমত হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী বৈঠকে বলেন, 'একটি পক্ষ চায়, শ্রম আইন সংশোধনের কাজটা পিছিয়ে যাক। পরের সরকার এসে করুক। যদি ধরে নিই, আগামী ফেব্রুয়ারির তিন মাস আগে মানুষ নির্বাচনের আমেজে থাকবেন, তাহলে আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। বলা যায় ৫৫ কার্যদিবস সময় আছে। শ্রম আইন সংশোধন কাজের বাকি প্রক্রিয়া তাই কাল থেকেই শুরু করতে হবে।'

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান বলেন, সেপ্টেম্বরজুড়ে এ নিয়ে কাজ হবে। আর অক্টোবরের মধ্যে আইন সংশোধন হয়ে যাবে।

১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলে ভবিষ্য তহবিল

বর্তমান আইনে আছে, কোনো প্রতিষ্ঠান তার শ্রমিকদের সুবিধার জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করবে। এখন বলা হচ্ছে, ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই মালিকপক্ষ ভবিষ্য তহবিল গঠন করতে বাধ্য থাকবে। শিশুশ্রমের জন্য নিয়োগকর্তাকে জরিমানার পরিমাণ ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা হবে।

নতুন একটি ধারা যুক্ত করে বলা হচ্ছে, কোনো শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তাকে জানান যে তাঁর জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের বিপদ আছে, তাহলে নিয়োগকর্তা সেই বিপজ্জনক কাজ করাতে বাধ্য করতে পারবেন না। শ্রমিকেরা যদি আইন ও জাতীয় নিরাপত্তা নীতির বিধান অনুযায়ী কোনো সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেন, তাহলে নিয়োগকর্তা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন না। এ ছাড়া শ্রমিকদের কালোতালিকা আর করা যাবে না।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করা এবং দুর্ঘটনায় হতাহতের জন্য ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর দাবি মালিকপক্ষ মেনে নেয়নি।

আলোচনায় অন্যান্য বিষয়

বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, মালিক অন্যায় করলে শাস্তি পাক। কিন্তু যখন-তখন শ্রমিকেরা যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের লোকদের মারধর করেন, উৎপাদন ব্যাহত করেন, তার বিধান কী? জবাবে শ্রমসচিব বলেন, এ ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলা হবে।

মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়ার কথা উল্লেখ করে টিসিসি সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন বৈঠকে বলেন, আইন লঙ্ঘনে শাস্তি যেন শাস্তির মতো হয়।

টিসিসির আরেক সদস্য বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী বৈঠকে বলেন, কর্মক্ষেত্রে শ্রম আইন প্রয়োগে ব্যর্থতার জন্য আইনে সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান আহমেদ বৈঠকে বলেন, কোনো কারখানায় অনেক শ্রমিক মারা গেলেও মালিকদের শাস্তি ওই চার বছর জেল। এর সংশোধন দরকার।

বৈঠক প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সৈয়দ সুলতান আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় ভালো বৈঠক হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন যে আর শতাংশে হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে আরও কিছু কাজ করবে মন্ত্রণালয়। কয়েক দিন পরই সব চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

বণিক-বার্তা
সোমবার, আগস্ট ২৫, ২০২৫ ■ ভাদ্র ১০, ১৪৩২

বণিক বার্তা-বিল্‌স জাতীয় সংলাপ

শিল্পের ন্যায্য রূপান্তরে শ্রমিক ও পরিবেশের সুরক্ষায় নীতি প্রণয়নের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তৈরি পোশাক শিল্প, ট্যানারি ও জাহাজভাঙা শিল্পের ন্যায্য রূপান্তরের জন্য শ্রমিক ও পরিবেশের সুরক্ষায় নীতিপ্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন এসব খাতের অংশীজনরা। তারা বলেন, 'শ্রমিক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদনে শ্রমিকের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়া সবুজ শিল্পায়ন সম্ভব নয়।'

গতকাল বণিক বার্তার সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ—বিল্‌স ও বণিক বার্তা আয়োজিত 'তৈরি পোশাক শিল্প, ট্যানারি এবং জাহাজভাঙা খাতে ন্যায্য রূপান্তর : সরকার, নিয়োগকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং মানবাধিকার সংগঠনসমূহের করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। আন্তর্জাতিক সংস্থা মনডিয়াল এফএনভির সহায়তায় অনুষ্ঠিত এ সংলাপ সঞ্চালনা করেন বণিক বার্তার সহকারী সম্পাদক বদরুল আলম।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আওরঙ্গজেব আকন্দ। তিনি বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ শিল্পায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরে সরকার, মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) টেকসই উন্নয়নে সবুজ অর্থনীতি, সবুজ শিল্প এবং সবুজ কারখানার কথা বলছে। সবুজ ও টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তর ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে, যাতে মর্যাদাপূর্ণ কাজ সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিক ও শিল্প সুরক্ষিত থাকে।'

তিনি আরো বলেন, 'জাতীয় নীতি কাঠামো ও কৌশলগত উদ্যোগ নিতে ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো বা নীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা করতে হবে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য রূপান্তর কমিশন বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন, জাতীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য রূপান্তর জলবায়ু তহবিল গঠন, খাতভিত্তিক ন্যায্য রূপান্তর মনিটরিং সেল গঠন ও তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে। সরকার, নিয়োগকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংস্থার উচিত শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত ও তাদের জীবনমানের উন্নয়ন, পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।'

বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বলেন, 'আমরা একটি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। এ রূপান্তরের কারণেই এত সংঘাতের পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি ছোট ছোট করে বড় হয়েছে। যারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন, কারখানা গড়ছেন তাদের কথা শোনা দরকার। পাশাপাশি যেসব শ্রমিক এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, ভ্যালু অ্যাড করছেন, তাদের কথাও শোনা দরকার। সেজন্য একসঙ্গে বসা জরুরি। আমরা বৈশ্বিক অনেক সমস্যাও সড়কে বসে সমাধান করতে চাই। কিন্তু যদি গুণগত মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান করতে চাই, একই সঙ্গে ন্যায্যতা তৈরি করতে গেলে আমাদেরকে একসঙ্গে বসতে হবে। আলাপ করতে হবে। কিন্তু সড়কে লড়াই করে ন্যায্যতা দাঁড় করাতে চাইলে সামগ্রিকভাবে দেশই পিছিয়ে পড়বে। কারখানাকে বাঁচাতে হবে। একই সঙ্গে যেসব শ্রমিক কাজ করছেন তাদের জীবনমান উন্নয়নেও কাজ করতে হবে।'

সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এএইচএম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, 'তৈরি পোশাক শিল্প, ট্যানারি ও জাহাজভাঙা শিল্পের মধ্যে পোশাক শিল্প আমাদের লিডিং খাত। এ খাতে আমাদের অনেক অর্জনও আছে। আমাদের ৫০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অর্ধ-ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন রফতানির লক্ষ্যমাত্রা আছে। অনেকদিন ধরে প্লাটফর্মটা তৈরি হয়েছে। এখন যদি এগুলো ধ্বংস করে দেই, তা বড় ভয়াবহ হবে। জলবায়ুকে ধ্বংস করে আমরা এগোতে পারব না। শ্রমিক, মালিক ও সরকারের একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আলোচনার টেবিলে বসলে আমরা একে অপরকে প্রতিপক্ষ ভাবি। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে থাকলে বিদেশীরা সুযোগটা নেয়। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বিচার দিচ্ছি। এটা ভালো কিছু বয়ে আনে না। বরং তারা আরো পেয়ে বসে। নিজেদের বিভাজন আমাদের আরো দুর্বল করছে।'

বণিক-বার্তা Mondiaal FNV BILS

> জলবায়ু পরিবর্তন, সবুজ শিল্পায়ন ও ন্যায্য রূপান্তরে সরকার, মালিক-শ্রমিকের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পরিবেশবান্ধব টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। সবুজ ও টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তর ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে, যাতে মর্যাদাপূর্ণ কাজ সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিক ও শিল্প সুরক্ষিত থাকে

শ্রমিকদের উদ্দেশে সচিব বলেন, 'শ্রমিক পক্ষের ভাবার কোনো কারণ নেই যে মালিক পক্ষ সবসময় আপনাদের নিপীড়ন-নির্যাতন ও অধিকারবঞ্চিত করছে। শ্রমিকদের বঞ্চিত করে কোনো মালিক তার ব্যবসা চালাতে পারবে না। একইভাবে যে আন্দোলন, অবরোধ করা হচ্ছে তাতে মাত্র ১ শতাংশ শ্রমিক জড়িত। এটি আন্তর্জাতিকভাবে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রমিকদের এ অবরোধ, আন্দোলন নেতিবাচক ন্যারেটিভ তৈরি করছে।'

অটোমেশনের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমাদেরকে অটোমেশনে অবশ্যই যেতে হবে। তা না হলে আমরা আরো পেছনে পড়ে যাব। শ্রমিকদের কীভাবে ন্যায্য রূপান্তরে যুক্ত করতে পারি সেটা এখন চ্যালেঞ্জ। আমাদের শ্রমঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো আর ২০ বছর পর্যন্ত টেকসই থাকবে। কিন্তু এরপর তাদের দক্ষ শ্রমিক হিসেবে যুক্ত করতে পারব কিনা তা ভাবতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা কতটুকু প্রস্তুত, সেটা ভাবা উচিত। এখানে সাড়ে সাত কোটি শ্রমিকের

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

শিল্পের ন্যায্য রূপান্তরে শ্রমিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

জন্য ন্যায্য হিস্যাটা সরকার দিচ্ছে কিনা তার জন্য নেতাদের আওয়াজ তুলতে হবে।'

পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'ন্যায্য রূপান্তরে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হলে প্রথমে প্রকৃত ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। ২০১১ সাল থেকে বিজিএমইএ ডাটাবেজ তৈরির কাজটা শুরু করেছে। আজকে পর্যন্ত পোশাক শিল্পে ৯৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৯৮ জন শ্রমিক ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রমিকদের রেশনের আওতায় নিয়ে আসতে এ ডাটাবেজ করা হয়েছে। সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধাভোগী আছে ১ কোটি ২৩ লাখ। এর মধ্যে ২৫-৩০ শতাংশ মিথ্যা তথ্য দিয়ে সুবিধা পাচ্ছে। সেটা সংশোধন করে পোশাক শিল্পের ৩০ থেকে ৪০ লাখ শ্রমিককে রেশনের আওতায় আনা অসম্ভব নয়।'

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'সব শিল্পেই রূপায়ণ চলছে। আমরা গ্রিন কারখানায় গিয়েছি। তাজরীন ফ্যাশনের ঘটনার পর ইমেজ সংকট তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। পোশাক শিল্পে বিশ্বের কোনো দেশেই বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর কর্মপরিবেশ নেই। বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর কারখানা বিশ্বে নেই। এটিও কিন্তু বড় ধরনের রূপান্তর। এখানে শ্রমিক-মালিক কাউকে পেছনে ফেলে কাজ করার সুযোগ নেই। আমরা কাউকেই পেছনে রেখে কাজ করি না। অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা পোশাক শিল্প টিকিয়ে রেখেছি। যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম পাল্টা শুল্ক আরোপ করে তখন অনেকেই জানতে চেয়েছে আমরা শঙ্কিত কিনা। বলেছি, না। কারণ প্রতিদিন স্থানীয়ভাবে এনবিআরের মত নন-ট্যারিফ বাধা মোকাবেলা করি, তার কাছে আমেরিকার ট্যারিফ বাধাই না। প্রতিদিনই আমরা এমন বহু সমস্যা ও সংকট মোকাবেলা করছি। এসব পাশ কাটিয়েই দেশের পোশাক শিল্প আজ এ পর্যায়ে এসেছে।'

ন্যায্য রূপান্তরে শ্রমিকের নিরাপত্তা, অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান শ্রমিক নেতারা। বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের যুগ্ম সম্পাদক ও ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'দেশের রফতানি খাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প হলো চামড়া খাত। দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা রফতানিযোগ্য শিল্প এটি ছাড়া আর কোনোটি নেই বললেই চলে। এ শিল্পে ৮৫ শতাংশের বেশি দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। এমন সম্ভাবনাময় খাতে গত ৭০ বছরেও প্রত্যাশিত কোনো সফলতা আসেনি। বরং এ শিল্প এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। দিন দিন এ শিল্প আরো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছে। এখানে মালিকরা ন্যূনতম কোনো নিয়ম মানেন না। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এখানে সংকট বেশি। শ্রমিকরা নানা সংকটে ভোগেন। স্বাস্থ্যগত নানা জটিলতায় পড়েন। পরিবেশগত সমস্যাও আছে। এর পরও এ শ্রমিকরা সবসময় অবহেলিত থেকে যান। এ খাত দীর্ঘদিন কোনো আলোচনায় ছিল না। আমরাও আমাদের জায়গা থেকে সেটি করতে ব্যর্থ হয়েছি।'

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সাকিল আখতার চৌধুরী বলেন, 'রূপান্তর একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি পৃথিবীর আদিকাল থেকেই হয়ে আসছে। এমব্রয়ডারি থেকে এআই প্রযুক্তি— সবই রূপান্তরের ফল। মানবসভ্যতার যা কিছু উন্নয়ন তাও একধরনের রূপান্তর। প্রযুক্তিগত কারণে চাকরিচ্যুতিও একধরনের রূপান্তর। এসব কর্মচ্যুতি, স্থানচ্যুতি যখন মানুষকে বিপর্যস্ত করে, তখন শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হই। এ রূপান্তরে শ্রমিকদের জীবনমান মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ রূপান্তরে আমরা একদিকে চাচ্ছি পরিবেশের সুরক্ষা, অপরদিকে চাচ্ছি শ্রমিকদের জীবনমানের সুরক্ষা। এখানে সরকারের ভূমিকা রাখতে হবে। তাদেরকে নীতি প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে হবে।'

শিপব্রেকিং ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের আহ্বায়ক তপন দত্ত বলেন, 'চট্টগ্রামে জাহাজভাঙা শিল্পে ১৪৫টি ইয়ার্ড ছিল। রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ১৬টি গ্রিন ইয়ার্ডে পরিণত হয়েছে। আরো ছয়-সাতটি প্রক্রিয়াধীন। এখন ক্ষতিটা হচ্ছে এসব ইয়ার্ডে ২০-২৫ হাজার শ্রমিক ছিল, যেটা পাঁচ হাজারের মধ্যে নেমে এসেছে। এসব কোম্পানি প্রযুক্তিগতভাবে সবুজ হয়েছে, সার্টিফিকেটও পেয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের জীবনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের দাবি ছিল ওয়েজ বোর্ড কার্যকর করা। কিন্তু নানা কৌশলে সরকার সেটা করছে না। এ শিল্পে শ্রমিকদের জন্য কোনো নিরাপত্তা নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষই যদি টার্গেট হয়ে যায় এবং জীবিকা হারায় তাহলে কীভাবে সেটা সম্ভব। ন্যায্য রূপান্তর হতে হবে, তবে সেখানে শ্রমিকের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নিশ্চিত করা দরকার।'

ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের নেতারা বলেন, 'শুধু আলোচনা করলেই হবে না। এসব বাস্তবায়নেও উদ্যোগ নিতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পে নানা সমস্যা রয়েছে। আমরা এখনো সেটিকে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি। শ্রমিকদের নিরাপত্তার মতো নানা ইস্যু এখনো রয়ে গেছে। বাজারে জিনিসের দাম বাড়ার পরও শ্রমিকের মজুরির পরিবর্তন হয় না। তাদের ও তাদের পরিবারের জীবনমানে কোনো উন্নতি নেই। হাজার হাজার শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন।'

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) বাংলাদেশ কার্যালয়ের টেকনিক্যাল অফিসার (জাস্ট ট্রানজিশন) এলিসা বেনিসট্যান্টি ফ্রেমিগাচি বলেন, 'আইএলও ন্যায্য রূপান্তরকে সবসময় উৎসাহিত করে। এজন্য কিছু গাইডলাইনও দিয়েছে। পরিবেশের সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের বিষয়টিও অবশ্যই নজরে রাখতে হবে। ন্যায্য রূপান্তরের জন্য আইএলও বাংলাদেশের পাশে থাকবে।'

বিল্‌সের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'রূপান্তর শিল্পের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। জন্মের পর থেকে মানুষ রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আগুন আবিষ্কার, বাষ্প আবিষ্কারের পর একধরনের রূপান্তর হয়েছে। ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর আরেক ধরনের রূপান্তর হয়েছে। এখন আমরা আবার অটোমেশন ও এআইয়ের কারণে ভিন্ন ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এ রূপান্তর শ্রমিক-মালিক সবার সঙ্গেই হবে। এ প্রক্রিয়ায় যারা সমন্বয় ও প্রস্তুতি নিতে পারে তারাই এগিয়ে যায়। এখানে কতগুলো মূল উপাদান রয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, শ্রমের সম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নীতির সম্পর্ক। অনেক নীতির কারণেই শিল্পে অস্থিরতা তৈরি হয়। এগুলোর আন্তঃসম্পর্ক আছে। অনেক কিছু সমন্বয়ের পরই আমরা বলতে পারব রূপান্তরকে ইতিবাচকভাবে নাকি নেতিবাচকভাবে নেব।'

সমাপনী বক্তব্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিল্‌স) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, 'একসময় আমার ধারণা ছিল ট্রেড ইউনিয়ন ১০ বছরের বেশি টিকবে না। কিন্তু আমার সেই ধারণা পরে ভুল প্রমাণ হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন কাজ করছে। আশা করি, এটি শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এখানে শ্রমিকদের রেশন দেয়ার প্রসঙ্গ উঠেছে। আমি যতটুকু বুঝি, শ্রমিকদের জন্য রেশনিং পদ্ধতি চালু করা উচিত। এটি পাকিস্তান আমলেও ছিল। এটি চালু করা সম্ভব। আমি এ নিয়ে অনেক কাজ করেছি। কীভাবে আবার চালু করা যায়, তা নিয়ে বিল্‌সের পক্ষ থেকে কাজ করা যেতে পারে।'

সংলাপে প্যানেল আলোচনায় আরো বক্তব্য দেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এএমএম খায়রুল আনাম, ইন্ডাস্ট্রিঅল বাংলাদেশ কাউন্সিলের সভাপতি কুতুবুদ্দিন আহমেদ ও মহাসচিব বাবুল আখতার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল (নারী কমিটি) সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার ডিনা, বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি তৌহিদুর রহমান, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামীম আরা, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এএএম ফয়েজ হোসাইন, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ বাদল, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল ও বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক বাদল খান।

বণিক বার্তা শনিবার, আগস্ট ৯, ২০২৫ ■ শ্রাবণ ২৫, ১৪

মতবিনিময় সভায় বক্তারা

জুলাই সনদে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত জুলাই সনদে শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। এমনকি ঐকমত্য কমিশনের শ্রম ও নারীবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়া হয়নি। বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকের আকাঙ্ক্ষা, জীবন-জীবিকা ও জবানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে গতকাল বাংলাদেশ গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি আয়োজিত 'অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছর, শ্রমিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা।

গার্মেন্টি শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহিম চৌধুরীর পরিচালনায় মতবিনিময়ে লিখিত বক্তব্য উত্থাপন করেন সভাপ্রধান ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দীনা সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ, নাট্যকর্মী ঋতু সাত্তার, দৃশ্যমাধ্যম সমাজের সংগঠক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আকরাম খান, নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা দেব, শ্রম বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক সীমা দাস সিমু, বাংলাদেশ বহুমুখী শ্রমজীবী ও হকার সমিতির সভাপতি বাচ্চু ভুইয়া ও জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈকত আরিফ।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির, গার্মেন্টি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মন্টু ঘোষ, সম্মিলিত গার্মেন্টি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার, শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের সমন্বয়ক শ্রমিক তফাজ্জল হোসেন, গ্রীন বাংলা গার্মেন্টি ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা, শ্রমিক নেতা রাজু আহমেদ, শামীম ইমাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শ্রম খাতকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পৌঁছানোর অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু এখনো শ্রম আইনের যথাযথ সংশোধন সম্পন্ন হয়নি এবং কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের বিচার-সংস্কার ও নির্বাচনের সঙ্গে শ্রমিকের দাবি বাস্তবায়নের কোনো বিরোধ নেই। তাই নির্বাচনী ডামাডোলে প্রবেশ করার আগে সরকারকে উদ্যোগী হয়ে দৃশ্যমান ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রম কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে এবং অবশ্যই শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে।

শ্রম কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেন, 'দেশের সব শ্রমিক সংগঠন ও অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন সুপারিশ করতে পেরেছে, এটি একটি অর্জন।' এটি বাস্তবায়নে সরকারের ভূমিকা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সব শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।'

আলোচকরা আরো বলেন, 'পোশাক খাতসহ শ্রম খাতের উন্নয়ন করতে হলে ও শ্রমিকের জীবনমান বদলাতে শ্রমিক পক্ষের আইন, মজুরি, মতপ্রকাশ ও সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কেবল কারখানার বা মালিকের উন্নয়নে শ্রম খাতের উন্নয়ন হবে না।' শ্রমিকের ইতিহাস সংরক্ষণে তারা মিডিয়ার ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন।

সংবাদপত্রে বিল্‌স

প্রথম আলো • সোমবার, ৪ আগস্ট ২০২৫,

কমিশনের সুপারিশ জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

পাঁচ কমিশনপ্রধানের চিঠি

দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত পাঁচটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বিবেচনায় নিতে প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত পাঁচটি সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার বিবেচনায় নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে চিঠি দিয়েছেন কমিশনগুলোর প্রধানেরা। সংস্কারের পাশাপাশি এসব সুপারিশ জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এ চিঠি পৌঁছে দেওয়া হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ।

চিঠিতে সই করেছেন নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান শিরীন পারভিন হক, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন প্রধান তোফায়েল আহমেদ, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন প্রধান জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনপ্রধান কামাল আহমেদ ও শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। তাঁরা আশাবাদ জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টা যথাযথ ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে গঠিত ছয়টি বিষয়ভিত্তিক কমিশনের সুপারিশগুলো নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যে সংলাপ চালিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সময়োচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রমও সমানভাবে জরুরি।

সময়ের সীমাবদ্ধতার পরও অত্যাবশ্যক সংস্কারগুলো বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করতে চিঠিতে দুটি কার্যকর পদক্ষেপের অনুরোধ করা হয়। প্রথমত, এখনই যেসব সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব, সেগুলো বাছাই করে দ্রুত বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা। দ্বিতীয়ত, এসব সংস্কার নির্বাচিত সরকার অব্যাহত রাখবে—এই মর্মে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায়ের লক্ষ্যে বিষয়গুলো জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করা।

কমিশনপ্রধানেরা আরও বলেছেন, জুলাই সনদে গণমাধ্যম, নারী, শ্রম, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারবিষয়ক সংস্কার অন্তর্ভুক্ত না হলে রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতে তা বাতিল বা উপেক্ষা করার সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে জনমানসে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শ্রমিক, নারী ও সাংবাদিক জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ থেকে যে আশা ও স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে, তা উপেক্ষিত হলে তা ব্যাপক হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিতে পারে।

এ কে আজাদ খান

তোফায়েল আহমেদ

শিরীন পারভিন হক

কামাল আহমেদ

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিশনগুলোর সুপারিশ অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রমও সমানভাবে জরুরি।

সুলতান উদ্দিন আহমেদ

স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের খোলাচিঠি

স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং তা জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টাকে খোলাচিঠি দিয়েছেন স্বাস্থ্য খাত-সংশ্লিষ্ট ছয় বিশিষ্টজন। শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ খোলাচিঠি দেন বিশিষ্টজনেরা। ওই খোলাচিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সদস্য সৈয়দ মো. আকরাম হোসেন, আবু মুহাম্মদ জাকির হোসেন, লিয়াকত আলী, নায়লা জামান খান, আজহারুল ইসলাম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ।